॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

অনুবাদ ও সম্পাদনা

সুনীলকুমার ঘোষ

সান্যাল প্রকাশন : কলিকাতা-৭০০ ০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

প্রেতযোনি

GHOSTS

GENGANGERE

ভূমিকা

১৮ জুন (১৮৮১) হেনরিক ইবসেন তাঁর প্রকাশক হেগেলকে লিখলেন : "গ্রীষ্মকালে আমার সাহিত্য-পরিকল্পনার কিছু রদবদল হয়েছে। যে নাটকটির ('An Enemy of the People') কথা আপনাকে আগেই আমি জানিয়েছিলাম সেটিকে আমি লিখছিনে। এই মাসের গোড়ার দিকে আমি একটি নতুন নাটকে হাত দিয়েছি। নাটকটি লিখবো লিখবো ব'লে অনেক দিনই ভাবছিলাম। সেই ভাবনাটিকে আর আমি চেপে রাখতে পারছিনে। আশা করছি, অক্টোবরের মাঝামাঝি পাণ্ডুলিপিট আপনাকে আমি পাঠাতে পারবো। নাটকের নামটা কী হবে সেকথা আপনাকে পরে জানাবো। বর্তমানে আমি কেবল এইটুকু জানাচ্ছি যে এটি হবে তিন অংকের গার্হস্থ্য নাটক। বলাই বাহুল্য, এই নাটকটির সঙ্গে 'A Doll's House'-এর কোন সম্পর্ক নেই।

সোরেণ্টো থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি হেগেলকে লিখলেন : "আজ একটু সময় পেয়েছি বলে আপনাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি যে এ মাসের ২৩ তারিখে, আমার নতুন নাটকের খসড়াটি শেষ হয়েছে। ২৫ তারিখ থেকে শুরু করছি পরিষ্কার করে লিখতে। নাটকটির নাম হচ্ছে 'Ghosts : A Domestic Drama in Three Acts'। সম্ভব হলে, অক্টোবর মাসের শেষের দিকে সমস্ত পাণ্ডুলিপিট আপনি পাবেন।"

সংস্কার করতে করতে নাটকটির খোল-নলচে সবই প্রায় পাল্টে গেল। বড়দিনের আর বেশী দেরী নেই। ওই সময়েই তাঁর নতুন নাটক বাজারে বেরোয়। কাজেই খুব দ্রুতগতিতে কাজ করতে হলো তাঁকে। ১৬ অক্টোবর প্রথম অংকটি তিনি হেগেলকে পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় অংকের খসড়া শেষ করলেন সাত দিনের মাথায়। তৃতীয় অংকটি শেষ করতে লাগলো আরও চার দিন। ৪ নভেম্বর পাঠালেন দ্বিতীয় অংক এবং তৃতীয় অংকের প্রথম পৃষ্ঠা। সেই সঙ্গে হেগেলকে তিনি জানালেন : "আগামীকাল আমরা রোমে ফিরে যাচ্ছি। বাকি অংশটুকু সেখান থেকে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

২৩ নভেম্বর রোম থেকে হেগেলকে তিনি যে চিঠি লিখলেন তাতে একটি সতর্কবাণী ছিল : "নাটকটি সম্ভবত কিছু কিছু লোকের মধ্যে অশান্তি আর

আতংকের সৃষ্টি করবে। কিন্তু করার কিছু নেই। আতংকের সৃষ্টি না করলে, এ-নাটক লেখার কোন অর্থ থাকতো না।"

১৮৮১ সালের ১৩ ডিসেম্বর নাটকটি যথারীতি প্রকাশিত হ'ল। প্রথম সংস্করণটির ছাপা হলো দশ হাজার কপি, 'A Doll's House'-এর চেয়ে দু-হাজার কপি বেশী। নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটানা ছি-ছিতে চারপাশ ভরে উঠলো। এ-রকম হৈ চৈ যে হবে ইবসেন নিজেও তা কল্পনা করতে পারেন নি। তিনি বেশ: বুঝতে পারলেন স্ক্যান্ডিনেভিয়া আর জার্মানীর কোথাও নাটকটি অভিনয় হওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু এটাও তিনি জানতেন যে যাঁরা পড়বেন তাদের কাছে নাটকটি সমাদৃত হবে। বাইশে ডিসেম্বর Ludwig Passarge কে তিনি লিখলেনঃ "আমার নতুন নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কাগজগুলিতে এর বিরূপ আলোচনা বেরিয়েছে। প্রতিদিনই এ সম্বন্ধে নানান চিঠিপত্র পাচ্ছি। কেউ বলছেন—ভাল; কেউ বলছেন—খারাপ। ....কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, কোন জার্মান থিয়েটারে এটির অভিনীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এমন কি স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেও কিছুদিনের মধ্যে কেউ এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে সাহস করবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রসঙ্গত বলছি, নাটকটির দশ হাজার কপি ছাপা হয়েছে, এবং শীঘ্রই হয়ত একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে।

কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী আশাতীতভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

২ জানুয়ারী (১৮৮২) হেগেলকে তিনি যে চিঠি দিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে Ghosts'-এর বিরুদ্ধে যে সব উৎকট আর যুক্তিহীন আলোচনার ঝড় উঠেছিল তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। তিনি এই রকমই কিছু একটা আশা করছিলেন। 'Love's Comedy', 'Peer Gynt', 'The Pillars of Society', আর 'A Doll's House'-এর ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল। সুতরাং এ ঝড়ও সময়ে থিতিয়ে আসবে। তিনি কিছুটা অস্বস্তি পাচ্ছিলেন অন্য কারণেঃ "One thing worries me a little when I think how big an edition you printed. Has all this fuss damaged the sale of the book ?"

উত্তরে হেগেল জানালেনঃ "করেছে, নিশ্চয় ক্ষতি করেছে।..... কোপেনহেগেনের বাইরে, বিশেষ ক'রে বার্গেন আর স্টকহলমে এই নাটকটি না কেনার জন্যে সেখানকার কাগজগুলিতে জোর প্রচার চালানো হয়েছে। সেখানকার পুস্তকবিক্রেতারা আমাকে জানিয়েছেন যে নাটকটি বিক্রী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না: এবং তাঁদের দোকানে যে-সব বই রয়েছে, আর তাদের সংখ্যাও অনেক, সেগুলি ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাকে তাঁরা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে, যাঁদের সঙ্গে অবিক্রীত কপি ফিরিয়ে আনার শর্ত রয়েছে কেবল তাঁরাই নয়, যাঁদের সঙ্গে সেরকম কোন শর্ত আমাদের নেই তাঁরাও রয়েছেন। বিক্রেতাদের সঙ্গে একটা ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে তাঁদের কাছ থেকেও বইগুলি আমাদের ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। এতে যে কেবল এই নাটকটিরই বিক্রি প'ড়ে গিয়েছে

তা নয়, আমাদের ব্যবসাও সাধারণভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিটি ক্রিসমাসের সময় আপনার কম বই আমরা বিক্রী করি না ; কিন্তু এ বছর সেই বিক্রী অনেক কমে গিয়েছে।"

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার দিন স্টকহলমে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। বই-এর দোকানগুলিতে জমে উঠলো ভিড়। কিন্তু তার পরেই সমস্ত উত্তেজনা নিঃশব্দে এল থিতিয়ে। যাকে বলে একদম চুপচাপ। কোন উচ্চবাচ্য করলো না সংবাদপত্রগুলি। নাটকটি গণ্য হল নিষিদ্ধ ব'লে। এমন কি নাটকটি নিয়ে আলোচনা করাটাও অশ্লীল ব'লে গণ্য হল। কিন্তু কেন অশ্লীল? কারণ, এতদিন ধরে যে বিবাহ-পদ্ধতিটি পবিত্র ব'লে গৃহীত হয়েছিল নাটকটিতে নাকি তাকেই হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে ; এতদিন সংসারে পিতাকে সম্মান করা পুত্রের কর্তব্য বলে গণ্য হ'ত। এখানে সে-সম্বন্ধেও করা হয়েছে বিরূপ মন্তব্য। সেইজন্যে বইটি ঘরে রাখতেও কেউ সাহস করেনি। সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে এখানে উপদংশ (সিফিলিস) রোগের সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরকীয়া প্রেমকে দেওয়া হয়েছে স্বীকৃতি। এমনকি মনে হচ্ছে, নাট্যকার এখানে নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনকেও সমর্থন করেছেন।

'Ghosts'-এর বিরুদ্ধে এইগুলিই ছিল মোটা অভিযোগ। চিরাচরিত সংস্কারের মূলে এই কুঠারাঘাত অনেকেই সহ্য করতে পারেনেন না। ক্রিশ্চিনিয়াতে Ludvig Josephson ছিলেন ইবসেনের একজন বড় সমর্থক। স্টকহলমে তাঁর থিয়েটারে নাটকটির অভিনয় করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সে প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য ক'রে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন স্ক্যানডিনেভিয়াতে এত রদ্দি বই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। কোপেনহেগেনের রয়াল থিয়েটারেও নাটকটির অভিনয় হয় নি। ওখানকার পরিচালন মণ্ডলীর সদস্য এরিক বগ (Eric Bøgh) মন্তব্য করলেন যে নাটকটি হচ্ছে 'a repulsive pathological phenomenon which, by undermining the morality of our social order, threatens its foundations." কিন্তু নাটকটির ওপরে তীব্রতম আক্রমণ এসেছিল নরওয়ে থেকে। ইবসেন ভেবেছিলেন প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকাগুলিই নাটকটিকে পছন্দ করবে না ; কিন্তু কার্যত দেখা গেল, এবং দেখে তিনি মর্মাহতও কম হলেন না, লিবারেল দলের কাগজগুলিই তাঁকে আক্রমণ করল সবচেয়ে বেশী। 'Oplandenes Avis' নামে একটি বামপন্থী কাগজ প্রথম আক্রমণ সূচনা ক'রে লিখলো : "Complete silence would, in our opinion, be the most fitting reception for such a work. 'Dagbladet' কাগজে একজন গ্রন্থ-সমালোচক লিখলেন : "It is as though Ibsen had taken enjoyment in saying all the worst things he knew, and in saying them in the most outrageous way he could conceive." বৃদ্ধ Andreas Munch 'Morgenbladet' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখলেন। কবিতাটির নাম 'A Fallen Star'. সেই নক্ষত্রের সঙ্গে ইবসেনের তুলনা ক'রে তিনি বললেন যে কক্ষচ্যুত তারকার মত তিনি 'কুয়াশাচ্ছন্ন অঞ্চলের দিকে ধাবমান হয়ে উল্কার বেগে যেখানে পড়ে কবরস্থ হয়েছেন

সে-জায়গাটা হচ্ছে মৃতদেহে ভরা পোড়ামাটির মত। সেখানে কবরস্থ হয়ে চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি, ছ'বছর পরে ইবসেনের যিনি একটি উল্লেখযোগ্য জীবনী লিখেছিলেন সেই Henrik Jaegar-ও নাটকটিকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। ক্রিশ্চিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকটিকে আক্রমণ ক'রে তিনি বক্তৃতা দিলেন; এমনকি সারা দেশ ঘুরে নাটকটির প্রচার নিষিদ্ধ ক'রে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন; পরে অবশ্য নিজের বক্তব্যগুলি তিনি প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকজন বেশ দুঃসাহসের সঙ্গেই তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন Hans Jaegar (অশ্লীল উপন্যাস রচনা করার অভিযোগে পরে ইনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন), Gunnar Heiberg, Amalie Skrum এবং Camilla (Collett মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন এঁরা)। এমনকি সাহিত্যিক Bjornson-ও (যাঁর সঙ্গে ইবসেনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল) প্রশংসা ক'রে বললেন নাটকটি হচ্ছে 'free, brave and courageous.' ক্রিশ্চিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপক P. O. Schjott এক বছর পরে 'Nyt Tidsskrift পত্রিকাতে নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলির সঙ্গে এর তুলনা ক'রে তিনি লিখলেন: "…For of all the modern dramas we have read, *Ghosts* comes closest to classical tragedy ……when the dust of ignorant criticism has subsided this play of Ibsen's with its pure, bold contours, will stand not only as his noblest deed but as the greatest work of art which he, or indeed our whole dramatic literature, has produced." এমনকি প্রখ্যাত সাহিত্যিক Strindberg পর্যন্ত, ইবসেনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ চরমে ওঠা সত্ত্বেও, স্বীকার করলেন: "But he has written *Ghosts*. I mustn't hate him."

রোমে বসে ইবসেন সব আলোচনাই প্রায় পড়লেন; শুনলেনও অনেক কিছু। পড়ে পড়ে, আর শুনে শুনে, তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ৩ জানুয়ারী (১৮৮২) ব্র্যান্ডিসকে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন: "এইসব তথাকথিত লিবারেল দলের লোকেরা স্বাধীনতা আর সামাজিক উন্নতির কথা মুখে কপচান বটে, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে তাঁদের অনুগতদের তথাকথিত মতবাদের কাছে নিজেদের তাঁরা বিকিয়ে দিয়েছেন। নিজের রচনাকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "The play is not concerned with advocating anything. It merely points to the fact that nihilism is fermenting beneath the surface in Norway as everywhere else. It is inevitable. A Pastor Manders will always incite some Mrs. Alving into being. And she, simply because she is a woman, will, once she has started, go to the ultimate extreme."

কিন্তু সেই সময়কার নামকরা সমালোচক আর সাহিত্যিকদের কথা বাদ দিলেও, তখনকার যুব-সম্প্রদায়ের ওপরে নাটকটি যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নাটকটিকে সেই সময়কার যুবক-সম্প্রদায় কী বিপুল অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সে-বিষয়ে বলতে গিয়ে পঁচিশ বছর বয়স্ক Herman Bang (পরবর্তীকালে ইনি বিখ্যাত ড্যানিশ ঔপন্যাসিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন) লিখলেন: "The play was distributed to the book sellers towards evening. The keenest buyers ran out in the dark to get it. That evening I visited a young actor who had just read *Ghosts* ...This, he said, 'is the greatest play our age will see'. The debate had already started by the next morning. An extraordinary number of people seemed to have read the play that night. ...One or two restless people...gave public readings. People flocked to the obscure places where these readings took place, out by the bridges, far into the suburbs."

১৮৮৪ সালের আগে নাটকটি জার্মানীতে প্রকাশিত হয়নি। সেখানেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিন 'A Doll's House'-এর অভিনয় হচ্ছিল। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়কার প্রখ্যাত অভিনেত্রী Maris Ramlo। সেদিন প্রেক্ষাগৃহে যে অসংখ্য যুবক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কেউ নাটকটি দেখেন নি। সবাই পড়েছিলেন কাগজে বাঁধাই করা একশ পাতার একখানি বই। বইটির নাম হচ্ছে 'Gespenster' (Ghosts)। Herman Bang-ও সেদিন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে তিনি লিখেছেন: "What a strange evening when all those hundreds of young people read as one the play about the sins of their fathers, and when, as a drama about marriage was being acted behind the footlights, that other drama of parents and their children forced its way up from the auditorium on to the stage. They did not dare to read the book at home, and so they read it secretly here."

এ আলোচনা থেকে বেশ বোঝা গেল যে বয়োবৃদ্ধের দলই এই নাটকটির বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তথাকথিত সামাজিক নীতি আর সংস্কৃতির ধারক আর বাহক হিসাবেই নিজেদের মনে করতেন তাঁরা। নাটকটিকে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত দেশাচারের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক জেহাদ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউ এটা লক্ষ্য করেননি যে ওসওয়াল্ড যে রুগ্ন তার জন্যে দায়ী তার লম্পট চরিত্রহীন পিতা যতটা, তার চেয়েও অনেক বেশী দায়ী তার মা মিসেস অলউইঙ; কারণ, রুগ্ন দেশাচারের কাছে নিজেকে তিনি নীরবে সমর্পণ করেছিলেন।

আত্মহত্যা করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে একথা মেনে নিলেও, কোন কারণেই পুত্রকে হত্যা করার অধিকার যে মানুষের নেই, 'Ghosts' নাটকের এইটাই হ'ল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কপট আর দুর্নীতিপরায়ণ অতীতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে চেষ্টা করা, কর্তব্যের দোহাই দিয়ে নিজের প্রেমকে বিনষ্ট করার বিপদ যে কোথায় এইগুলিই নাটকটিতে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। কাপট্য, লাম্পট্য, শূন্যগর্ভ আস্ফালন, ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতা, ব্যক্তি স্বাধীনতার অবলুপ্তি—এক কথায় সমস্ত রকম বুর্জোয়া মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তিনি সংগ্রাম করে এসেছেন। তাঁর আগের দুটি নাটক 'A Doll's House' আর 'The Pillars of Society' সেই যুদ্ধেরই রক্তরাঙা আঙিনা। সুতরাং 'Ghosts' নাটকটি নিয়ে এতটা হৈ চৈ করার পেছনে সত্যিকার কোন যুক্তি ছিল না।

নাটকটি এমন একটি বিষয় নিয়ে লেখা যেটি ইবসেনের মনকে চিরদিন ধরে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। এ সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেই বলেছেন: "We sail with a corpse in the cargo." এই শবটি হচ্ছে আমাদের অতীত। এই অতীতকে কোনদিনই তিনি ভুলতে পারেন নি। এক অর্থে এটিকে দু'বছর আগে লেখা 'A Doll's House' এর পরবর্তী নাটক বলা যেতে পারে, কেবল সময়ের দিক থেকেই নয়, চিন্তাধারার দিক থেকেও। 'A Doll's House' এ Dr Rank এর সমস্যা ঘাড়ে চেপে বসেছে অসওয়াল্ড-এর। মিসেস অলউইঙের সঙ্গে নোরার পার্থক্য হচ্ছে এইটুকু যে নোরার মত তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। এই তিক্ততা যে তাঁকে কতটা অভিভূত করেছিল তা একটি কাহিনী থেকেই বেশ বোঝা যায়। এই নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে, ১৮৯৮ সালে, স্টকহলমের রাজপ্রাসাদে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর সময়, সুইডেনের রাজা দ্বিতীয় অস্কার তাঁকে বলেছিলেন; "···But you should never have written *Ghosts*, Ibsen; it is not a good work···" রাজার এই মন্তব্য শুনে বিব্রত হয়ে ইবসেন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। তাঁর সেই অবস্থা দেখে রানী ব্যাপারটাকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় ইবসেন হঠাৎ বলে ওঠেন: "Your Majesty, I had to write *Ghosts*."

কেন তাঁকে লিখতে বাধ্য হতে হয়েছিল সে-সম্বন্ধে নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই (২৮ শে জানুয়ারী, ১৮৮২) ড্যানিশ লেখক Otto Borchsenius-কে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "It may well be that in certain respects this play is somewhat audacious. But I thought that the time had come when a few boundary marks had to be shifted. And it was much easier for me, as an elder writer, to do this than for the many younger writers who might want to do something of the kind. I was prepared for the storm to

break over me ; but one cannot run away from such things. That would have been cowardice."

প্রথম শ্রেণির চিন্তাশীল লেখক হিসাবে এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর কাহিনী গ্রন্থনায় আর সংলাপে। 'Brand' আর 'Peer Gynt' হচ্ছে নাট্যকাব্য। এদুটি নাটককে বাদ দিলেও, The League of youth-এর কাহিনীর গ্রন্থনা শিথিল, আর সংলাপও সরল। এমনকি তাঁর নতুন রীতিতে লেখা প্রথম দুটি নাটক 'The Pillars of Society' এবং 'A Doll's House'-এর সংলাপও ঋজু; অর্থাৎ, চরিত্রগুলি সহজ আর সরল ভাষায় নিজেদের বক্তব্য প্রতিপক্ষের কাছে উপস্থাপিত করেছে। কিন্তু আলোচ্য নাটকটিতে, সংলাপগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তির্যক। বিশেষ ক'রে মিসেস অলভিইঙ আর প্যাস্টর ম্যানদারসের কথাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ নয়। তাঁদের মনের কথাটা মুখের কথায় প্রতিফলিত হয় নি। আধুনিক নাট্যসংলাপে এই রীতি একটি বৈশিষ্ট্যস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এই সংলাপকে লক্ষ্য ক'রেই কোন একজন সমালোচক বলেছেন: 'This double dialogue, when the characters say one thing and mean another, was to be one of Ibsen's most important contributions to the technique of prose drama." এই নাটকটি অভিনয় করা তাই এত কঠিন। এখানে চরিত্রগুলিকে অভিনয় করতে হয় দ্বৈত ভূমিকায়। অপরাধপ্রবণ বিবেকটা যাতে ধরা প'ড়ে না যায় সেইজন্যেই তাদের এই কঠোর সতর্কতা। অনুবাদের দিক থেকেও নাটকটি তাই বিশেষ দুরূহ।

নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে 'Ghosts'-এর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কোন কোন সমালোচকের মতে, মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে আধুনিক গদ্য সংলাপের সাহায্যে এত বড় কোন ট্র্যাজিক নাটক এর আগে লেখা হয় নি। ধর্ম আর সংস্কার মানুষকে যে কেমনভাবে পঙ্গু করে, মিসেস অলভিইঙই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ধর্মান্ধতার আর একটি শিকার হচ্ছেন যাজক ম্যানদারস নিজে। তাঁর রুচিবোধ শালীনতা আর পবিত্রতার উৎস হচ্ছে ওই ধর্মান্ধতা; আর তারই পাষাণভার তাঁর বুকের ওপরে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে মিসেস অলভিইঙের প্রেমকে অগ্রাহ্য ক'রে চরিত্রহীন লম্পট স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে তাঁকে তিনি বাধ্য করেছিলেন। কেবল তাই নয়, স্বামীকে তিনি যে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে পারেননি তার সমস্ত দায় আর দায়িত্ব তিনি মিসেস অলভিইঙের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে বিরাট একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। এই পাপাচারের বিষক্রিয়া একটি নিরপরাধ শিশুকে সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি যাকে নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য নিয়তি বলে চিহ্নিত করেছেন আলোচ্য নাটকটিতে দেশাচার সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যুবক অসওয়াল্ড সেই দেশাচারের একটি মর্মন্তুদ বলি।

এখানে আর একটি চরিত্র হচ্ছে রেজিনা। 'The Pillars of Society'-র ডাইনা ডর্ফ, 'Ghosts' নাটকের রেজিনা এনগস্ট্রান্দ, আর 'Rosmersholm'-এর রেবেকা

ওয়েস্ট প্রায় সমজাতীয় চরিত্র। তাদের জন্মলগ্নের ইতিহাস নিঃসংশয়ে অপরাধমুক্ত নয়। পর পর এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার চিহ্ন বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ডায়না স্বভাবে নরম, কিছুটা ভীরু। কিন্তু একটি আঞ্চলিক শহরের তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের অভিশাপের হাত থেকে নিজেকে শেষ পর্যন্ত সে মুক্ত করতে পেরেছে। রেজিনার উচ্ছল প্রকৃতি তাকে নামিয়েছে প্রকাশ্য বিদ্রোহে। নিজের জীবনকে সার্থক করার জন্যে রুগ্ন অসওয়াল্ড আর মিসেস্ অলভিংকে ছেড়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। তার কলঙ্কময় জন্মের কথা শুনেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। আর রেবেকা তার জন্মকলঙ্কের মুখ বন্ধ করার জন্যে তার প্রেমাস্পদের জন্যে মৃত্যু বরণ করেছে।

নরওয়ের ভাষায় আলোচ্য নাটকটির নাম দেওয়া হয়েছে *Gengangere* ; এর ইংরাজী তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'Those-who-walk-Again'। কিন্তু উইলিয়ম আর্চারের অনুবাদ থেকে শুরু ক'রে অন্য সমস্ত ইংরেজি অনুবাদগুলিতে এর তর্জমা করা হয়েছে 'Ghosts'। প্রকাশক হেগেলকে এই নাটকটির সম্বন্ধে ইবসেন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "The play is entitled 'Ghosts : A Domestic Drama in Three Acts". ইংরেজি অনুবাদকরা সেইজন্যেই সম্ভবত নাটকটির নাম দিয়েছেন 'Ghosts'। বাংলায় শব্দটির যথাযথ অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'আবার যারা ঘুরে বেড়ায়' অথবা 'ভূতেরা'। নামকরণের দিক থেকে ওই দুটি নামই বাংলায় কেমন যেন বেমানান বলে মনে হচ্ছে। ধর্মান্ধতাজাত কুসংস্কার এবং পিতামাতার রোগ কীভাবে উত্তরপুরুষে সংক্রামিত হয় আলোচ্য নাটকে সেইটিই হচ্ছে মূল উপপাদ্য বিষয়। এই সম্বন্ধে Michael Meyer-এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : "In view of the frequently repeated complaint that syphilis cannot be inherited from one's father, it is worth pointing out that it can be inherited from one's mother, and that a woman can have syphilis without realising it or suffering any particular discomfort. In other words, and this is a far more frightening explanation of Oswald's illness than the usual one, Mrs Alving could have caught syphilis from her husband and passed it on to her son."

সেইদিক থেকে বিচার ক'রে নাটকটির নাম দেওয়া হলো 'প্রেতযোনি'।

সুনীলকুমার ঘোষ

॥ নাটকের চরিত্র ॥

মিসেস হেলেনা অলভইঙ, ভূতপূর্ব কোর্ট চেম্বারলেন ক্যাপ্টেন অলভইঙের বিধবা
অসওয়াল্ড অলভইঙ, তাঁর পুত্র, শিল্পী
প্যাস্টর ম্যানদারস, ধর্মযাজক
এনগস্ত্রানদ, ছুতোর মিস্ত্রী
রেজিনা এনগস্ত্রানদ, মিসেস অলভইঙের বাড়ীতে কাজ করে।

স্থান ॥ পশ্চিম নরওয়ের একটি বিরাট অন্তরীপের ধারে মিসেস অলভইঙের গ্রামের বাড়ী।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

বড় একটা বাগান-ঘর। বাঁদিকের দেওয়ালে একটা দরজা; ডানদিকে দুটো। ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিল। তার পাশে কয়েকটি চেয়ার; টেবিলের ওপরে কিছু বই, খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রিকা।
সামনে, বাঁদিকে, একটা জানালা। জানালার সামনে ছোট একটা সোফা, টেবিল। পেছনে আর একটা ছোট ঘর। বড় ঘর দিয়েই সে-ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের দেওয়ালগুলি কাচের। এই ঘরের ডানদিকে একটা দরজা। সেই দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়।
কাচের ভেতর দিয়ে অক্লান্ত বর্ষণে ঝাপসা বিরাট জলাশয়ের আবছাওয়া চোখে পড়ে। ছুতোর এনগস্ত্রানদ বাগানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তার বাঁ পা-টা কিঞ্চিৎ খোঁড়া। তার জুতোর সুকতলাটা কাঠের। বাগানে জল দেওয়ার খালি সিরিঞ্জ নিয়ে রেজিনা তাকে রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রেজিনা ॥ [নিচু গলায়] কী চাই তোমার? যেখানে আছ সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক। তোমার গা দিয়ে এখনও বৃষ্টির জল ঝরছে।

এনগস্ত্রানদ ॥ এতো ঈশ্বরের দেওয়া বৃষ্টি, বাছা।

রেজিনা ॥ ঈশ্বরের নয়—শয়তানের।

এনগস্ত্রানদ ॥ মাগো, কী কথার ছিরি তোমার, রেজিনা! [ঘরের দিকে দু'এক পা খুঁড়িয়ে এগোয়] আমি বলতে চাই--

রেজিনা ॥ ওই পা নিয়ে খটখট করো না, বলছি। ছোটবাবু ওপরে ঘুমোচ্ছেন।

এনগস্ত্রানদ ॥ ঘুমোচ্ছেন? এখন—এই দিনের বেলা

রেজিনা ॥ তাতে তোমার কী?

এনগস্ত্রানদ ॥ কাল রাতে আমি একটু আনন্দ, মানে, স্ফূর্তি করেছিলাম—

রেজিনা ॥ তা আমি ভালোই বুঝতে পারছি।

এনগস্ত্রানদ ॥ আমাদের সকলেরই একটা-না-একটা দুর্বলতা রয়েছে—বুঝেছ—

রেজিনা ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়।

এনগস্ত্রানদ ॥— আর এ জগতে লোভের জালও অনেক পাতা রয়েছে—বুঝেছ।... কিন্তু সে যাই হোক—আজ সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমি যথারীতি কাজে গিয়েছি—দিব্যি দিয়ে বলছি।

রেজিনা ॥ ঠিক আছে। কিন্তু এখন তুমি কেটে পড়। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তোমার সঙ্গে রাঁদেভো করতে পারব না।

এনগাস্ত্রানদ ॥ কী—কী পারবে না?

রেজিনা ॥ আমাদের এই অবস্থায় কেউ দেখে ফেলুক তা আমি চাই নে। সুতরাং তুমি কেটে পড়।

এনগস্ত্রানদ ॥ [একটু কাছে স'রে এসে] তোমার সঙ্গে একটু কথা না ব'লে যদি চলে

যাই তাহলে···চুলোয় যাক···আজ বিকেলেই স্কুলের কাজ আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আজ রাত্রির স্টীমারেই আমি শহরে চলে যাচ্ছি।

রেজিনা ॥ [নিঃশ্বাস চেপে] যাত্রা শুভ হোক!

এনগস্ত্রানদ ॥ বেঁচে থাকো, বাচা! আগামীকালই অনাথ আশ্রমের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। সুতরাং সেখানে যে প্রচুর খানাপিনা আর মদের স্রোত বইবে সেটা তুমি বুঝতেই পারছ। যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জেকব এনগস্ত্রানদ যে লোভ পরিত্যাগ করতে পারে নি একথা কাউকে আমি বলতে দেব না।

রেজিনা ॥ বটে, বটে!

এনগস্ত্রানদ ॥ তা ছাড়া, আগামীকাল অনেক চৌকস লোকই এখানে আসবে; আর তারা সবাই আশা করছে আমাদের পাদরী ম্যানদারস সাহেবও শহর থেকে আসবেন।

রেজিনা ॥ আসবেন না; আজই তিনি আসছেন।

এনগস্ত্রানদ ॥ তাহলেই দেখছো। আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ আমি তাঁকে দিতে চাই নে।

রেজিনা ॥ তাই বল!

এনগস্ত্রানদ ॥ 'বল'-টা কী?

রেজিনা ॥ [একটা চতুর দৃষ্টিপাত করে] তুমি এখন মিঃ ম্যানদারসকে ঠকিয়ে কী করতে চাইছ বলত?

এনগস্ত্রানদ ॥ চুপ—চুপ! তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে দেখছি। আমি কি মিঃ ম্যানদারসকে ঠকিয়ে কিছু কার্যোদ্ধার করতে যাচ্ছি নাকি? আরে, না—না! তিনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। কিন্তু সেই বিষয়েই তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল। বুঝতেই পাচ্ছ, আজ রাত্রিতে আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি—

রেজিনা ॥ যত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পার ততই ভাল!

এনগস্ত্রানদ ॥—আর আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে এস, রেজিনা।

রেজিনা ॥ [অবাক হয়ে, হাঁ ক'রে] কী বললে! তুমি চাও আমি—?

এনগস্ত্রানদ ॥ আমি বলেছি আমার সঙ্গে তুমি বাড়ী ফিরে চল।

রেজিনা ॥ [ঘৃণার সঙ্গে] তুমি আমাকে কিছুতেই তোমার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

এনগস্ত্রানদ ॥ তাই বুঝি! আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।

রেজিনা ॥ তাই দেখো! কী, আমাকে? আমাকে মানুষ ক'রে তুলেছেন মিসেস অলউইঙের মত অভিজাত একটি মহিলা! তাঁর সংসারের একজনের মতই! আমি যাব তোমার সঙ্গে? আর ওইরকম জায়গায়? থু! থু!

এনগস্ত্রানদ ॥ কী! থু-থু! নিজের বাবার মুখের ওপরে কথা? বাঁদর কোথাকার!

রেজিনা ॥ [নিঃশ্বাস চেপে, তার দিকে না তাকিয়ে] তুমি সব সময় বলে এসেছ আমি তোমার কেউ নয়।

এনগস্ত্রানদ ॥ তা নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন ?

রেজিনা ॥ ভেবে দেখ, সব সময় তুমি গালাগাল ক'রে আমাকে বলতে···

এনগস্ত্রানদ ॥ গালাগাল ! তোমাকে আমি যদি কোন দিন নোংরা কথা ব'লে থাকি তাহলে যেন জাহান্নামে যাই।

রেজিনা ॥ তুমি আমাকে যা বলতে সে-সব কথা আর তোমাকে উচ্চারণ করতে হবে না।

এনগস্ত্রানদ ॥ হয়ত বলেছি ; কিন্তু দু, এক পাত্র চড়ানোর পরে ··এ-জগতে প্রলোভনের জাল অনেক—রেজিনা।

রেজিনা ॥ বটে বটে !

এনগস্ত্রানদ ॥ আবার, তোমার মা যখন চিল্লাচিল্লি করত তখন বলেছি। তাকে শান্ত করার জন্যে আমাকে দু'চারটে কড়া কথা বলতে হতো বই কি। সব সময় সে এমন একখানা ভাব দেখাতো ! [বিদ্রূপের সঙ্গে স্বর অনুকরণ ক'রে] 'নিজেকে নিয়ে আমাকে থাকতে দাও জেকব, আমাকে যেতে দাও ! রোজেনওয়াল্ড এ অলভিংদের বাড়িতে তিন বছর আমি চাকরি করেছি। তিনি ছিলেন চেম্বারলেন।' [হেসে] অলভিংদের বাড়ীতে সে যখন চাকরি করত সেই সময় ভদ্রলোক যে ক্যাপ্টেন থেকে চেম্বারলেন হয়েছিলেন সে কথা তোমার মা কিছুতেই ভুলতে পারে নি। হায়রে কপাল !

রেজিনা ॥ বেচারা ! তোমার জন্যেই মা তাড়াতাড়ি মারা গিয়েছে।

এনগস্ত্রানদ ॥ [কাঁধে কুণ্ডন জাগিয়ে] হ্যাঁ ; তাই বটে ! এখন সবদোষ আমার ঘাড়ে চাপাবে বইকি !

রেজিনা ॥ [ফিস ফিস ক'রে ঘুরে] তারপরে, ওই পা—উঃ।

এনগস্ত্রানদ ॥ কী বললে, বাছা ?

রেজিনা ॥ Pied de mouton !

এনগস্ত্রানদ ॥ ইংরেজি ঝাড়ছো ব'লে মনে হচ্ছে—য়্যাঁ ?

রেজিনা ॥ হ্যাঁ।

এনগস্ত্রানদ ॥ তুমি এখানে লেখাপড়া শিখেছ রেজিনা—এখন তো ও-সব ঝাড়বেই।

রেজিনা ॥ একটু পরে] আচ্ছা, আমাকে তুমি শহরে নিয়ে যেতে চাইছ ঠিক কেন বল ত ?

এনগস্ত্রানদ ॥ বাপ তার মেয়েকে নিয়ে যেতে চায় কেন সেকথা জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রাখে ? আমি কি একজন নিঃসঙ্গ বেচারা মৃতদার নই ?

রেজিনা ॥ ওসব গালগপ্প আমাকে না বললেও পার। কেন নিয়ে যেতে চাইছ বল—আসল কারণটা কী ?

এনগস্ত্রানদ ॥ বেশ, বলছি ঃ আমি নতুন একটা কিছু করার চেষ্টা করছি।

রেজিনা ॥ [নাক ফুলিয়ে] চেষ্টা তো সব সময়েই করছ—কিন্তু হচ্ছে কী ?

এনগস্ত্রানদ ॥ কিন্তু এবার রেজিনা, দেখবে তুমি—যদি না পারি তাহলে আমি যেন 'জাহান্নামে—

রেজিনা ॥ [মাটিতে পা ঠুকে] আবার ওইসব কথা !

এনগস্ত্রানদ ॥ চুপ—চুপ ! তুমি ঠিকই বলেছ, বৎসে। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই ঃ এই নতুন অনাথ আশ্রমে কাজ ক'রে আমি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছি।

রেজিনা ॥ করেছ ? বা ! বা !

এনগস্ত্রানদ ॥ যাই হোক, এই গেঁয়ো জায়গায় কিসে আর খরচ করব ?

রেজিনা ॥ মানে ?

এনগস্ত্রানদ ॥ মানেটা হচ্ছে এই যে এমন একটা জিনিসে টাকা খাটাতে হবে যেটা থেকে কিছু আসবে।—এই ধর, খালাসীদের জন্যে একটা থাকা আর খাওয়ার জায়গা—হোটেলের মত আর কি !

রেজিনা ॥ বা !

এনগস্ত্রানদ ॥ মানে, ওইসব কতো খালাসীদের জন্যে হেঁজিপেঁজি—যাহোক একটা গোছের আস্তনা নয় ; রীতিমত ওই যাকে বলা হয় অভিজাত হোটেল। না—না ; দুত্তোর [illegible]—জাহাজের ক্যাপ্টেন, মেট, আর [illegible] বড় [illegible] যাতে থাকতে পারেন সেইরকম একটা হোটেল। বুঝেছ ?

রেজিনা ॥ এবং সেখানে আমি—?

এনগস্ত্রানদ ॥ তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে আর কি। অর্থাৎ, বাইরে থেকে দেখতে যেন [illegible] হয়—। বুঝেছ ? বেশী খাটতে মোটে হবে না। যেটুকু করতে তোমার ভাল লাগবে সেইটুকুই কাজ করবে।

রেজিনা ॥ তবু ?

এনগস্ত্রানদ ॥ কারণ ওখানে যে কোন মহিলা [illegible] হবে— সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গান, নাচ আর ওই জাতীয় আমোদ প্রমোদের ভেতর দিয়ে সন্ধ্যেবেলাটা একটু জমিয়ে রাখতে হবে। মনে রেখো [illegible] আসছে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে—দূরদূরান্ত থেকে। [কাছে এসে] রেজিনা, মুখ্যুর মত নিজের পায়ে কুড়োল বসিয়ো না। এখানে তোমার ভবিষ্যৎ কী ? খরচপত্র ক'রে তোমায় মানিবপত্নী তোমাকে যে এই লেখাপড়া শিখিয়েছেন তা তোমার কোন্ কাজে লাগবে ? শুনলাম এই নতুন অনাথ আশ্রমে তুমি নাকি বাচ্চাদের দেখাশুনা করবে। তাতে তোমার লাভটা কী হবে ? কতগুলো নোংরা বাচ্চাদের জন্যে খেটে-খেটে মরতে তুমি চাও ?

রেজিনা ॥ না। আমি যা চাইছি তাই যদি হয়—আশা করি তা ই হবে—তাহলে হয়ত—

এনগস্ত্রানদ ॥ তাহলে হয়ত ?

রেজিনা ॥ সেসব কথা থাক। তুমি যে টাকা জমিয়েছ তা কি অনেক ?

এনগস্ত্রানদ ॥ এদিক-ওদিক ক'রে তা হবে বইকি—হ্যাঁ, সাত আট হাজার ক্রোনার।

রেজিনা ॥ খারাপ নয়।

এনগস্ত্রানদ ॥ ব্যবসা শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট, বাছা।

রেজিনা ॥ তা থেকে আমাকে কিছুটা দেওয়ার কথা তোমার মনে হয় নি তো ?

এনগস্ট্রানদ ॥ না ; মোটেই না।

রেজিনা ॥ এমন কি আমার পোশাক তৈরি করার জন্যে একটু কাপড়-ও না ?

এনগস্ট্রানদ ॥ আগে তুমি আমার সঙ্গে শহরে চল—তারপরে, যত পোশাক তুমি পরতে চাও পাবে।

রেজিনা ॥ আমার তো বয়েই গেল। চাইলে, এখানেই কত পোশাক আমি পেতে পারি।

এনগস্ট্রানদ ॥ কিন্তু সেখানে বাবাকে সাহায্য ক'রে তুমি আরও ভাল থাকবে, রেজিনা। বন্দরের রাস্তায় একটি ছোট সুন্দর বাড়ী রয়েছে। খুব বেশী চাইছে না তারা। বাড়ীটাকে আমরা নাবিকদের আস্তানা ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারব।

রেজিনা ॥ কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই নে—চাই নে তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে। অতএব তুমি এখন কেটে পড় !

এনগস্ট্রানদ ॥ তোমার যদি কিছু বুদ্ধি থাকে তাহলে আমার কাছে বেশী দিন তোমাকে—আমারই দুর্ভাগ্য—থাকতে হবে না। গত দু'-এক বছরের ভেতরে চেহারাটা তোমার বেশ ভালই হয়েছে।

রেজিনা ॥ অর্থাৎ ?

এনগস্ট্রানদ ॥ অদূর ভবিষ্যতে হয়ত কোন জাহাজের অফিসার এসে হাজির হবে—কোন ক্যাপ্টেন, এমন কি···

রেজিনা ॥ ওরকম কাউকে আমি বিয়ে করছি নে। নাবিকদের কোন *Savoir Vivre* নেই।

এনগস্ট্রাদন ॥ কী নেই ?

রেজিনা ॥ নাবিকরা কী রকম জীব তা আমি জানি। তাদের বিয়ে করা যায় না।

এনগস্ট্রানদ ॥ বেশ তো, বিয়ে করো না—তাতেও আমদানি কমবে না। [আরও একটু অন্তরঙ্গভাবে] সেই ইংরেজটা—ওই যে লোকটা ছোট একটা প্রমোদ-তরণী ভাসিয়ে এসেছিল—সে আমাকে দিয়েছে তিনশ ডলার। হ্যাঁ···সে দিয়েছিল···কিন্তু সেই মেয়েটা তোমার চেয়ে সুন্দরী ছিল না।

রেজিনা ॥ [সামনে এগিয়ে] বেরিয়ে যাও !

এনগস্ট্রানদ ॥ [পিছিয়ে] আরে, আরে···মারবে নাকি !

রেজিনা ॥ মারব ! আমার মায়ের সম্বন্ধে আর একটা কথা যদি বল তাহলে বুঝবে মারি কি না। বেরিয়ে যাও ! বলছি বেরিয়ে যাও ! [তাকে সে বাগানের দরজার দিকে তাড়িয়ে দেয়] আর ওইভাবে দরজা নাড়িয়ো না—ছোটবাবু মিঃ অলউইঙ···

এনগস্ট্রানদ ॥ —ঘুমোচ্ছেন, আমি জানি। যুবক মিঃ অলউইঙ-এর ব্যাপারে তোমার এই বিরাট উদ্বেগ দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। [আস্তে] ও-হো। উনি তো নন—নাকি ?

রেজিনা ॥ বেরিয়ে যাও—এখনই বেরিয়ে যাও বলছি। মুখ্যু কোথাকার। না, ওদিক দিয়ে নয়—আমাদের ধর্মযাজক ম্যানদারস আসছেন—ওই যে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে চলে যাও।

এনগস্ত্রানদ ॥ [ডানদিকে গিয়ে] ঠিক আছে, ঠিক আছে। উনি এলে ওঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করো। বাপের কাছে সন্তানের ঋণ কত সেকথা উনিই তোমাকে বলে দিতে পারবেন। কারণ, তুমি জান, আমি তোমার বাবা। গির্জার খাতা থেকে আমি তা প্রমাণ করতে পারি।

[পেছনের একটা দরজা খুলে দিল রেজিনা। সেইখান দিয়ে সে বেরিয়ে, গেল। রেজিনা আয়নায় তাড়াতাড়ি নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল. হাওয়া খেয়ে নিল রুমাল নাড়িয়ে, জামার কলারটা সোজা করল, তারপরে ফুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ধর্মযাজক ম্যানদারস বাগানের দরজার ভেতর দিয়ে সেই লাগোয়া কনসার-ভেটরীতে ঢুকে এলেন। গায়ে ওভারকোট; হাতে একটা ছাতা; ফিতে দিয়ে কাঁধে ঝোলানো একটা ভ্রাম্যমান ব্যাগ।]

ম্যানদারস ॥ গুড মর্নিং, মিস এনগস্ত্রানদ।

রেজিনা ॥ [খুশি খুশি বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে] কী সৌভাগ্য! গুড মর্নিং প্যাস্টর! স্টীমার এরই মধ্যে এসে গিয়েছে?

ম্যানদারস ॥ এইমাত্র। [ঘরের মধ্যে ঢোকেন] সম্প্রতি আবহাওয়াটা কী ভয়ংকরই না চলছে!

রেজিনা ॥ [পিছু পিছু এসে] কিন্তু চাষীদের পক্ষে ভালোই।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ; সেকথা সত্যি। আমরা শহরবাসীরা তাদের কথা চিন্তা করি না। [ওভারকোট খুলতে থাকেন]

রেজিনা ॥ আমি খুলে দিচ্ছি···ব্যস। এঃ! একেবারে ভিজে গিয়েছে! আমি হল-ঘরে এটাকে এখনই টাঙিয়ে দিচ্ছি। দিন—ছাতাটাও দিন। আমি খুলে দিই। তা হলেই শুকিয়ে যাবে।

[পেছনের দরজা দিয়ে ডানদিকে জিনিসগুলি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। ধর্মযাজক ম্যানদারস তাঁর ঝোলা আর টুপীটা খুলে টেবিলের ওপরে রাখলেন। ইতিমধ্যে রেজিনা ফিরে এসেছে।]

ম্যানদারস ॥ আঃ! ঘরের ভেতরে আসাটা কী আরামের! তারপর? এখানে সব ভালো তো?

রেজিনা ॥ হ্যাঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

ম্যানদারস ॥ আগামীকালের জন্যে আশা করি সবাই বেশ ব্যস্ত?

রেজিনা ॥ হ্যাঁ! কাজ তো অনেক।

ম্যানদারস ॥ আশা করি মিসেস অলউইঙ বাড়ীতেই আছেন?

রেজিনা ॥ হ্যাঁ, আছেন। ছেলের জন্যে এক কাপ কফি নিয়ে তিনি এইমাত্র ওপরে উঠলেন।

ম্যানদারস ॥ ভালো, ভালো। আচ্ছা বল দেখি—কথাটা অবশ্য আমি জাহাজঘাটে শুনলাম—অসওয়াল্ড নাকি এখানে···

রেজিনা ॥ হ্যাঁ! তিনি পরশু এসেছেন। আমরা তাঁকে আজকের আগে আশা করি নি।

ম্যানদারস ॥ বেশ ভালোই আছে তো ?

রেজিনা ॥ হ্যাঁ! ভালই আছেন—ধন্যবাদ। কিন্তু খুবই ক্লান্ত—এতদূর এসেছেন কিনা! প্যারিস থেকে সোজা তিনি এতটা পথ এসেছেন···অর্থাৎ, কোথাও না নেমে সোজা। মনে হচ্ছে, এখন তিনি একটু ঘুমোচ্ছেন। তাই আমরা একটু আস্তে-আস্তে কথা বলি। কেমন ?

ম্যানদারস ॥ হাঁ—হাঁ। আস্তে আস্তেই কথা বলব আমরা!

রেজিনা ॥ [টেবিলের কাছে হাতল দেওয়া একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে] এখানে দয়া ক'রে বসুন। [ম্যানদারস বসলেন। রেজিনা তাঁর পায়ের নিচে একটা পাদানি দিল] ব্যস! বেশ আরাম লাগছে ?

ম্যানদারস ॥ চমৎকার! ধন্যবাদ। [তার দিকে তাকিয়ে] জান, মিস এনগস্ট্রানদ, আমার সত্যিই মনে হচ্ছে, গতবারে তোমাকে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে এখন তুমি বেশ বেড়ে উঠেছ। তাই না ?

রেজিনা ॥ তাই বুঝি ? মাদাম বলেন আমি নাকি একটু মোটাও হয়েছি।

ম্যানদারস ॥ মোটা ? হাঁ; আমারও তাই মনে হচ্ছে—একটু—তবে তার জন্যে তোমাকে খারাপ দেখাচ্ছে না।

[একটু বিরতি]

রেজিনা ॥ ওপরে গিয়ে মাদামকে বলব আপনি এসেছেন ?

ম্যানদারস ॥ না-না। তেমন কোন তাড়া নেই। আচ্ছা রেজিনা, তোমার বাবার খবর কী ?

রেজিনা ॥ ভালোই।

ম্যানদারস ॥ গতকাল শহরে থাকার সময় সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

রেজিনা ॥ এসেছিলেন বুঝি ? আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে বাবা সব সময়ই খুশি হন।

ম্যানদারস ॥ আর তুমিও তো বেশ লক্ষ্মী মেয়ে। রোজ তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আস তো ?

রেজিনা ॥ আমি ? ও-হাঁ, আমি—সময় পেলে যাই বইকি······

ম্যানদারস ॥ তোমার বাবার চরিত্রটা বেশ শক্ত নয়। তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একজনের দরকার।

রেজিনা ॥ হাঁ; আমি তা জানি।

ম্যানদারস ॥ এমন একজনের দরকার যাকে সে ধরে রাখতে পারে—যার বিচারবুদ্ধির ওপরে তার আস্থা রয়েছে। শেষ যখন সে আমার বাড়ীতে গিয়েছিল তখন সে খোলাখুলিভাবেই তা স্বীকার করেছিল।

রেজিনা ॥ হ্যাঁ……ওইরকম একটা কথা আমাকেও তিনি বলছিলেন। আমাকে ছাড়া মিসেস অলউইঙ কী করবেন জানি নে—বিশেষ ক'রে এখন—। কারণ, নতুন অনাথ আশ্রমের কাজটা এসে পড়েছে। তা ছাড়া, তাঁকে ছেড়ে যেতে আমারও খুবই কষ্ট হবে ; সব সময়েই তিনি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু বৎসে, মেয়ের তো একটা কর্তব্য রয়েছে……তোমার মনিবপত্নীর অনুমতি আমাদের অবশ্যই নিতে হবে।

রেজিনা ॥ কিন্তু আমার মত বয়সের মেয়ের পক্ষে কোন অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করটা উচিত হবে কিনা তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।

ম্যানদারস ॥ কী বললে ? কিন্তু প্রিয় বৎসে, আমরা তোমার নিজের বাবার সম্বন্ধে কথা বলছি।

রেজিনা ॥ হ্যাঁ ; তা বটে ; কিন্তু তবু ভয় একটা আছে বইকি।……এটা যদি একটা ভালো বাড়ী আর সত্যিকারের ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকার ব্যাপার হতো তাহলে অবশ্য অন্য কথা ছিল—

ম্যানদারস ॥ কিন্তু প্রিয় রেজিনা—

রেজিনা ॥—এমন একজন যাঁকে আমি পছন্দ করি, শ্রদ্ধা করি, এবং যাঁর কাছে মেয়ের মত……

ম্যানদারস ॥ কিন্তু প্রিয় বৎসে……

রেজিনা ॥ কারণ, আমি শহরে ফিরে যেতে চাই ; এখানে জীবনটা ভয়ানক রকমের নিঃসঙ্গ ; আর, জগতে নিঃসঙ্গ থাকাটা যে কী জিনিস আপনি নিজেও তা জানেন, প্যাস্টর। আমি খোলা মনেই বলতে পারি আমার সে-সামর্থ্যও রয়েছে, ইচ্ছেও রয়েছে। এইরকম একটা জায়গা আপনি আমাকে খুজে দিতে পারেন না ?

ম্যানদারস ॥ কে ? আমি ? না ; নিশ্চয় না।

রেজিনা ॥ কিন্তু প্রিয় প্যাস্টর, আপনি কি আমার কথা একটু ভাববেন ? না কি, যদি কোনদিন কখনও আমি……

ম্যানদারস ॥ [উঠে] হ্যাঁ-হ্যাঁ—অবশ্যই।

রেজিনা ॥ হ্যাঁ ; কারণ, যদি আমি—

ম্যানদারস ॥ তুমি একটু মিসেস অলউইঙকে সংবাদ দেবে যে আমি এসেছি ?

রেজিনা ॥ আমি এখনই তাঁকে খবর দিয়ে আসছি। [বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

ধর্মযাজক ম্যানদারস ঘরের মধ্যে, একবার পায়চারি করেন ; দুটি হাত পেছনে রেখে বাগানের দিকে তাকিয়ে একটু পেছন ক'রে দাঁড়ান। তারপরে দাড়ান টেবিলের কাছে এসে, একটা বই তুলে নেন, পরিচয়পত্রের দিকে তাকান। চমকে উঠে আর কয়েকটা বই দেখেন।

ম্যানদারস ॥ মানে—সত্যিই বড়……!

[বাঁদিক দিয়ে মিসেস অলউইঙ আসেন, পেছনে রেজিনা। ঢুকেই রেজিনা সামনের ডান দিকের দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।]

মিসেস অলউইঙ ॥ প্যাস্টর, আপনাকে দেখে খুশি হয়েছি।

ম্যানদারস ॥ কেমন আছেন, মিসেস অলউইঙ ? কথা দিয়েছিলেম আসব—এলাম।

মিসেস অলউইঙ ॥ একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধ'রে—চিরকাল যা ক'রে এসেছেন।

ম্যানদারস ॥ যদিও, আপনি জানেন, বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। এই সব কমিটি, বোর্ড…যাদের মধ্যে আমি রয়েছি…

মিসেস অলউইঙ ॥ ওসব সত্ত্বেও যে আপনি এত তাড়াতাড়ি এসেছেন তাতেই তো আপনার মহানুভবতা আরও বেশী ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে। লাঞ্চের আগেই আমাদের কাজকর্ম আমরা সেরে ফেলতে পারি। কিন্তু আপনার লাগেজ কোথায় ?

ম্যানদারস ॥ [তাড়াতাড়ি] গ্রামের দোকানে রেখে এসেছি। সেখানেই আজ আমি রাত্রিবাস করব।

মিসেস অলউইঙ ॥ [হাসি চেপে] এবার এখানে কিছুতেই রাত্রিটা আপনি কাটাতে পারবেন না ?

ম্যানদারস ॥ না-না, মিসেস অলউইঙ। তা সত্ত্বেও আপনাকে ধন্যবাদ। যেমন থাকি এবারও আমি সেইরকমই ওখানে থাকব—স্টীমার ধরতে আমার সুবিধে হবে তাতে।

মিসেস অলউইঙ ॥ যথা অভিরুচি। তবু মনে হয় আমাদের মত দুজন বুড়ো মানুষ…

ম্যানদারস ॥ হায় ঈশ্বর ! কী কথা বলছেন ? তবু আজকে আপনার মেজাজটা বেশ ভালো আছে দেখছি। এর কারণ কিছুটা হচ্ছে আগামীকালের উৎসব ; আর কিছুটা হচ্ছে অসওয়াল্ডের বাড়ী ফেরা।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ। আমার কপাল ভাল ; তাই না ? দু'বছর পরে সে বাড়ী ফিরেছে ; আর সারা শীতকালটা আমার কাছে থাকবে বলে সে কথা দিয়েছে।

ম্যানদারস ॥ সত্যি ? খুব ভালো, খুব ভালো ; কর্তব্যবোধেরও পরিচয় দিয়েছে সে। কারণ আমার ধারনা রোম অথবা প্যারিস অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ তা বটে ; কিন্তু দেখুন, আমি তার মা এখানে রয়েছি। তাকে আমি সত্যিই ভালবাসি ; আর তার মায়ের জন্যে তার হৃদয়েও একটা নরম জায়গা রয়েছে।

ম্যানদারস ॥ প্রবাস জীবন আর আর্টকে শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করার ফলে যদি তার মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি ভোঁতা হয়ে যেতো তাহলে সত্যিই তা বড় বেদনাদায়ক হতে।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমারও তাই মত। কিন্তু আমি নিশ্চিৎ যে ওরকম কোন বিপদ তার ক্ষেত্রে ঘটবে না। এখন যদি তাকে দেখেন তাহলে বেশ ভালো লাগবে

আপনার। সে এখনই নামছে। ওপরে সোফায় বসে সে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু প্রিয় প্যাস্টর, আপনি বসুন।

ম্যানদারস ॥ ধন্যবাদ! এখন কি আমাদের কাজে বসার পক্ষে······?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ; নিশ্চয়। [টেবিলের পাশে বসেন]

ম্যানদারস ॥ ভাল। তাহলে আপনাকে দেখাই······[টেবিলের ওপরে যেখানে ঝোলাটা রাখা হয়েছিল সেইখানে তিনি উঠে গেলেন। তার ভেতর থেকে বার করলেন একগোছা কাগজ। তারপরে টেবিলের উল্‌টো দিকে বসলেন; কাগজগুলি রাখার জন্যে জায়গা খুঁজতে লাগলেন] এখন কথা হচ্ছে, আমার······[হঠাৎ] আচ্ছা, মিসেস অলউইঙ, ওই বইগুলি এখানে কী করে এল বলতে পারেন?

মিসেস অলউইঙ ॥ এই বইগুলি? আমি পড়ছি।

ম্যানদারস ॥ এই বই আপনি পড়েন?

মিসেস অলউইঙ ॥ অবশ্যই।

ম্যানদারস ॥ এই জাতীয় বই প'ড়ে আপনার কি বেশী আনন্দ হয়, না, উন্নতি হয় বলে মনে হচ্ছে?

মিসেস অলউইঙ ॥ মনে হচ্ছে এই জাতীয় বই প'ড়ে নিজের ওপরে আমার একটু বেশী—হ্যাঁ, বেশী আস্থা জাগছে।

ম্যানদারস ॥ অদ্ভুত তো! কেমন ক'রে?

মিসেস অলউইঙ ॥ মানে, সম্প্রতি আমি যে-সব কথা ভাবছি—সেইসব সমস্যা-গুলিকে হয় ওরা ব্যাখ্যা করেছে, অথবা আমার চিন্তাধারাকে সমর্থন করেছে। হ্যাঁ; এইটাই অদ্ভুত জিনিস, মিঃ ম্যানদারস—বইগুলিতে সত্যিকারের কোন নতুন জিনিস নেই—মানুষে যে কথা ভাবে বা বিশ্বাস করে তার বেশী কিছু নয়। এই বইগুলিতে ঠিক সেইসব জিনিস রয়েছে যেগুলি বেশীর ভাগ মানুষই হয় খেয়াল করে না, অথবা, স্বীকার করে না।

ম্যানদারস ॥ হায় ঈশ্বর, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে বেশীর ভাগ মানুষই···?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ; আমি সত্যিই বিশ্বাস করি।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু নিশ্চয় এদেশে নয়? এখানে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে। আমাদের মধ্যেও আছে।

ম্যানদারস ॥ মানে, সত্যিই আমি বলতে বাধ্য······!

মিসেস অলউইঙ ॥ তাছাড়া, এইসব বইগুলির বিরুদ্ধে আপনার সত্যিকার অভিযোগ কী?

ম্যানদারস ॥ মানে···মানে···আমার···? ওইসব বই প'ড়ে নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় আমার রয়েছে একথা আপনি নিশ্চয় মনে করেন না?

মিসেস অলউইঙ ॥ অর্থাৎ যে বইগুলিকে অপাঠ্য বলে আপনি নাকচ ক'রে দিচ্ছেন সেগুলির সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না?

ম্যানদারস ॥ নাকচ করার মত শক্তি অর্জন করার জন্যে এই জাতীয় অনেক বই আমি পড়েছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ। কি আপনার নিজস্ব মত…

ম্যানদারস ॥ প্রিয় মিসেস অলউইঙ, জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অন্য মানুষের মতামতের ওপরে মানুষকে নির্ভর করতেই হয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে এই। আর তা উচিতও। তা না হ'লে, সমাজ চলবে কী ক'রে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ সেকথা সত্যি হ'তে পারে।

ম্যানদারস ॥ সেকথা বাদ দিলেও, এইসব বই-এর যে যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে সেকথাও স্বাভাবিকভাবেই আমি অস্বীকার করি নে। যে সমস্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তাধারা বাইরের বিরাট বিশ্বকে প্রভাবান্বিত করেছে বলে শুনেছি—আর যেখানে আপনার ছেলেকে আপনি বিচরণ করতে দিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে বাসনা আপনার হয়েছে তাকেও আমি দোষ দিচ্ছি নে। কিন্তু…

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু…?

ম্যানদারস ॥ [স্বর নিচু ক'রে] কিন্তু এসব বিষয়ে সাধারণতঃ কেউ আলোচনা করে না, মিসেস অলউইঙ। নিজের ঘরের মধ্যে বসে যদি কেউ কিছু পড়ে বা চিন্তা করে তার জন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে সে বাধ্য নয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ অবশ্যই নয়। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

ম্যানদারস ॥ তাছাড়া, এই অনাথ আশ্রমের কথাটাও আপনাকে ভাবতে হবে তো—এমন একটা সময়ে এই আশ্রমটিকে প্রতিষ্ঠা করার কথা আপনি ভেবেছিলেন যখন—আমার ধারনা—বর্তমানের বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তাধারা আপনার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ। সেকথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই অনাথ আশ্রম সম্বন্ধে…

ম্যানদারস ॥ এই অনাথ আশ্রমের সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ; হ্যাঁ ; তবু—বিচক্ষণতা, প্রিয় মিসেস…! এখন কাজের কথায় আসা যাক। [খামের ভেতর থেকে কিছু কাগজপত্র টেনে বার করেন] এগুলি দেখছেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ দলিল ?

ম্যানদারস ॥ সবগুলিই ; এবং সুলিখিত। দলিলগুলি লিখে শেষ করার কাজটা যে মোটেই সহজ ছিল না সেকথা বলাই বাহুল্য—খানিকটা চাপও সৃষ্টি করতে হয়েছিল আমাকে—এইসব দলিলের ব্যাপারে সরকারী মহল বেদনাদায়কভাবে খুঁটিয়ে দেখে! কিন্তু সে-সব কাজ বর্তমানে শেষ হয়েছে। [কাগজের স্তূপ-গুলি থেকে একটা কাগজ বার করতে থাকেন] এই একটা হচ্ছে জমির জরীপ—এর নাম সলভিক—রোজেনওয়াল্ড এস্টেসের একটা অংশ। এর সঙ্গে রয়েছে নতুন যে বাড়ীটা তৈরি হয়েছে তার নক্সা। এখানে রয়েছে স্কুলবাড়ী, কর্মী নিবাস, আর গির্জা। আর এইটা হচ্ছে দান করার দলিল। প্রতিষ্ঠানটি চালানোর জন্যে নিয়ম-

কানুন ও এখানে রয়েছে। এই দেখুন ; [পড়েন] "ক্যাপ্টেন অলউইঙ স্মৃতি শিশু আগারের জন্যে নিয়মাবলী"।

মিসেস অলউইঙ ॥ [দলিলপত্রগুলির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে] তাহলে, এইসব।

ম্যানদারস ॥ পদবীটা 'চ্যাম্বারলেন' না রেখে 'ক্যাপ্টেন'ই রেখেছি—কারণ, শব্দটা কম দাম্ভিক।

মিসেস অলউইঙ ॥ ঠিক আছে, আপনি যখন ভাল মনে করেছেন তখন আর বলার কী রয়েছে ?

ম্যানদারস ॥ আর এটা হচ্ছে সেভিঙস ব্যাঙ্কে যে টাকা রয়েছে তার হিসেব। ওর সুদ থেকে আশ্রমের খরচ চলবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি নিজে যদি দয়া ক'রে এব কাজটা দেখা-শুনা করেন তাহলেই ভাল হয়।

ম্যানদারস ॥ সে আমি করব—মানে ইচ্ছে ক'রেই। কাজটা শুরু করার সময় টাকাটা আমরা সেভিঙ্স ব্যাঙ্কেই রাখবো। সুদটা যে খুব একটা বেশী হবে তা নয়—নিশ্চয় ; শতকরা চার টাকা হিসেবে। তুলতে গেলেও ছ'মাসের নোটিশ দিতে হবে। পরে যদি মর্টগেজ পাই তাহলে তাতেই টাকাটা খাটানো যেতে পারে। তবে সেটা ভাল আর প্রথম মর্টগেজ কি না—সিকিউরিটি খাঁটি কি না—সেটা আমাদের অবশ্য প্রথমেই দেখতে হবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিসে কী ভাল হবে সেটা আপনিই ভাল বুঝবেন, প্রিয় পাস্টর।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ ; সে বিষয়ে আমি সজাগ থাকব। যেমন ক'রেই হোক। আর একটা কথা। এ কথাটা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো বলে কিছুদিন থেকেই ভাবছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ অলউইঙ ॥ কী কথা ?

ম্যানদারস ॥ আশ্রমের বাড়িগুলিকে কি ইনসিয়োর্ড করা হবে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ নিশ্চয়।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু একটা কথা, মিসেস অলউইঙ। জিনিসটা একটু ভালভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা যাক।

মিসেস অলউইঙ ॥ বাড়ী, জিনিসপত্র, শস্য, আর সব আনুষঙ্গিক জিনিস—সব সময়েই আমি ইনসিয়োর্ড করে রেখেছি।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ, সেগুলি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমিও তাই করি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন—এটা অন্য ব্যাপার। মানে, একেবারে স্বতন্ত্র। এই আশ্রমটিকে উচ্চতর আদর্শের কাছে উৎসর্গ করা হবে। তাই না ?

মিসেস অলউইঙ ॥ সেকথা ঠিকই ; কিন্তু তবু ···

ম্যানদারস ॥ ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা চিন্তা করে এইরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।—

মসেস অলউইঙ। সেকথা আমিও বুঝতে পারছি।

ম্যানদারস ॥—কিন্তু এ ফলে চারপাশে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেই কথাটাই ভাবছি। আমার চেয়ে আপনিই সেটা ভাল জানেন।

মিসেস অলউইঙ ॥ হুঁ! চারপাশের প্রতিক্রিয়া······

ম্যানদারস ॥ খুব বেশী মানুষ কি—মানে, প্রতিপত্তিশীল সম্প্রদায়—আমাদের এই কাজে মর্মাহত হবে?

মিসেস অলউইঙ ॥ সত্যিকারের প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় বলতে আপনি ঠিক কাদের বোঝাতে চাইছেন?

ম্যানদারস ॥ বিশেষ ক'রে সেই সব মানুষ যাঁরা দায়িত্বশীল পদে বহাল থেকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করেন। তাঁদের মতামতের দাম কিছুটা না দিয়ে আমরা পারবো না।

মিসেস আলউইঙ ॥ হ্যাঁ; এইরকম মানুষ এখানে অনেক আছেন। তাঁদের ধাক্কা লাগতে পারে যদি···

ম্যানদারস ॥ তাহলেই দেখুন! এই জাতীয় মানুষও শহরে কম নেই। প্রথম দফায় আমার বন্ধু যাজকবর্গকেই ধরা যাক। তাঁরা খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে ঈশ্বরের ওপরে আমাদের আস্থা যথেষ্ট নেই।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু প্রিয় প্যাস্টর, আপনি নিশ্চয় জানেন যে আপনি—

ম্যানদারস ॥ ও—আমি জানি, জানি। আমার বিবেক পরিষ্কার—সেটা খুবই সত্যি; কিন্তু তাহলেও, ভুল তারা আমাদের বোঝাবেই। আমরা তাদের ঠেকাতে পারব না। আর তার ফলে অনাথ আশ্রমের কাজ সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মিসেস অলউইঙ ॥ না—না। ও-ঝুঁকি আপনি কিছুতেই নেবেন না।

মিসেস অলউইঙ ॥ যদি তাই হয় তাহলে······

ম্যানদারস ॥ এর ফলে আমাকে যে অসুবিধে—বলতে পারি বেদনাদায়ক অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে সেদিকে আমি চোখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারি নে। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা এই আশ্রমের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছেন। অবশ্য শহরবাসীদের কিন্তু উপকার হবে—এইরকম একটা উদ্দেশ্য এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে; এবং আশা করা যায় এতে আমাদের কম সুদকে আরও কমাতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমি আপনার উপদেষ্টা; আর আপনার ব্যবসা এতদিন আমিই দেখাশুনা করে এসেছি; সেইজন্যে আমার ভয় হচ্ছে অতি-উৎসাহীরাই প্রথমে আমার ওপরে দোষ চাপাবে।

ম্যানদারস ॥ কিছু সংবাদপত্র আমাকে যে আক্রমণ করবে সেকথা না হয় ছেড়েই দিলাম—

মিসেস অলউইঙ ॥ প্রিয় প্যাস্টর, আর ও আলোচনার দরকার নেই। ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে।

ম্যানদারস ॥ তাহলে আপনি এটাকে ইনসিয়োর্ড করবেন?

মিসেস অলউইঙ না।

ম্যানদারস ॥ [চেয়ারের ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে] কিন্তু যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে—ঘটতেও তো পারে—তাহলি আপনি কি ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ না। সেকথা আপনাকে আমি স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছি।

ম্যানদারস ॥ বুঝতেই পারছেন, মিসেস অলউইঙ. আমাদের ঘাড়ে বিরাট একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু আর আমরা কী করতে পারি বলে আপনার মনে হয় ?

ম্যানদারস ॥ উঁহু। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। লোকে আমাদের ভুল বুঝবে এমন কোন কাজ আমরা নিশ্চয় করতে পারব না—জনমতকে বিক্ষুব্ধ করার কোন অধিকার আমাদের নেই।

মিসেস অলউইঙ ॥ ধর্মযাজক হিসাবে—নিশ্চয় নয়।

ম্যানদারস ॥ আর আমি সত্যিই মনে করি, এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; নিশ্চয়।

ম্যানদারস ॥ ভাল। আপনি যা বলেন [লিখে নিয়ে] তাহলে, কোন ইনসিয়োরেন্স নয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ আপনি আজকেই কথাটা তুললেন ব'লে অবাক হচ্ছি···

ম্যানদারস ॥ কয়েকদিন ধরেই ভাবছি, কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব।

মিসেস অলউইঙ ॥ —কারণ গতকালই ওখানে আগুন প্রায় লেগেছিল।

ম্যানদারস ॥ —সত্যিই ?

মিসেস অলউইঙ ॥ —না ; তেমন কিছু নয় ; ছুতোরের দোকানে কি একটাতে আগুন লেগেছিল আর কি।

ম্যানদারস ॥ —যেখানে এনগস্ত্রানদ কাজ করে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ —হ্যাঁ। শোনা যায় লোকটি সাবধানে দেশলাই জ্বালে না।

ম্যানদারস ॥ —বেচারার ভাবনার আর শেষ নেই—অনেক প্রলোভন তার সামনে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—শুনেছি সে এবার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার চেষ্টা করছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাই বুঝি ? আপনাকে একথা কে বলল ?

ম্যানদারস ॥ —সে আমাকে নিজেই বলেছে। আর সত্যিই সে খুব সৎ কারিগর।

মিসেস অলউইঙ ॥ —হ্যাঁ ; অবশ্য যতক্ষণ সে প্রকৃতিস্থ থাকে।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ ; ওইটাই তার একমাত্র দোষ। কিন্তু ওই খোঁড়া পা-টাই যে তাকে ওই পথে ঠেলে দিয়েছে সেকথা সে আমাকে বলেছে। গত গ্রীষ্মকালে সে শহরে ছিল। তার কথা শুনে সত্যিই তার ওপরে আমার বেশ দয়া হয়েছিল। তাকে এখানে একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিয়েছিলাম ব'লে আমার কাছে এসে আমাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। এরই ফলে সে রেজিনার কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছিল।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু রেজিনাকে দেখতে সে খুব একটা বেশী আসে না।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ, আসে। সে নিজেই আমাকে বলেছে রেজিনার সঙ্গে রোজই তার দু'একটা কথা হয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ তা, তা অবশ্য হয়······

ম্যানদারস ॥ প্রলোভন থেকে তাকে জোর করে সরিয়ে রাখার জন্যে কারও সাহায্যের দরকার তার রয়েছে এই কথাটা সে বেশ গভীরভাবেই উপলব্ধি করে। তার এই জিনিসটা আমার খুবই ভাল লাগে। অসহায়ভাবে সে আপনার কাছে এসে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে নিজেকেই তিরস্কার করবে। শেষবার সে আমাকে যা বলেছে—আচ্ছা, মিসেস অলউইঙ, প্রয়োজন হ'লে রেজিনা কি বাড়ীতে গিয়ে আবার থাকতে পারে--

মিসেস অলউইঙ ॥ [হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে] রেজিনা ?

ম্যানদারস ॥ —তার অসুবিধে হ'তে পারে এমন কোন কাজ করা নিশ্চয় আপনার উচিত নয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু আমি নিশ্চয় তার কাজে বাধা দেব। তাছাড়া, অনাথ আশ্রমে তাকে কাজ করতে হবে যে।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু মনে রাখবেন সে-ই ওর বাবা।

মিসেস অলউইঙ ॥ সে যে ওর কীরকম বাবা তা আমি ভালোভাবেই জানি। না ; ওখানে যাওয়ার জন্যে সে কিছুতেই আমার মত পাবে না।

ম্যানদারস ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে] কিন্তু প্রিয় মিসেস অলউইঙ, এ-বিষয়ে আপনার অত চটাচটি করার দরকার নেই। এনগস্ট্রানদকে আপনি যে ভুল বুঝছেন সেটা খুবই দুঃখের বিষয় ; লোকে ভাববে আপনি ভয় পাচ্ছেন—

মিসেস অলউইঙ। [অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে] লোকে যা ভাবে ভাবুক। রেজিনাকে আমি ঘরে এনেছি। এখানেই ও থাকবে। [কান পেতে শুনে] চু-উ-প। আর এ আলোচনা নয়। প্রিয় ম্যানদারস। [আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে] শুনুন, সিঁড়ি দিয়ে অসওয়াল্ড নামছে। এখন তার কথা ছাড়া আর কিছুই আমরা চিন্তা করব না।

[ওসওয়াল্ড অলউইঙ বাঁদিকের দরজার ভেতর দিয়ে ঢোকে। তার গায়ে হাল্‌কা রঙের একটা ওভারকোট, হাতে টুপী ; মুখে লম্বা একটা পাইপ।]

অসওয়াল্ড ॥ [দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] আমি খুব দুঃখিত। ভেবেছিলাম তুমি পড়ার ঘরে বসে রয়েছ। [ভেতরে ঢুকে] গুড মর্নিং, প্যাস্টর।

ম্যানদারস ॥ [অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থেকে] অদ্ভুত, অদ্ভুত !

মিসেস অলউইঙ ॥ কী দেখছেন, মিঃ ম্যানদারস ?

ম্যানদারস ॥ আমি ? আমার কথা বলছেন ? না-না ; এঁকি সত্যিই······?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ ; আমি সেই খরুচে পুত্র, প্যাস্টর—অবিকল।

ম্যানদারস ॥ ওঃ ! তুমি······।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ—ছেলে ফিরে এসেছে—তার বাড়ীতে।

মিসেস অলউইঙ ॥ মানুষ যাদের অবিজ্ঞজনোচিৎ বলে মনে করে তাদের অধিকাংশই পরে—[হাতটা ঝাপটে ধ'রে] সে যাই হোক, বর্তমানে সুস্বাগতম। প্রিয় অসওয়াল্ড, এখনও কি তোমাকে আমি ওই নামেই ডাকতে পারি ?

অসওয়াল্ড ॥ অবশ্যই। তাছাড়া, আর কী নামে ডাকবেন ?

ম্যানদারস ॥ ভাল—ভাল। প্রিয় অসওয়াল্ড, 'আমি যা বলতে চাইছিলাম তা হচ্ছে এই—চিত্রকরের জীবনটাকে আমি যে মনেপ্রাণে নিন্দা করি সেকথা নিশ্চয় তুমি ভেবো না। অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকেও যারা নিজেদের চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখতে পেরেছে এমন মানুষের সংখ্যাও যে অনেক সে বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ।

অসওয়াল্ড ॥ আমরাও তাই আশা করি।

মিসেস অলউইঙ ॥ [খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে] এইরকম একজনকে আমরা জানি—যে তার দেহ আর আত্মাকে অক্ষত রাখতে পেরেছে। প্যাস্টর ম্যানদারস, একবার ওর দিকে চেয়ে দেখুন।

অসওয়াল্ড ॥ [ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে] থাক, থাক মা—থাক।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে কথা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, ইতিমধ্যেই তুমি কিছুটা নাম করতে শুরু করেছ। খবরের কাগজেও তোমার ভাল আলোচনা বেরিয়েছে। যদিও স্বীকার করছি আজকাল নিজের চোখে ওসব জিনিস আমি প্রায় দেখি নে।

অসওয়াল্ড ॥ [কনসারভেটরির কাছাকাছি গিয়ে] না। আজকাল ছবিটবিও বিশেষ আঁকছি নে।

মিসেস অলউইঙ ॥ আর্টিস্টেরও মাঝে মাঝে একটু আধটু বিশ্রামের দরকার হয়।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ ; তা আমি বুঝতেই পারছি। সত্যিকার ভাল কিছু করার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করা।

অসওয়াল্ড ॥ সেইরকম বলতে পারেন······মা, রান্না কি তাড়াতাড়ি হবে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আধঘণ্টার আগেই। ভগবানের ইচ্ছায় ক্ষিধেটাও ওর আজকাল একটু বেড়েছে।

অসওয়ালড ॥ বাবার পাইপটা আমার ঘরে দেখতে পেলাম, তাই—

ম্যানদারস ॥ তাই বল!

মিসেস অলউইঙ ॥ কী ব্যাপার ?

ম্যানদারস ॥ পাইপটা মুখে দিয়ে অসওয়াল্ড যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল তখন মনে হল যেন ওর বাবাকেই আমি দেখছি—সশরীরে।

অসওয়াল্ড ॥ তাই বুঝি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ না ; ও কথা আপনি বলতে পারেন না। অসওয়াল্ড দেখতে আমার মত।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ। তবে কিনা ওর মুখের কোণে, অর্থাৎ, ঠোঁট দুটোর কাছাকাছি এমন একটা জিনিস রয়েছে যাতে অলউ· গল। বিশেষ ক'রে ওর ওই পাইপ খাওয়াটা।

মিসেস অলউইঙ ॥ ওকথা আমি স্বীকার করি নে। আমার ধারনা, অসওয়াল্ড-এর মুখ অনেকটা ধর্মযাজকের মুখের মত।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার অনেক সহকর্মীর মুখের আদল ওইরকমই, ভাব-ভঙ্গিও বলতে পারেন।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু তোমার ওই পাইপটা নামাও বাপু। এ ঘরে পাইপ খাওয়া নিষিদ্ধ।

অসওয়াল্ড ॥ [পাইপটা নামিয়ে] ঠিক আছে। আমি কেবল পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম। ছেলেবেলায় একবার আমি পাইপ টেনেছিলাম।

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি ?

অসওয়াল ॥ হ্যাঁ ; খুব ছেলেবেলায়। বেশ মনে পড়ে, একদিন সন্ধেবেলায় আমি বাবার পড়ার ঘরে ঢুকেছিলাম—বাবার মেজাজটা সে সময় খুবই ভাল ছিল·· ···

মিসেস অলউইঙ ॥ তখনকার আর কোন কথা তোমার মনে নেই নিশ্চয় !

অসওয়াল্ড ॥ মনে আছে—খুব ভাল করেই মনে আছে। তিনি আমাকে তুলে নিয়ে তাঁর হাঁটুর ওপরে বসালেন, তারপরে পাইপটা আমার মুখে দিয়ে বললেন—টান, টান—জোরে টান। আমিও খুব জোরে টানতে লাগলাম ; তারপরেই আমার, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এল, বড় বড় ঘামের ফোঁটা বেরিয়ে এল কপালের ওপরে। এই দেখে তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

ম্যানদারস ॥ অদ্ভুত ব্যাপার তো !

মিসেস অসওয়াল্ড ॥ প্রিয় প্যাস্টর, অসওয়াল্ড নিশ্চয় কোন স্বপ্ন দেখেছে।

অসওয়াল্ড ॥ স্বপ্ন নয় মা ; কারণ, তুমিই ভুলে গিয়েছ। তুমি এলে ; তারপরে আমাকে তুলে নিয়ে চলে গেলে নার্সারীতে। তারপরে কদিন আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে-সময়টা তুমি কাঁদতে। বাবা কি ওইরকম ঠাট্টা তখন করতেন ?

ম্যানদারস ॥ যৌবনে খুব হৈ চৈ করতে তিনি ভালবাসতেন।······

অসওয়াল্ড ॥ এবং তবু এ-বিশ্বে তিনি অত কাজ করতে পেয়েছিলেন—শুধু কাজ নয়, ভাল কাজ—দশজনের যাতে ভাল হয় সেইরকম কাজ—অথচ কত অল্প বয়সেই তিনি মারা গিয়েছেন।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ ; প্রিয় অসওয়াল্ড, সেই পরিশ্রমী মানুষের যোগ্য নাম তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। আশা করি এইটাই জীবনে তোমার উৎসাহ যোগাবে।

অসওয়াল্ড ॥ নিশ্চয় !

ম্যানদারস ॥ যাই হোক, তাঁর সম্মানে যে উৎসব হচ্ছে তাতে যোগ দিতে এসে তুমি ভালই করেছ।

অসওয়াল্ড ॥ বাবার জন্যে এটুকু ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওকে অনেকদিন আমি কাছে পাব।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ ; শুনলাম তুমি নাকি শীতকালটা এখানেই থাকবে।

অসওয়াল্ড ॥ আমি এখানে অনেক, অনেক দিন থাকবো প্যাস্টার। ও! বাড়ীতে ফিরে কী ভালই না লাগছে!

মিসেস অলউইঙ ॥ [খুশিতে মুখ উজ্জ্বল ক'রে] হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই না?

ম্যানদারস ॥ [তার দিকে সহানুভূতির সঙ্গে তাকিয়ে] তুমি খুব অল্প বয়সেই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলে অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ; মনে হচ্ছে খুবই অল্প বয়সে······

মিসেস অলউইঙ ॥ না; তেমন কিছু নয়। স্বাস্থ্যবান ছেলের পক্ষে—বিশেষ ক'রে সে যখন শিশু থাকে—এরকম বাইরে যাওয়াটাই ভাল। তা না হলে ঘরে বসে বাপ-মায়ের সংস্পর্শে সে খারাপ হয়ে যায়।

ম্যানদারস ॥ ওইটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মিসেস অলউইঙ। শিশুর সবচেয়ে বড় আস্তানা হচ্ছে তার বাবার বাড়ী—সব সময়।

অসওয়ালড ॥ আপনার সঙ্গে আমি একমত, প্যাসটার।

ম্যানদারস ॥ আপনার ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—হ্যাঁ, ওর সামনেই আমরা তা বলতে পারি—দেখুন তো এই প্রবাসে ওর কী লাভ হয়েছে? ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স হল ওর—অথচ, সত্যিকার বাড়ী বলতে কী বুঝায় তা জানার এতটুকু সুযোগ ওর হয় নি।

অসওয়াল্ড ॥ ও—না-না; প্যাস্টর। আমি খুব দুঃখিত—ওই জায়গাটাতেই আপনি ভুল করছেন।

ম্যানদারস ॥ তাই বুঝি? আমি ভেবেছিলাম তুমি এতদিন কেবল চিত্রকরদের সমাজেই বাস করে এসেছ।

অসওয়াল্ড ॥ তাই এসেছি।

ম্যানদারস ॥ আর বেশীর ভাগ সময়েই যুবক চিত্রকরদের সান্নিধ্যে।

অসওয়ালড ॥ হ্যাঁ।

ম্যানদারস ॥ আমার ধারনা, বাড়ী তৈরী করার বা সংসার চালানোর মত আর্থিক অবস্থা তাদের নেই।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ, প্যাস্টর—বিয়ে করার মত সামর্থ্য তাদের অনেকেরই নেই।

ম্যানদারস ॥ ঠিক ওই কথাটাই আমি বলছি।

অসওয়াল্ড ॥ কিন্তু তবু তাদের ঘর রয়েছে—অনেকেরই—সে-ঘর খুবই ভাল আর বেশ আরামের। [মিসেস অলউইঙ এতক্ষণ একমনে সব শুনছিলেন; তিনি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন—কিন্তু কিছু বললেন না।]

ম্যানদারস ॥ কিন্তু আমি অবিবাহিতদের সংসারের কথা বলছি না। ঘর বলতে আমি বলছি সাংসারিক জীবন—যেখানে মানুষ তার স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে বাস করতে পারে।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ—তাইতো। সেখানে তারা শিশুদের আর সেই সব শিশুদের মায়েদের সঙ্গে থাকে।

ম্যানদারস ॥ [চমকে, দুটো হাত একসঙ্গে জড় ক'রে] কিন্তু·· হায় ঈশ্বর···

অসওয়াল্ড ॥ কী হল আপনার ?

ম্যানদারস ॥ কী বললে ! শিশুদের মায়েদের সঙ্গে···?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ। আপনি কি চান তারা তাদের ছেলেমেয়েদের মাকে পরিত্যাগ করবে ?

ম্যানদারস ॥ ও! তুমি এইসব অবৈধ সম্বন্ধের কথা বলছ?—যাদের আমরা বলি 'অবৈধ মিশ্রণ' !

অসওয়াল্ড ॥ তাদের মধ্যে 'অবৈধ' বলে কোন জিনিস তো আমি কখনও লক্ষ্য করি নি।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু কী ক'রে কোন ভদ্র যুবক অথবা ভদ্র যুবতী—মানে, যাদের কিছুমাত্র সম্ভ্রমবোধ রয়েছে—তারা এইভাবে জীবনযাপন করতে পারে? আর তা সকলের সামনে—প্রকাশ্যে ?

অসওয়াল্ড ॥ একজন দরিদ্র আর্টিস্ট আর কোন যুবতী এ ছাড়া আর কী করবে? সামাজিক বিয়ে করতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। তাহলে, তাদের উপায় ?

ম্যানদারস ॥ তাদের উপায় ? শোন মিঃ অলউইঙ ; তারা কী করবে তা আমি বলে দিচ্ছি। গোড়া থেকেই তাদের উচিত পরস্পরের সংসর্গ এড়িয়ে চলা। এ ছাড়া আর কিছু করার তাদের নেই।

অসওয়াল্ড ॥ প্রেমিক-প্রেমিকাদের ধমনীর রক্ত উদ্দাম। আপনার এই উপদেশে তাদের কোন উপকার হবে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ না ; সেকথা সত্যি।

ম্যানদারস ॥ [একইভাবে বলে যান] আর সরকার যে এইসব জিনিসকে প্রশ্রয় দেয়—প্রকাশ্যে মেলামেশা করতে তাদের যে অনুমতি দেয়—এটা ভাবতেও কেমন লাগে। [মিসেস অলউইঙকে] আপনার ছেলের সম্বন্ধে আমার যে অত দুশ্চিন্তা হয়েছিল এখন দেখছি সেটা অমূলক নয়। যে-সমাজে নীতিহীন জীবন-যাত্রাকে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করা হয়—এমন কি সম্মান জানানো হয়—

অসওয়াল্ড ॥ আপনাকে একটা কথা বলি, প্যাস্টর শুনুন ; এইসব কয়েকটি অবৈধ সংসারে রবিবার দিন আমি প্রায় কাটাতাম—

ম্যানদারস ॥ রবিবার !

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ—যে দিনে মানুষের একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত—কিন্তু সেইসব সংসারে কোনদিনই আমি কোন অশ্লীল কথা শুনি নি—নিশ্চয় এমন কোন কাজ তাদের আমি করতে দেখি নি যাদের আপনি দুর্নীতিমূলক বলতে পারেন। না। কিন্তু এইসব সমাজে কখন আমি দুর্নীতি দেখেছি জানেন ?

ম্যানদারস ॥ না—ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

অসওয়াল্ড ॥ তাহলে, আপনাকে বলছি শুনুন : দেখেছি যখন আপনাদের তথাকথিত আদর্শ স্বামী আর পিতার দল বিদেশে এসে একটু আমোদ করার বাসনায় এদিকে

ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, আর চিত্রকরদের দরিদ্র কুটিরে পদার্পণ ক'রে তাদের ধন্য করে —তখন। সেই সময় কিছু কথা আমরা শুনেছি—ওই ভদ্রলোকেরা আমাদের বলতে পারেন কোন্ কোন্ জায়গায় তাঁরা ঘুরে বেড়িয়েছেন—কী কী কাজ তাঁরা করেছেন—সে সব কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নে।

ম্যানদারস ॥ কী? তুমি কি বলতে চাও যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে ওখানে—

অসওয়াল্ড ॥ আপনি কি শোনেন নি সেইসব ভদ্রলোকেরাই দেশে ফিরে এসে বলে বেড়াচ্ছেন—ছিঃ—ছিঃ; বিদেশটা একেবারে দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছে।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ, শুনেছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমিও শুনেছি।

অসওয়াল্ড ॥ আপনি ধ'রে নিতে পারেন তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ! [মাথাটা চিপে ধ'রে] উঃ! এইরকম সুন্দর আর মুক্ত জীবন যে এভাবে ওরা কলঙ্কিত করে তা আমি সহ্য করতে পারি নে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তোমার এরকম উত্তেজনা ভাল নয়, অসওয়াল্ড; ওতে তোমার ক্ষতি হবে।

অসওয়াল্ড ॥ তুমি ঠিকই বলেছ, মা। এরকম উত্তেজনা কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। কারণ, আমি ভীষণ—ভীষণভাবে ক্লান্ত। খাওয়ার আগে আমি বাইরে একটু ঘুরে আসি। মিঃ ম্যানদারস, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। আমি জানি, এবিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে একমত হ'তে পারবেন না। কিন্তু তবু না বলে আমি পারি নি। [ডানদিকের শেষ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ বেচারা ছেলে আমার।

ম্যানদারস ॥ একথা আপনি বলতেই পারেন। সুতরাং, ওর পরিণতি এই। [কোন কথা না বলে মিসেস অলউইঙ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। প্যাসটর ম্যানদারস মেঝেতে পায়চারি করেন] ও নিজেকে খরচে পুত্র বলে অভিহিত করেছ।···হায় রে কী দুঃখ! কী দুঃখ! [মিসেস অলউইঙ একইভাবে তাকিয়ে থাকেন] এবং এবিষয়ে আপনার বক্তব্যটা কী?

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার বক্তব্য হচ্ছে অসওয়াল্ড যা বলেছে সব সত্যি।

ম্যানদারস ॥ সত্যি? জীবন আর সমাজ সম্বন্ধে ওইরকম একটা ধারনা সত্যি?

মিসেস অলউইঙ ॥ এখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটানোর ফলে, আমিও ঠিক ওই-রকমই চিন্তা করতে সুরু করেছি, মিঃ ম্যানদারস—যদিও একথা ঠিক যে সেটা মুখে প্রকাশ করার মত শক্তি আমি কোন দিনই অর্জন করতে পারি নি। এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার ছেলেই আমার হয়ে সেই কথাটা বলে দিলে।

ম্যানদারস ॥ আপনাকে করুণা করা উচিত, মিসেস অলউইঙ। কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে আমাকে একটু সিরিয়াস কথা বলতে হবে। আপনার কাজকর্মের তদারক করার জন্য অথবা উপদেষ্টা হিসাবে আমি এখানে আসি নি; এমনকি আপনার

স্বর্গত স্বামীর বন্ধু হিসাবেও নয়। আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি ধর্মযাজক হিসাবে—ঠিক একদিন যেমন আপনার জীবনের একটি সংকটময় মুহূর্তে আপনার সামনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

মিসেস অলউইঙ ॥ এবং ধর্মযাজক হিসাবে আমাকে আপনার বলার কী রয়েছে ?

ম্যানদারস ॥ প্রথমেই আপনাকে পুরানো একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এখনই সেই উপযুক্ত মুহূর্তটি এসেছে; আগামীকাল আপনার স্বামীর দশম মৃত্যু-বার্ষিকী। আগামীকালই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্য একটি স্মৃতিস্তম্ভের দ্বার উদ্ঘাটন করা হবে; আগামীকালই সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। কিন্তু আজ আপনাকেই কেবল আমি কিছু বলতে চাই।

মিসেস অলউইঙ ॥ বেশ তো—বলুন।

ম্যানদারস ॥ বিয়ের পরে একটা বছর শেষ হওয়ার আগেই আপনি যে কী চরম সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন সেকথা কি আপনার মনে রয়েছে? কেমন ক'রে আপনি বাড়ী ছাড়লেন—কেমন ক'রে নিজের স্বামীকে ছেড়ে আপনি ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন—সেই কথা ? হ্যাঁ, মিসেস অলউইঙ, আপনি ছুটেই পালিয়ে গিয়েছিলেন ; এবং আপনার স্বামীর সমস্ত অনুরোধ আর বিনীত আবেদনও আপনাকে ঘরে ফেরাতে পারে নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ সেই একটা বছর কী কষ্টে যে আমাকে কাটাতে হয়েছিল সেকথা কি আপনি ভুল গিয়েছেন ?

ম্যানদারস ॥ এ-জীবনে সুখের আকাঙ্ক্ষাটা হচ্ছে অসংযত প্রবৃত্তির স্বাক্ষর। আমাদের মত নশ্বর মানুষের সুখ ভোগ করার অধিকার কী? না, মিসেস অলউইঙ। আমাদের কর্তব্য রয়েছে। যে মানুষটিকে আপনি স্বেচ্ছায় নির্বাচিত করেছিলেন, এবং যাঁর সঙ্গে আপনি আবদ্ধ হয়েছিলেন বিবাহ-বন্ধনে, আপনার কর্তব্য ছিল তাঁকেই আঁকড়ে ধরা।

মিসেস অলউইঙ ॥ সেই সময়ে আমার স্বামী যে কী ধরনের নোংরা জীবন যাপন করছিলেন সেকথাও আপনি খুব ভাল ক'রেই জানেন।

ম্যানদারস ॥ তাঁর সম্বন্ধে চারপাশে যে-সব গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল—হ্যাঁ—আমি সে-সব ভাল করেই জানতাম। আর সেইসব গুজব যদি সত্যি হতো তাহ'লে কোন যুবকের এই ধরনের চরিত্রকে আমি কিছুতেই সমর্থন জানাতাম না। কিন্তু স্বামীকে বিচার করার অধিকার কোন স্ত্রীর নেই। ঈশ্বর যদি আপনার ভালর জন্যে আপনাকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার উচিত ছিল সেই দুঃখকে সহ্য করা। তা না ক'রে আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন : ঈশ্বরের দেওয়া ক্রশকে আপনি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ; যে পাপীকে সাহায্য করাই ছিল আপনার কর্তব্য তাকে আপনি পরিত্যাগ করলেন। নিজের সুনাম আর সেই সঙ্গে আরও অনেকের সুনামকে বিপদাপন্ন ক'রে আপনি গেলেন পালিয়ে।

মিসেস অলউইঙ ॥ আরও অনেকের ? আপনি বলছেন আর একজনের ?

ম্যানদারস ॥ আমার বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়াটা আপনার দিক্ থেকে সত্যিই বড় অযৌক্তিক হয়েছিল।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমাদের ধর্মযাজকের বাড়ীতে ? যিনি আমাদের বড় বন্ধু তাঁর বাড়ীতে ?

ম্যানদারস ॥ বিশেষ ক'রে সেইজন্যেই। হ্যাঁ ; আপনার সেই কলঙ্কিত পরিকল্পনা থেকে আপনাকে বিরত করার মত শক্তি আমি যে তখন পেয়েছিলাম তার জন্যে ঈশ্বরকে আপনি ধন্যবাদ জানান। কর্তব্যের পথে এবং আইনসঙ্গত স্বামীর ঘরে আপনাকে ফিরিয়ে আনতে আমি যে পেরেছিলাম সেটা ঈশ্বরের একটি মহতী করুণা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, প্যাস্টর—সেটা নিঃসন্দেহে আপনারই কাজ।

ম্যানদারস ॥ আমি ছিলাম মহতী ঐশ্বরিক শক্তির একটি ক্ষুদ্র হাতিয়ার। এবং আমি যে আপনাকে সেদিন কর্তব্যের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলাম তার জন্যে আপনার জীবনের প্রতিটি দিন কি আপনি আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন না—? আপনাকে সেদিন আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম তা কি সফল হয় নি ? প্রতিটি স্বামীর যা করা উচিত অলউইঙ কি সেইরকম, অর্থাৎ তাঁর স্খলিত জীবনকে বর্জন করেন নি ? শেষদিনটি পর্যন্ত তিনি কি আপনার সঙ্গে অকলঙ্ক আর প্রেমময় জীবন যাপন করেন নি ? তিনি কি এই অঞ্চলের অনেক উপকার করেন নি ? শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত কাজে যাতে আপনি তাঁর উপযুক্ত···এবং সক্ষম সাহায্যকারিণী হ'তে পারেন সেইজন্যে তিনি কি আপনাকে উৎসাহ দেন নি ?···হ্যাঁ আমি জানি, মিসেস অলউইঙ, আপনি আপনার কাজ করেছেন ; আর সেইজন্যে আজ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমি আসছি আপনার দ্বিতীয় ভুলটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে—সেটিও বড় মারাত্মক ভুল।

মিসেস অলউইঙ ॥ অর্থাৎ ?

ম্যানদারস ॥ একবার যেমন স্ত্রীর কর্তব্য থেকে আপনি বিচ্যুত হয়েছিলেন ঠিক তেমনি বিচ্যুত হয়েছেন মায়ের কর্তব্য থেকে।

মিসেস অলউইঙ ॥ ও······!

ম্যানদারস ॥ একটি শোচনীয় স্বার্থপর প্রবৃত্তি আপনার সমস্ত জীবনটাকেই পরিচালিত করেছে। অসংযত আর আইনশৃঙ্খলাবিরোধী কাজেই নিয়োজিত হয়েছে আপনার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা—আপনার সারাটা জীবন ; বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ আপনি কোনদিনই সহ্য করেন নি। জীবনে যা কিছু আপনার কাছে কঠিন বা দুরূহ বলে মনে হয়েছে বিনা দ্বিধায় আর অনুশোচনায় আপনি তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন ; সে-গুলিকে আপনি বোঝার মত মনে করেছিলেন—এমন বোঝা, যাদের ইচ্ছেমত কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলা যায়। স্ত্রী হিসাবে সে-বোঝা আপনার মনোমত না হওয়ায় আপনি আপনার স্বামীকে পরিত্যাগ করেছিলেন ; মা হিসাবে সে-বোঝা আপনার

কাছে বিরক্তিকর মনে হওয়ায় আপনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আপনার পুত্রকে অজ্ঞাত-কুলশীলদের সমাজে, অপরিচিতদের কাছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; কথাটা সত্যি। আমি তাই করেছিলাম।

ম্যানদারস ॥ ফলে, আপনি নিজেই এখন আপনার নিজের ছেলের কাছে অপরিচিতা হয়ে পড়েছেন।

মিসেস অলউইঙ ॥ না—না।-তা আমি নিশ্চয় হই নি।

ম্যানদারস ॥ হয়েছেন—হ'তে বাধ্য। সে কী অবস্থায় আপনার কাছে ফিরে এসেছে তা একবার লক্ষ্য করে দেখুন। বেশ ভালভাবে চিন্তা করুন, মিসেস অলউইঙ··· আপনি আপনার স্বামীর প্রতি বিরাট অবিচার করেছিলেন—তারই প্রমাণ ওই স্মৃতিস্তম্ভ—। এখন স্বীকার করুন যে নিজের ছেলের ওপরেও আপনি অন্যায় করেছেন। এই পাপের পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনার এখনও হয়ত সময় রয়েছে। নিজেকে সংশোধন করুন—তার মধ্যে বাঁচানোর মত এখনও যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে সেটুকু বাঁচান। কারণ, মিসেস অলউইঙ, [তর্জনী তুলে] সত্য কথাটা হচ্ছে মায়ের কাজ আপনি করেন নি, আর সেই কথাটা আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ব'লে আমি মনে করি।

[বিরতি]

মিসেস অলউইঙ ॥ [ধীরে ধীরে, সংযতভাবে] প্যাস্টর ম্যানদারস, আপনার বক্তব্য আপনি খুলেই বলেছেন ; আর আগামী কাল আমার স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আপনি বক্তৃতা দেবেন। আগামীকাল কিছু বলার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আজই আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই—ঠিক যেমন এইমাত্র আপনি আমাকে কিছু বললেন।

ম্যানদারস ॥ স্বাভাবিকভাবেই সেটা হবে আপনার আচরণবিধির স্বপক্ষে কিছুটা সাফাই গাওয়া।

মিসেস অলউইঙ ॥ না। কিছু সত্য ভাষণ।

ম্যানদারস ॥ অর্থাৎ ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার আর আমার স্বামীর সম্বন্ধে, আমাকে ফিরিয়ে আনার পরে—আপনি যাকে কর্তব্যের পথ বলে অভিহিত করেছেন—আমাদের বিবাহিত জীবন—আর আনুষঙ্গিক ব্যাপারে যে-সব কথা আপনি আমাকে বললেন তা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে আসল ঘটনাটা কী তা আপনি আদৌ জানেন না। সেই থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আর আপনি আমাদের বাড়ীতে আসেন নি।

ম্যানদারস ॥ তারপর আপনি আর আপনার স্বামী সোজা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; এবং আমার স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন তার ভেতরে আর একবারও আপনি এখানে আমাদের দেখতে আসেন নি। কেবলমাত্র অনাথ আশ্রমের ভারটা আপনার ওপরে পড়েছে বলেই এখানে আসতে আপনি বাধ্য হয়েছেন।

ম্যানদারস ॥ [নিচু স্বরে, নম্রভাবে] হেলেনা, এটা যদি তোমার তিরস্কার হয় তাহলে তোমাকে মনে রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি—

মিসেস অলউইন ॥ —এই পোশাকের প্রতি আপনার যে সম্ভ্রম রয়েছে—হ্যাঁ ! আমি ছিলাম একজন পলাতকা স্ত্রী ; আমার মত ভ্রষ্টা নারীর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে যে-কোন মানুষই অত্যন্ত সতর্ক হ'তে বাধ্য !

ম্যানদারস ॥ — আমার ধারণা···মিসেস অলউইঙ···তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলছ।

মিসেস অলউইঙ ॥ —হয়ত তাই। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে আমার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে আপনি যা বললেন সেটা সত্যের উপরে নির্ভর ক'রে নয়—গুজবের ওপরে নির্ভর ক'রে।

ম্যানদারস ॥ তা হ'তে পারে ; কিন্তু তাতে হেরফেরটা কী হয়েছে ?

মিসেস অলউইঙ:॥ মিঃ ম্যানদারস, এখন আপনাকে আমি সত্যি কথাটা বলব। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই কথাটা একদিন আপনি শুনবেন···আর আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।

ম্যানদারস ॥ সত্যি কথাটা কী ?

মিসেস অলউইঙ ? সতি কথাটা হচ্ছে, আমার স্বামী যখন মারা যান তখন তিনি চরিত্রহীন আর উচ্ছৃংখলই ছিলেন—ঠিক যেভাবে তিনি সারা জীবনটাই কাটিয়ে গিয়েছেন।

ম্যানদারস ॥ [চেয়ারটা ধরার চেষ্টায়] কী বলছ তুমি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ উনিশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করার পরেও তিনি সেই একই রকমের লম্পট ছিলেন—অন্তত, কামনার দিক থেকে—ঠিক যেরকমটি ছিলেন আমাদের যখন আপনি বিয়ে দিয়েছিলেন তখন।

ম্যানদারস ॥ যৌবনের অবিবেচনা, বিশৃংখলতা, ইচ্ছে হলে সেগুলিকে কিছুটা বাড়াবাড়িও বলতে পার—তাদের তুমি লাম্পট্য বলছ ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আমাদের চিকিৎসকই ওই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন ।

ম্যানদারস ॥ আমি বুঝতে পারছি নে······

মিসেস অলউইঙ ॥ তাতে সত্যটা অসত্য হয়ে দাঁড়ায় না।

ম্যানদারস ॥ তোমার কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে·· তুমি কি বলতে চাও তোমার সমস্ত বিবাহিত জীবন—স্বামীর সঙ্গে যে কটা বছর তুমি কাটিয়েছ—সাদা চাদরে ঢাকা একটা কবরখানা ছাড়া আর কিছু নয় ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আর কিছু নয়। এখন আপনি তা জানতে পারলেন।

ম্যানদারস ॥ আমি—আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি নে—মানে, আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না—তুমি কী করে··· ? এরকম একটা জিনিসকে কী ক'রে তুমি গোপন রাখতে পারলে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ দিনের পর দিন নিজের সঙ্গে সে এক অবিরাম সংগ্রাম। অসওয়াল্ড-এর জন্মের পরে মনে হ'ল, নিজেকে সে কিছুটা সামলিয়ে নিয়েছে ; কিন্তু সেটা সাময়িক। তারপরে আবার আমার যুদ্ধ শুরু হল—সে-যুদ্ধ আগের চেয়েও ভীষণ—পাছে কেউ না জানতে পারে বাচ্চাটার বাবা কী জাতীয় মানুষ সেই ভয়ে সমস্ত কিছু গোপন ক'রে রাখার জন্যে আমার সে-এক মরিয়ার মত সংগ্রাম। অলউইঙের বাইরেটা কীরকম সুন্দর ছিল তা আপনি জানেন। ভাল ছাড়া সে খারাপ কিছু করতে পারে একথা কেউ ভাবতেও পারত না। সে এমন মানুষ ছিল যার জীবন তার সুনামকে নষ্ট করতে পারে নি···কিন্তু অবশেষে মিঃ ম্যানদারস, এমন একটা ঘটনা ঘটলো—সেটা আপনার জানা উচিত—যেটাকে সবচেয়ে ঘৃণ্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

ম্যানদারস ॥ আরও ঘৃণ্য ?

মিসেস অলউইঙ ॥ বাইরে গোপনে সে কী নোংরা কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে তা জেনেও আমি তার সঙ্গে ঘর করতাম।···কিন্তু এই ঘরের মধ্যে সে যখন অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে উঠল···

ম্যানদারস ॥ কী বললে ? এখানে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, এইখানে—আমাদের নিজেদের বাড়ীতে। [ডানদিকে সামনের দরজার দিকে তিনি আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন] খাওয়ার ঘরেই সেটা আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম। ওখানে আমি কী যেন একটা করছিলাম ; দরজাটা একটু খোলা ছিল। ওখানে গাছে জল দেওয়ার জন্যে আমাদের চাকরানী বাগান থেকে জল নিয়ে এল—আমি বেশ শুনতে পেলাম···

ম্যানদারস ॥ তারপর ?

মিসেস অলউইঙ ॥ কিছুক্ষণ পরে, স্বামীর ঘরে ঢোকারও শব্দ পেলাম আমি। মনে হল চাকরানীকে সে আস্তে আস্তে কী যেন বলছে, তারপরে আমার কানে এল [একটু হেসে]—সেকথা আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি—কথাটা শুনে খুবই কষ্ট হল আমার—সেই সঙ্গে হাসিও পেল—শুনলাম আমার নিজের চাকরানী ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলছে আমাকে ছেড়ে দিন, স্যার—আমাকে !

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, ওটা একটা অশোভনীয় উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়···বিশ্বাস কর, তা ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ মিঃ ম্যানদারস, কী বিশ্বাস করতে হবে তা আমি শীঘ্রিই জানতে পারলাম। মেয়েটির সঙ্গে আমার স্বামীর গোপন ছলাকলা চলতে লাগল ; এবং তার ফল ফললো।

ম্যানদারস ॥ [যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন] এইসব ঘটেছে এই বাড়ীতে! এই বাড়ীতে……

মিসেস অলউইঙ ॥ এ-বাড়ীতে আমি অনেক সহ্য করেছি। সন্ধ্যে আর রাত্রিতে তাকে বাড়ীতে ধরে রাখার জন্যে তার ঘরে গোপনে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার মদের আসরে যোগ দিয়েছি। মদের পেয়ালার ঠুনঠুন শব্দ করে, তার সঙ্গে পাশাপাশি বসে মদ খেয়েছি। মদের টেবিলে তার উন্মত্ত বাচালতা শোনার জন্যে একা আমাকে তার কাছে ব'সে থাকতে হয়েছে। তাকে বিছানায় শোওয়ানোর জন্যে রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে আমাকে।

ম্যানদারস ॥ [কাঁপতে কাঁপতে] এইসব তোমাকে সহ্য করতে হয়েছে?

মিসেস অলউইঙ ॥ বাচ্চাটার জন্যেই আমাকে এইসব মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল……তারপরে এল সেই চরম অসম্মানের দিন যখন সে আমারই চাকরানীর সঙ্গে নোংরা কাজে জড়িয়ে পড়ল। তখন নিজের মনেই প্রতিজ্ঞা করলাম : 'এই শেষ!' আমি সংসারের সমস্ত ভার নিজের ঘাড়ে তুলে নিলাম—তার এবং সংসারের আর সব কিছুর। সে আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস করে নি; কারণ, তাকে শায়েস্তা করার হাতিয়ার ছিল আমার হাতে। সেই সময় অসওয়াল্ডকে আমি বিদেশে পাঠিয়ে দিই। তার বয়স তখন ন'বছর। অন্যান্য শিশুদের মত সে তখন নানান জিনিস লক্ষ্য আর প্রশ্ন করতে শিখেছে। ভেবেছিলাম আর কিছু না হোক বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াটাই তাকে বিষাক্ত ক'রে তুলবে।…আর, মি; ম্যানদারস, ঠিক এই জিনিসটাই সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইজন্যেই আমি তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এবং তার বাবার জীবিতাবস্থায় কেন যে তাকে আমি বাড়ী আসতে দিই নি সেকথা এখন বোধ হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন? এর জন্যে আমাকে কী খেসারৎ দিতে হয়েছে তা কেউ জানে না।

ম্যানদারস ॥ তোমাকে নিশ্চয় বড় ভয়ঙ্কর জীবন যাপন করতে হয়েছে!

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার যদি কাজ না থাকত তাহলে আমি কিছুতেই এ-দুঃখ সহ্য করতে পারতাম না। হ্যাঁ; সত্যিই বলছি, কাজ তখন আমি করেছিলাম। এই যে জমিদারীর এত উন্নতি হয়েছে—এই যে সব আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানি হয়েছে যার জন্যে আমার স্বামী এত প্রশংসা পেয়েছে—আপনি কি মনে করেন এইসব কাজ করার মত শক্তি আর উৎসাহ তাঁর ছিল? সারাদিনই তো সে সোফার ওপরে শুয়ে পুরানো কোর্ট সারকুলার পড়ে কাটাতো। না; আমি আপনাকে আর একটা কথা বলছি। সে যখন সুস্থ থাকতে, সেরকম সুযোগ অবশ্য কমই আসত তার, সেই সময় এইসব কাজে আমিই তাকে উৎসাহ দিতাম। আর, যখন সে ব্যাভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত, অথবা, নিজের অপদার্থতায় নিজেই ঘ্যান ঘ্যান করত তখন এই সমস্ত কাজ দেখাশুনা করতে হ'ত আমাকে।

ম্যানদারস ॥ আর এই লোকটারই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করছ তুমি?

মিসেস অলউইঙ ॥ তাহলেই বুঝতে পাচ্চেন অসৎ বিবেকের শক্তি কত।

ম্যানদারস ॥ অসৎ……মানে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আমি সব সময়েই মনে করতাম সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই ; আর, সবাই তা বিশ্বাস করবে। অনাথ আশ্রমেরই কাজ হবে সমস্ত গুজব আর সন্দেহ দূর করা।

ম্যানদারস ॥ সে কাজে নিশ্চয় তুমি সফল হয়েছে, মিসেস অলউইঙ।

মিসেস অলউইঙ ॥ আরও একটা কারণ ছিলঃ অসওয়াল্ড তার বাবার কোন সম্পত্তি পাক তা আমি চাই নে।

ম্যানদারস ॥ তাহলে, অলউইঙের সম্পত্তি থেকেই……

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ। বছরের পর বছর ধ'রে এই অনাথ আশ্রমের জন্যে আমি টাকা জমিয়েছি। যে টাকার জন্যে লেফটন্যাণ্ট অলউইঙ সেকালে বিয়ের বাজারে সুপাত্র ব'লে বিবেচিত হয়েছিলেন সেই টাকা আমি খুব সন্তর্পণে গুছিয়ে রেখেছি।

ম্যানদারস ॥ আমি বুঝতে পারছি না—

মিসেস অলউইঙ ॥ ওই অর্থ দিয়েই আমি তাকে কিনেছিলাম। সেই অর্থ অসওয়াল্ড পাক তা আমি চাই নে। আমার ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পাবে তা হচ্ছে আমার নিজস্ব অর্থ, আর কারও না।

[ডানদিকের শেষ দরজা দিয়ে অসওয়াল্ড অলউইঙ ঘরে ঢোকে। হলে টুপী আর ওভারকোট সে ছেড়ে এসেছে। মিসেস অলউইঙ এগিয়ে যান তার দিকে]

তুমি এরই মধ্যে ফিরে এলে যে, অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ। সন্ধ্যেবেলা এই বৃষ্টিতে বাইরে থাকা যায় ? কিন্তু শুনলাম লাঞ্চ তৈরি হয়ে গিয়েছে। খুব ভাল।

রেজিনা ॥ [ডাইনিঙ রুম থেকে একটা পার্শেল নিয়ে] মাদাম, আপনার একটা পার্শেল এইমাত্র এল। [তাঁকে পার্শেলটা দেয়]

মিসেস অলউইঙ ॥ [প্যাস্টর ম্যানদারস-এর দিকে তাকিয়ে] সম্ভবত আগামী কাল যে প্রার্থনা বসবে তারই সঙ্গীত।

ম্যানদারস ॥ হুম।……

রেজিনা ॥ লাঞ্চ তৈরি।

মিসেস অলউইঙ ॥ ধন্যবাদ—আমরা এখনই যাচ্ছি ; আমি শুধু দেখতে চাই… [পার্শেলটা খুলতে যান]

রেজিনা ॥ [অসওয়াল্ডকে] আপনি কী খাবেন, মিঃ অসওয়াল্ড, লাল, না, সাদা মদ ?

অসওয়াল্ড ॥ দুটোই, মিস এনগস্ত্রানদ।

রেজিনা ॥ আচ্ছা, মিঃ অসওয়াল্ড। [ডাইনিঙ রুমে ঢুকে যায়]

অসওয়াল্ড ॥ চল, আমি বরং বোতল খুলতে তোমাকে সাহায্য করিগে। [সে

তার পিছ্‌ পিছ্‌ ডাইনিঙ রুমে চলে যায় ; তার পেছনে দরজাটা দুলে দুলে অর্ধেক খোলা অবস্থায় থেমে যায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; আমিও তাই ভেবেছিলাম। এটা প্রার্থনা সভারই গান, প্যাস্টর।

ম্যানদারস ॥ [দুটো হাত জড়াজড়ি ক'রে] আগামীকাল পরিচ্ছন্ন বিবেকের সঙ্গে কী ক'রে আমি বক্তৃতা দেব ?

মিসেস অলউইঙ ॥ ও কিছু নয়। আপনি ঠিক পারবেন।

ম্যানদারস ॥ [আস্তে, ডাইনিঙ রুমে তাঁর কথা যাতে শোনা না যায় এইভাবে] হ্যাঁ ; যাতে কোনরকম কেলেঙ্কারীতে পড়তে না হয় তা আমাদের দেখতে হবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ এবং তারপরেই শেষ হবে এই দীর্ঘ ভয়ঙ্কর প্রহসনের। কাল থেকে আমি ভাববো আমার মৃত স্বামী যেন কোনদিনই এ বাড়ীতে বাস করে নি। মা আর তার ছেলে ছাড়া আর কেউ এখানে থাকবে না।

[ডাইনিঙ রুম থেকে একটা চেয়ার পড়ার শব্দ হল। শোনা গেল রেজিনার চাপা অথচ তীক্ষ্ন স্বর]

রেজিনা ॥ থাম, অসওয়াল্ড ! বোকার মত কাজ করো না। আমাকে যেতে দাও।

মিসেস অলউইঙ ॥ [চমকে উঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে] ও কী ! কী !

[অর্ধেক খোলা দরজার দিকে তিনি উন্মাদের মত তাকিয়ে থাকেন। ভেতরে অসওয়াল্ড-এর কাশি আর গুনগুন করার শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে একটা বোতল খোলার শব্দ হ'ল]

ম্যানদারস ॥ [ঘাবড়িয়ে] কী ব্যাপার ? মিসেস অলউইঙ, — কী ওটা ?

মিসেস অলউইঙ ॥ [ধরা গলায়] ভূত। কনসারভেটরীতে দুজন — আবার তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ম্যানদারস ॥ কী বলছ ? রেজিনা··· ? সে কি··· ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ। আসুন। চু-উপ। [প্যাস্টর ম্যানদারস-এর একটা হাত ধ'রে টলতে টলতে তিনি ডাইনিঙ রুমে ঢুকে যান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[একই ঘর। চারপাশে তখনও ভিজে কুয়াশা জ্যাব-জ্যাব করছে। প্যাস্টর ম্যানদারস আর মিসেস অলউইঙ ডাইনিঙ রূম থেকে বেরিয়ে এলেন।]

মিসেস অলউইঙ ॥ [দরজার কাছে] মিঃ ম্যানদারস, আসুন আমরা এখানে বসি। [ডাইনিঙ রূমের ভেতরে ডেকে] অসওয়াল্ড, তুমি আসছ নাকি ?

অসওয়াল্ড ॥ [ভেতরে] না। ধন্যবাদ। আমি বরং একটু বাইরে ঘুরে আসি।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাই এস। আবহাওয়াটা এখন একটু পরিষ্কার হচ্ছে। [ডাইনিঙ রূমের দরজাটা তিনি বন্ধ করে হল-ঘরে ঢুকে গিয়ে ডাকেন] রেজিনা !

রেজিনা ॥ [ভেতরে] মাদাম, আমাকে ডাকছেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ জল-ঘরে গিয়ে সাজানোর কাজে ওদের সাহায্য কর গে।

রেজিনা ॥ যাচ্ছি, মাদাম।

[সে যে চলে গিয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মিসেস অলউইঙ দরজাটা বন্ধ ক'রে দেন।]

ম্যানদারস ॥ আমাদের কথাবার্তা অসওয়াল্ড-এর কানে যাবে না সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিৎ ?

মিসেস অলউইঙ ॥ দরজা বন্ধ থাকলে শুনতে পাবে না। তা ছাড়া, ও এখনই বেরিয়ে যাচ্ছে।

ম্যানদারস ॥ আমার এখনও খুব খারাপ লাগছে। ওরকম চমৎকার খাবার কী করে যে গলা দিয়ে নামল তা আমি ভাবতে পারছি নে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [পায়চারি করতে করতে, নিজের উত্তেজনাকে সংযত ক'রে] আমিও তাই। কিন্তু কী করা যাবে ?

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ ; কী করা যাবে ? আমার মাথায় তা ঢুকছে না ; সত্যিই ঢুকছে না। এরকম ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমি নিশ্চিৎ যে· · ··দুর্ভাগ্যজনক কিছু এখনও ঘটে নি।

ম্যানদারস ॥ ঈশ্বর না করুন। তবু, ব্যাপারটা খুবই মর্মান্তিক।

মিসেস অলউইঙ ॥ ব্যাপারটার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। ওটা অসওয়াল্ড-এর একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ম্যানদারস ॥ তোমাকে আগেই বলেছি এ বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবু আমার মনে হয়—

মিসেস অলউইঙ ॥ রেজিনাকে এ বাড়ী ছাড়তেই হবে—আর এখনই। সেটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

ম্যানদারস ॥ এ বিষয়ে আমি একমত।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু যাবে কোথায় ? আমরা নিশ্চয় তাকে—

ম্যানদারস ॥ যাবে কোথায় ? অবশ্যই তার বাবার কাছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ কোথায় বললেন ?

ম্যানদারস ॥ রেজিনার···ও ! কিন্তু এনগস্ত্রানদ তো তার···হায় ঈশ্বর ; মিসেস অলউইঙ, ওটা নিশ্চয় সত্যি হ'তে পারে না ! নিশ্চয় কোথাও কোন ভুল রয়ে গিয়েছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ উঁহু। আমার বিশ্বাস, কোথাও কোন ভুল নেই। জোহানা সব কথা আমার কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল ; আর আমার স্বামীও তা অস্বীকার করতে পারে নি। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করণীয় ছিল না।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ ; ও ছাড়া আর কী তুমি করবে !

মিসেস অলউইঙ ॥ মেয়াটা তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। চুপ ক'রে থাকবে এই আশ্বাস দিয়ে বেশ কিছু টাকাও নিয়ে গেল সে। শহরে ফিরে গিয়ে নিজের ভবিষ্যতের ভারটা সে নিজের কাঁধেই তুলে নিল। এনগস্ত্রানদ-এর সঙ্গে এক কালে তার আলাপ ছিল। সেই আলাপটাকে আবার সে ঝালিয়ে নিল—তার কাছে যে কিছু টাকা রয়েছে সম্ভবত সে-রকম একটা ইঙ্গিতও সে তাকে দিয়েছিল। সে হয়ত কোন বিদেশীর গল্প তার কাছে করেছিল। বলেছিল, বিদেশীটি তার প্রমোদ তরণী ভাসিয়ে এসে সেই গ্রীষ্মকালে এখানে কয়েকটা দিন ছিল। তারই ফলে তার এই বিপদ হয়েছে। সেইজন্যেই তারা তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে ফেলল। আপনি তো নিজেই তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন—মনে নেই ?

ম্যানদারস ॥ কিন্তু তাকে আমি ফেরাব কী করে— ? আমার বেশ মনে রয়েছে বিয়ের ব্যবস্থা করতে এনগস্ত্রানদ নিজেই আমার কাছে গিয়েছিল। সে আর তার প্রেমিকা যে একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছে এইজন্যে সে খুবই অনুতাপ করল, নিজেকে ধিক্কার দিতেও সে এতটুকু দ্বিধা করে নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ স্বাভাবিকভাবেই দোষটা তাকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে হয়েছিল।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু লোকটা কি অসৎ ? নিজের সঙ্গে তো সে প্রতারণা করেই ছিল —আমার সঙ্গেও করল ! জেকব এনগস্ত্রানদ-এর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আমি আশা করি নি। এর জন্যে আমার কাছ থেকে নিশ্চয় সে কিছু কড়া কথা শুনবে। আর তার পরে ওইরকম নীতি-বিগর্হিত বিবাহ—অর্থের জন্যে। মেয়েটাকে কত দিয়েছিলে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ তিনশ' ডলার !

ম্যানদারস ॥ ভেবে দেখ একবার ! সামান্য তিনশ' ডলার নিয়ে সে একটা অধঃপতিতা মেয়েকে বিয়ে করতে গেল !

মিসেস অলউইঙ ॥ তাহলে, আমার সম্বন্ধে আপনি কী বললেন ? আমি একটা অধঃপতিত মানুষকে সামান্য অর্থের জন্যে বিয়ে করি নি ?

ম্যানদারস ॥ হায় ঈশ্বর, তুমি কী বলছ ? অধঃপতিত মানুষ !

মিসেস অলউইঙ ॥ আপনি কি সত্যিই মনে করেন অলউইঙের সঙ্গে আমি যখন 'গর্জায়' গিয়েছিলাম তখন সে জোহানার চেয়েও বেশী পবিত্র ছিল—মানে, জোহানা যখন এনগস্ট্রানদকে বিয়ে করেছিল ?

ম্যানদারস ॥ কিন্তু এ জগতে মানুয়ে মানুষে পার্থক্য...... ..

মিসেস অলউইঙ ॥ সত্যি কথা বলতে কি খুব বেশী একটা পার্থক্য নেই। অবশ্য, দামের পার্থক্য যথেষ্ট রয়েছে। সামান্য তিনশ' ডলার আর বিরাট সম্পত্তি—এই যা।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু এই দুটো ব্যাপারকে তুমি একজাতীয় বলে মনে করো না। বিয়ে করাব আগে তুমি তোমার হৃদয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলে, আলোচনা করেছিলে তোমার বাবা-মার সঙ্গে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [তাঁর দিকে না তাকিয়ে] আমি ভেবেছিলাম সে-সময়ে আমার হৃদয়—যা আপনি বলছেন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন।

ম্যানদারস ॥ [কষ্টের সঙ্গে] সেরকম কিছু বুঝতে পারলে তোমার স্বামীর বাড়ীতে আমি তখন প্রায় প্রতিদিন আসতাম না।

মিসেস অলউইঙ ॥ আসল কথাটা হচ্ছে তখন আমি মোটেই নিজের সঙ্গে আলোচনা করি নি।

ম্যানদাবস ॥ তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাহলে আলোচনা করেছিলে—সেটাই উচিত—তোমার মা আর দুজন আণ্ট।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ—সেটা সত্যি। ওই তিনজনেই আমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন। ওবকম একটি বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করাটা আমার পক্ষে যে কী ধরনের মূর্খতা হবে সেকথা আমাকে তাঁরা যে কত স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তা আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। মা যদি আমাকে আজ দেখতে পেতেন তাহলে বুঝতে পারতেন আমার সেই অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা আজ কী পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ম্যানদারস ॥ ঘটনাচক্রের এই পরিবর্তনের জন্যে বিশেষ একজন কেউ দায়ী নয়। তবে অন্তত একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিৎ।—সেটা হল এই যে আইন আর শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেই তোমার বিবাহ উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছিল।

মিসেস অলউইঙ ॥ [জানালার কাছে গিয়ে] হ্যাঁ ; আইন আর শৃঙ্খলাই বটে ! মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যত গণ্ডগোলের মূল হচ্ছে এই আইন আর শৃঙ্খলা।

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, এ ধরনের মন্তব্য করাটা তোমার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত।

মিসেস অলউইঙ ॥ হয়ত। কিন্তু ওইসব কর্তব্য আর আমি পালন করব না। পালন করতে আমি পারছি না। যেমন করেই হোক মুক্তি আমাকে পেতেই হবে।

ম্যানদারস ॥ কী বলতে চাও তুমি?

মিসেস অলউইঙ ॥ [জানালার কাচের ওপরে আঙুল দিয়ে ঠুকঠুক ক'রে] আমার স্বামীর জীবনের আসল সত্যটাকে চেপে রাখা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু তখন আর কিছু করতে আমি সাহস পাই নি। আমি তখন বড় বেশী কাপুরুষ ছিলাম।

ম্যানদারস ॥ কাপুরুষ!

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ; আসল ঘটনাটা লোকে যদি তখন জানতে পারত তাহলে তারা বলত : 'বেচারা! যার স্ত্রী ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় এরকম কাজ করা ছাড়া তার আর উপায় কী!'

ম্যানদারস ॥ সেকথা বলার কিছু অধিকার তাদের থাকত বইকি।

মিসেস অলউইঙ ॥ [তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে] আমি যদি সত্যিকার মহিলা হতাম—যা হওয়া উচিত ছিল—তাহলে অসওয়াল্ডকে একপাশে ডেকে বলতাম : 'শোন বাছা, তোমার বাবা ছিল একজন লম্পট মানুষ—'

ম্যানদারস ॥ ঈশ্বর! ঈশ্বর!

মিসেস অলউইঙ ॥ তারপরে, তাকে আমি সব খুলে বলতাম—আপনাকে যা বলছি—প্রতিটি কথা।

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, তোমার কথা শুনে সত্যিই আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমি তা জানি—আপনি কীভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করছেন তা আমি ভাল করেই জানি। নিজে যখন ভাবি তখন আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে যাই। [জানালা থেকে সরে গিয়ে] আমি এত কাপুরুষ!

ম্যানদারস ॥ নিছক কর্তব্য পালন করাটাকে তুমি কাপুরুষতা বলছ? বাবা আর মাকে ভালবাসা আর শ্রদ্ধা করা যে প্রতিটি ছেলের কর্তব্য সেকথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ?

মিসেস অলউইঙ ॥ এটাকে সাধারণ নীতির বাটখারায় ওজন না করাই ভাল। প্রশ্নটা হচ্ছে—ক্যাপ্টেন অলউইঙকে ভালবাসা আর শ্রদ্ধা করা কি অসওয়াল্ড-এর উচিত?

ম্যানদারস ॥ তোমার মাতৃহৃদয় কী বলে? তোমার পুত্রের আদর্শ যাতে নষ্ট না হয়—

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু সত্য······

ম্যানদারস ॥ কিন্তু তার আদর্শ······

মিসেস অলউইঙ ॥ ও-আদর্শ! আদর্শ! আমি যদি কাপুরুষ না হতাম!

ম্যানদারস ॥ আদর্শকে পরিহার করো না, মিসেস অলউইঙ। তারা তোমার ওপরে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নিতে পারে। এই অসওয়াল্ড-এর কথাই ধর না কেন। আমার ধারণা,

আদর্শ ব'লে তার কিছু নেই ; কিন্তু তবু বাবাকে সে যে আদর্শ পুরুষ ব'লে মনে করে সেটা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; আপনার কথা সত্যি।

ম্যানদারস ॥ আর এই আদর্শ চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে তুমি নিজেই তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছ।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, তার জন্যে আমার কর্তব্যবোধকে ধন্যবাদ ! বছরের পর বছর ধরে ছেলের কাছে আমি মিথ্যে কথা বলে এসেছি। ছিঃ—ছিঃ ! কী কাপুরুষই না আমি ছিলাম !

ম্যানদারস ॥ তোমার ছেলের মনে তুমি সুন্দর একটি মরীচিকার সৃষ্টি করেছ, মিসেস অলউইঙ , আর তার জন্যে সকলেরই গর্ব করা উচিত।

মিসেস অলউইঙ ॥ হুম। জিনিষটা সত্যিই এতটা ভাল কিনা তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। যাই হোক, রেজিনার সঙ্গে তাকে আর আমি মেলামেশা করতে দেব না—বেচারা মেয়েটার জীবন নষ্ট করার সুযোগ আর সে পাবে না।

ম্যানদারস ॥ না—না ; নিশ্চয় না। পেলে, তার ফল মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ যদি আমি ভাবতে পারতাম সে সত্যিই ওকে চায়—আর পেলে সে সুখী হবে……

ম্যানদারস ॥ মানে ? কী বলছ ?

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু তা হবে না। আমার ভয় হচ্ছে রেজিনা এর উপযুক্ত নয়।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু…কিন্তু…কী বলতে চাইছ তুমি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ এইরকম একটা বিশ্রী ধরনের কাপুরুষ না হলে আমি তাকে বলতাম—'ওকে বিয়ে কর ; অথবা ওর সঙ্গে যেরকম সম্পর্ক তুমি রাখতে চাও রাখ—কেবল প্রতারণা করো না।'

ম্যানদারস ॥ ভগবান না করুন ! আইনসঙ্গত বিবাহ ? এরকম কথা কেউ কোনদিন শোনে নি—এটা হচ্ছে অতীব ভয়ঙ্কর !

মিসেস অলউইঙ ॥ আপনি তাই বলছেন ? প্যাস্টর ম্যানদারস, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন এমন অনেক বিবাহিত দম্পতি এখানে আছে যাদের অন্তরঙ্গতা খুবই নিবিড় ?

ম্যানদারস ॥ তুমি কী বলছ তার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝতে পারছি না।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার ধারণা আপনি তা ঠিকই বুঝতে পারছেন।

ম্যানদারস ॥ ও, তুমি বুঝি সেইসব কথা ভাবছ যে সব কথা সম্ভবত…হ্যাঁ ; যতটা পবিত্র হওয়া উচিত, আমার ধারনা, বিবাহিত জীবন এখানে ঠিক ততটা পবিত্র নয়। তুমি যে-সব ইঙ্গিত করছ সেগুলির কথা মানুষে জানতে পারে না—পারলেও, নিশ্চিতভাবে না। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে মা হয়ে নিজের সন্তানকে তুমি করতে দিচ্ছ……

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু আমি তা করতে দিতে চাই না। বিশ্বের কোন কিছুর লোভেই এ কাজ তাকে আমি করতে দিতে চাই নে — ঠিক এই কথাটাই আমি বলছিলাম।

ম্যানদারস ॥ চাও না — কারণ, তুমি একটি কাপুরুষ এই কথাটাই তুমি বলেছ। কিন্তু যদি তুমি কাপুরুষ না হ'তে তাহলে এই নক্কারজনক মিলন তুমি ঘটতে দিতে! হয় ভগবান!

মিসেস অলউইঙ ॥ তবু লোকে বলে এইরকম মিলন থেকেই আমাদের জন্ম হয়েছে। এরকম ব্যবস্থাকে করল বলুন তো, প্যাস্টর ম্যানদারস?

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, এরকম প্রশ্ন নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে আমি চাই নে — বিশেষ ক'রে তুমি এখন চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছ। কিন্তু তুমি যে নিজেকে কাপুরুষ বলছ তার কারণ কি···

মিসেস অলউইঙ ॥ কাপুরুষ কেন বলছি তা অপনাকে আমি বলছি। আমি ভয় পেয়েছি, আমি ভীরু; ভূতেরা আমার পিছু নিয়েছে। তাদের হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

ম্যানদারস। ভুত! কী বলতে চাও তুমি?

মিসেস অলউইঙ ॥ ভূতেরা আমাকে তাড়া করেছে। ওই ঘরে রেজিনা আর অসওয়াল্ড-এর কথা যখন কানে এল তখন মনে হল সামনে দুটো ভূতকে আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু প্যাস্টর ম্যানদারস, আমার ধারনা, আমরা সবাই ভূত। কেবল যে বাপ-মায়ের দুর্বলতাই আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে অধিগ্রহণ করি তা নয়, অনেক অনেক কিছু পুরানো আদর্শ আর বিশ্বাসও আমাদের মনে কায়েমি হয়ে বসে। তারা যে আমাদের ভেতরে সত্যি সত্যিই জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে তা নয়, কিন্তু শেকড় তাদের থেকেই যায়। তাদের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই। শুধু একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে যখন আমি পড়তে বসি তখনই দেখতে পাই লাইনে — লাইনে ভূতেরা সব মসৃণভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয় অসংখ্য বালুকণার মত অসংখ্য ভূতের দল সারা দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আর আমরা — সবাই, সবাই — আলো দেখে ভয় পাচ্ছি — কী করুণ!

ম্যানদারস ॥ বুঝেছি—এইটাই হচ্ছে তোমার পড়াশুনার ফল—! বলতে বাধ্য হচ্ছি—বড় সুন্দর ফল! ও! জাহান্নামে যাক এই সব ভয়ঙ্কর, নাশকতামূলক, স্বাধীন-চিন্তাশ্রয়ী বইপত্র!

মিসেস অলউইঙ ॥ আপনি ভুল করছেন, প্রিয় প্যাস্টর। আপনার জন্যেই আমি এই-সব চিন্তা করতে সুরু করেছি। তার জন্যে আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ম্যানদারস ॥ আমি?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, আপনি। কর্তব্য আর আজ্ঞা পালনের পথ বলে চিহ্নিত ক'রে আপনি যখন আমাকে সেই পথে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন—ঘৃণ্য আর নক্কার-

জনক ব'লে আমার সমস্ত আত্মা যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাকেই আপনি যখন ন্যায় আর উচিত বলে ঘোষণা করলেন—তখনই আমি ভাবতে শুরু করলাম, আপনার শিক্ষা কোন্ ধাতুতে গড়া। আমি কেবল একটা সেলাই খুলতে চেয়েছিলাম। সেই সেলাইটা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সেলাইটাই গেল খুলে। তখনই আমি বুঝতে পারলাম সমস্তটাই জোড়া রয়েছে একটা সুতোর সঙ্গে আর একটা সুতো দিয়ে।

ম্যানদারস ॥ [শান্তভাবে, বিচলিত হয়ে] এবং জীবনে আমি যে চরম সংগ্রাম করেছি তার ফল কি এই ?

মিসেস অলউইঙ ॥ এটাকে আপনি আপনার জীবনের করুণ পরাজয় বলতে পারেন।

ম্যানদারস ॥ এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জয় হোলনা—আমার ওপরে আমারই বিজয় অভিযান।

মিসেস অলউইঙ ॥ এটা হচ্ছে অপরাধ—আমাদের দুজনেরই বিরুদ্ধে।

ম্যানদারস ॥ তুমি যখন বিবেচনা করার শক্তি হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললে—'আমি এসেছি—আমাকে তুমি নাও'—আমি তখন তোমাকে বলেছিলাম—'নারী, বাড়ীতে—তোমার আইনসঙ্গত স্বামীর কাছে তুমি ফিরে যাও'—এইটাই কি আমার অপরাধ ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার তাই মনে হয়।

ম্যানদারস ॥ আমার কেউ কাউকে বুঝি নে—তুমি আর আমি।

মিসেস অলউইঙ ॥ তার বেশী নয়, নিশ্চয়।

ম্যানদারস ॥ তুমি যে পরস্ত্রী ছাড়া আর কিছু সেকথা আমি কোনদিনই ভাবতে পারি নি—এমন কি আমার নিভৃত স্বপ্নেও।

মিসেস অলউইঙ ॥ আপনি কি সত্যিই তাই বিশ্বাস করেন ?

ম্যানদারস ॥ হেলেনা !

মিসেস অলউইঙ ॥ মানুষ কার সম্বন্ধে অতীতে কী ভাবতো সেকথা ভুলে যাওয়া কত সহজ !

ম্যানদারস ॥ আমার সম্বন্ধে ওকথা খাটে না। আমি সব সময় একই রয়েছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ [হঠাৎ হাবভাব, স্বর পরিবর্তন ক'রে] থাক, থাক, থাক। পুরানো দিনের কথা নিয়ে আর আমাদের আলোচনা ক'রে লাভ নেই। কমিটি, বোর্ড, আর নামকরা প্রতিষ্ঠানে আপনি ডুবে রয়েছেন, আর আমি এখানে আমার ভেতরে আর বাইরে ভুতেদের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছি।

ম্যানদারস ॥ যাই হোক, বাইরের ভুতেদের পরাজিত করতে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আজ তোমার কাজ থেকে আমি যে মর্মান্তিক কাহিনী শুনলাম তার পরে একটি অরক্ষণীয়া মেয়েকে এখানে থাকতে দিতে কিছুতেই আমি রাজি হ'তে পারি নে। সেটা আমার বিবেকবিরুদ্ধ কাজ হবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমরা দুজনে তার যদি একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি তাহলে কি ভাল হবে না ?—অর্থাৎ, ভাল একটা বিয়ের ব্যবস্থা—আপনি কী মনে করেন ?

ম্যানদারস ॥ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমার ধারনা, সবদিক থেকে তার পক্ষে সেইটাই ভাল হবে। রেজিনার এমন একটা বয়স হয়েছে যখন—মানে, এসব ব্যাপারে আমি বিশেষ অজ্ঞ—কিন্তু……

মিসেস অলউইঙ ॥ খুবই তাড়াতাড়ি রেজিনা সাবালিকা হয়েছে।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ; হয়েছে—তাই না ? দীক্ষা দেওয়ার জন্যে আমি যখন তাকে তৈরি করছিলাম তখনই তাকে দেখে মনে হয়েছিল বয়সের অনুপাতে তার গঠনটা বেশ বেড়ে উঠেছে। কিন্তু যাই হোক, প্রথমে তাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে। সেখানে সে তার বাবার চোখের ওপরে থাকবে। ও-হো-হো !…কিন্তু এনগস্ত্রানদ কি…! আর কারও কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—সে কী ক'রে আমার কাছে সত্য গোপন করল ?

[দরজায় একটা ধাক্কা আসে]

মিসেস অলউইঙ ॥ কে ? আসুন।

এনগস্ত্রানদ ॥ [দরজার কাছে, রবিবারের পোষাক প'রে] আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু—

ম্যানদারস ॥ ও ! হুম !—

মিসেস অলউইঙ ॥ এনগস্ত্রানদ, তুমি ?

এনগস্ত্রানদ ॥ —এদিকে কোন চাকরবাকর ছিল না; তাই সাহস ক'রে দরজায় আমাকে ধাক্কা দিতে হয়েছিল।

মিসেস অলউইঙ ॥ বেশ তো, বেশ তো। ভেতরে এস। আমার সঙ্গে তোমার কি কিছু দরকার রয়েছে ?

এনগস্ত্রানদ ॥ না—না। ধন্যবাদ। প্যাস্টরকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

ম্যানদারস ॥ [পায়চারি করতে করতে] তাই বুঝি ? আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও—অ্যাঁ !

এনগস্ত্রানদ ॥ হ্যাঁ—যদি অবশ্য আপনি দয়া ক'রে—

ম্যানদারস ॥ [তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে] কী কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

এনগস্ত্রানদ ॥ কথাটা হচ্ছে এই, প্যাস্টর : এখন যখন ওখানে আমাদের সব মাইনে-পত্তর চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—মাদাম, এর জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ—ওই যারা এতদিন একসঙ্গে সৎপরিশ্রম করেছি—ভাবছি ছোট একটা প্রার্থনা সভা ক'রে আমরা আমাদের কাজ শেষ করব—আমাদের ধারণা সবদিক থেকে সেটাই হবে আমাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত আর উচিত কাজ।

ম্যানদারস ॥ প্রার্থনা সভা ! ওই অনাথ আশ্রমে ?

এনগস্ত্রানদ ॥ হ্যাঁ। তবে অবশ্য আপনি যদি এটাকে উপযুক্ত আর সময়োপযোগী বলে বিবেচনা না করেন—

ম্যানদারস ॥ তা করি। কিন্তু—

এনগস্ত্রানদ ॥ আমি নিজেই ওখানে সন্ধ্যের সময় দু'একটা প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাই বুঝি ?

এনগস্ত্রানদ ॥ হ্যাঁ—প্রায়ই···আপনি বলতে পারেন—ওই একটু আত্মার উন্নতি আর কি। কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর! আমি একজন সাধারণ মানুষ। প্রার্থনার পদ্দ বলার মত ভাষা আমার নেই। সেইজন্যে ভেবেছিলুম প্যাস্টর ম্যানদারস কাছে থাকলে—

ম্যানদারস ॥ এনগস্ত্রানদ, শোন। তোমাকে প্রথমেই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। গির্জায় ঠিক এই ধরনের একটি প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার মত মানসিক অবস্থা তোমার কি রয়েছে ? তুমি কি মনে কর তোমার বিবেক খুব পরিষ্কার ?

এনগস্ত্রানদ ॥ ঈশ্বরের দোহাই প্যাস্টর। বিবেক-টিবেক নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু ঠিক ওইটাই আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমার প্রশ্নের উত্তরটা কী ?

এনগস্ত্রানদ ॥ মানে···আমাদের সকলেরই বিবেক মাঝে মাঝে কিছুটা দূষিত হয় বইকি।

ম্যানদারস ॥ যাই হোক, তাহলে তুমি স্বীকার করছ। এখন আমাকে একটা সত্যি কথা বল ঃ রেজিনার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী ?

মিসেস অলউইঙ ॥ [তাড়াতাড়ি] মিঃ ম্যানদারস—

ম্যানদারস ॥ [সাহস দিয়ে] ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দাও।

এনগস্ত্রানদ ॥ রেজিনার সঙ্গে ? হায় ঈশ্বর! আপনি আমাকে কী ভয়ই না দেখিয়েছিলেন! [মিসেস অলউইঙের দিকে তাকিয়ে] রেজিনার দিক থেকে কোন ঝামেলা বাঁধেনি তো ? নাকি···

ম্যানদারস ॥ আশা করি সেরকম কিছু ঘটেনি। তোমার সঙ্গে রেজিনার আসল সম্পর্কটা কী সেইটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। ধরে নিচ্ছি তুমি তার বাবা—নাকি!

এনগস্ত্রানদ ॥ [অনিশ্চিতভাবে] মানে, মানে—প্যাস্টর···বেচারা জোহান আর আমার অবস্থাটা নিশ্চয় আপনি জানেন।

ম্যানদারস ॥ সত্যি কথাটা ঢাকার চেষ্টা করো না। এ-বাড়ি থেকে চাকরি ছাড়ার আগে তোমার মৃতা স্ত্রী মিসেস অলউইঙকে তার জীবনের সমস্ত কাহিনী বলে গিয়েছে।

এনগস্ত্রানদ ॥ আমি নিপাত যাই—সে তাহলে বলেছে—অ্যাঁ!

ম্যানদারস ॥ সুতরাং তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ, এনগস্ত্রানদ।

এনগস্ত্রানদ ॥ এবং আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করার পরে—বাইবেলের দিব্যি ক'রে—

ম্যানদারস ॥ বাইবেলের দিব্যি ?

এনগস্ট্রানদ ॥ মানে, সে শুধু দিব্যি দিয়ে বলেছিল—কিন্তু বেশ আন্তরিক দিব্যি—ওই যাকে বলে ঈশ্বরের নামে।

ম্যানদারস ॥ আর এতগুলি বছর সত্যটাকে তুমি আমার কাছে গোপন ক'রে এসেছ! আমার কাছে—অথচ তোমাকে আমি চিরদিন বিশ্বাস ক'রে এসেছি।

এনগস্ট্রানদ ॥ তার জন্যে আমি খুব দুঃখিত।

ম্যানদারস ॥ এনগস্ট্রানদ, তোমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পাওয়াটা কি আমার উচিত হয়েছে? কাজে আর কথায় তোমাকে কি আমি চিরদিন যথাসাধ্য সাহায্য ক'রে আসি নি? উত্তর দাও—এসেছি, কি, আসি নি।

এনগস্ট্রানদ ॥ আপনি না থাকলে অনেক সময় আমি খুবই দুরবস্থায় পড়তাম, স্যার।

ম্যানদারস ॥ আর এই তার প্রতিদান! গির্জার খাতায় আমাকে দিয়ে মিথ্যে কথা লেখানো! তারপরে কেবল আমার কাছেই নয়, সত্যের খাতিরেও, যা তোমার প্রকাশ করা উচিত ছিল এতগুলি বছর ধরে সেই সংবাদ তুমি গোপন ক'রে এসেছ! তোমার আচরণ বড়ই গর্হিত হয়েছে, এনগস্ট্রানদ। এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

এনগস্ট্রানদ ॥ [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] হ্যাঁ; তাই হওয়া উচিত—নিশ্চয়।

ম্যানদারস। হ্যাঁ। কারণ নিজের পক্ষে তোমার বলার মত কিছু নেই। আছে কি?

এনগস্ট্রানদ ॥ কিন্তু সে কী ক'রে নিজের কলঙ্কিত কাহিনী প্রকাশ ক'রে নিজের ওপরে আরও অপমানের বোঝা চাপালো? ধরুন স্যার, আপনি নিজে বেচারা জোহানার অবস্থায় পড়েছেন…

ম্যানদারস ॥ আ—মি!

এনগস্ট্রানদ ॥ না, না—আমি ঠিক সেকথা বলছি না। ওই যে কথায় বলে, ধরুন, জগতের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার মত কোন কাজ আপনি করেছেন। কোন বেচারা মেয়ে মানুষকে আমাদের অত কঠোরভাবে বিচার করা উচিত নয়, স্যার।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু আমি তা করছি নে। আমি তিরস্কার করছি তোমাকে।

এনগস্ট্রানদ ॥ আপনাকে, স্যার, ছোট একটা প্রশ্ন করব?

ম্যানদারস ॥ কী প্রশ্ন?

এনগস্ট্রানদ ॥ অধঃপতিতকে সাহায্য করা কি পুরুষ মানুষের উচিত নয়?

ম্যানদারস ॥ নিশ্চয়।

এনগস্ট্রানদ ॥ আর সে যা কথা দেয় সেই কথা রক্ষা করতে কি সে বাধ্য নয়?

ম্যানদারস ॥ অবশ্যই বাধ্য; কিন্তু—

এনগস্ট্রানদ ॥ শুনুন—সেই ইংরেজকে ধন্যবাদ—অথবা সে একজন আমেরিকান—রাশিয়ানও হ'তে পারে—লোকে তাকে যা বলে বলুক—সেই লোকটার জন্যে জোহানা বিপদে প'ড়ে শহরে ফিরে এল। বেচারা! এর আগে দু'একবার সে আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল; কারণ, সুন্দর চেহারা ছাড়া সে আর কারও দিকে তাকাতে রাজি ছিল না—না; কিছুতেই না। তার ওপরে আমার একটা পা

ছিল মচকানো। একটা নাচের ঘরে নাবিকরা মাতলামি আর নষ্টামি করছিল। —ওই লোকে যাকে মাতলামি আর নষ্টামি বলে আর কি! সেই শুনে আমি কীভাবে জোর ক'রে সেখানে গিয়েছিলাম তা আপনার মনে রয়েছে, স্যার। উন্নত জীবন যাপন করার জন্যে আমি যখন তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম—

মিসেল অলউইঙ ॥ [জানালার পাশ থেকে] হুম!

ম্যানদারস ॥ দুর্বৃত্তেরা তোমাকে সিঁড়ির ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছিল; আমি তা জানি, এনগস্ত্রানদ। তুমি সেকথা আমাকে অগেই বলেছ। তার জন্যে তুমি গর্ব অনুভব করতে পার।

এনগস্ত্রানদ ॥ তা নিয়ে গর্ব করার মানুষ আমি নই, স্যার। কিন্তু যা আমি বলতে চাইছিলাম তা এই যে সে যখন আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে আর দাঁতে দাঁত ঘষে সব কথা খুলে বলল তখন সত্যি বলছি, প্যাস্টর, সেই শুনে আমার হৃদয়টা ভেঙে গেল।

ম্যানদারস ॥ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু?

এনগস্ত্রানদ ॥ সেই শুনে আমি তাকে বললাম: এই আমেরিকানটা সমুদ্রের বুকে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছে; আর তুমি জোহানা—হ্যাঁ, তাকে আমি বললাম, পাপের ভাগী আর তুমি হলে অধঃপতিত। কিন্তু এখানে তার দুটো পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেকব এনগস্ত্রানদ—মানে এটা একটা কথার কথা স্যার—

ম্যানদারস ॥ বুঝতে পারছি। বলে যাও।

এনগস্ত্রানদ ॥ এইভাবেই তাকে আমি জাতে তুলে একটি সতী মহিলায় ভোল পাল্টিয়ে দিলাম। ফলে, বাইরের লোকেরা জানতে পারল না যে বিদেশীদের খপ্পরে প'ড়ে সে বিপথে গিয়েছিল।

ম্যানদারস ॥ তাতে তোমার মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তোমাকে আমি যে ক্ষমা করতে পারছি নে তার কারণ হচ্ছে অর্থ নেওয়ার মত দুর্বলতা তোমার মধ্যে এসেছিল।

এনগস্ত্রানদ ॥ অর্থ? আমি? এক ফার্দিঙ-ও নয়।

ম্যানদারস ॥ [মিসেস অলউইঙের সংবাদটা তুলে ধ'রে] কিন্তু…?

এনগস্ত্রানদ ॥ ও—হ্যাঁ। এক মিনিট। আমার এখন মনে পড়েছে। জোহানার কাছে কয়েকটি শিলিঙ ছিল। কিন্তু তাতে আমি হাত দিই নি। আমি তাকে বললাম—ছি—ছি! ওটা হচ্ছে নোংরা কাজের অমসুক—হ্যাঁ, তাই—পাপের বেতন। আমরা এই কলঙ্কিত সোনা, অথবা নোট, অথবা যাই হোক—ছুঁড়ে ফেলে দেব, সেই আমেরিকানের মুখের ওপরে। এই কথাই তাকে আমি বললাম; কিন্তু প্যাস্ট, সে ততক্ষণে ঝড়ো সমুদ্রের বুকে কোথায় ভেসে গিয়েছিল।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ; প্রিয় এনগস্ত্রানদ, আমারও তাই মনে হয়—ভেসেই সে গিয়েছিল।

এনগস্ত্রানদ ॥ হ্যাঁ, স্যার। আমরা দুজনে তাই ঠিক করলাম অর্থটা আমরা

সন্তানটিকে মানুষ করার জন্যেই খরচ করব। আর তাই আমরা করেছি। সেই অর্থের পুরো হিসাব আমি দিতে পারি।

ম্যানদারস ॥ এর পরে আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

এনগস্ত্রানদ ॥ ব্যাপারটা এই স্যার। এইসঙ্গে এটুকু আমি সাহস করেই বলতে পারি স্যার, যে রেজিনার ওপরে তার বাবার যে কর্তব্য তা পুরোপুরিই আমি পালন করেছি—অবশ্য আমার সাধ্যমত—খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমার সাধ্য আর সামর্থ্য খুবই কম, স্যার।

ম্যানদারস ॥ হয়েছে, হয়েছে—প্রিয়, সৎ এনগস্ত্রানদ···

এনগস্ত্রানদ ॥ আর একথাও আমি সাহস করে বলব যে বাচ্চাটাকে আমি মানুষ ক'রে তুলেছি ; আর বেচারা জোহানের কাছেও স্বামী হিসাবে আমি ভালই ছিলাম। বাইবেলের ভাষায়, তাদের জন্যে আমি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পৃথিবীতে একবারের জন্যেও আমি যে একটা ভাল কাজ করতে পেরেছি সেইটা স্যার, আপনার কাছে গিয়ে সদম্ভে ঘোষণা করার কথাটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি! উহুঁ। এই জাতীয় ঘটনা যখন জেকব এনগস্ত্রানদ-এর জীবনে ঘটে তখন সে তার মুখটা বন্ধ ক'রে রাখে···। এরকম ভাল কাজ করার সুযোগ যে সব সময় আসে না তা আমি জানি ; আসে না। আমি শুধু প্যাস্টর ম্যানদারসের কাছে যাই আমার দুর্বলতা আর মূর্খতার কথা নিয়ে আলোচনা করতে···কারন আপনাকে আমি বলছি—যেমন এতক্ষণ বলছিলাম—আমাদের মত মানুষের পক্ষে বিবেকসম্মতকাজ করা মাঝে মাঝে বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ম্যানদারস ॥ জেকব এনগস্ত্রানদ—তোমার হাত বাড়াও।

এনগস্ত্রানদ ॥ ঈশ্বর! ঈশ্বর! প্যাস্টর······

ম্যানদারস ॥ না—না। শুনছি না—কোন কথা শুনছি না। এস [তার হাত ধরে] এইত—ব্যস!

এনগস্ত্রানদ ॥ এবং যদি আপনি আমাকে দয়া করে ক্ষমা করেন স্যার ······

ম্যানদারস ॥ তোমাকে? ঠিক উল্‌টো। তোমার কাছেই বরং আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে······

এনগস্ত্রানদ ॥ না—না—না!

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ, সত্যি! আন্তরিকভাবেই আমি তা চাইছি। তোমাকে ভুল বোঝার জন্যে আমাকে তুমি ক্ষমা কর···আর আমার আন্তরিক দুঃখ আর তোমার প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা রয়েছে তা দেখানোর জন্যে আমার যদি কোন করণীয় থাকে···

এনগস্ত্রানদ ॥ স্যার, একথা কি অপনি সত্যি সত্যিই বলছেন?

ম্যানদারস ॥ দেখানোর মত কিছু করতে পারলে আমি সত্যি খুব খুশি হব।

এনগস্ত্রানদ ॥ কারণ, মাঝে মাঝে কেমন ক'রে যেন এক একটা সুযোগ ঘটে যায়। সৎভাবে এখানে কিছু অর্থ আমি সঞ্চয় করেছি। সেই দিয়ে ভাবছি শহরে নাবিকদের জন্যে আমি একটা আস্তানা তৈরি করব—ওই যাকে 'সীম্যানস হোম' বলে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি ?

এনগস্ট্রানদ ॥ হ্যাঁ—কথায় বলতে গেলে—এটাও একটা অনাথ আশ্রমের মতই হবে। ডাঙায় নামলে নাবিকদের অনেকরকম প্রলোভনের মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু আমার এই আস্তানায় এলে তারা একরকম তাদের বাবার চোখের ওপরেই থাকবে।

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, তুমি কী বল ?

এনগস্ট্রানদ ॥ ঈশ্বর জানেন, শুরু করার মত যথেষ্ট অর্থ আমার নেই। কিন্তু এমন একজনকে যদি পাই যিনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন······

ম্যানদারস ॥ বেশ কথা, বেশ কথা। নিশ্চয় আমরা দেখবো। তোমার পরিকল্পনা শুনে আমার বেশ উৎসাহ বোধ হচ্ছে। কিন্তু এখন যাও। সব ঠিকঠাক ক'রে ফেল, বাতি জ্বাল, জায়গাটাকে বেশ জমিয়ে রাখ।···এবং তারপরে, প্রিয় এনগস্ট্রানদ, ঘণ্টাখানেক আমরা একসঙ্গে একটু 'উঁচু চিন্তায় কাটিয়ে দেব। আমার মনে হচ্ছে 'উঁচু চিন্তা করার মত তোমাব এখন মনের অবস্থা রয়েছে।

এনগস্ট্রানদ ॥ হ্যাঁ ; আমার ধারনাও তাই:। তাহলে এখন চলি, মাদাম। ধন্যবাদ। আমার হয়ে রেজিনাকে একটু দেখবেন। [চোখ থেকে একটু জল মোছে] বেচারা জোহানের সন্তান···একটু আশ্চর্য হওয়ারই কথা , কিন্তু মেয়েটা আমার খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, সত্যিই।

[মাথাটা একটু নুইয়ে সে হলঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়]

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, এখন ওব সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী রকম হল ? ও আমাদের কাছে যে কৈফিয়ৎ দিয়ে গেল তা সম্পূর্ণ পৃথক্।

মিসেস অলউইঙ ॥ নিশ্চয়।

ম্যানদারস ॥ সুতরাং, দেখতেই পাচ্ছ মানুষকে বিচার করতে হলে আমাদের কত সাবধান হ'তে হয়। কিন্তু কারও ওপরে আমরা অন্যায় করেছি সেটা বুঝতে পারলে আমাদের বেশ ভালই লাগে······কী বল ?

মিসেস অলউইঙ ॥ প্যাস্টর, আমার ধারণা তুমি একটি বড় খোকা ; আর চিরকালই তা থাকবে।

ম্যানদারস ॥ আমি '

মিসেস অলউইঙ ॥ [তাঁর কাঁধের ওপরে দুটো হাত দিয়ে] ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে আমি খুব আদর করি।

ম্যানদারস ॥ [তাড়াতাড়ি নিজেকে একটু সঙ্কুচিত ক'রে] না—না ; ঈশ্বরের দোহাই ! কী ইচ্ছে তোমার ! বাব্বা !

মিসেস অলউইঙ ॥ [হেসে] না—না। আমাকে ভয় করার কোন কারণ নেই।

ম্যানদারস ॥ [টেবিলের ধারে এসে] নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে মাঝে মাঝে তুমি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেল। এখন প্রথমেই আমি দলিলপত্র সব গুছিয়ে নিই ; তারপরে এই সুটকেশে পুরি। [দলিলগুলিকে একসঙ্গে গুছিয়ে সুটকেশে ঢোকান] যাক ! কাজ শেষ ! আপাতত, আমি চললাম। অসওয়াল্ড ফিরে এলে

তার ওপরে নজর রেখো। আমি আবার আসব। [টুপিটা নিয়ে তিনি হল-ঘরের ভেতরে চলে যান]

[মিসেস অলউইঙ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ; এক মুহূর্তের জন্যে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকেন। ঘরটাকে একটু ঠিকঠাক ক'রে নেন ; ডাইনিঙ রুমে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ান ; কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গোঙিয়ে ওঠেন।]

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড ! তুমি এখনও এইখানে বসে রয়েছ ?

অসওয়াল্ড ॥ [ডাইনিঙ রুমে] আমি এই সিগারটা শেষ করে আনছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ ভেবেছিলাম তুমি বাইরে একটু বেড়াতে গিয়েছ।

অসওয়ালড ॥ এইরকম বিশ্রী আবহাওয়ায় ?

[কাচের গ্লাসের শব্দ হয়। দরজা খুলে রেখে, মিসেস অলউইঙ জানালার ধারে সোফার ওপরে তাঁর সেলাই-এর সরঞ্জাম নিয়ে বসেন।]

প্যাস্টর ম্যানদারস বেরিয়ে গেলেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; তিনি অনাথ আশ্রমে গেলেন !

অসওয়াল্ড ঃ হুম !

[গ্লাসের সঙ্গে ডিক্যাণ্টারের আবার ঠোকাঠুকির একটা শব্দ হল।]

মিসেস অলউইঙ ॥ [একটু বিব্রত হয়] অসওয়াল্ড, বাবা, অত মদ খেয়ো না। মদটা খুব কড়া।

অসওয়াল্ড ॥ এতে ম্যাজমেজে ভাবটা কাটে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি আমার কাছে এসে বসবে না ?

অসওয়াল্ড ॥ ওখানে আমি সিগার খেতে পারব না।

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি যে সিগার খেতে পার তা তুমি ভাল ক'রেই জান।

অসওয়াল্ড ॥ ঠিক আছে, আসছি। আর একটু···এই হয়ে গেল ! [সিগার নিয়ে সে উঠে আসে, দরজাটা আসার সময় বন্ধ ক'রে দেয়। একটু চুপ ক'রে থেকে] প্যাস্টর কোথায় গেলেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ অনাথ আশ্রমে—সেকথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলেছিলে বটে।

মিসেস অলউইঙ ॥ চেয়ারে অতক্ষণ বসে থাকা ভাল নয়, অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড ॥ [সিগারটা পেছনে ধরে] কিন্তু বসে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে মা। [মাকে একটু আদর ক'রে] বাড়িতে ফিরে মায়ের ঘরে মায়ের টেবিলের পাশে বসে মায়ের ভালো ভালো খাবার খেতে কী ভালই না লাগে।

মিসেস অলউইঙ ॥ বাছারে !

অসওয়াল্ড ॥ [বিরক্তির মত ঘুরে, সিগার খেতে-খেতে] তাছাড়া আর আমার কী করারই বা রয়েছে ? কোন কাজেই আমি মন বসাতে পারছি নে···

মিসেস অলউইঙ ॥ পারছ না ?

অসওয়াল্ড ॥ এই যাচ্ছেতাই আবহাওয়ায়—সারাদিন একফোঁটা রোদ পর্যন্ত নেই ? [পায়চারি করতে করতে] সেই সঙ্গে কাজ করতে না পারাটা··· !

মিসেস অলউইঙ ॥ বাড়ী ফেরাটা সম্ভবত তোমার ভাল হয় নি।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ, মা। আসতে বাধ্য হয়েছি আমি।

মিসেস অলউইঙ ॥ কারণ তোমাকে কাছে পেলে যে-আনন্দ আমার হয় তার চেয়ে দশগুণ আনন্দ আমি ছাড়তে পারি যদি তুমি—

অসওয়াল্ড ॥ [টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে] আচ্ছা মা, বল তো, আমাকে বাড়ীতে পেলে তুমি কি সত্যিই খুব খুশি হও ?

মিসেস অলউইঙ ॥ খুশি ?

অসওয়াল্ড ॥ [একটা খবরের কাগজ মুচড়ে] আমি ভেবেছিলাম এখানে আমি থাকি আর না থাকি তাতে তোমার বিশেষ কিছু আসে যায় না। এখন দেখছি সেটা ভাবা আমার উচিত হয় নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড, নিজের মাকে প্রাণ থাকতে এমন কথা বলতে পারলে ?

অসওয়াল্ড ॥ আমাকে ছাড়াই তুমি এতদিন থাকতে পেরেছ।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ—সে কথা অবিশ্যি সত্যি—তোমাকে ছাড়াই আমি থেকেছি। [একটু বিরতি। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। সিগারটা নামিয়ে অসওয়াল্ড ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে থাকে।]

অসওয়াল্ড ॥ [মিসেস অলউইঙের কাছে থেমে] মা, সোফায় আমি তোমার পাশে বসতে পারি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ [জায়গা ক'রে দিয়ে] এস—এস, বস, বাছা আমার।

অসওয়াল্ড ॥ [ব'সে] মা, তোমাকে একটা কথা আমার বলার আছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [উদ্বিগ্নভাবে] কী ?

অসওয়াল্ড ॥ [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে থেকে] বুঝতে পারছ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মিসেস অলউইঙ ॥ কী সহ্য করতে পারছ না ? জিনিসটা কী ?

অসওয়াল্ড ॥ [আগের মতই] চিঠি লিখে তোমাকে তা আমি জানাতে পারি নি ; এখন যখন বাড়ী এসেছি—

মিসেস অলউইঙ ॥ [তার হাতটা ঝাপটে ধ'রে] অসওয়াল্ড, কী কথা ?

অসওয়াল্ড ॥ গতকাল আর আজ চিন্তাটাকে আমি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি··· চিন্তা করেছি নিজেকে মুক্ত করার। কিন্তু পারি নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ [উঠে] এখন তুমি আমাকে সব কথা বলতে পার।

অসওয়াল্ড ॥ [তাঁকে টেনে সোফার ওপরে বসিয়ে] বোস বোস। তোমাকে বলতে আমি চেষ্টা করব। বাড়ী ফেরার পরে নিজেকে বড় ক্লান্ত ব'লে মনে হচ্ছে আমাকে—

মিসেস অলউইঙ ॥ তারপরে ?

অসওয়াল্ড ॥ কিন্তু ওটা আমার আসল অসুখ নয়—ঠিক সাধারণ ক্লান্তি নয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ [ওঠার চেষ্টা ক'রে] অসওয়াল্ড, তুমি অসুস্থ নও ?

অসওয়াল্ড ॥ [আবার তাঁকে টেনে বসিয়ে] চুপ ক'রে বস, মা—শান্তভাবে শোন। না ; আমি সত্যিই অসুস্থ নই,…অথবা, মানুষ সাধারণভাবে যাকে অসুখ বলে সেরকম কোন অসুখ আমার নেই ! [দু'হাতে নিজের মাথাটা ধ'রে] মা, আমার মন ব'লে আর কিছু নেই—মনটা ভেঙে গিয়েছে—আর কোনদিনই আমি কাজ করতে পারব না। [দুহাতে মুখটা ঢেকে সে তার মাথাটা মায়ের কোলে চেপে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠে]

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড আমার দিকে চাও ! এ সত্য হতে পারে না !

অসওয়াল্ড ॥ [হতাশায় ভরা দুটি চোখ তুলে] আর কোনদিন আমি কাজ করতে পারবনা…আর কোনদিন না…কোনদিন না। জীবন্মৃত হয়ে পড়ে থাকব। মা, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু তুমি ভাবতে পার ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আহা, বাছারে ! এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা তোমার ঘটলো কী করে ?

অসওয়াল্ড ॥ [উঠে বসে] সেটাই তো আমি বুঝতে পারি নে ! লম্পট জীবন আমি কোনদিনই যাপন করি নি…কোন দিক্ দিয়েই না। মা, তুমি ওকথা চিন্তা করো না—আমি কোনদিন তা করি নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত, অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড ॥ তবু এই ভয়ঙ্কর ঘটনা আমার ঘটলো।

মিসেস অলউইঙ ॥ ও সেরে যাবে। ওটা কিছু নয়—বেশী পরিশ্রমের ফল। আমাকে বিশ্বাস কর—ও ছাড়া আর কিছু নয়।

অসওয়াল্ড ॥ [বিষণ্ণভাবে] আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এ তা নয়।

মিসেস অলউইঙ ॥ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে সব খুলে বল।

অসওয়াল্ড ॥ তাই আমি বলতে চাই।

মিসেস অলউইঙ ॥ এটা তুমি কখন লক্ষ্য করলে ?

অসওয়াল্ড ॥ গতবারে আমি যখন বাড়ী এসেছিলাম ঠিক তার পরেই। আমি সেইমাত্র প্যারিসে পেঁচেছি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। যন্ত্রণাটা বেশী হচ্ছিল আমার মাথার পেছনে। মনে হল কেউ যেন কয়েকটা লোহার স্ক্রু ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত ক'রে এঁটে যাচ্ছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তারপর ?

অসওয়াল্ড ॥ প্রথমে ভেবেছিলাম ছেলেবেলার যে-রকম ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা আমার মাঝে মাঝে হতো এটা সেই ধরণেরই কিছু…

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—ওই ধরণেরই হবে…

অসওয়াল্ড ॥ কিন্তু তা নয়—আমি শীঘ্রই তা বুঝতে পারলাম। আর আমি কাজ করতে পারলাম না। একটা নতুন বড় ছবির কাজ শুরু করব বলে ভেবেছিলাম ;

কিন্তু মনে হল, আমার সমস্ত দক্ষতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে—পঙ্গু হয়েছে সমস্ত ক্ষমতা, চিন্তাগুলিকে আমি এক জায়গায় জড় করতে পারছি না ; আমার মাথা ঘুরছে—পাক খাচ্ছে আমার চারপাশে সব—সবকিছু। ওঃ! কী কষ্টকর! কী ভয়ানক! শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে ডাকতে পাঠালাম। তাঁর কাছ থেকেই আসল কথাটা জানতে পারলাম আমি।

মিসেস অলউইঙ ॥ কী বলছ তুমি ?

অসওয়াল্ড ॥ তিনি সেখানকার একজন বেশ ভাল ডাক্তার। আমার কী কষ্ট হচ্ছে সেকথা তাঁকে আমি খুলে বললাম। তিনি আমাকে গাদা-গাদা প্রশ্ন করলেন। আমার রোগের সঙ্গে সেইসব প্রশ্নের যে কোন সম্বন্ধ রয়েছে তা আমার মনে হল না। মানুষটা যে কী জানতে চাইছিলেন তা আমার মাথায় ঢোকে নি।···

মিসেস অলউইঙ ॥ তারপর ?

অসওয়াল্ড ॥ শেষকালে তিনি বললেন—'তোমার জন্ম রহস্যের মধ্যেই কম-বেশী এই রোগের উৎস রয়েছে।' যে শব্দটা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সেটা হচ্ছে 'Vermoulu'—কীট-দষ্ট।

মিসেস অলউইঙ ॥ [উদ্বিগ্নভাবে] তাঁর আসল বক্তব্য কী ছিল ?

অসওয়াল্ড ॥ ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারি নি। আমি তাঁকে খুলে বললাম। বুড়ো নৈরাশ্যবাদী লোকটা কী বলল জান—[মুষ্টিবন্ধ ক'রে]···ওঃ!···অ-হো!

মিসেস অলউইঙ ॥ কী বললেন তিনি ?

অসওয়াল্ড ॥ বললেন—'বাবারা যে পাপ ক'রে তার ফল ভুগতে হয় ছেলেদের'···

মিসেস অলউইঙ ॥ [ধীরে ধীরে উঠে] 'বাবারা যে পাপ ক'রে···

অসওয়াল্ড ॥ [বিষন্নভাবে হেসে] হ্যাঁ ; তুমি কী বল ? অবশ্য তাঁকে আমি নিশ্চিন্ত ক'রেই বলেছিলাম যে আমার ক্ষেত্রে ওরকম কোন ব্যাপার ঘটা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু তুমি কি ভাবছ আমার সেই কথা শুনে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করলেন ? না। নিজের মতে অটুট রইলেন তিনি। আর আমি যে সত্যি কথা বলছি তা প্রমাণ করার জন্যে তুমি বাবার সম্বন্ধে আমাকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলে সেগুলি তাঁকে অনুবাদ করে···

মিসেস অলউইঙ ॥ এবং তারপর··· ?

অসওয়াল্ড ॥ অবশ্য তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে তিনি ভুল পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই আমি সত্যটা জানতে পারলাম—সেই অবিশ্বাস্য সত্য। বন্ধুদের সেই সুন্দর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের সঙ্গে মিশতে যাওয়াটা আমার উচিত হয় নি। সুখী হওয়াটা ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। এর জন্য আমি নিজেই অপরাধী।

মিসেস অলউইঙ ॥ না, অসওয়াল্ড,—ওসব কথা তুমি মোটেই চিন্তা করো না।

অসওয়াল্ড ॥ তাঁর মতে এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই। সেইটাই এত ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে—তাকে আর সারানো যাবে না ;

আর তার জন্যে দায়ী হচ্ছে অবিমৃষ্যকারিতা। পৃথিবীতে যেসব কাজ করব বলে আমি মনস্থ করেছিলাম···তাদের দিকে তাকানোর সাহস পর্যন্ত আমার নেই··· তাদের কথা চিন্তা করার মতও না। হায়রে, আমি যদি আবার সব নতুনভাবে শুরু করতে পারতাম—যদি আবার নতুন জীবন পেতাম !

[সোফার ওপরে মুখ নিচু করে সে শুয়ে পড়ল। নিজের হাতে মোচড় দিতে দিতে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিঃশব্দে মিসেস অলউইঙ পায়চারি করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে অসওয়াল্ড মুখ তুলে তাকালো ; তারপরে কনুই-এর ওপরে ভর দিয়ে নিজেকে তুলে ধরল।]

যদি এটা এমন কিছু হতো যা আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—এমন কিছু যার জন্যে আমি দায়ী নই···কিন্তু এই ! নিজের স্বাস্থ্য, সুখ, পৃথিবীর সবকিছু নির্বোধের মত এমন যাচ্ছেতাইভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটা কী লজ্জাকর ·· আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ—আমার সমস্ত জীবন !

মিসেস অলউইঙ ॥ না, না—অসওয়াল্ড, তা সম্ভব নয়। [তার ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে] তুমি যতটা ভাবছ অতটা ভয়ঙ্কর নয়।

অসওয়াল্ড ॥ তুমি কিছু জানো না মা···[লাফিয়ে উঠে] তারপর দেখ, তোমাকে আমি কত কষ্ট দিচ্ছি ! প্রায় আমি ভাবি তুমি যদি আমার জন্যে এত না ভাবতে !

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড ! আমার সমস্ত চিন্তা একমাত্র তোমারই জন্যে ! তুমিই আমার একমাত্র সন্তান—এই পৃথিবীতে একমাত্র আপনার বলতে তুমিই।

অসওয়াল্ড ॥ [তাঁর হাত দুটি ধ'রে চুমু খেয়ে] হ্যাঁ ; তা আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন আমি বাড়ীতে ; তাই আমি সেটা ভাল ক'রেই বুঝতে পাচ্ছি। আর সেইটাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু এখন তুমি সব জানতে পারলে। আজ আর আমরা এ বিষয়ে কোন কথা বলব না। বেশিক্ষণ ধরে এইসব চিন্তা করা আমার কাছে কষ্টকর। [ঘরের অন্য পাশে গিয়ে] মা, আমাকে কিছু দাও তো। পিপাসা পেয়েছে। মানে—ওই···

মিসেস অলউইঙ ॥ মদ ? তুমি এখন ও-সব খেতে চাইছ কেন ?

অসওয়াল্ড ॥ যা তোমার ইচ্ছে হয়। ঘরে নিশ্চয় কোন ঠাণ্ডা 'পাঞ্চ' রয়েছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তা আছে, কিন্তু অসওয়াল্ড—বাবা···

অসওয়াল্ড ॥ দাও মা—একটু দাও। যে সব চিন্তা আমার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে তাদের আমি ভুলে থাকতে চাই—দাও একটু লক্ষ্মীটি। [কনসারভেটরীতে গিয়ে] তা ছাড়া. আবহাওয়াটা এখানে বড় ম্যাজমেজে।

[ডানদিকে ঘণ্টার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টানলেন মিসেস অলউইঙ]

আর এই বৃষ্টি ! ঝরছে তো ঝরছেই। মাসের পর মাস ধরে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইরকম চলছে—সূর্যের মুখও একটু দেখা যাবে না। বাড়ীতে এসে কোনদিনই সূর্যের মুখ আমি দেখতে পাই নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড, তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবছ না ত ?

অসওয়াল্ড ॥ হুম ।······[একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে] আমি কিছুই ভাবছি না – কিছু ভাবার মত শক্তিও আমার নেই । [নিচু গলায়] চিন্তা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি ।

রেজিনা ॥ [ডাইনিঙ রুম থেকে এসে] মাদাম, আপনি কি বেল বাজালেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, আলোটা নিয়ে এস তো ।

রেজিনা ॥ এখনই আনছি, মাদাম । আমি জেবলেই রেখেছি । [বেরিয়ে যায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ [অসওয়াল্ড-এর কাছে গিয়ে] অসওয়াল্ড, আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না ।

অসওয়াল্ড ॥ আমি কিছুই লুকোচ্ছি না, মা [টেবিলের কাছে গিয়ে] মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি অনেক বলেছি ।

[রেজিনা আলো নিয়ে এসে টেবিলের ওপরে রাখে ।]

মিসেস অলউইঙ ॥ রেজিনা, আধ বোতল স্যাম্পেন নিয়ে এস তো ।

রেজিনা ॥ আনছি, মাদাম । [আবার সে বেরিয়ে যায়]

অসওয়াল্ড ॥ [মিসেস অলউইঙের কাঁধটা জড়িয়ে ধরে] খুব ভাল, মা । আমি জানতাম, তোমার ছেলেকে পিপাসার্ত থাকতে তুমি দেবে না ।

মিসেস অলউইঙ ॥ বাছা আমাব ! তোমাকে আমি কি কিছু না দিয়ে থাকতে পারি ?

অসওয়াল্ড ॥ [আগ্রহ ভ'রে] মা, সত্যি ? সত্যি বলছ ?

মিসেস অলউইঙ ॥ কী 'বলছি' ?

অসওয়াল্ড ॥ আমাকে তুমি কিছু না দিয়ে থাকতে পার না ?

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু অসওয়াল্ড—বাবা·····

অসওয়াল্ড ॥ চু-প !

রেজিনা ॥ [আধ বোতল স্যাম্পেন আর দুটো গ্লাস একটা ট্রের ওপরে বসিয়ে নিয়ে এল ; তারপরে সেগুলি টেবিলের ওপরে রাখলে] খুলে দেব ?

অসওয়াল্ড ॥ না, ধন্যবাদ । আমিই খুলে নেব ।

[আবার বেরিয়ে গেল রেজিনা]

মিসেস অলউইঙ ॥ [টেবিলের পাশে বসে] তোমাকে আমি কিছু না দিয়ে পারব না – একথা তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করলে বল ত ?

অসওয়াল্ড ॥ [ছিপি খুলতে খুলতে] প্রথমে দু'-এক গ্লাস খাই এস । [ছিপিটা লাফিয়ে ওঠে । একটা গ্লাস ভর্তি ক'রে আর একটা গ্লাসে ঢালতে যায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ [গ্লাসে হাত চাপা দিয়ে] না – থাক । আমার দরকার নেই ।

অসওয়াল্ড ॥ ঠিক আছে । তাহলে আমিই খাব । [গ্লাসটা ভর্তি ক'রে গলায় ঢালে, আবার সেটা ভর্তি ক'রে টেবিলের পাশে বসে]

মিসেস অলউইঙ ॥ [এবার কিছু বলবে আশা ক'রে] অ্যাঁ !

অসওয়াল্ড ॥ [তাঁর দিকে না তাকিয়ে] ভাল কথা। লাঞ্চের সময় লক্ষ্য করলাম তুমি আর প্যাস্টর ম্যানদারস দুজনেই কেমন যেন মুখভার ক'রে খাচ্ছ। ব্যাপারটা কী বল ত?

মিসেস অলউইঙ ॥ তাই তোমার মনে হয়েছে?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ। আচ্ছা—[একটু চুপ ক'রে] রেজিনাকে তোমার কেমন লাগে বলত?

মিসেস অলউইঙ ॥ কেমন লাগে—আমার?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ। সত্যিই খুব চমৎকার—তাই না?

মিসেস অলউইঙ ॥ প্রিয় অসওয়াল্ড, আমি তাকে যতটা জানি তুমি তত জান না।

অসওয়াল্ড ॥ ওঃ!

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার ভয় হচ্ছে, রেজিনা তাদের বাড়ীতে খুব বেশী দিনই থেকে গিয়েছিল। আমার উচিত ছিল অনেকদিন আগেই তাকে এখানে এনে রাখা।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ; কিন্তু সত্যিই কি সে দেখতে সুন্দরী নয়, মা? [গ্লাসটা ভর্তি করে]

মিসেস অলউইঙ ॥ রেজিনার দোষ অনেক রয়েছে।

অসওয়াল্ড ॥ তাতে কী যায় আসে? [আর একবার মদ খায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ সে যাই হোক, তাকে আমি স্নেহ করি, তার দায়িত্বও রয়েছে আমার ওপরে। তার কোন ক্ষতি হোক তা আমি কোন কিছুর লোভেই সহ্য করতে পারব না।

অসওয়াল্ড ॥ [লাফিয়ে উঠে] মা, আমাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র রেজিনা।

মিসেস অলউইঙ ॥ [উঠে] কী বলছ?

অসওয়াল্ড ॥ এই মানসিক যন্ত্রণা আমি আর একা সহ্য করতে পারছি নে।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু তোমার যন্ত্রণার ভাগ নেওয়ার জন্যে তো তোমার মা রয়েছে।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ; তাই আমি ভেবেছিলাম—সেইজন্যে বাড়ীতে ফিরে এসেছি। কিন্তু তাতে কিছু হল না—দেখতে পাচ্ছি তাতে কিছু হবে না। এখানকার জীবন আমি সহ্য করতে পারছি না।

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড!

অসওয়াল্ড ॥ মা, আমাকে অন্য ধরনের জীবন যাপন করতে হবে। সেইজন্যেই তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে আমাকে। সেটা তোমার চোখে পড়ে তা আমি চাই নে।

মিসেস অলউইঙ ॥ বেচারা, বেচারা! কিন্তু অসওয়াল্ড, তুমি যতক্ষণ এইরকম অসুস্থ······

অসওয়াল্ড ॥ এটা যদি কেবল একটা অসুখ হ'ত, তাহলে মা, আমি তোমার কাছেই থেকে যেতাম—বিশ্বে তোমার চেয়ে ভাল বন্ধু আমার আর কেউ নেই।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ; সেকথা সত্যি, তাই না?

অসওয়াল্ড ॥ [অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে] কিন্তু এটা হচ্ছে অনুশোচনার দুঃখ—আর তারপরে সেই মারাত্মক ভীতি—ওঃ ! কী ভয় ! কী ভয় !

মিসেস অলউইঙ ॥ [তার পিছু পিছু গিয়ে] ভয় ? কী বলছ ? কিসের ভয় ?

অসওয়াল্ড ॥ তুমি আমাকে আর প্রশ্ন করো না। কী ভয় তা আমি জানি নে—তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। [মিসেস অলউইঙ ডানদিকে গিয়ে বেল বাজান] কী চাও তুমি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আমি সুখী হ'তে চাই, বাছা। তাই আমি চাই। তোমার এরকম দুশ্চিন্তা করা চলবে না। [রেজিনা দরজার কাছে এসে হাজির হয়। তাকে লক্ষ্য ক'রে] আরও স্যাম্পেন নিয়ে এস—পুরো একটা বোতল।

[রেজিনা বেরিয়ে যায়]

অসওয়াল্ড ॥ মা !

মিসেস অলউইন ॥ তোমার কি মনে হয় এই শহরতলীতে কীভাবে বাঁচতে হয় তা আমরা জানি নে ?

অসওয়াল্ড ॥ ওকে দেখতে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে না ? কী চেহারা ! কী অদ্ভুত স্বাস্থ্যবতী !

মিসেস অলউইঙ ॥ [টেবিলের পাশে ব'সে] অসওয়াল্ড, বোস। বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু শান্তভাবে আলোচনা করি এস।

অসওয়াল্ড ॥ [বসে] ব্যাপারটা তুমি জান না, মা ; রেজিনার সঙ্গে সেইটাই আমাকে ঠিক ক'রে নিতে হবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তোমাকে ?

অসওয়াল্ড ॥ কাজটা আমি না বুঝেই করেছি—ইচ্ছে হ'লে সেটাকে তুমি আমার দিক থেকে অবিবেচনার কাজও বলতে পার—কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কোনরকম অভিসন্ধি আমার ছিল না। ব্যাপারটা ঘটেছিল গতবারে আমি যখন বাড়ী এসেছিলাম······

মিসেস অলউইঙ ॥ বলই······?

অসওয়াল্ড ॥ ও আমাকে প্রায়ই প্যারিসের কথা জিজ্ঞাসা করত ; আর আমিও তাকে প্যারিসের সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলতাম। তারপরে মনে হচ্ছে তাকে আমি এমনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমার নিজের একবার সেখানে যেতে ইচ্ছে যাচ্ছে না ?

মিসেস অলউইঙ ॥ তারপর ?

অসওয়াল্ড ॥ লক্ষ্য করলাম সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। তারপরে সে বলল—'হ্যাঁ ; যেতে আমার খুবই ইচ্ছে যায়।' আমি বললাম—'ঠিক আছে। সে-ব্যবস্থা করা যাবে' ; অথবা, ওইরকমই কিছু একটা বলেছিলাম বলে মনে হচ্ছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ তারপর ?

অসওয়াল্ড ॥ কিন্তু সেকথা আমি যথারীতি ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপরে পরশু দিন আমি তাকে এমনি জিজ্ঞাসা করলাম—'আমাকে অনেকদিন বাড়িতে থাকতে হবে শুনে তুমি খুশি হওনি ?'

মিসেস অলউইঙ ॥ বলে যাও……

অসওয়াল্ড ॥ —এই শুনে আমার দিকে একটু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু আমার প্যারিসে যাওয়ার কী হল ?'

মিসেস অলউইঙ ॥ তার যাওয়া ?

অসওয়াল্ড ॥ তখনই আমার মনে হল কথাটাকে সে সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। প্রবাসে থাকার সময় সে সব সময় আমার কথা চিন্তা করেছে—এমন কি শুরু করেছে ফরাসী ভাষা শিখতেও।

মিসেস অলউইঙ ॥ ও, সেইজন্যেই বুঝি···

অসওয়াল্ড ॥ এবং তারপর আমি যখন সেই অপরূপ মেয়েটিকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম মা—সত্যি বলছি, তার আগে কোনদিন তাকে আমি ঠিক ওভাবে দেখিনি—কিন্তু সেদিন মনে হল সে যেন তার দুটি হাতের মধ্যে আমাকে···

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড !

অসওয়াল্ড ॥ —তখনই আমি বুঝতে পারলাম ও বাঁচার আনন্দে ভরপুর ; সেদিনই আমার মনে হল আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ও-ই।

মিসেস অলউইঙ ॥ [চমকে] বাঁচার আনন্দ···? জীবনযন্ত্রণা থেকে ও কি কোনদিন মানুষকে মুক্তি দিতে পারে ?

রেজিনা ॥ [স্যাম্পেনের বোতল নিয়ে ডাইনিঙ রুম থেকে বেরিয়ে এসে] দেরী হল হল ব'লে আমি দুঃখিত। এটা আনতে আমাকে মাটির নীচের ঘরে যেতে হয়েছিল। [টেবিলের উপরে বোতলটা রাখে]

অসওয়াল্ড ॥ এবং আর একটা গ্লাস নিয়ে এস।

রেজিনা ॥ [তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] মাদামের গ্লাস ওখানে রয়েছে, মিঃ অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড ॥ তা রয়েছে। তোমার জন্যে একটা নিয়ে এস রেজিনা। [রেজিনা চমকে ওঠে। মিসেস অলউইঙের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নেয়] কী হল ?

রেজিনা ॥ [আস্তে, অনিচ্ছা সহকারে] মাদাম কি·· ···?

মিসেস অলউইঙ ॥ গ্লাস নিয়ে এস, রেজিনা।

[রেজিনা ডাইনিঙ রুমে ঢুকে যায়]

অসওয়াল্ড ॥ [তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে] ওর চলার ধরণটা লক্ষ্য করেছ, মা ? কী শক্ত ! আর নিজের ওপরে ওর আস্থা কী রকম !

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড—এ অসম্ভব !

অসওয়াল্ড ॥ আমি ঠিক করে ফেলেছি, মা। ও বিষয়ে আর কোন কথা বলে লাভ নেই। [খালি একটা গ্লাস নিয়ে রেজিনা ঢোকে। গ্লাসটা তার হাতেই থাকে] রেজিনা, বোস। [সন্দিগ্ধভাবে সে মিসেস অলউইঙের দিকে তাকায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ বোস।

[ডাইনিং রুমের পাশে একটা চেয়ারের ওপরে রেজিনা ব'সে পড়ে। হাতে তখনও তার খালি গ্লাস।]

অসওয়াল্ড, বাঁচার আনন্দ সম্বন্ধে কী যেন বলেছিলে তুমি ?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ, মা ; বাঁচার আনন্দ। ওটা যে কী জিনিস এখানে এই বাড়ীতে বসে তুমি বুঝতে পারবে না। এখানে থাকতে আমিও কোনদিন তা বুঝতে পারি নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার সঙ্গে এখানে যখন থাক তখনও পারি নি ?

অসওয়াল্ড ॥ এখানে যখন থাকি তখন—'উহুঁ'! কিন্তু আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ পারব। মনে হচ্ছে, এখন যেন পারছি।

অসওয়াল্ড ॥ বাঁচার তো বটেই—সেই সঙ্গে কাজেরও। অবশ্য ও দুটো জিনিসই এক। কিন্তু সেটাও যে কী তা তুমি জান না।

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি হয়ত ঠিকই বলছ, অসওয়াল্ড। আরও একটু খুলে বল।

অসওয়াল্ড ॥ আমি বলতে চাই কাজকে এখানে মানুষ একটা অভিশাপ আর পাপের বেতন বলে মনে করে। আর জীবনটাকে মনে করে একটা দুঃখের বোঝার মত —সেটা যত তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল।

মিসেস অলউইঙ ॥ অশ্রুর উপত্যকা—হ্যাঁ— ঠিক বলেছ। আর তারই জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

অসওয়াল্ড ॥ কিন্তু বিদেশে মানুষেরা এসব সহ্য করে না। এসব নীতিতে সেখানে আর কেউ বিশ্বাসী নয়। এ জগতে নিছক বেঁচে থাকার মধ্যেই তারা আনন্দ পায়। আমি যেসব ছবি এঁকেছি সেগুলি এই বাঁচার আনন্দকে ভিত্তি ক'রে। মা, তুমি কি তা লক্ষ্য করেছ ? সব ছবিই সেই আনন্দকে ভিত্তি ক'রে—একটাতেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। সেখানে আলো আছে, আছে রোদ ; ছুটির আনন্দে মাতোয়ারা তারা—মুখের ওপর থেকে তাদের আনন্দের জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে এখানে থাকতে আমি এত ভয় পাচ্ছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ ভয় ? আমার সঙ্গে এখানে থাকতে তোমার ভয়টা কিসের ?

অসওয়াল্ড ॥ আমি ভয় পাচ্ছি আমার বিষয়ে সবকিছুরই একটা কদর্য ব্যাখ্যা করা হবে—এই কথা ভেবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে] এরকম কিছু ঘটবে বলে কি তোমার মনে হচ্ছে ?

অসওয়াল্ড ॥ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বিদেশে আমি যেভাবে জীবন যাপন করেছি সেইভাবে যদি আমি এখানে থাকি তাহলেও আমি ঠিক সেভাবে বেঁচে থাকতে পারব না।

মিসেস অলউইঙ ॥ [এতক্ষণ তিনি একমনে তার কথা শুনছিলেন; শোনার সময় তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়েছিল; বেশ চিন্তান্বিত বলে মনে হয়েছিল তাঁকে। তিনি উঠে বললেন] এসব কথা তুমি কেন ভাবছ তা আমি এখন বুঝতে পারছি।

অসওয়াল্ড ॥ কী বুঝছ?

মিসেস অলউইঙ ॥ ব্যাপারটা এই প্রথম আমি দেখতে পাচ্ছি। কী দেখছি তা এখন আমি বলতে পারি।

অসওয়াল্ড ॥ [উঠে] তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, মা।

রেজিনা ॥ [উঠে] আমি এখন যাব?

মিসেস অলউইঙ ॥ না। থাক। এখন আমি বলব—এখন তোমরা সব শুনতে পাবে; তারপরে, কী করবে সেটা তোমরাই ঠিক করে নিতে পার। অসওয়াল্ড—রেজিনা—

অসওয়াল্ড ॥ শোন! প্যাস্টর আসছেন।

ম্যানদারস ॥ [হল থেকে বেরিয়ে এসে] একটা ঘন্টা ওখানে আমাদের বেশ আনন্দেই কাটলো।

অসওয়াল্ড ॥ আমাদের-ও।

ম্যানদারস ॥ এনগস্ত্রানদ নাবিকদের জন্যে যে আস্তানা তৈরী করতে চায় তার জন্যে তাকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। রেজিনাকে তার সঙ্গে যেতে হবে; তার সঙ্গে সেখানে সে কাজ করবে।

রেজিনা ॥ না স্যার। ধন্যবাদ।

ম্যানদারস ॥ [সেই প্রথম তাকে লক্ষ্য ক'রে] কী—তুমি এখানে? হাতে একটা গ্লাস নিয়ে?

রেজিনা ॥ [তাড়াতাড়ি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে] ক্ষমা করবেন···

অসওয়াল্ড ॥ রেজিনা আমার সঙ্গে থাকবে, প্যাস্টর।

ম্যানদারস ॥ থাকবে—তোমার সঙ্গে?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ; আমার স্ত্রী হিসাবে—যদি ওর আপত্তি না থাকে।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু হায় ভগবান ···!

রেজিনা ॥ এর জন্যে আমি দায়ী নই, স্যার।

অসওয়াল্ড ॥ অথবা ও এখানে থাকবে—যদি আমি এখানে থাকি।

রেজিনা ॥ [কোন কিছু না ভেবেচিন্তেই] এখানে?

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, তুমি চুপ করে রয়েছ দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ তা হবে না—কোনদিক থেকেই না। কারণ এখন আমি সত্য কথাটা বলছি।

ম্যানদারস ॥ না—না। কিছুতেই বলতে পারবে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ পারবো ; আর বলবই। কারও আদর্শে আঘাত না করেই।

অসওয়াল্ড ॥ মা! আমার কাছ থেকে তুমি কী লুকিয়ে রাখছো ?

রেজিনা ॥ [কান পেতে শুনে] মাদাম—শুনুন ওখানে কারা যেন চিৎকার করছে।

[কনসারভেটরীতে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে]

অসওয়াল্ড ॥ [বাঁদিকের জানালার কাছে গিয়ে] ব্যাপারটা কী ? অত আগুনের হল্‌কা কেন ?

রেজিনা ॥ [চিৎকার করে] অনাথ আশ্রমে আগুন লেগেছে !

ম্যানদারস ॥ আগুন লেগেছে ? অসম্ভব ! আমি তো এইমাত্র ওখানেই ছিলাম।

অসওয়াল্ড ॥ আমার টুপীটা কোথায় ? হ্যাঁ ; আমি যাচ্ছি···বাবার অনাথ আশ্রম।

[বাগানের ভেতরে দৌড়ে যায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ আমার শাল, রেজিনা ? সমস্ত জায়গাটাই যে জ্বলছে !

ম্যানদারস ॥ ভয়ঙ্কর ! মিসেস অলউইঙ, ওই আগুনটা কী জান ? এই বাড়ীতে যে পাপ ঢুকেছে ওটা হচ্ছে তারই ফল।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। সম্ভবত তাই। রেজিনা, এস।

[রেজিনাকে নিয়ে হলঘরের ভেতরে তিনি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন]

ম্যানদারস ॥ [হাত দুটো জড় ক'রে] এবং বাড়ীটাকে ইনশিয়োর্ড করা হয় নি। হা ঈশ্বর !

[তাঁদের পিছু পিছু তিনিও বেরিয়ে গেলেন।]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

[ঘর আগের মতই। সব দরজাগুলিই খোলা। টেবিলের ওপরে তখনও আলো জ্বলছিল। বাইরে অন্ধকার—কেবল দূরে বাঁদিকে সামান্য একটু আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল।

মাথার ওপরে বড় একটা শাল চাপিয়ে মিসেস অলউইঙ কনসারভেটরী থেকে দূরের দিকে তাকিয়েছিলেন। রেজিনা দাঁড়িয়েছিল তাঁর পেছনে। তার গায়েও একটা শাল।]

মিসেস অলউইঙ ॥ সব পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল।—কিছু বাদ যায় নি।

রেজিনা ॥ নীচের দিকে এখনও আগুন জ্বলছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ অসওয়াল্ড ফিরছে না কেন? আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর মত তো কিছু আর নেই।

রেজিনা ॥ টুপীটা নিয়ে তাঁকে কি আমি দিয়ে আসব?

মিসেস অলউইঙ ॥ সে কি টুপী নিয়ে যায় নি?

রেজিনা ॥ [হলের দিকে তাকিয়ে] না। ওই তো ওটা ওখানে ঝুলছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ থাক। তার বরং এখন চলে আসাই ভাল। আমি গিয়ে নিজেই তাঁকে খুজে আনছি।

[বাগানে চলে যান]

ম্যানদারস ॥ [হলঘরের ভেতর থেকে ঢুকে] মিসেস অলউইঙ ওখানে নেই?

রেজিনা ॥ না। তিনি এইমাত্র বাগানে চলে গেলেন।

ম্যানদারস ॥ এরকম ভয়ানক রাত্রি আর কোনদিন আমার জীবনে আসে নি।

রেজিনা ॥ হ্যাঁ; ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। তাই না স্যার?

ম্যানদারস ॥ ওকথা আর আমাকে বলো না। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার।

রেজিনা ॥ কিন্তু আগুনটা লাগল কী ক'রে?

ম্যানদারস ॥ ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, মিস এনগস্ত্রানদ। আমি তা কী ক'রে জানব? তুমিও কি মনে কর···? এটা কি যথেষ্ট নয় যে তোমার বাবা···?

রেজিনা ॥ বাবা কী করেছে?

ম্যানদারস ॥ ও! সে আমার মাথাটা গোলমাল ক'রে দিয়েছে।

এনগস্ত্রানদ ॥ [হলঘর থেকে বেরিয়ে এসে] প্যাস্টর···!

ম্যানদারস ॥ [আতঙ্কে তার দিকে ঘুরে] এখানেও তুমি আমার পিছু পিছু এসেছ?

এনগস্ত্রানদ ॥ হ্যাঁ; ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন! কিন্তু আমাকে অবশ্যই···হায় ভগবান, কী বিশ্রী কাণ্ডই না···

ম্যানদারস ॥ [পায়চারি করতে করতে] ওঃ! ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!

রেজিনা ॥ কী···ব্যাপারটা কী?

এনগস্ট্রানদ ॥ মানে, বুঝতে পাচ্ছেন—সেই প্রার্থনাসভার জন্যেই এই অভ্যুপাত… [ফিসফিস ক'রে] আমরা তাঁকে ধরে ফেলেছি, বাছা। [চেঁচিয়ে] আমারই দোষে এরকম একটা দুর্ঘটনার দায়িত্ব প্যাস্টর ম্যানদারস-এর ওপরে পড়ল—ব্যাপারটা ভারতেও কেমন লাগছে।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু এনগস্ট্রানদ, আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলছি…

এনগস্ট্রানদ ॥ কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ তো বাতিটা ছোঁয় নি, স্যার।

ম্যানদারস ॥ [স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ—এইকথাই তুমি বলে বেড়াচ্ছ। কিন্তু আমার হাতে কোন বাতি ছিল ব'লে আমার মনে হচ্ছে না—না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এনগস্ট্রানদ ॥ কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলাম স্যারঃ আপনি বাতিটা নিলেন ; তারপরে আঙুল দিয়ে পোড়া বাতিটা থাবড়ে ওই জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিলেন।

ম্যানদারস ॥ তুমি দেখেছ ?

এনগস্ট্রানদ ॥ হ্যাঁ ; আমি স্পষ্ট দেখেছি।

ম্যানদারস ॥ আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি নে। মানে, আমি তো কোনদিন ওভাবে আঙুল দিয়ে বাতি নেবাই নে।

এনগস্ট্রানদ ॥ হ্যাঁ—ব্যাপারটা আমার কাছেও কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকেছিল। কিন্তু ওটা কি সত্যিই অতটা বিপজ্জনক ; স্যার ?

ম্যানদারস ॥ [অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে] না—না। ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।

এনগস্ট্রানদ ॥ [তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে] আর আপনি বাড়ীটার জন্যে কোন বীমাও করেন নি ? করেছেন নাকি স্যার ?

ম্যানদারস ॥ [তবু ঘুরতে থাকেন] না, না, না—তুমি শুনেছ সেকথা আমি বলেছি।

এনগস্ট্রানদ ॥ [তাঁর পেছনে পেছনে] বীমা নেই ? তারপরেও সমস্ত বাড়ীতে আগুন লাগানো—হায় ভগবান, কী ভয়ঙ্কর বিপদ ! কী ভয়ঙ্কর বিপদ !

ম্যানদারস ॥ [কপাল থেকে ঘাম মুছে] সে কথা তুমি বলতে পার, এনগস্ট্রানদ।

এনগস্ট্রানদ ॥ এরকম একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের এই হাল হবে সেকথা ভারতেও কেমন লাগে—আর যে প্রতিষ্ঠানটি আশপাশের মানুষদের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হতে পারত ? আমার ধারণা খবরের কাগজগুলিও আপনার ওপরে খুব সদয় হবে না !

ম্যানদারস ॥ না। ঠিক সেই কথাটা আমিও ভাবছি। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে সেইটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে বেশী…তারা আমাকে আঘাত করবে—আমার ওপরে আরোপ করবে ঘৃণ্য অভিসন্ধি। ওঃ ! একথা ভাবতেও আমার বুক কাঁপছে !

মিসেস অলউইঙ ॥ [বাগান থেকে ভেতরে ঢুকে এসে] আমি তাকে আগুনের কাছ থেকে টেনে আনতে পারলাম না।

ম্যানদারস ॥ আ, তুমি এসেছ, মিসেস অলউইঙ ।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাহলে মিঃ ম্যানদারস, কাল আর আপনাকে বক্তৃতা দিতে হবে না ।

ম্যানদারস ॥ তাইত দেখছি । তবে আমি খুবই খুশি হতাম…

মিসেস অলউইঙ ॥ [শান্তভাবে] ভালই হল । অনাথ আশ্রমটা কারও কোন কাজে লাগত না ।

ম্যানদারস ॥ তোমার কি তাই মনে হচ্ছে না ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আপনার কী মনে হচ্ছে ?

ম্যানদারস ॥ যাই হোক, ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, সন্দেহ নেই ।

মিসেস অলউইঙ ॥ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করি আসুন । এনগস্ত্রানদ, তুমি কি প্যাস্টরের জন্যে অপেক্ষা করছ ?

এনগস্ত্রানদ ॥ [হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ ।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাহলে, একটু বোস ।

এনগস্ত্রানদ ॥ ধন্যবাদ । আমি বরং দাঁড়িয়েই থাকি ।

মিসেস অলউইঙ ॥ [প্যাস্টর ম্যানদারসকে] মনে হচ্ছে এই স্টীমারেই আপনি ফিরে যাচ্ছেন ?

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ । ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই স্টীমার ছাড়ছে ।

মিসেস অলউইঙ ॥ কাগজপত্রগুলি নিয়ে যেতে কি আপনার আপত্তি রয়েছে ? এ-বিষয়ে একটি কথাও আমি আর শুনতে চাই নে । চিন্তা করার মত আমার অন্য জিনিস রয়েছে ।

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ –

মিসেস অলউইঙ ॥ পরে আপনাকে আমি একটা ওকালতনামা পাঠিয়ে দেব । যা ভাল বোঝেন তাই করবেন ।

ম্যানদারস ॥ খুশি হয়েই তা আমি করব । মনে হচ্ছে, দানপত্রের প্রাথমিক শর্তগুলি আগাগোড়া সবই পালটাতে হবে

মিসেস অলউইঙ ॥ সে তো বটেই ।

ম্যানদারস ॥ ভাবছি, সলভিক সম্পত্তিটাকে প্রথমেই আমি স্থানীয় গির্জার নামে লিখে দেব । জায়গার দাম যে একটা রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ওটা কোন না কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে । আর ব্যাঙ্কে জমানো টাকা থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে তাই দিয়ে শহরের উপকারে লাগে এমন কোন কাজে আমি ভালভাবে সাহায্য করতে পারব ।

মিসেস অলউইঙ ॥ আপনি যেরকম বোঝেন । ব্যক্তিগতভাবে এ নিয়ে আর কিছু করার আগ্রহ আমার নেই ।

এনগস্ত্রানদ ॥ আমার পরিকল্পনাটার কথা মনে রাখবেন স্যার – ওই নাবিকদের একটা আস্তানার কথা ।

ম্যানদারস ॥ হ্যাঁ—সেরকম একটা প্রস্তাবও রয়েছে বটে। সেকথাটাও আমাকে ভাবতে হবে।

এনগস্ত্রানদ ॥ ওই 'ভাবতে হবে' কথাটার মাথায় মারো ঝাড়ু—হায় ভগবান··· !

ম্যানদারস ॥ [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে] দুর্ভাগ্যবশত এবিষয়ে কদ্দিন যে আমি কতটুকু করতে পারব তা-ই আমি বুঝতে পারছি নে। জনমতের চাপে হয়ত সমস্ত পরিকল্পনাটাই আমাকে শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে হবে। সমস্তটাই নির্ভর করছে এই অগ্নিকাণ্ডের যে সরকারী তদন্ত হবে তার ফলাফলের ওপরে।

মিসেস অলউইঙ ॥ কী বললেন ?

ম্যানদারস ॥ তদন্তের ফল যে কী হবে তা কেউ জানে না।

এনগস্ত্রানদ ॥ [তাঁর কাছে এসে] জানাজানির কী আছে আর ? জেকব এনগস্ত্রানদ তো সব সময়েই রয়েছে।

ম্যানদারস ॥ কিন্তু··· ?

এনগস্ত্রানদ ॥ আর প্রয়োজনের সময় তার উদারচেতা উপকারীকে ছেড়ে যাবে জেকব এনগস্ত্রানদ সেরকম মানুষই নয়—ওই লোকে যা বলে আর কি !

ম্যানদারস ॥ বুঝেছি। কিন্তু কেমন ক'রে··· ?

এনগস্ত্রানদ ॥ জেকব এনগস্ত্রানদ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত, স্যার, ঠিক তাই—হ্যাঁ।

ম্যানদারস ॥ উঁহু। নিশ্চয় আমি তা হ'তে দেব না।

এনগস্ত্রানদ ॥ শেষ পর্যন্ত আপনি দেবেন। পূর্বে একবার অন্য একজনের অপরাধের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে এমন একজনকে আমি জানি।

ম্যানদারস ॥ জেকব ! [তার হাতটা জড়িয়ে ধ'রে] হাজারে তোমার মত একটি মানুষও পাওয়া ভার ! তোমার নাবিকদের আস্তানা তৈরি করার জন্যে আমার সাহায্য তুমি পাবে। সে বিষয়ে আমার ওপরে তুমি নির্ভর করতে পার। [এনগস্ত্রানদ তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর চেষ্টা করে ; কিন্তু ভাবাবেগে তার মুখ থেকে কথা বেরোয় না। ম্যানদারস তাঁর ঝোলাটা কাঁধে তুলে নেন।] এখন চল—আমরা একসঙ্গে যাব।

এনগস্ত্রানদ ॥ [খাবার ঘরের দরজার কাছে, আস্তে আস্তে রেজিনাকে] তুমি আমার সঙ্গে চল, বাছা। সেখানে রানীর হালে থাকবে।

রেজিনা ॥ [মাথা ঝাঁকানি দিয়ে] উঁহু [প্যাস্টরের ওভারকোট আনার জন্যে সে হলের মধ্যে ঢুকে যায়]

ম্যানদারস ॥ মিসেস অলউইঙ, আমি চললাম। বিশ্বাস করি, আইন আর শৃঙ্খলা রক্ষা করার মনোভাব শীঘ্রই এ-বাড়ীতে ফিরে আসবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ বিদায়, মিঃ ম্যানদারস। [অসওয়াল্ডকে বাগান থেকে আসতে দেখে তিনি কনসারভেটরীতে ঢুকে গেলেন]

এনগস্ট্রানদ ॥ [রেজিনার সঙ্গে প্যাস্টর ম্যানদারসকে ওভারকোট পরাতে পরাতে] বিদায় বাছা। কোনদিন যদি বিপদে পড় তাহলে জেকব এনগস্ট্রানদকে কোথায় পাওয়া যাবে তা তুমি জান। [মিষ্টি ক'রে] লিটল হারবার স্ট্রীট। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। নাবিকদের আস্তানার নাম দেওয়া হবে 'দ্য ক্যাপ্টেন অলউইঙ হোম'। হবেই! আর নিজের মত ক'রে আমি যদি প্রতিষ্ঠানটা চালাতে পারি তাহলে সেটা যে তাঁর যোগ্য স্মৃতিই হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ম্যানদারস ॥ [দরজার কাছে] হুম...প্রিয় এনগস্ট্রানদ, এস, বিদায় বিদায়।
[এনগস্ট্রানদকে নিয়ে তিনি হলঘরের ভেতরে ঢুকে যান]

অসওয়ালড ॥ কোন্ প্রতিষ্ঠানের কথা ও বলছিল?

মিসেস অলউইঙ ॥ প্যাস্টরের সঙ্গে ও কী একটা 'হোম'-এর ব্যাপারে আলোচনা করছিল।

অসওয়াল্ড ॥ এটার মত সেই বাড়ীটাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ একথা বলছ কেন?

অসওয়াল্ড ॥ সব পুড়বে, সব পুড়ে যাবে। বাবার স্মৃতি মনে রাখার মত কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমিও দেখ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। [রেজিনা চমকে উঠে তার দিকে তাকায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ প্রিয় অসওয়াল্ড, অতক্ষণ তোমার ওখানে থাকাটা উচিত হয় নি, বাছা!

অসওয়াল্ড ॥ [টেবিলের পাশে ব'সে] মনে হচ্ছে তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

মিসেস অলউইঙ ॥ এঃ! কী ভিজেছ তুমি! তোমার মুখটা মুছিয়ে দিই এস।
[তাঁর রুমাল দিয়ে তার মুখটা মুছিয়ে দেন]

অসওয়াল্ড ॥ [সামনের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থেকে] ধন্যবাদ, মা।

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি ক্লান্ত হও নি, অসওয়াল্ড? একটু ঘুমোবে?

অসওয়াল্ড ॥ :[ক্লিষ্টভাবে] ঘুম! না-না! কোনদিনই আমার চোখে ঘুম নামে না; আমি কেবল ঘুমানোর ভান করি। [বিষণ্ণভাবে] ঘুম শীঘ্রই আসবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [উদ্বিগ্নভাবে তাকে দেখে] বেচারা। তুমি সত্যিই অসুস্থ।

রেজিনা ॥ [উদ্বিগ্নভাবে] মিঃ অলউইঙ] মিঃ অলউইঙ কি অসুস্থ?

অসওয়াল্ড ॥ [বিরক্তির সংগে] সব দরজা বন্ধ ক'রে দাও! এই ভয়ঙ্কর আতঙ্ক......

মিসেস অলউইঙ ॥ রেজিনা, সব দরজা বন্ধ ক'রে দাও।

[সব দরজা বন্ধ ক'রে হলের দরজার কাছে রেজিনা দাঁড়িয়ে রইল। মিসেস অলউইঙ নিজের শালটা খুলে নিলেন; রেজিনাও খুলে ফেলল তার শাল। অসওয়াল্ডের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মিসেস অলউইঙ বসলেন] এই যে—এই! তোমার পাশে আমি বসলাম।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ ; বোস। আর রেজিনাকেও এখানে বলতে হবে—রেজিনাকে সব সময় আমার কাছে থাকতে হবে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে, রেজিনা ; করবে না ?

রেজিনা ॥ আমি বুঝতে পারছি না……

মিসেস অলউইঙ ॥ সাহায্যকারিণী হিসাবে ?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ ; যখন আমার দরকার হবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু অসওয়াল্ড, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে তোমার মা কি নেই ?

অসওয়াল্ড ॥ তুমি ? [হেসে] না মা ; তুমি আমাকে ঠিক ওরকম সাহায্য করতে পারবে না। [বিষণ্ণ হাসি হেসে] না, পারবে না। [তাঁর দিকে বেশ আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে] সে যাই হোক ; তুমিই তা করতে পারবে সবচেয়ে বেশী। [কিছুটা উগ্রভাবে] রেজিনা, আমার কাছ থেকে এত দূরে দূরে থাকার দরকারটা কী তোমার ? আমাকে তুমি অসওয়াল্ড বলে ডাক না কেন ?

রেজিনা ॥ [শান্তভাবে] মাদাম সেটা পছন্দ করবেন ব'লে আমার মনে হচ্ছে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ ওকথা বলার অধিকার শীঘ্রই তুমি পাবে ; এখন এস ; তুমিও আমাদের কাছে এসে বোস। [একটু দ্বিধা ক'রে টেবিলের অন্য ধারে এসে বসল রেজিনা] এখন শোন—বেচারা বালক ; তোমার বুকের ওপরে যে পাষাণ ভার চেপে বসেছে সেই ভার আমি তুলে নিচ্ছি……

অসওয়াল্ড ॥ মা, তুমি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ তোমার দুঃখ আর আত্মানুশোচনা—সব।

অসওয়াল্ড ॥ পারবে বলে সত্যিই কি তুমি তা মনে কর ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, অসওয়াল্ড ! এখন আমি তা পারব। তুমি বাঁচার আনন্দের কথা বলেছিলে ; তোমার কথা শুনে মনে হলো আমি যেন আমার সারা জীবনটাকে দেখতে পাচ্ছি। নতুন চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে স-ব।

অসওয়াল্ড ॥ [মাথা নেড়ে] আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ তোমার বাবা যখন যুবক সামরিক কর্মচারী ছিলেন তখন যদি তুমি তাঁকে দেখতে ! তিনিও বাঁচার আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠেছিলেন।

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ ; তা আমি জানি।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাঁর উৎসাহ আর জীবনীশক্তি এত উত্তাল ছিল যে তাঁকে একবার দেখতে পেলে ভালই হতো তোমার।

অসওয়াল্ড ॥ মানে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ এই বালকটি—তখন তিনি বালকই ছিলেন—যখন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি শহরে বাস করতে এলেন তখন তিনি কী দেখলেন ? দেখলেন, এক ব্যাভিচার ছাড়া আনন্দ করার অন্য কোন পথ তাঁর কাছে খোলা নেই। চাকরি

করা ছাড়া জীবনে তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অফিসের একমাত্র বাঁধাধরা নিয়মমাফিক কাজ ছাড়া এমন কোন কাজ তিনি খুঁজে পাননি যার ভেতরে তিনি মন আর প্রাণ ঢেলে দিতে পারেন। এমন একটি বন্ধুও তাঁর ছিল না বাঁচার সাত্যকার আনন্দ বলতে কী বোঝায় যা তারা জানত—তারা ছিল অলস আর মাতাল…

অসওয়াল্ড ॥ মা !

মিসেস অলউইঙ ॥ এবং যা ঘটার শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো।

অসওয়াল্ড ॥ যা ঘটার ?

মিসেস অলউইঙ ॥ এখানে বাড়ীতে বসে থাকলে তোমার কী অবস্থা হতো সে কথা নিজেই তুমি আজ সন্ধ্যায় বলেছিলে।

অসওয়াল্ড ॥ তুমি কি বলতে চাও যে বাবা… ?

মিসেস অলউইঙ ॥ যে বাঁচার আনন্দ তাঁর হৃদয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তাকে প্রকাশ করার পথ কিছুতেই তিনি পাচ্ছিলেন না। আর আমিও তাঁর জীবনে নতুন কোন আলোর সন্ধান দিতে পারি নি।

অসওয়াল্ড ॥ তুমিও পার নি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ কর্তব্য বলতে কী বোঝায়—জীবনের নীতি কী হওয়া উচিত ঝুড়ি ঝুড়ি এইসব কথাই বাড়ীতে আমি শিখেছিলাম ; আর অনেকদিন আগে সেই সবই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। সুতরাং যা কিছু আমি করতাম সবই ওই তাঁর কর্তব্য আর আমার কর্তব্য কী হওয়া উচিত সেগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে। আর তারই ফলে অসওয়াল্ড, বাড়ীতে তোমার বেচারা বাবার জীবনটা আমি অসহ্য করে তুলেছিলাম।

অসওয়াল্ড ॥ চিঠিতে তুমি সেকথা আমাকে লেখ নি কেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি তাঁর ছেলে। আজকের আগে সে-সব কথা তোমাকে বলার কোন প্রয়োজন রয়েছে ব'লে আমি বুঝতে পারি নি।

অসওয়াল্ড ॥ তাহলে তুমি কী বুঝতে পেরেছিলে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ [ধীরে ধীরে] আমি কেবল একটা জিনিসই বুঝতে পেরেছিলাম —সেটা হচ্ছে তোমার জন্মের আগেই তোমার বাবা তাঁর স্বাস্থ্যটিকে নষ্ট করে ফেলেছিলেন—সেই সঙ্গে তাঁর মাথাটিকেও।

অসওয়াল্ড ॥ [আস্তে] আ ! [উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

মিসেস অলউইঙ ॥ তখন দিনরাত্রি একটা কথাই আমার মনে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, এ-বাড়ীতে থাকার যতটা অধিকার আমার ছেলের রয়েছে ঠিক ততটা অধিকারই রয়েছে রেজিনার-ও।

অসওয়াল্ড ॥ [চট ক'রে ঘুরে] রেজিনা ?

রেজিনা ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে ধরা গলায়] আমি… ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ। এখন তোমরা দুজনেই বুঝতে পারলে।

অসওয়াল্ড ॥ রেজিনা··· !

রেজিনা ॥ [নিজেকে] তাহলে, আমার মা ছিল এই !

মিসেস অলউইঙ ॥ অনেকদিক থেকে তোমার মায়ের অনেক গুণ ছিল, রেজিনা।

রেজিনা ॥ তবু মা ছিল ওইরকমই। মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হতো ; কিন্তু ···মাদাম, আমি কি এখনই এখান থেকে চলে যেতে পারি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি কি সত্যিই চলে যেতে চাও, রেজিনা ?

রেজিনা ॥ হ্যাঁ, সত্যিই চাই।

মিসেস অলউইঙ ॥ অবশ্য তোমার যা ইচ্ছে তাই তুমি নিশ্চয় করবে ; কিন্তু···

অসওয়াল্ড ॥ [তার কাছে গিয়ে] চলে যাবে ? এখনই ? এ বাড়ীর লোক হওয়া সত্ত্বেও ?

রেজিনা ॥ মিঃ অলউইঙ···অবশ্য এখন তোমাকে আমি অসওয়াল্ড বলেই ডাকতে পারি—যদিও ঠিক এরকম একটা জিনিস আমি মোটেই আশা করতে পারি নি।

মিসেস অলউইঙ ॥ রেজিনা, তোমাকে আমি ঠিক স্পষ্ট ক'রে বলতে পারি নি।

রেজিনা ॥ না ; নিশ্চয় পারেন নি। অসওয়াল্ড যে অসুস্থ আমি যদি তা জানতাম তাহলে···আর এখানে আমাদের মধ্যে যে সিরিয়াস কিছু থাকতে পারে না তা বুঝতে পারার পরে কেবল অসুস্থদের পরিচর্যা করার জন্যে এখানে থেকে জীবনটাকে নষ্ট করতে আমি পারব না।

অসওয়াল্ড ॥ আমার মত খুব কাছের মানুষের জন্যেও না ?

রেজিনা ॥ না ; নিশ্চয় না। আমার মত হতভাগ্য মেয়ের উচিত তার যৌবনের দিনগুলির সদ্ব্যবহার করা ; তা না হলে, কিছু বুঝতে 'পারার আগেই তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মধ্যেও বাঁচার আনন্দ রয়েছে, মাদাম।

মিসেস অলউইঙ ॥ সে-ভয় আমারও রয়েছে ; কিন্তু নিজেকে ধ্বংস করে ফেলো না, রেজিনা।

রেজিনা ॥ যদি করি. করব। অসওয়াল্ড যদি তার বাবার মত হয়, তাহলে, আশা করি আমিও আমার মায়ের মতই হব। মাদাম, প্যাস্টর ম্যানদারস কি আমার এই ব্যাপারটা জানেন ?

মিসেস অলউইঙ ॥ তিনি সবই জানেন।

রেজিনা ॥ [ব্যস্ত হয়ে শালটা জড়াতে জড়াতে] তাহলে, যত তাড়াতাড়ি আমি এই স্টীমারটা ধরতে পারব ততই আমার পক্ষে মঙ্গল। প্যাস্টর বেশ ভালমানুষ। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলাই ভাল ; আমার ধারণা, সেই টাকায় ওই নোংরা ছুতোর মিস্ত্রীর যেটুকু অধিকার রয়েছে, আমার অধিকার তার চেয়ে কিছু কম নেই।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমি তাতে খুশিই হ'ব, রেজিনা।

রেজিনা ॥ [তাঁর দিকে একটা রূঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে] আমাকে আপনার ভদ্রঘরের মেয়ের মত মানুষ করা উচিত ছিল—সেইটাই ঠিক হ'ত। [মাথার ঝাঁকানি দিয়ে]

অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না। [বন্ধ বোতলটার দিকে তিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে] যাই হোক, ভদ্রলোকদের সঙ্গে তবু আমি স্যাম্পেন খেতে পারি।

মিসেস অলউইঙ ॥ বাড়ীর যদি কোনদিন তোমার দরকার হয় রেজিনা, আমার কাছে এস।

রেজিনা ॥ তার কোন দরকার হবে না, মাদাম। ধন্যবাদ। প্যাস্টর ম্যানদারস-ই আমার ব্যবস্থা করতে পারবেন। আর ভাগ্য যদি আমার সত্যিই তেমন খারাপ হয়, তাহলে এমন একটা বাড়ীর সংবাদ আমি জানি—যেখানে আমি ভালভাবেই থাকতে পারব।

মিসেস অলউইঙ ॥ কোথায় ?

রেজিনা ॥ ক্যাপ্টেন অলউইঙ-এর আশ্রমে।

মিসেস অলউইঙ ॥ রেজিনা, তুমি খারাপ পথে এগিয়ে যাবে ; আমি জানি, তুমি যাবেই।

রেজিনা ॥ পুঃ ! বিদায়। [মাথাটা নিচু করে একটু ; তারপর হলঘরে চলে যায়]

অসওয়াল্ড ॥ [দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে] ও কি চলে গেল ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ।

অসওয়াল্ড ॥ [বিড়বিড় ক'রে] বোকা ! বোকা !

মিসেস অলউইঙ ॥ [তার পেছনে এসে, তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে] অসওয়াল্ড, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে ?

অসওয়াল্ড ॥ [তাঁর দিকে ঘুরে] বাবার সম্বন্ধে তুমি যা বললে তা কি সত্যি ?

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; তোমার হতভাগ্য বাবার বিষয়ে। আমার ভয় হয়েছিল কথাটা শুনে তোমার খুব কষ্ট হবে।

অসওয়াল্ড ॥ একথা ভাবছ কেন ? অবশ্য ধাক্কা আমার একটা লেগেছিল ঠিকই ; কিন্তু এতে যে আমার খুব বেশী একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হবে সেকথা আমি মনে করি নে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [হাত সরিয়ে নিয়ে] কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না ? তোমার বাবা যে অত অসুখী ছিলেন তা জেনেও ?

অসওয়াল্ড ॥ অবশ্য তাঁর জন্যে আমি দুঃখিত—দুঃখ আমার যে কোন লোকের জন্যেই হয়—কিন্তু······

মিসেস অলউইঙ ॥ এইমাত্র ? তোমার নিজের বাবা ?

অসওয়াল্ড ॥ [অস্থিরভাবে] ও ! আমার বাবা—আমার বাবা ! আমার বাবার সম্বন্ধে আমি কোনদিনই কিছু জানতাম না। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু আমার মনে রয়েছে তা হচ্ছে এই যে একবার তিনি আমাকে অসুস্থ করে তুলেছিলেন। ব্যস !

মিসেস অলউইঙ ॥ এ তো বড় ভয়ঙ্কর চিন্তা ! যাই ঘটুক, বাবার সম্বন্ধে কিছুটা ভালবাসা সন্তানের থাকা উচিত।

অসওয়াল্ড ॥ এমনকি সেই বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মত সন্তানের যখন কিছু থাকে না তখনও? যখন সন্তান তার বাবাকে না জানে তখনও? এরকম একটা পুরোনো কুসংস্কার তুমি এখনও বিশ্বাস কর? সব বিষয়ে তোমার বুদ্ধি তো এত, তা সত্ত্বেও?

মিসেস অলউইঙ ॥ এটাকে তুমি নিছক কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিচ্ছ·· ···

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ; তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না মা? এটা হচ্ছে সেই জাতীয় একটা চলতি ধারণা যা মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছে, আর—

মিসেস অলউইঙ ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] ভূত! আবার! আবার তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে!

অসওয়াল্ড ॥ [পায়চারি করতে করতে] হ্যাঁ; তুমি তা বলতে পার।

মিসেস অলউইঙ ॥ [বেশ উত্তেজিতভাবে] অসওয়াল্ড, তুমি তাহলে আমাকেও ভালবাস না।

অসওয়াল্ড ॥ অন্তত, তোমাকে আমি জানি।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ; তা জান। কিন্তু এই কি সব?

অসওয়াল্ড ॥ অবশ্য আমি জানি তুমি আমাকে খুব ভালবাস। স্বাভাবিকভাবে আমিও সেইজন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, আমি এখন অসুস্থ বলে তুমি আমার বিশেষ উপকারে আসবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ হাঁ; তা আসব! আসব না? এই অসুখ তোমাকে যে আমার কাছে পাঠিয়েছে সেজন্যে ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি; কারণ, তুমি যে এখন আমার নও সেকথাটা বুঝতে পারা কষ্টকর নয়। তোমাকে জয় করতে হবে আমাকে।

অসওয়াল্ড ॥ [অস্থিরভাবে] ও—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ···এগুলো শুধু কথার কথা! মা, মনে রেখো আমি অসুস্থ। অন্য লোকের সম্বন্ধে চিন্তা করতে আমি পারব না। নিজের সম্বন্ধেই আমার অনেক কিছু চিন্তা করার রয়েছে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [শান্তভাবে] আমি ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করব। আমাকে সন্তুষ্ট করা কষ্টকর নয়।

অসওয়াল্ড ॥ আর সেই সঙ্গে মনটাকেও প্রফুল্ল রেখো মা।

মিসেস অলউইঙ ॥ ঠিক বলেছ অসওয়াল্ড। [তার কাছে গিয়ে] এখন তোমার সমস্ত ধিক্কার আর আত্ম অনুশোচনা আমি দূর করতে পেরেছি তো?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ, পেরেছ; কিন্তু আমার ভয়টা দূর করবে কে?

মিসেস অলউইঙ ॥ ভয়?

অসওয়াল্ড ॥ [পায়চারি করতে করতে] একটা মিষ্টি কথা ব'লে রেজিনা তা করতে পারত।

মিসেস অলউইঙ ॥ তোমার এই ভয় আর রেজিনার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

অসওয়াল্ড ॥ মা, খুব কি দেরী হয়ে গিয়েছে?

মিসেস অলউইঙ ॥ প্রায় সকাল হয়ে এল। [কনসারভেটরীর ভেতর থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে] পাহাড়ের ওপরে ভোর হ'য়ে আসছে। দিনটা আজ ভালই শুরু হয়েছে অসওয়াল্ড—অল্প কিছুক্ষণের ভেতরেই তুমি সূর্য দেখতে পাবে।

অসওয়াল্ড ॥ শুনে খুশি হলাম। সম্ভবত, সুখী হওয়ার মত, বেঁচে থাকার মত অনেক অনেক জিনিস রয়েছে · ···

মিসেস অলউইঙ ॥ সেবিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নেই।

অসওয়াল্ড ॥ আমি আর কাজকর্ম করতে না পারলেও ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আরে না-না। তুমি শীঘ্রই আবার কাজকর্ম করতে পারবে। এইসব অস্বাস্থ্যকর চিন্তা নিয়ে আর তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

অসওয়াণ্ড ॥ তুমি যে অনেক দুশ্চিন্তা থেকে আমাকে মুক্তি দেবে সেটা ভাবতেও আমি স্বস্তি পাচ্ছি। আর একটা ব্যাপার মিটিয়ে ফেলার পরে [সোফার উপরে ব'সে] আমরা দুজনে ব'সে ব'সে গল্প করব।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; সেই ভাল। [সোফার দিকে একটা আর্মচেয়ার ঠেলে তার পাশে বসলেন]

অসওয়াল্ড ॥ এবং তারপরে সূর্য উঠবে , তারপরে, তুমি সব জানতে পারবে। —এবং আর আমার কোন ভয় থাকবে না।

মিসেস অলউইঙ ॥ কী জানতে পারব ?

অসওয়াল্ড ॥ [সেদিকে কান না দিয়ে] মা, তোমার নিশ্চয় মনে রয়েছে আজ সন্ধ্যের সময়েই তুমি আমাকে বলেছিলে যে আমি চাইলে পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যা তুমি আমার জন্যে করতে পার না।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ ; সেকথা আমি তোমাকে বলেছিলাম।

অসওয়াল্ড ॥ এবং এখনও তোমার সেই মত অপরিবর্তিতই রয়েছে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ তুমি আমার ওপরে নির্ভর করতে পার, অসওয়াল্ড। তুমি ছাড়া আর কার জন্যে পৃথিবীতে আমি বেঁচে থাকব ?

অসওয়াল্ড ॥ ভাল কথা ; তাহলে আমি তোমাকে বলব। মা, আমি জানি তুমি খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তাই, আশা করি, আমার কথাটা তুমি খুব শান্তভাবে গ্রহণ করবে।

মিসেস অলউইঙ ॥ এরকম ভয়ঙ্কর কথাটা কী ?

অসওয়াল্ড ॥ এখন শোন, তুমি কাঁদবে না—প্রতিজ্ঞা কর। আমরা ব'সে বেশ শান্ত-ভাবেই আলোচনা করব। মা, আমাকে কথা দাও।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—কিন্তু কথাটা কী ?

অসওয়াল্ড ॥ মনে রেখো আমার এই ক্লান্তিটা—এই যে কাজ করার কথা আমি চিন্তা করতে পারছি না—এটা কিন্তু আমার আসল অসুখ নয় ·····

মিসেস অলইউঙ ॥ তাহলে, আসল অসুখটা কী ?

অসওয়াল্ড ॥ অসুখটা হচ্ছে—যেটা আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—[নিজের কপালটা দেখিয়ে খুব আস্তে] এইখানে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [প্রায় স্তম্ভিত হয়ে] অসওয়াল্ড! না, না····· !

অসওয়াল্ড ॥ চুপ কর! কান্নাকাটি আমার সহ্য হয় না। আমার রোগটা হচ্ছে আসলে এই। এটা যে কোন মুহূর্তে ফুটে বেরোতে পারে।

মিসেস অলউইঙ ॥ [চমকে, উত্তেজিত হয়ে] এটা সত্যি নয়, অসওয়াল্ড। এ সম্ভব নয়, সম্ভব হ'তে পারে না।

অসওয়াল্ড ॥ বিদেশে থাকার সময় এই রোগে আমি একবার পড়েছিলাম। সেটা অবশ্য তাড়াতাড়িই কমে যায়। কিন্তু রোগটা আসলে কী তা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আর সেইজন্যেই যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বাড়ীতে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাহলে, এই ভয়টাই—

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ। জিনিসটা যে কী ধরনের বিশ্রী তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। উঃ! এটা যদি আর দশটা মারাত্মক অসুখের মত হতো! মরতে আমি ভয় পাইনে, মা; তবু যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকতেই আমি চাই।

মিসেস অলউইঙ ॥ হ্যাঁ; অসওয়াল্ড, বেঁচে তোমাকে থাকতেই হবে।

অসওয়াল্ড ॥ কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকাটা বড়ই কষ্টকর। আবার শিশুর মত অসহায় হয়ে বেঁচে থাকাটা—অপরে খাইয়ে দেবে, পরিয়ে দেবে—উঃ! আর আমি বলতে পারছি না।

মিসেস অলউইঙ ॥ কেন? তোমার মা-ই তোমাকে দেখবে।

অসওয়াল্ড ॥ [লাফিয়ে উঠে] না, কখনো না। ঠিক ওইটাই আমি চাই নে। [সহজভাবে] সম্ভবত ওভাবে বছরের পর বছর বুড়ো বয়স পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব সেকথা ভাবতেও আমার ভয় লাগছে। আর হয়ত, তুমিও তার আগেই মারা যাবে। [মিসেস অলউইঙের চেয়ার ওপরে সে বসল] কারণ এ-অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আমার যে নেই ডাক্তার সেকথা আমাকে বলেছেন। তাঁর মতে এটা হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা ওই জাতীয় কোন অসুখ। [ম্লান, অবসন্ন হাসি হেসে] শব্দটা খুবই সুন্দর। মনে হচ্ছে চেরি রঙের ভেলভেটের একটা পর্দা—হাত বুলানোর মত নরম একটা জিনিস।

মিসেস অলউইঙ ॥ [আর্তনাদ ক'রে] অসওয়াল্ড!

অসওয়াল্ড ॥ [লাফিয়ে উঠে পায়চারি করতে করতে] আর এখন তুমি আমার কাছ থেকে রেজিনাকে সরিয়ে দিলে। তাকেও যদি আমি কাছে পেতাম—সে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারত।

মিসেস অলউইঙ ॥ [তার কাছে গিয়ে] বাছা, কী বলছ তুমি? পৃথিবীতে এমন কোন্ কাজ রয়েছে যা আমি খুশি হয়ে তোমার জন্যে করতে পারব না?

অসওয়াল্ড ॥ ফ্রান্সে থাকার সময় আমি যখন ওই অসুখে পড়েছিলাম তখনই ডাক্তারবাবু

আমাকে বলেছিলেন আবার যখন এই অসুখ দেখা দেবে, দেখা যে দেবেই সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই — তখন আমার আর কোন আশা থাকবে না।

মিসেস অলউইঙ। একথা তিনি বলতে পারলেন ?—

অসওয়াল্ড ॥ বলার জন্যে তাকে আমি বারবার অনুরোধ করেছিলাম। তাঁকে আমি বলেছিলাম ওরকম বিপজ্জনক অসুখ দেখা দেওয়ার আগেই কিছু ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। [একটা চতুর হাসি হেসে] আর ব্যবস্থাও আমার কিছু করার ছিল। [ভেতরের বুক পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বার ক'রে] মা, দেখ।

মিসেস অলউইঙ ॥ কী ওগুলো ?

অসওয়াল্ড ॥ মরফিয়া।

মিসেস অলউইঙ ॥ [ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে] অসওয়াল্ড অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড ॥ কোনরকমে বারটা ট্যাবলেট আমি যোগাড় করতে পেরেছি।

মিসেস অলউইঙ ॥ [ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়] বাক্সটা আমকে দাও, অসওয়াল্ড !

অসওয়াল্ড ॥ এখন নয় মা। [বাক্সটা পকেটের ভেতরে রেখে দেয়]

মিসেস অলউইঙ ॥ এ আমি সহ্য করতে পারব না।

অসওয়াল্ড ॥ সহ্য তোমাকে করতেই হবে ? রেজিনা যদি এখানে থাকত, আর আমার অবস্থাটা তাকে খুলে ব'লে তাকে যদি একটু সাহায্য করার জন্যে অনুরোধ করতাম তাহলে সে আমাকে নিশ্চয় সাহায্য করত।

মিসেস অলউইঙ ॥ কখনও করত না।

অসওয়াল্ড ॥ আমি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে সে যদি আমাকে নবজাত শিশুর মত অসহায় অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখে — সাহায্য ক'রে যার কোন উপকার করা যাবে না — জীবনে যার কোন আশা নেই — সেরে ওঠা যার কাছে সুদূরপরাহত —

মিসেস অলউইঙ ॥ রেজিনা তোমাকে কোনদিনই সাহায্য করত না।

অসওয়াল্ড ॥ রেজিনা তা করতে পারত। বড় চমৎকার এই রেজিনা, কোন ঝক্কিই সে ঘাড়ে নিতে রাজি নয় এবং আমার মত একজন বিকলাঙ্গের সেবা করতে সে সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

মিসেস অলউইঙ ॥ তাহলে, রেজিনা যে এখানে নেই তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

অসওয়াল্ড ॥ সুতরাং সেই সাহায্য তোমাকেই এখন করতে হবে মা।

মিসেস অলউইঙ ॥ [চিৎকার করে কেঁদে উঠে] আমাকে ?

অসওয়াল্ড ॥ তোমার চেয়ে উপযুক্ত মানুষ আর কে রয়েছে ?

মিসেস অলউইঙ ॥ আমি ? তোমার মা ?

অসওয়াল্ড ॥ বিশেষ ক'রে সেইজন্যেই।

মিসেস অলউইঙ ॥ কিন্তু আমি তোমাকে জীবন দিয়েছি।

অসওয়াল্ড ॥ তোমাকে আমি কোনদিনই তা চাই নি। আর কী জীবনই তুমি আমাকে দিয়েছ ? এ-জীবন আমি চাই নে—তুমি তা স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে নিতে পার।

মিসেস অলউইঙ ॥ আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। [হলঘরের মধ্যে দৌড়ে যান]

অসওয়াল্ড ॥ [পিছু পিছু গিয়ে] আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। কোথায় যাচ্ছ?

মিসেস অলউইঙ ॥ [হলঘরে] তোমার জন্যে ডাক্তার ডাকতে, অসওয়াল্ড। আমাকে যেতে দাও।

অসওয়াল্ড ॥ [সেও হলঘরে] না; তুমি যাবে না। আর, কেউ ভেতরে আসবে না, [চাবিটা ঘুরিয়ে দিলে]

মিসেস অলউইঙ ॥ [ফিরে এসে] অসওয়াল্ড, অসওয়াল্ড!

অসওয়াল্ড ॥ [তাঁর পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকে এসে] আমি একটা অবর্ণনীয় আতংকে কষ্ট পাব—আর তাই তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে! এই কি তোমার পুত্রস্নেহ?

মিসেস অলউইঙ ॥ [একটু চুপ ক'রে থেকে—স্বর সংযত ক'রে] বেশ, কথা দিচ্ছি।

অসওয়াল্ড ॥ তাহলে, তুমি রাজি?

মিসেস অলউইঙ ॥ যদি দরকার হয়। কিন্তু হবে না না, না—সে-সম্ভাবনা নেই।

অসওয়াল্ড ॥ বেশ না হলেই ভাল। যতদিন পারি আমরা দুজনে একসঙ্গে বেঁচে থাকব। ধন্যবাদ, মা। [মিসেস অলউইঙ সোফার কাছে একটা আর্মচেয়ার সরিয়ে দিলেন। সে তার ওপরে বসল। সকাল হ'ব হ'ব করছে। টেবিলের ওপর তখনও বাতিটা জ্বলছে]

মিসেস অলউইঙ ॥ এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে?

অসওয়াল্ড ॥ হ্যাঁ।

মিসেস অলউইঙ ॥ [তার ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে] ওটা আর কিছু নয়, অসওয়াল্ড, মনের ভুল—ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্ক মাত্র। এইসব উত্তেজনা তুমি সহ্য করতে পার নি। কিন্তু এখন তোমার বিশ্রাম—বাড়ীতে তোমার মায়ের কাছে থেকে বিশ্রাম নাও তুমি। যা চাও সব তুমি পাবে—ঠিক তোমার ছেলেবেলার মত। এইত! এখন আর কোন কষ্ট নেই তোমার। আমি জানতাম থাকবে না। ওই দেখ, অসওয়াল্ড, কী সুন্দর সকাল হচ্ছে—কেমন রোদ বেরিয়েছে। তোমার ঘর এখন বেশ ভাল ক'রেই দেখতে পাবে!

[তিনি টেবিলের কাছে যান। নিবিয়ে দেন আলো। সূর্য ওঠে। দূরে তুষার স্তম্ভ আর পাহাড়ের চূড়াগুলি সকালের রোদে চিকচিক করতে থাকে]

অসওয়াল্ড ॥ [বাইরের দিকে পেছন ক'রে চেয়ারের ওপরে চুপচাপ ব'সে থাকে; তারপরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে] মা, আমাকে সূর্যটা এনে দাও।

মিসেস অলউইঙ ॥ [টেবিলের ধারে; চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়ে] কী বললে?

অসওয়াল্ড ॥ [আবার, মুখের ওপরে কোনরকম অভিব্যক্তি না ফুটিয়ে—নীরসভাবে] সূর্য…সূর্য…

মিসেস অলউইঙ ॥ [কাছে গিয়ে] অসওয়াল্ড…অসওয়াল্ড…কী হ'ল তোমার? [মনে হল, চেয়ারের ওপরেই অসওয়াল্ড ঢ'লে পড়বে; তার শরীরটা যেন শিথিল

হ'য়ে আসে—মুখের ওপরে অভিব্যক্তির কোন চিহ্ন নেই। চোখ দুটো তার তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে ; সে-চোখে দৃষ্টি ব'লে কিছু নেই]

মিসেস অলভইঙ ॥ [ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে] কী হ'ল ? [চিৎকার ক'রে] অসওয়াল্ড, কী হল তোমার ? [তার পাশে হাঁটু মুড়ে ব'সে—তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে] অসওয়াল্ড ! আমার দিকে দেখ—আমার দিকে চাও ! আমাকে চিনতে পারছ না ?

অসওয়াল্ড ॥ [বিকৃত কণ্ঠে] সূর্য···সূর্য···

মিসেস অলউইঙ ॥ [হতাশ হয়ে লাফিয়ে ওঠেন, দু'হাতে নিজের চুলগুলো মুঠো ক'রে ধ'রে চিৎকার ক'রে কেঁদে] উঃ। আর সহ্য করতে পারছি না। [ফিস্‌ফিস্ ক'রে—মনে হল, তিনিও যেন অবশ হয়ে পড়েছেন] এ আমি সহ্য করতে পারছি না—উঃ।···না, এ হতেই পারে না। [হঠাৎ] সেগুলো ও কথায় রেখেছে ? [তাড়াতাড়ি তার কোটের পকেট হাতড়ে] এই যে [কয়েক পা পিছিয়ে এসে—কেঁদে] ···হ্যাঁ···না—না···

[অসওয়াল্ডের কাছ থেকে একটু সরে যান তিনি, দুটো হাত দিয়ে চুল টানতে থাকেন নিজের—নির্বাক আতংকে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে।]

অসওয়াল্ড ॥ [আগের মতই চুপচাপ বসে থাকে, বলে] সূর্য···সূর্য···

—০—

রোসমারশোল্‌ম

ROSMERSOLM

॥ ভূমিকা ॥

প্রথম খসড়াটিতে ইবসেন নাটকটির নাম দিয়েছিলেন 'সাদা ঘোড়া' (*White Horses*)। নামকরণ করার আগে সম্ভবত একটি সাঙ্কেতিক নামের কথাই মনে পড়েছিল তাঁর। এই সাঙ্কেতিক নাম তিনি তাঁর আগের পর্যায়ের তিনটি নাটকে ব্যবহার করেছিলেন: 'পুতুলের ঘর' (*A Doll's House*), 'প্রেতযোনি' (*The Ghosts*) এবং 'বুনো হাঁস' (*The Wild Duck*)। এই নাটকগুলির মধ্যে যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন সেখানে মূর্তের চেয়ে বিমূর্ত (Abstract) নামই বেশী মানানসই হয়েছিল। *Rosmersholm* নাটকের বিষয়বস্তু আরও বিমূর্ত, আরও অন্তর্মুখী। অন্তরীপের উপকূলবর্তী রোসমারশোল্‌ম নামক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের কাছে 'সাদা ঘোড়া' অপরিচিত ছিল না। এখানকার মানুষের কাছে এরা ছিল মৃত্যুদূত। রোসমারের পত্নীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও কেউ কেউ এদের 'মিল-রেশের' পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছিল। রোসমারের পরিচারিকা মিসেস হেলসেথের মতে ওদের দেখা গেলেই বুঝতে হবে রোসমারশোল্‌ম-এ কারও মৃত্যুর ঘণ্টা পড়েছে। এটিকে স্থানীয় অধিবাসীদের কুসংস্কার বা মানসিক দুর্বলতা বলা যেতে পারে; অথবা, বলা যেতে পারে অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনা; যাই হোক না কেন, গোটা *Rosmersholm* নাটকে এই অশ্বক্ষুরধ্বনি সবকিছুকে ছাপিয়ে যে একটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সৃষ্টি ক'রেছে সেকথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই আমাদের।

এছাড়া, প্রথম খসড়াটিতে দু'টি চরিত্রের ওপরেই তাঁর লক্ষ্য ছিল বেশী: একটি পুরুষ এবং একটি নারী। পুরুষটি হচ্ছে, 'a refined, aristocratic character who has switched to a liberal view-point, and been ostracized by all his former friends and acquaintances. A widower, had been unhappily married to a half-mad melancholic who ended by drowning herself.'

আর নারীটি হচ্ছে, 'a governess of his two daughters, emancipated, somewhat ruthless behind a refined exterior. Is regarded by their acquaintances as the evil spirit of the house; an object of suspicion and gossip.'

সেই প্রথম খসড়াটিতে আরও একটি নারীর (পুরুষটির পত্নী) পরিকল্পনা তাঁর ছিল। *এই দ্বিতীয় নারীর সঙ্গে প্রথম নারীর চরিত্রগত পার্থক্য কী হবে সে-বিষয়েও* প্রথম খসড়াটিতে কিছুটা আঁচ তিনি দিয়েছিলেন ঃ একজন নিষ্ক্রিয়তা আর নিঃসঙ্গতার প্রতীক ; আর একজন তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলা, যার মধ্যে আবেগ আর উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে, (One 'in danger of succumbing to inactivity and loneliness' ; and the other 'sharply observant ; rich passions beginning to dawn'.) ; কিন্তু ওই দুটি পরিকল্পনাই তিনি শেষ পর্যন্ত বর্জন করেছিলেন।

প্রথম খসড়াটিকে বাতিল করে দ্বিতীয় খসড়া শুরু করলেন তিনি। তখন নাটকটির নাম ওই একই ছিল। লেখাটি দ্রুতভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলও বেশ ঃ পয়লা জুনের মধ্যে প্রথম অঙ্ক শেষ হলো, আটই জুনের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ ক'রে তৃতীয় অঙ্ক শুরু করলেন তিনি। কিন্তু পাঁচদিন পরে, সেই খসড়াটিকেও নাকচ ক'রে দিলেন তিনি। শুরু করলেন তৃতীয় খসড়া। এবারে নাটকটির নাম দিলেন *Rosmersholm*। সেই সঙ্গে 'White Horses' নামটিও শিরোনামা থেকে বর্জিত হলো ; কিন্তু নাটক থেকে ইবসেন তাদের বর্জন করলেন না। এই 'সাদা ঘোড়া'র তাৎপর্য কী বোঝাতে গিয়ে, দ্বিতীয় খসড়াটিতে রেবেকার মুখ দিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ 'সাদা ঘোড়াগুলিকে বর্জন করার মধ্যেই মানুষ তার স্বাধীনতা উপলব্ধি করে।' রেবেকার কাছে সেই স্বাধীনতা হচ্ছে চিরাচরিত প্রথা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার স্বাধীনতা, পুরাতনের অচলায়তন ভেঙে নতুন ভাবধারাকে অভিনন্দন জানানোর অধিকারের স্বাধীনতা। পুরাতনের বিরুদ্ধে রেবেকা বিদ্রোহ করেছিল সত্যি কথা ; এবং সেই বিদ্রোহের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে রোসমারকে সে যে সাহায্য করেছিল সেকথাও মিথ্যা নয় ; কিন্তু যে প্রগতিবাদের নামে, মানবিকতার নামে নিজের অবচেতনায় মিথ্যার বীজ বপন করেছিল, এবং যে-বীজকে অঙ্কুরিত করার জন্যে রোসমার নিজেরই অজ্ঞাতসারে সেই বীজের ওপরে জলসিঞ্চন করেছিল তারই পরিণত ফসল হচ্ছে রেবেকা-রোসমারের জীবনট্র্যাজিডি। কামনবাসনার শৃঙ্খলে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সে কি 'সাদা ঘোড়া'র প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে ? ইবসেন তা জানতেন ; আর জানতেন ব'লেই 'সাদা ঘোড়া' রেবেকা-রোসমারের জীবন-রঙ্গমঞ্চে অলক্ষ্যে অভিনয় ক'রে গিয়েছে।

যাই হোক, এই তৃতীয় খসড়ার প্রথম অঙ্কটি শেষ করতে তাঁর লেগেছিল ১৫ই জুন থেকে ২৮শে জুন পর্যন্ত। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ করলেন তিনি ১লা থেকে ১২ই জুলাই-এর মধ্যে ; তৃতীয় অঙ্ক ১৫ই থেকে ২৪শে জুলাই, এবং চতুর্থ অঙ্কটি তাঁর শেষ হয়েছিল ২৬শে জুলাই থেকে ৪ঠা আগস্টের মধ্যে। এই তৃতীয় খসড়াটিই, কিছু পরিবর্জন আর পরিবর্ধনের পরে, বর্তমান নাটকের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ২৪শে নভেম্বর (১৮৮৬ খ্রীঃ)। নাটকটি শেষ করে প্রকাশক হেগেলকে তিনি লিখলেন ঃ 'It cannot as far as I promise offer grounds for attack from any quarter. I

hope, that it may provoke a lively debate.' প্রথম সংস্করণে নাটকটির আট হাজার কপি ছাপা হয়েছিল।

Wild Duck-এর মতই আলোচ্য নাটকটিও সমালোচকদের বেশ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। ইবসেনের যাঁরা গুণমুগ্ধ তাঁদের মধ্যেও অনেকেই মন্তব্য করলেন—নাটকটি নৈরাশ্যজনকভাবে দুর্বোধ্য। চরিত্রগুলি যতটা রক্তমাংসের তার চেয়েও অনেক বেশী বিমূর্ত। নাটকটির যাঁরা প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা কম। এই অল্পসংখ্যক গুণগ্রাহীদের মধ্যে ছিলেন Edvard Brandes ; তাঁর মতে, "ট্র্যাজিক কল্পনা আর পরিকল্পনার দিক থেকে নাটকের শেষ দৃশ্যটি ইবসেনের শ্রেষ্ঠ ("the final scene equals in tragic imagination the best that Ibsen has written") এবং একটিমাত্র যে আধুনিক উপন্যাসের সঙ্গে একে তুলনা করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে *Crime and Punishment* ·····নাটকটি নাট্যকারের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান ; রোসমারশোলম-এর কাছে আমি নতজানু হচ্ছি" ("and that the only modern work with which it could be compared was *Crime and Punishment*······*Rosmersholm* is a masterpiece. I kneel down before *Rosmersholm*.")। সেই সময় Strindberg-এর সঙ্গে ইবসেনের মনোমালিন্য ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও, কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি লিখলেন : "থিয়েটারের সাধারণ দর্শকদের কাছে নাটকটি দুর্বোধ্য ব'লে মনে হবে, অর্ধ-শিক্ষিতদের কাছে মনে হবে রহস্যময়, কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিষয়ে যাদের ধারণা রয়েছে নাটকটি তাদের কাছে পরিষ্কার ঝরঝরে" ("unintelligible to the theatre public, mystical to the half-educated, but crystal-clear to anyone with a knowledge of modern psychology")। মানুষের অবচেতনার নাছদুয়ারে যে-সব ক্রিয়াকলাপ চলে তাদের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কাজ। প্রগতির ধাক্কায় মানুষের অবচেতনায় যে আলোড়ন জাগে তাকে সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করাকেই মানুষ তার স্বাধীনতা ব'লে মনে করে ; আর তারই ফলে সংস্কারসাধন করতে গিয়ে মানবিকতার মূলে সে করে কুঠারঘাত। সে মনে করে ঈশ্বরাদিষ্ট ভাববাদীর মত মনুষ্যজাতির সামগ্রিক মঙ্গলের পাদপীঠে নিজেকে সে উৎসর্গ করেছে ; অথচ, ন্যায়ধর্ম, সততা এবং মানবতার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে অস্বীকার এবং সেগুলিকে সমূলোৎপাটিত করতে গিয়ে সে যে প্রতিমুহূর্তে নিজের আত্মিক মৃত্যু ঘটাচ্ছে সে বিষয়ে সে বিন্দুমাত্র অবহিত নয়। যখন অবহিত হয় তখন সে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, ফেরার আর পথ থাকে না তার। তখনই ওই 'সাদা ঘোড়ার দল' দ্রুতগামী ক্ষুরনিক্বণে তার সমাপ্তি ঘোষণা করে। একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। নিজেদের জীবন দিয়ে রেবেকা আর রোসমারকে পুরো হিসাব দাখিল করতে হয়েছে তাদের সেই মানবসত্তার কাছে। ইবসেনের এই অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় তাঁর জীবনীকার মাইকেল মেয়র বলেছেন : "Ibsen was for the first time not merely in his work but in any play for over two centuries,

overtly probing the unchartered waters of the unconscious mind."

নাট্যরচনার সময়ের দিক্ থেকে *Rosmersholm* হচ্ছে ইবসেনের শেষ পর্যায়ের প্রথম রচনা। তাঁর আগের পর্যায়ের শেষ নাটকের (*The Wild Duck*) ঠিক পরের রচনা ; এর পরের নাটকগুলি হচ্ছে ঃ *The Lady from the Sea, Hedda Gabler* (১৮৯০), *The Master Builder* (১৮৯২), *The Little Eyolf* (১৮৯৪), *John Gabriel Borkman* (১৮৯৬)। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানসিক সততার প্রয়োজন যে রয়েছে পূর্ববর্তী নাটকগুলির মত এগুলির মধ্যেও তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি ; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে নিজের সঙ্গে, নিজের আত্মার সঙ্গে মোকাবিলা করার সুযোগ মানুষকে এখানে তিনি দিয়েছেন। মানুষের বদ্ধমূল অনুভূতিগুলিকে সংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ, কারণ তাদের অনেক-গুলিই সামাজিক আর ধর্মীয় রীতিনীতির ধারক এবং বাহক ; কিন্তু মানুষের অবচেতন মনের মণিকোঠায় যে মানবিক সত্য নিহিত রয়েছে তাকে তো নিছক সংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানুষ সবাইকে ধাপ্পা দিতে পারে, পারে না কেবল নিজেকে। রেবেকা আর রোসমারের পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি। সত্যের বাটখারার মূল্যায়ন হয়েছে তাদের। এখানে সংঘর্ষ তাই আরও গভীর, আরো তীক্ষ্ন আত্মঘাতী, এবং আরো বেশী মর্মস্পর্শী।

এইদিক থেকে বিচার করলে *Rosmersholm* নাটকটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর মনস্তত্ত্বমূলক আধুনিক ট্র্যাজিডি বলা যেতে পারে। রেবেকা আর রোসমার গ্রীক ট্র্যাজিডির অনতিক্রম্য রুক্ষ হিংস্র কার্যকারণবিরোধী বনভূমির মধ্যে বিচরণ করে নি বটে, কিন্তু মনস্তত্ত্বের যে পথে তারা বিচরণ করেছে তা আদৌ কুসুমাচ্ছন্ন নয়, বিশেষ-ভাবে কণ্টকাকীর্ণ। অপরাধপ্রবণ বিবেক আর খুনী সন্দেহ তাদের জীবনকে বিষাদ-ক্লিষ্ট ক'রে তুলেছিল। এখানে নাট্যদ্বন্দ্বের সৃষ্টি বহিরাগত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে হয় নি, হয়েছে আত্মিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে। এখানে ঘটনাপ্রবাহ বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী। বাহ্যিক ঘটনার চাপটা এখানে খুবই গৌণ। নাট্যগতি এখানে দুর্বার হয়ে উঠেছে রেবেকা আর রোসমারের তীক্ষ্ন মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে। এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে নাটকটির বহিরঙ্গে। এলিস-ফারমোর সত্যি কথাই বলেছেন ঃ "The main plot of the play is to be found·· ·· in the series of hard-won victories by which Rebekka's soul affirms its allegience to the conversion it has experienced defining it even more clearly until the final perfection demands experssion in the outward drama, overwhelming her own life and the house of Rosmer."

কিন্তু এই দ্বন্দ্বটি কোথায় এবং কিসের ? এই দ্বন্দ্বটি হচ্ছে রেবেকা আর রোসমারের মনে, শাশ্বত মানবতাবোধ আর ন্যায়ধর্মের সঙ্গে প্রগতিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ; নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে পশ্চাৎগতির। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নাট্যগতিটি যে বেগে

এগিয়ে চলেছে আমরা ঠিক সেই বেগে পিছিয়ে চলেছি। কিন্তু আসলে তা নয়। নাটকের পশ্চাৎগতিটি আরও বেশী সহজ, আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যতই পেছিয়ে যাই রেবেকার চরিত্রটি আমাদের কাছে ততই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি নাটকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে যাদের অন্তর্নিহিত মূল্যটি রেবেকা যেমন প্রথম বুঝতে পেরেছে তেমনি আমরাও বুঝতে পেরেছি তার অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎসটি কোথায়। তার পরেই দেখা দিয়েছে রেবেকার দুটি স্বীকারোক্তি: একটি হচ্ছে ডঃ ক্রোলের কাছে সে যে সত্যমিথ্যায় মেশানো স্বীকারোক্তি করেছে সেটি, আর একটি হচ্ছে শেষ দৃশ্যে রোসমারের কাছে সে যে সত্যিকার স্বীকারোক্তি করেছে সেটি।

রোসমারদের বাড়ীটিই যেন ট্র্যাজিক বিষণ্ণতার একটি পাদপীঠ। এ বংশে কেউ কোনদিন হাসে নি। এখানকার জীবনধারা মানুষকে এতদিন 'উন্নত' ক'রে এসেছে, কিন্তু জবাই করেছে তার আনন্দকে। আদর্শবাদের একটা ভারি মেঘ এর ওপরে থমথম করছে। এটি কিন্তু নাটকের আসল ট্র্যাজিডি নয়, ট্র্যাজিডির উপকরণ হিসাবে আপাত-দৃষ্টিতে তা মনে হলেও, সেটি হচ্ছে আমাদের ট্র্যাজিক বিভ্রান্তি। কারণ, রোসমারদের জীবনধারা আনন্দকে জবাই করলেও জীবনকে সে উন্নত করেছে। আসল ট্র্যাজিডি হচ্ছে চারিত্রিক দুর্বলতার ফলে, রেবেকা আর রোসমার প্রয়াতা মিসেস রোসমারের ওপরে যে অন্যায় করেছিল নিজেদের জীবন দিয়ে তারই প্রায়শ্চিত্ত করেছিল তারা এবং স্বেচ্ছায়। সুতরাং এই আত্মাহুতিতে আনন্দ নেই সেকথা আমরা বলতে পারি নে। বীজ যে বুনবে ফসল তাকে কাটতেই হবে: "where I have sinned, it is right I should expiate."

কিন্তু এই অপরাধ করেছিল রেবেকা। নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধা হয়ে রেবেকা এসেছিল রোসমারের বাড়ীতে তার রুগ্না পত্নীর সেবাযত্ন করতে, এবং ধীরে ধীরে সেই সংসারের কার্যত গৃহকর্তীর পদটি সে লাভ করেছিল। রেবেকাকে রোসমার পেয়েছিলেন কর্মসঙ্গিনী এবং অনুপ্রেরণাদায়িনী হিসাবে। তারপরে একদিন রেবেকার কাছে ইঙ্গিত পেয়ে এবং স্বামীকে নিষ্কণ্টক করার শুভ ইচ্ছায় মিসেস রোসমার 'মিল-রেশে' গিয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। রেবেকা রোসমারকে বোঝালো যে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার ফলে মিসেস রোসমার আত্মহত্যা করেছে। রোসমারও সেকথা বিশ্বাস করেছিলেন। শ্যালক ক্রোলের ইঙ্গিতেই এবিষয়ে তার প্রথম সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, রেবেকার স্বীকারোক্তিতে সেই সন্দেহ তার পরিণত হলো প্রত্যয়ে। রেবেকারও আত্মোপলব্ধি হলো সেই সময়। মিথ্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সত্যের কাছে জীবন উৎসর্গ করে, রেবেকার হাত ধরে রোসমার শেষ পর্যন্ত তাই করলেন।

নাটকের প্রাণ হলো তার সংলাপ। ইবসেনের নবপর্যায়ের নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সংলাপ। এখানে প্রতিটি চরিত্রই তার নিজের ভাষায় কথা বলে। এক চরিত্র অন্য চরিত্রের ভাষায় কথা বলে নি এখানে। রোসমার কথা বলেছে গম্ভীর গদ্যে,

সম্ভ্রান্ত অভিজাত মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে। ক্রোল যে দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ তা বোঝা যায় তার ভাষার শব্দাড়ম্বরে। জননেতার মত মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা দিয়েছে। মিসেস হেলসেথের কথা গৃহস্থের পরিচায়িকার মত ঘরোয়া। ব্রেনভেল চরিত্রের দিক থেকে উচ্ছৃংখল ; তার ভাষার মধ্যেও কথ্য আর সাধুভাষার মিশ্রণ। মর্টেনসগার কাগজের লোক। তার ভাষাটি বেশ ঝাঁঝালো। রেবেকা ছোট ছোট কথা বলে, অথচ তা ঋজু এবং জোরালো, মানসিক চাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষা হয়ে ওঠে তির্যক, মাঝে মাঝে জ্বালাময়ী।

সুনীলকুমার ঘোষ

॥ চ রি ত্রা ব লী ॥

জন রোসমার, রোসমারশোলমের সত্ত্বাধিকারী, স্থানীয় গীর্জার ভূতপূর্ব যাজক

রেবেকা ওয়েস্ট, রোসমারের বাড়ীতে থাকে

ক্রোল, রোসমারের শ্যালক, স্থানীয় স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল

উলরিক ব্রেনডেল

পেডার মর্টেনসগার

মিসেস হেলসেথ, রোসমারশোলমের পরিচারিকা

স্থান : নরওয়ের পশ্চিমে একটি ছোট শহরের কাছে রোসমারশোলম নামে পুরানো একটি জায়গা ; একটি অন্তরীপের ধারে।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

রোসমারশোল্মের একটি বসতবাড়ীর ঘর ; বেশ বড়, পুরানো ; আর আরামের। মঞ্চের পেছনদিকে ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা উনোন, বার্চ গাছের সাদা ডাল আর বুনো ফুল দিয়ে সাজানো। আরও পেছনে একটা দরজা। পেছনের দেওয়ালে হলঘরে যাওয়ার একটা ভাঁজকরা দরজা। বাঁদিকে দেওয়ালের গায়ে একটা জানালা। তার সামনে একটা উঁচু চৌকি। তার ওপরে ফুল আর লতানে গাছ। উনোনের পাশে একটা টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার। দেওয়ালের গায়ে চার-পাশে পুরানো আর নতুন পাদরী, অফিসার আর উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ছবি। তাঁদের গায়ে পেশাগত পোষাক। জানালা আর হলঘরে যাওয়ার দরজা খোলা। বাইরে বড়-বড় গাছের বাগান সেই বাগানবাড়ীর দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা। সূর্য অস্তমিত।

জানালার ধারে একটা ইজি চেয়ারের ওপরে বসে রয়েছে রেবেকা ওয়েস্ট। ব'সে ব'সে বড় সাদা একটা পশমের শাল বুনছে, কুরুশকাঠি দিয়ে। বোনা প্রায় তার শেষ হয়ে আসছে। বুনতে বুনতে প্রায়ই গাছের পাতার ভেতর দিয়ে উদ্গ্রীব হয়ে বাইরের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ডানদিক থেকে মিসেস হেলসেথ এসে দাঁড়ালেন।

মিসেস হেলসেথ ॥ টেবিলের ওপরে রাত্রির খাবার বরং সাজিয়ে রাখি। না, কী বলেন, মিস ?

রেবেকা ॥ রাখুন, রাখুন। মিং রোসমার এখনই এসে পড়বেন।

মিসেস হেলসেথ ॥ আপনার গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে না, মিস ?

রেবেকা ॥ হঁ্যা ; একটু লাগছে। আপনি বরং জানালাটা বন্ধই ক'রে দিন।

[মিসেস হেলসেথ এগিয়ে গিয়ে হলঘরের দরজাটা বন্ধ করে জানালার কাছে দাঁড়ায়]

মিসেস হেলসেথ ॥ [জানালাটা বন্ধ করার আগে বাইরের দিকে তাকিয়ে] ওই তো ; মিঃ রোসমার আসছেন না ?

রেবেকা ॥ [তাড়াতাড়ি] কই ! কোথায় ! [উঠে পড়ে] হঁ্যা, হঁ্যা, তিনিই বটে ! [পর্দার আড়ালে এসে] পাশে সরে আসুন। উনি যেন আমাদের দেখতে না পান।

মিসেস হেলসেথ ॥ [ঘরের মধ্যে পিছিয়ে এসে] দেখুন দেখুন মিস, আবার তিনি কলবাড়ী যাওয়ার রাস্তা দিয়ে আসছেন।

রেবেকা ॥ ওই রাস্তা দিয়ে তিনি পরশুও গিয়েছিলেন। [পর্দা আর জানালার ভেতর দিয়ে সে বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখালো] কিন্তু এখন দেখা যাক তিনি……

মিসেস হেলসেথ ॥ সাঁকোর ওপর দিয়ে আসেন কি না, এইতো ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; সেইটাই আমি দেখতে চাই। [তারপরেই] না। ওদিক থেকে ঘুরে যাচ্ছেন। আজও সেইরকম ঘুরে ঘুরে আসছেন। [জানালার কাছ থেকে সরে আসে] সারা পথটা।

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তাইতো। কী কষ্ট ! অবশ্য ওই পোলটা পেরিয়ে আসা ও'র কাছে নিশ্চয়ই কষ্টকর—যে জায়গায় অমন একটা কাণ্ড ঘটেছে···

রেবেকা ॥ [কুরুশকাঠি আর পশম একপাশে সরিয়ে রেখে] রোসমারশোল্‌মের মানুষেরা অনেকদিন ধ'রে তাদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের আত্মাকে আঁকড়িয়ে থাকে।

মিসেস হেলসেথ ॥ আমার কথা যদি ধরেন তাহলে, মিস, আমি বলতে পারি যে মৃত আত্মারাই রোসমারশোল্‌মকে অনেকদিন ধরে আঁকড়িয়ে থাকে।

রেবেকা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] মৃত আত্মারা ?

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ ; আমার ধারণা, পেছনে-ফেলে-আসা কারও কাছ থেকেই মৃত আত্মারা নিজেদের যেন সরিয়ে নিতে পারে না।

রেবেকা ॥ একথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ?

মিসেস হেলসেথ ॥ তা না হলে, আমি নিশ্চিৎ যে, এই সাদা ঘোড়াটাকে কিছুতেই এখানে দেখা যেতো না।

রেবেকা ॥ ওঃ ! তাই বুঝি ? আচ্ছা মিসেস হেলসেথ, এই সাদা ঘোড়ার ব্যাপারটা কী বলুন তো ?

মিসেস হেলসেথ ॥ ও-বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। তা ছাড়া, ওসব জিনিস আপনি বিশ্বাসও করেন না।

রেবেকা ॥ আপনি করেন ?

মিসেস হেলসেথ ॥ [এগিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ ক'রে] আপনি যে আমাকে ঠাট্টা করবেন সে-সুযোগ আপনাকে আমি দেব না, মিস। [বাইরের দিকে তাকিয়ে] এ কী কাণ্ড ! মিঃ রোসমার আবার সেই কলবাড়ী যাওয়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন ব'লে মনে হচ্ছে না ?

রেবেকা ॥ [বাইরের দিকে তাকিয়ে] ওই লোকটি ! [জানালার কাছে গিয়ে] না ! উনি হচ্ছেন আমাদের প্রিন্সিপ্যাল !

মিসেস হেলসেথ ॥ তাইতো তাইতো ! ডঃ ক্রোলই বটে !

রেবেকা ॥ ভালই হলো, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। আমার কথা যে ঠিক তা আপনি দেখতে পাবেন।

মিসেস হেলসেথ ॥ সাঁকোর ওপর দিয়েই সোজা হেঁটে আসছেন তিনি। অথচ, সেই মেয়েটি ছিল ও'রই বোন, একেবারে সহোদরা। যাই, টেবিলে খাবার ঠিক করে রাখি গে।

[ডানদিক দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। রেবেকা জানালার ধারে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে একটু হেসে সে মাথা নাড়ে। মনে হলো, বাইরে কাউকে সে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। অন্ধকার হ'তে শুরু করেছে।]

রেবেকা ॥ [এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে দরজা দিয়ে বলে] মিসেস হেলসেথ, আমাদের আজ সত্যিকার কিছু ভাল জিনিস খাওয়াবেন ? ডঃ ক্রোল কী খেতে সবচেয়ে ভালবাসেন তা আপনি জানেন।

মিসেস হেলসেথ ॥ [বাইরে থেকে] নিশ্চয়, নিশ্চয় মিস। খাওয়াবো।

রেবেকা ॥ [হলঘরে যাওয়ার দরজা খুলে] অবশেষে—এতদিন পরে ! ডঃ ক্রোল, খুব খুশি হয়েছি আপনাকে দেখে।

ক্রোল ॥ [হলঘরে ঢুকে, ছড়িটা রেখে] ধন্যবাদ। আপনাকে তাহলে বিরক্ত করছি না ত ?

রেবেকা ॥ আপনি ! একথা আপনি বলতে পারলেন ?

ক্রোল ॥ [ভেতরে এসে] সব সময়েই আপনি উদার। [এপাশে ওপাশে তাকিয়ে] রোসমার সম্ভবত ওপরে, তাঁর নিজের ঘরে রয়েছেন ?

রেবেকা ॥ না ; তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। ফিরে আসতে আজ তাঁর একটু দেরীই হচ্ছে। তবে, শীঘ্রিই ফিরে আসবেন তিনি। [সোফার দিকে আঙুল বাড়িয়ে] ততক্ষণ আপনি বসুন—কেমন ?

ক্রোল ॥ [টুপিটা খুলে রেখে] ধন্যবাদ। [ব'সে চারপাশে তাকান] বাঃ – বাঃ ! পুরানো ঘরটাকে কী চমৎকারই না সাজিয়েছেন ! চারপাশে ফুলের হাট বসেছে।

রেবেকা ॥ তাজা ফুটন্ত ফুল মিঃ রোসমার খুবই ভালবাসেন।

ক্রোল ॥ আমার ধারণা আপনি নিজেও কম ভালবাসেন না।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; ফুলের গন্ধ মনটাকে তাজা করে। কিন্তু কটা দিন আগেও এ-আনন্দ আমাদের বর্জন করতে হয়েছিল।

ক্রোল ॥ [গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে] হতভাগ্য বেটি কোন গন্ধ সহ্য করতে পারত না।

রেবেকা ॥ কোন রঙ-ও না। ও দুটো জিনিসেই তিনি এত অস্বস্তি বোধ করতেন যে·········

ক্রোল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; সব আমার মনে রয়েছে। [প্রফুল্ল স্বরে] এখানকার সব কুশল তো ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; মোটামুটি একরকম চলেছে ; শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা আমাদের। একদিন থেকে আর একটি দিনের কোন পার্থক্য এখানে নেই। আপনাদের খবর কী ? আপনার স্ত্রীর······ ?

ক্রোল ॥ হায় মিস ওয়েস্ট, আমার বিষয়ে কিছু আলোচনা না করাই ভাল। আমাদের মত সংসারে একটা না একটা ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকে। বিশেষ ক'রে, আমাদের যুগটাই হচ্ছে উতলা।

রেবেকা ॥ [একটু চুপ ক'রে থেকে, সোফার ধারে একটা ইজি চেয়ার টেনে এনে] কিন্তু এত বড় ছুটি গেল, অথচ, একদিনও তো আমাদের এখানে আপনি আসেন নি। কেন বলুন তো ?

ক্রোল ॥ মানে, কারও বাড়ীতে বারবার বিরক্ত করতে যাওয়া কি উচিত ?

রেবেকা ॥ আপনার সঙ্গ যে আমরা কীভাবে হারিয়েছি তা যদি জানতেন…

ক্রোল ॥ আর তা ছাড়া, আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম, মানে— জানেন—

রেবেকা ॥ জানি—দু'সপ্তাহের জন্যে। রাজনৈতিক সভায় যাচ্ছিলেন আপনি—তাই নয় ?

ক্রোল ॥ [ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ। কী বলেন আপনি ? আপনি কি কখনও ভাবতে পারেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একজন সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা হয়ে বাজার গরম করবো—অ্যাঁ ?

রেবেকা ॥ [হেসে] ডাঃ ক্রোল, চিরকালই আপনি বাজার কিছুটা গরম ক'রে এসেছেন।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; শুধু নিজে কিছু আমোদ করার জন্যে। কিন্তু ভবিষ্যতে সত্যি সত্যিই আমি বাজার গরম করবো। আপনি কি র‍্যাডিক্যালদের সংবাদপত্র পড়েন ?

রেবেকা ॥ প্রিয় প্রিন্সিপ্যাল, আমি অস্বীকার করি নে যে…

ক্রোল ॥ প্রিয় মিস ওয়েস্ট, আপত্তির কিছু নেই , পড়লে, আপত্তিকর কিছু করবেন না।

রেবেকা ॥ না , আমারও তাই মনে হয়। দেশে কী ঘটছে সে-বিষয়ে আমাকে অবশ্যই ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।

ক্রোল ॥ ব্যাপারটা কী জানেন ? আপনি মহিলা। এখানে যেসব গৃহবিবাদ, গৃহযুদ্ধই বলা যায়, চলছে সে-সব ব্যাপারে আপনি যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন কোন অবস্থাতেই আমি তা আশা করি নে ; কিন্তু তথাকথিত জনদরদী ভদ্রলোকেরা আমার বিরুদ্ধে অনুগ্রহ ক'রে যে সব বিষোদ্গার করছে সেগুলি আপনি যে পড়বেন সেটা আমি আপনার কাছ থেকে আশা করি—তারা ভাবে এইসব নক্কারজনক আক্রমণ করার অধিকার তাদের রয়েছে ?

রেবেকা ॥ অবশ্যই না, কিন্তু আমার ধারণা সেইসব আক্রমণ বেশ জোরের সঙ্গেই আপনি প্রতিরোধ করতে পেরেছেন।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ ; পেরেছি। সেকথা আমাকে বলতেই হবে। কারণ, আমি এখন রক্তের স্বাদ পেয়েছি ; এবং তারা বুঝতে পারবে যে আমি সেই জাতীয় মানুষ নই যে কোন একটি আদর্শের জন্যে…[থেমে] কিন্তু থাক। এখন ওসব আলোচনা ক'রে লাভ নেই। রাজনীতির আলোচনা করলে মন খারাপ হয়ে যায়।

রেবেকা ॥ সেই ভাল। ও-আলোচনা ক'রে লাভ নেই, ডঃ ক্রোল।

ক্রোল ॥ তার চেয়ে বরং বলুন এখানে আপনার কেমন কাটছে—আপনি তো এখন একা। আমাদের হতভাগ্য বিটি…

রেবেকা ॥ তা একরকম ভালই চলছে, ধন্যবাদ। অবশ্য নানাদিক থেকে জায়গাটা এমনি খালি খালি লাগে। এখন তো সে নেই। স্বাভাবিকভাবেই তার অভাবটা আমরা বুঝতে পারছি ; কষ্ট-ও হয় তার জন্যে। তা ছাড়া—

ক্রোল ॥ আপনি কি এখানেই থেকে যাবেন, মানে, মোটামুটি স্থায়িভাবে ?

রেবেকা ॥ প্রিয় ডঃ ক্রোল, কী যে করবো তা আমি এখনও ঠিক ক'রে উঠতে পারি নি। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে আমি এমনই মিশে গিয়েছি যে মনে হয় আমিও এখানকারই মানুষ।

ক্রোল ॥ আপনি! হ্যাঁ; আমারও তাই মনে হচ্ছে!

রেরেকা ॥ অবশ্য মিঃ রোসমার যদি মনে করেন আমাকে দিয়ে তাঁর কোন কাজ হবে তাহলে আমি হয়ত এখানে থেকেও যেতে পারি।

ক্রোল ॥ [একটু আবেগর সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে] চমৎকার কথা! অপরের সেবায় যে রমণী নিজের যৌবনের সমস্ত আবেদনকে অনাদরে ফিরিয়ে দেন—এই আপনি যা করছেন আর কি…

রেবেকা ॥ এ ছাড়া আর কী নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো?

ক্রোল ॥ আপনি যখন এখানে প্রথম এসেছিলেন তখন আপনার বিকলাঙ্গ পালক পিতার সঙ্গে আপনার একটা খিটিরমিটির লেগেই থাকতো। আপনার ওপরে তাঁর দাবী ছিল বড় অসঙ্গত।

রেবেকা ॥ ফিনমার্কে থাকার সময় ডঃ ওয়েস্ট অতটা জোরজুলুম করতেন না। সেকথা আপনি ভাববেন-ও না। সেই ভয়ানক সমুদ্রযাত্রাগুলিই তাঁর স্বাস্থ্য আর মনকে ভেঙে একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা যখন এখানে এসে পেঁছিলাম তার পরের দুটো বছরই আমাদের বেশ কষ্ট হয়েছিল। তারপরেই তিনি মারা গেলেন।

ক্রোল ॥ আর এ-বাড়ীতে আসার পরে? সেই দিনগুলি আপনার কাছে আরও কষ্টকর হয়ে ওঠে নি?

বেরেকা ॥ না—না, ওকথা বলবেন না। বিটিকে আমি খুব ভালবাসতাম। আহা, বেচারা! কেউ সেবাযত্ন করবে, কেউ একটু সহানুভূতি দেখাবে এমন একজন লোকের প্রয়োজনও তার ছিল।

ক্রোল ॥ তার সম্বন্ধে এতটা উদারভাবে কথা বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। এতে আপনার উদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

রেবেকা ॥ প্রিয় ডঃ ক্রোল, [একটু কাছে গিয়ে] আপনি বেশ উদার আন্তরিকভাবে কথা বলছেন বলেই আমি ধরে নিচ্ছি আমার ওপরে আপনার কোন বিদ্বেষ নেই।

ক্রোল ॥ বিদ্বেষ! একথার অর্থ?

রেবেকা ॥ অবশ্য আমার বিষয়টা আপনার কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হয়ে থাকলে খুব একটা আশ্চর্য হব না। এখানে, এই রোসমারশোল্‌মে সব ব্যাপারেই নিজের ইচ্ছামত আমি চলাফেরা করি এই দেখে এখানকার মানুষদের অবাক হওয়ারই কথা। হাজার হোক, আমি তো বাইরে থেকে এসেছি।

ক্রোল ॥ মানে,… শুনুন…শুনুন…

রেবেকা ॥ কিন্তু, বুঝতে পারছি আপনি তা হন না। [হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে] ধন্যবাদ, প্রিয় ডঃ ক্রোল, ধন্যবাদ!

ক্রোল ॥ কিন্তু, এইরকম একটা উদ্ভট ধারণা আপনার হলো কী ক'রে ?
রেবেকা ॥ আপনি এখানে আসা কমিয়ে দিয়েছিলেন বলেই আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

ক্রোল ॥ তাহলে, আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় আপনি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করেছিলেন, মিস ওয়েস্ট। তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, আপনার চালচলনে সত্যিকার কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। বেচারা বিটির দুঃখময় জীবনের শেষ কটা বছর আপনিই তো এখানকার সবকিছু দেখাশোনা করেছিলেন, আপনি-ই, আর কেউ নয়।
রেবেকা ॥ বিটির হয়েই সাময়িকভাবে আমি কাজ চালিয়ে গিয়েছিলাম।
ক্রোল ॥ সে যাই হোক—। ব্যক্তিগতভাবে আমার আদৌ কিছু মনে করা উচিত নয় আপনি যদি—। কিন্তু আমার ধারণা, এসব কথা কারও বলা উচিত নয়।
রেবেকা ॥ কী সব কথা ?
ক্রোল ॥ এ-বাড়ীর শূন্যস্থান যদি শেষ পর্যন্ত আপনি পূর্ণ করেন—
রেবেকা ॥ যে-স্থান আমি চেয়েছিলাম, ডঃ ক্রোল, সে-স্থান আমি পেয়েছি।
ক্রোল ॥ ব্যাপারটা অবশ্য খরে-দরে তাই দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু—
রেবেকা ॥ [বাধা দিয়ে, গম্ভীরভাবে] থামুন, থামুন ডঃ ক্রোল। এইসব ব্যাপার নিয়ে অত হাল্কা সুরে আপনি কথা বলছেন কী ক'রে ?
ক্রোল ॥ অবশ্য একথা সত্যি যে আমাদের প্রিয় বন্ধু রোসমার মনে করেন বিবাহিত জীবনে তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু তা হলেও—
রেবেকা ॥ আপনার কথা শুনে আমি যে না হেসে পারছি না তা আপনি জানেন।
ক্রোল ॥ তা না হয় হাসলেন; কিন্তু মিস ওয়েস্ট সত্যি বলুন তো—যদি প্রশ্নটা অবশ্য অশোভন না হয়—আপনার বয়স এখন ঠিক কত ?
রেবেকা ॥ বলতে আমার লজ্জা করছে, ডঃ ক্রোল; কিন্তু আমার বয়স এখম ঊনতিরিশ পেরিয়ে গিয়েছে। তিরিশ ছুঁই-ছুঁই করছি আমি।
ক্রোল ॥ ও! আর রোসমার? তার কত বয়স? দাঁড়ান, দাঁড়ান, সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। তাহলে তার বয়স এখন তেতাল্লিশের সামান্য একটু বেশী হবে। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা খুব মানানসই হবে!

রেবেকা ॥ [দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ, তা—তা খুবই মানানসই হবে। আজ রাত্রিতে আপনি এখানে খেয়ে যাবেন তো ?

ক্রোল ॥ ধন্যবাদ। আমিও তাই ভাবছিলাম! কারণ, বন্ধুর সঙ্গে আমারও কিছু আলোচনা করার রয়েছে। তাহলে মিস ওয়েস্ট, আমার সম্বন্ধে আর যাতে আপনার কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় সেইজন্যে আগের মত এখন থেকে প্রায় আমি এখানে আসবো।
রেবেকা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ; আসবেন। [করমর্দন ক'রে] ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আপনি সত্যিই বড় ভালমানুষ।

ক্রোল ॥ [একটু বিকৃত স্বরে] ও, তাই বুঝি ! আমার নিজের বাড়ীর লোকেরা কিন্তু আমার সম্বন্ধে অন্য কথা বলে ।

[ডানদিকের দরজা দিয়ে জন রোসমার ঘরে ঢোকেন]

রেবেকা ॥ মিঃ রোসমার, এখানে কে বসে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন ?

রোসমার ॥ মিসেস হেলসেথ সেকথা আমাকে বলেছেন । [ক্রোল দাঁড়িয়ে ওঠেন]

রোসমার ॥ [করমর্দন করেন । তাঁর ব্যবহার বেশ ভদ্র আর সংযত] প্রিয় ক্রোল, আবার সুস্বাগতম । [ক্রোলের দু'কাঁধে দুটো হাত রেখে, এবং তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে] প্রিয় পুরানো বন্ধু আমার ! আবার যে একদিন আমাদের মধ্যে বোঝাপাড়া হবে সেদিক থেকে আমি নিশ্চিত ছিলাম ।

ক্রোল ॥ কিন্তু প্রিয় বন্ধু, তোমারও কি ওইরকম একটা উদ্ভট ধারণা রয়েছে নাকি— যে কোথাও একটা ভুল হয়েছিল ?

রেবেকা ॥ [রোসমারকে] সবটাই যে একটা ধারণা সেটা ভাবতে বেশ ভাল লাগছে, তাই না ?

রোসমার ॥ ক্রোল. সত্যিই কি তাই ? কিন্তু তাহলে, আমাদের কাছ থেকে নিজেকে তুমি এভাবে সরিয়ে নিলে কেন ?

ক্রোল ॥ [শান্ত এবং গম্ভীরভাবে] কারণ, আমি এখানে এলে সেই দুঃখের দিন-গুলির কথা তোমার মনে প'ড়ে যেতো ; সেই সঙ্গে মনে প'ড়ে যেতো তার কথা যে ওই কলের পাশে সমুদ্রের মধ্যে মারা গিয়েছিল ! সেইজন্যেই আমি আসি নি ।

রোসমার ॥ এতে তোমার উদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে ! চিরকালই তুমি বিবেচক । কিন্তু ওই কারণে, এখান থেকে দূরে সরে সরে থাকার কোন প্রয়োজন তোমার ছিল না । সোফায় বসি এস [তাঁরা সোফার ওপরে বসলেন] না ; বিটির কথা ভবলে আমার মোটেই কষ্ট হয় না । রোজই তার কথা আমরা আলোচনা করি । আমরা মনে করি এখনও সে এই পরিবারেরই একজন ।

ক্রোল ॥ সত্যিই ?

রেবেকা ॥ [আলো জ্বালিয়ে] হ্যাঁ ; সত্যিই তাই ।

রোসমার ॥ খুবই স্বাভাবিক ; আমরা দুজনেই তার প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলাম । এবং রেবেকা—মানে. মিস ওয়েস্ট আর আমি মনে মনে জানি সেই বেচারা হতভাগ্য নারীটিকে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছি । সেদিক থেকে অনুশোচনা করার কোন কারণ আমাদের নেই । সেইজন্যেই বিটির কথা ভাবতে এখন আমার বেশ ভাল লাগে ; মনে শান্তিও পাই যথেষ্ট ।

ক্রোল ॥ বা, বা ! তোমাদের কথা শুনে খুশি হলাম ! ভবিষ্যতে রোজ আমি এখানে এসে তোমাদের দেখে যাব ।

রেবেকা ॥ [একটা ইজি চেয়ারের ওপরে বসে] খুব ভাল । কথাটা যেন মনে থাকে ।

রোসমার ॥ [একটু ইতস্তত ক'রে] প্রিয় ক্রোল, আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হোক এ আমি কোনদিনই চাই নি। আমাদের যেদিন প্রথম আলাপ হয়েছিল সেদিন থেকে উপদেশ নেওয়ার দরকার হলে তোমারই মুখ চেয়ে আমি বসে থাকতাম। —মানে, সেই ছাত্রাবস্থা থেকে।

ক্রোল ॥ আর—আর—আমিও তার যথেষ্ট দামই দিতাম। এখন এমন কোন বিশেষ কারণ কি— ?

রোসমার ॥ অনেক কথা রয়েছে তোমার সঙ্গে, অনেক, অনেক কথা। সে-সব বিষয় নিয়ে মন-প্রাণ খুলে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, মিঃ রোসমার, আমি তা বুঝতে পারি। আমার ধারণা, বেশ ভালই হবে—মানে, পুরানো দুটি বন্ধুর মধ্যে –

ক্রোল ॥ আর তুমিও বিশ্বাস করতে পার যে তোমার সঙ্গে আমারও অনেক বেশী কথা রয়েছে। কারণ, আমি যে এখন সক্রিয় রাজনীতিতে নেমেছি, আমার ধারণা, তা তুমি জান।

রোসমার ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু রাজনীতিতে নামলে কেন ?

ক্রোল ॥ নামতে হলো, বুঝেছ। ভাল লাগুক আর না লাগুক, না নেমে আমার উপায় ছিল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছু দেখে যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। র‍্যাডিক্যালরা এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেছে যে তা ভাবলেও আতঙ্ক লাগে; এখন আর চুপচাপ্ ব'সে থাকার সময় নেই। শহরে আমাদের যে সামান্য কয়েকজন বন্ধুবান্ধব রয়েছেন তাদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা সেইজন্যে আমি করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর পাওয়া যাবে না।

রেবেকা ॥ [একটু হেসে] সত্যিই কি একটু দেরী হয়ে যায় নি ?

ক্রোল ॥ অবশ্য কিছুটা আগেই যদি এই গতি রোধ করা যেত তাহলে নিঃসন্দেহে ভাল হতো; কিন্তু এরকম ব্যাপার যে ঘটবে তা কে ভাবতে পেরেছিল ? অন্তত, আমি পারি নি। [চেয়ার থেকে ওঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে] এখন আমার চোখ খুলে গিয়েছে। কারণ বিদ্রোহের এই বীজ আমার স্কুলের ভেতর পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছে !

রোসমার ॥ স্কুলের মধ্যে ? নিশ্চয় তোমার স্কুলে নয় ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ, আমার নিজের স্কুলেই। কী ভাবছো তুমি ? আমার নজরে এসেছে যে আমার উঁচু ক্লাশের ছাত্রেরা –মানে, কয়েকজন ছাত্র, ছ'মাসের বেশী একটা গুপ্ত চক্র তৈরী করেছে। সেইখানে তারা মর্টেনসগারের কাগজ নিচ্ছে।

রেবেকা ॥ লাইট হাউস পত্রিকা ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ দেশের ভবিষ্যৎ সেবকদের মনের সুখাদ্য যোগাচ্ছে যে কাগজ ! তাই না ? কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে ক্লাসের যারা সবচেয়ে ভাল ছেলে তারাই আমার উপর চক্রান্ত করছে। কেবল নীরেট ছেলেরাই এই চক্রে যোগ দেয় নি।

রেবেকা ॥ ডঃ ক্রোল, এর জন্যে সত্যিই কি আপনার দুঃখ হচ্ছে ?

ক্রোল ॥ সত্যিকার দুঃখ ! আমার জীবনের সাধনা এইভাবে বানচাল হয়ে যাচ্ছে তাই দেখে ! [আর একটু শান্তভাবে] কিন্তু সে না হয় যা হোক হলো ! কারণ, ওর চেয়ে আরো একটা দুঃসংবাদ রয়েছে। [চারপাশে তাকিয়ে দেখে] আশা করি, দরজার বাইরে থেকে কেউ আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনবে না ?

রেবেকা ॥ না, অবশ্যই না।

ক্রোল ॥ মানে, এই মতবিরোধ আর বিদ্রোহ আমার নিজের বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আমার নিজের শান্ত ঘরে। শান্তি নষ্ট করেছে আমার গার্হস্থ্য জীবনের।

রোসমার ॥ [দাঁড়িয়ে ওঠে] কী বললে ! বাড়ীতে তোমার নিজের সংসারে—?

ক্রোল ॥ বিশ্বাস করবে, আমার নিজের ছেলেরা— ! সত্যি কথা বলতে কি, স্কুলে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার পাণ্ডা হচ্ছে ওই লরিটস। আর হিলদা একটা লাল ব্যাগ বুনেছে। তার ভেতরে সে লাইট হাউস কাগজটা লুকিয়ে রাখে।

রোসমার ॥ একথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তোমার সংসারে—তোমার নিজের বাড়ীতে।

ক্রোল ॥ এরকম কথা কে ভাববে বল ? আমার বাড়ীতে যেখানে প্রতিদিন সবাই আমার নির্দেশ মেনে চলতো—বজায় রাখতো শৃঙ্খলা—এতদিন পর্যন্ত যেখানে ছিল একটিমাত্র উদ্দেশ্য।

রেবেকা ॥ আপনার স্ত্রী ব্যাপারটাকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন ?

ক্রোল ॥ সেইটাই তো সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনা। যে মহিলা তাঁর সারা জীবন ছোট বা বড় সব ব্যাপারে আমার মতকেই মেনে নিয়েছেন, সমর্থন ক'রে এসেছেন আমার মতবাদ এমনকি তিনিও অনেক ব্যাপারে আজকাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। এইসব ঘটনার জন্যে এখন তিনি আমাকে দোষ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ছেলেমেয়েদের আমিই দাবিয়ে রাখছি। যেন দাবিয়ে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—। বুঝতেই পারছো, এই ধরনের একটা মতবিরোধ আমার সংসারে দানা পাকিয়ে উঠেছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই, এসব বিষয়ে আমি খুব কম কথা বলি। এসব ব্যাপারে চুপ করে থাকাই ভাল। [ঘরের চারপাশে পায়চারি করতে করতে] ওপস্‌, ওপস্‌ ! [পেছনে দুটো হাত রেখে তিনি জানালার কাছে দাঁড়ালেন ; তারপরে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে]

রেবেকা ॥ [রোসমারের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে তাড়াতাড়ি—ক্রোলের কানে তা যায় নি] বলুন।

রোসমার ॥ [খুব অস্পষ্টভাবে] এখনই না।

রেবেকা ॥ [সেইভাবে] এই সময় ! [সরে গিয়ে আলো ঠিক করে]

ক্রোল ॥ [ঘরের ওপাশ থেকে ফিরে এসে] প্রিয় রোসমার, এখন তুমি সব জানতে পারলে। যুগের উচ্ছৃঙ্খলতা কেমন ক'রে আমার ব্যক্তিগত আর পেশাগত জীবনের ওপরে ছায়াপাত করেছে তা তুমি দেখতে পাচ্ছ। এখন আমার কী কর্তব্য ? আমার

হাতে যা অস্ত্র রয়েছে তাই দিয়ে কি আমাদের যুগের এই জঘন্য, নাশকতামূলক আর বিভেদকারক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত নয়? হ্যাঁ, প্রিয় বন্ধু; আমি ঠিক তাই করছি। আর সেই লড়াই চলেছে লেখার এবং বক্তৃতার ভিতর দিয়ে।

রোসমার ॥ তাই নাকি? তুমি কি ভেবেছ এইভাবেই তুমি একে সংশোধন করতে পারবে?

ক্রোল ॥ চেষ্টা তো করতে হবে। নাগরিক হিসাবে দেশকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করাই হবে আমার কাজ এবং, আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিকের উচিত সেই কাজ করা—যদি অবশ্য নিজের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সে সচেতন হয় সত্যি কথা বলতে কি, আজ সন্ধ্যায় বিশেষ ক'রে সেইজন্যেই আমি এখানে এসেছি।

রোসমার ॥ কিন্তু ভাই, কী বলছো বলতো— ? আমি কী—মানে·· ?

ক্রোল ॥ পুরানো বন্ধুদের সাহায্য করবে। আমার আর সব বন্ধুরা যা করছেন তুমিও তাই করবে। তুমিও এস; যথাসাধ্য সাহায্য কর আমাদের।

রেবেকা ॥ কিন্তু ডঃ ক্রোল, মিঃ রোসেমার যে এইরকম জিনিস কত অপছন্দ করেন তা তো আপনি জানেন।

ক্রোল ॥ সেই মনোবৃত্তি এখন ওকে অবশ্যই ছাড়তে হবে। রোসমার, নিজের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট সচেতন হচ্ছ না। এইখানে ব'সে, ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যে নিজেকে তুমি রুদ্ধ ক'রে রেখেছো। ঐতিহাসিক গবেষণার যে দাম রয়েছে সেকথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এখন সে সময় নয়! দেশের অবস্থা যে কীরকম অগ্নিগর্ভ সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা তোমার নেই। আমাদের এতদিন যে-সব ধারণা ছিল সেগুলি প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। সেইসব ভুলের জঞ্জাল পরিষ্কার করা বিরাট একটা পরিশ্রমের কাজ।

রোসমার ॥ সে-বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরকম কাজের অযোগ্য আমি।

রেবেকা ॥ এবং আমার ধারণা, মিঃ রোসমার আগে জীবনটাকে যে চোখে দেখতেন এখন দেখবেন তার চেয়েও খোলা চোখে।

ক্রোল ॥ [চমকে] তার চেয়েও খোলা চোখে?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ; অথবা, ইচ্ছে হলে বলতে পারেন, আরও মুক্তভাবে; আরও নিরপেক্ষভাবে।

ক্রোল ॥ এ কথার অর্থ? রোসমার, এটা সত্যি কথা নয় যে জনপ্রিয় নেতাদের হঠাৎ সাময়িক বিজয়ে প্রতারিত হওয়ার মত দুর্বল তুমি?

রোসমার ॥ প্রিয় বন্ধু, তুমি ভালই জান যে রাজনীতির কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তা বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আমার সত্যিসত্যিই মনে

হচ্ছে স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় আজকালকার মানুষেরা যেন সে-সম্বন্ধে কিছু চিন্তা-ভাবনা করছে।

ক্রোল ॥ অ্যাঁ! আর ওটা যে একটা ভাল জিনিস সেকথা তুমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছ! যাই হোক, বন্ধু, বিরাট ভুল করছো তুমি। এখানে আর শহরে, র‍্যাডিক্যালদের ভেতরে কী জাতীয় মতবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সেটা একটু অনুধাবন কর। 'লাইট হাউস' কাগজে যে-সব জ্ঞানের কথা ছাপানো হচ্ছে সেই সব কথা মানুষরা কপচিয়ে বেড়াচ্ছে—একেবারে হুবহু!

রেবেকা ॥ এখানকার এবং আরও অনেক মানুষের ওপরে মর্টেনসাগারের যে বেশ প্রভাব রয়েছে সেকথা সত্যি।

ক্রোল ॥ তাহলেই ব্যাপারটা বোঝ! যে লোকটার অতীত জীবন হচ্ছে ওইরকম জঘন্য! লোকটা একটা স্কুলে পড়াতো। নীতিহীন আচার-আচরণের জন্যে সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সেই লোকটাই আজ জননেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে! আর সেইখানেই সে সফল হয়েছে। সত্যিকার সফলতা বলতে যা বোঝায়! এবং এখন শুনতে পাচ্ছি সে তার কাগজের প্রচার বাড়াতে যাচ্ছে। সে নাকি একজন উপযুক্ত সহকারী খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে সে সংবাদ আমার কানে এসেছে।

রেবেকা ॥ আপনি এবং আপনার বন্ধুরা মিলে একটা বিরোধী পত্রিকা বার করছেন না এই ভেবে আমার অবাক লাগছে।

ক্রোল ॥ তাই আমরা করতে যাচ্ছি। 'কাউনটি নিউজ' ব'লে কাগজটা আমরা আজ কিনে নিয়েছি। টাকাপয়সার ব্যাপারে কোন অসুবিধে হবে না; কিন্তু [রোসমারের দিকে ফিরে] এখন আমি আসল কাজের কথাটা বলি। আমাদের আসল অসুবিধে হচ্ছে কাগজ পরিচালনার ব্যাপারে—সম্পাদকীয় দপ্তর দেখাশোনা করার কাজে। ওইটাই আমাদের দুর্ভাবনায় ফেলেছে। একটা সৎ উদ্দেশ্যের জন্যে রোসমার, তুমি কি এই বিভাগের দায়িত্ব নিতে পার না?

রোসমার ॥ [কিছুটা ভয় পেয়ে] আমি!

রেবেকা ॥ আপনি এমন কথা ভাবতে পারলেন কেমন ক'রে?

ক্রোল ॥ জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে তোমার যে একটা ভীতি থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক; সেখানে বক্তারা জনসাধারণের কাছ থেকে যে দুর্ব্যবহার পায় তাও যে তুমি পেতে চাইবে না সেটাও না হয় বুঝলাম; কিন্তু সম্পাদকরা কাজ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে, অথবা, সত্যি কথা বলতে কি—

রোসমার ॥ না, না, ভাই; ওকাজের ভার আমার ওপরে নিশ্চয় তুমি দেবে না।

ক্রোল ॥ ওকাজে হাত পাকানোর ইচ্ছে আমার নিজেরই ছিল। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার দায়-দায়িত্ব এমনিতেই অনেক বেশী। কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছ—এখন তোমার নিজস্ব কোন পেশার চাপ নেই; অবশ্য আমরা সবাই তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

রোসমার ॥ ক্রোল, ও কাজ আমি পারবো না। ওকাজের যোগ্য আমি নই।

ক্রোল ॥ যোগ্য নও? তোমার বাবা যখন তোমার রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন তখনও তুমি ওই কথাই বলেছিলে।

রোসমার ॥ আমি ঠিক কথাই বলেছিলাম। সেইজন্যেই সেই চাকরি আমি ছেড়েও দিয়েছি!

ক্রোল ॥ শোন, পাদরীর কাজ তুমি যেভাবে করেছিলে সেইভাবে যদি সম্পাদকের কাজটাও কর তাহলেই আমরা খুশি হব।

রোসমার ॥ প্রিয় ক্রোল, তোমাকে আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি—ও কাজ আমি পারবো না।

ক্রোল ॥ যাই হোক, কর আর নেই কর, তোমার নামটা আমাদের ব্যবহার করতে দেবে তো, নাকি?

রোসমার ॥ আমার নাম?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ! জন রোসমারের শুধু নামটাই আমাদের কাগজকে অনেক সাহায্য করবে। আমাদের বাকি সবাই হচ্ছে পাকা রাজনীতিবিদ্‌। সত্যি কথা বলতে কি শুনতে পাচ্ছি কট্টর রাজনীতিবিদ বলে আমাকে ওরা ইতিমধ্যেই বর্জন করেছে। সেইজন্যে আমাদের নাম থাকলে যে ভ্রান্ত জনসাধারণের মধ্যে কাগজের প্রচার হবে না সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিৎ। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। এই যুদ্ধ থেকে সব সময় নিজেকে তুমি দূরে সরিয়ে রেখেছ। তোমার মত ভদ্র, সৎ চরিত্রের মানুষ-তোমার অভিজাত চিন্তাধারা আর নির্ভেজাল ন্যায়পরায়ণবৃত্তি—এখানকার সবাই জানে, প্রশংসাও করে। তারপরে একসময়ে পাদরী থাকার ফলে এ অঞ্চলে সকলে শ্রদ্ধাভক্তিও করে তোমাকে। সবার ওপরে, বুঝেছ, তোমার প্রাচীন আর সম্মানিত বংশের নাম!

রোসমার ॥ ওঃ—বংশ, বংশ—

ক্রোল ॥ [প্রতিকৃতিগুলির দিকে তাকিয়ে] রোসমারশোল্‌মের রোসমারেরা—যাজক আর সেনানীর দল—জনসেবক, দেশবাসীর আস্থাভাজন মানুষ সবাই; সত্যিকার ভদ্রলোক বলতে আমরা যা বুঝি তাঁদের প্রত্যেকে ছিলেন তাই। প্রায় দু'শ বছর ধরে এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী হিসাবে এই পরিবারটি সুনাম কিনেছে। [রোসমারের কাঁধের ওপরে একটা হাত রেখে] রোসমার, সেই পরিবারের মানুষ তুমি। যে জিনিসগুলিকে আমাদের সমাজে পবিত্র বলে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিকে রক্ষা জন্যে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তুমি দায়বদ্ধ। [রেবেকার দিকে ঘুরে] মিস ওয়েস্ট, আপনি কী বলেন?

রেবেকা ॥ [শান্তভাবে, মৃদু হেসে] প্রিয় ডঃ ক্রোল, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে।

ক্রোল ॥ কী বললেন! হাস্যকর?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; কারণ, আমাকে স্পষ্ট ক'রেই বলতে হবে—

রোসমার ॥ [তাড়াতাড়ি] না, না—বলবেন না—! এখন না।

ক্রোল ॥ [দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে] কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা—কী এমন··· ? [হঠাৎ থেমে গিয়ে] হুম !

[ডানদিকে দরজার কাছে মিসেস হেলসেথকে দেখা গেল]

মিসেস হেলসেথ ॥ পেছনের দরজায় একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলছে বাড়ীর কর্তার সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।

রোসমার ॥ [স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে] তাই বুঝি ! আসতে বলুন।

মিসেস হেলসেথ ॥ এখানে ? এই বসার ঘরে ?

রোসমার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মিসেস হেলসেথ ॥ বসার ঘরে ডেকে আনার মত তার চেহারা নয়।

রেবেকা ॥ কীরকম চেহারা, মিসেস হেলসেথ ?

মিসেস হেলসেথ ॥ মানে, দেখার মত নয়, মিস।

রেবেকা ॥ নাম বলে নি ?

মিসেস হেলসেথ ॥ বলেছে হেকম্যান, না, ওইরকম কী একটা হবে।

রোসমার ॥ ও-নামের কাউকে তো চিনি নে।

মিসেস হেলসেথ ॥ তারপরে বললে, তাকে লোকে উলরিক বলেও ডাকে।

রোসমার ॥ [চমকে উঠে] উলরিক-হেটম্যান ! এই নাম বলেছেন ?

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ, হেটম্যান। ওই নামটাই।

ক্রোল ॥ নিশ্চয় ও-নামটা আমি শুনেছি—

রেবেকা ॥ ওই নামেই তো তিনি লিখতেন—সেই অত্যাশ্চর্য—

রোসমার ॥ [ক্রোলকে] বুঝেছ, ওইটা হচ্ছে উলরিক ব্রেন্‌ডেলের ছদ্মনাম।

ক্রোল ॥ সেই অপদার্থ উলরিক ব্রেন্‌ডেল্ ! ঠিক, ঠিক।

রেবেকা ॥ তাহলে, এখনও তিনি বেঁচে রয়েছেন !

রোসমার ॥ ভেবেছিলাম কোন একটা নট্ট কোম্পানীর সঙ্গে তিনি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ক্রোল ॥ তার সম্বন্ধে আমার শেষ সংবাদ হচ্ছে সে একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করছে।

রোসমার ॥ তাঁকে আসতে বলুন, মিসেস হেলসেথ।

মিসেস হেলসেথ ॥ বলছি [বেরিয়ে যায় ঘর থেকে]

ক্রোল ॥ লোকটাকে সত্যিই তুমি ঘরে ডেকে আনবে নাকি ?

রোসমার ॥ কেন ? তিনি এক সময় আমার শিক্ষক ছিলেন তা তুমি জান।

ক্রোল ॥ জানি। এবং এও জানি যে সেই লোকটি তোমার মাথাটিকে বিদ্রোহী চিন্তাধারায় ভর্তি ক'রে দিয়েছিল ; আর তারই ফলে, ঘোড়ার চাবুক উঁচিয়ে তোমার বাবা তাকে এ-বাড়ীর চৌহদ্দী ছেড়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

রোসমার ॥ [কিঞ্চিত তিক্তভাবে] বাবা ছিলেন কমান্ডিঙ অফিসার—এমনকি তাঁর নিজের বাড়ীতেও।

ক্রোল ॥ তোমার মৃত পিতাকে সেজন্যে ধন্যবাদ জানাও, প্রিয় রোসমার। এইতো এসে গিয়েছে!

[উলরিক ব্রেন্‌ডেলের জন্যে মিসেস হেলসেথ ডানদিকের দরজাটা খুলে দেয়; তারপরে, তার পেছনে দরজাটা বন্ধ ক'রে চলে যায়। আগন্তুকের চেহারাটা সুন্দর; দাড়ি আর মাথার চুল সাদা, সামান্য রোগাটে; কিন্তু কর্মঠ আর শক্তিমান। ভবঘুরের পোষাক তাঁর পরিধানে; কোট আর জুতো শতচ্ছিন্ন! কোটের নিচে কোন সার্ট নেই। হাতে পুরানো একজোড়া কালো দস্তানা। বগলে একটা ময়লা নরম টুপী; হাতে বেড়ানোর একটা ছড়ি]

উলরিক ব্রেন্‌ডেল ॥ [একটু ইতস্ততকরেন; তারপরে দ্রুতগতিতে ক্রোলের দিকে এগিয়ে যান; হাতটা বাড়িয়ে বলেন] গুড ইভনিঙ জন!

ক্রোল ॥ ক্ষমা করবেন—

ব্রেন্‌ডেল ॥ আমার সঙ্গে আবার তোমার দেখা হবে একথা কি তুমি কোনদিন ভেবেছিলে? তাও এই ঘৃণ্য, জঘন্য ঘরের ভেতরে?

ক্রোল ॥ না, না। আমি নয়—[আঙুল বাড়িয়ে] ওই—

ব্রেন্‌ডেল ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] সত্যি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই তো! জন, প্রিয় বৎস—তুমি—আমার সেই সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র— !

রোসমার ॥ [তাঁর হাতটা ধ'রে] আমার পুরানো মাস্টার মশাই।

ব্রেন্‌ডেল ॥ কয়েকটি তিক্ত স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও, এ বাড়ীতে একটু না এসে আমি রোসমারশোল্‌ম ছেড়ে চলে যেতে চাই নি।

রোসমার ॥ এখন আপনাকে এখানে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

ব্রেনডেল ॥ আ! সুন্দরী রমণী—? [মাথাটা নুইয়ে] নিশ্চয় মিসেস রোসমার।

রোসমার ॥ মিস ওয়েস্ট।

ব্রেন্‌ডেল ॥ তাহলে, নিকট আত্মীয়া। আর ওই যে আমার অপরিচিত ভদ্রলোকটি—? উনি নিশ্চয় তোমার সতীর্থ?

রোসমার ॥ উনি হচ্ছেন ডঃ ক্রোল, আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার।

ব্রেন্‌ডেল ॥ ক্রোল? এক মিনিট। কলেজে আপনি কি ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ব্রেন্‌ডেল ॥ আরে, তাহলে তো আপনাকে আমি চিনতাম মশাই!

ক্রোল ॥ মা-নে—

ব্রেন্‌ডেল ॥ আপনি কি—?

ক্রোল ॥ আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

ব্রেন্‌ডেল ॥ ধর্মের ধ্বজাধারী যাঁরা ডিবেটিঙ সোসাইটি থেকে আমাকে বিতাড়িত করেছিলেন আপনি তাঁদেরই একজন। তাই না ?

ক্রোল ॥ খুবই সম্ভব। ও ছাড়া আপনার সঙ্গে আর কোন পরিচয় যে আমার হয়েছে সেকথা আমি অস্বীকার করি।

ব্রেন্‌ডেল ॥ ঠিক আছে ঠিক আছে, *Nach Belieben Herr doktor*. তাতে আমার কিছু যায় আসে না। পরিচয় স্বীকার করুন বা না করুন, উলরিক ব্রেন্‌ডেল কাউকেই পরোয়া করার বান্দা নয়।

রেবেকা ॥ মিঃ ব্রেন্‌ডেল, আপনি শহরে যাচ্ছেন, তাই না ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ আপনি সত্যি কথাই বলেছেন, মাদাম। জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে মাঝে·মাঝে আমাকে কিছু কাজ করতে হয়। কাজ করার আমার যে ইচ্ছে থাকে তা নয় ; তবে ওই যে—কঠোর বাস্তব—

রোসমার ॥ কিন্তু প্রিয় মিঃ ব্রেন্‌ডেল, আপনাকে যৎসামান্য সাহায্য করার সুযোগ কি আপনি আমাকে দেবেন না ? মানে, কোনরকম আর কি—

ব্রেন্‌ডেল ॥ অসঙ্গত প্রস্তাব। আমাদের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন রয়েছে সেটাকে তুমির ছিঁড়ে ফেলতে চাও ? না-না-জন, কক্ষনো না !

রোসমার ॥ কিন্তু শহরে আপনি যাচ্ছেন কেন ? কাজ যোগাড় করা যে আপনার পক্ষে সহজ হবে না তা আপনি—

ব্রেন্‌ডেল ॥ বৎস, ওটা তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও। এখন আর আমার ফিরে আসার উপায় নেই। এই আমি—যে-আমি·তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সেই আমি একটি বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আজ পর্যন্ত যত পরিকল্পনা জীবনে আমি গ্রহণ করেছি তাদের সব কটিকে একসঙ্গে করলে যা দাঁড়ায় এটি হচ্ছে তার চেয়েও বিরাট। [ডঃ ক্রোলকে] এই চমৎকার শহরে মোটামুটি ভাল, ভদ্র আর কিছু লোক ধরার মত কোন 'পাবলিক হল' রয়েছে কিনা সেকথা কি প্রফেসরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

ক্রোল ॥ ওয়ার্কিঙ মেনস সোসাইটির হলটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

ব্রেন্‌ডেল ॥ নিঃসন্দেহে :সেই শ্রেষ্ঠ সোসাইটির সঙ্গে যুবকদের শিক্ষাদাতা আপনার কোন অফিসিয়াল সম্পর্ক রয়েছে কি ?

ক্রোল ॥ না। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

রেবেকা ॥ [ব্রেন্‌ডেলকে] পেডের মর্টেনসগারের কাছে আপনাকে দরখাস্ত করতে হবে।

ব্রেন্‌ডেল ॥ ক্ষমা করবেন, মাদাম, তিনি আবার কোন্ জাতীয় গণ্ডমূর্খ !

রোসমার ॥ তিনি যে মূর্খ সেকথা আপনি ধরে নিলেন কী ক'রে ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ নামটা শুনেই কি বোঝা যায় না যে লোকটি হচ্ছে নিচু জাতের ?

ক্রোল॥ এরকম উত্তর আমি আশা করি নি।

ব্রেন্‌ডেল ॥ কিন্তু আমার দ্বিধাকে আমি জয় করবো। এ ছাড়া, অন্য কিছু করার-ও *নেই। আমার মত কোন মানুষ : যখন জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করে—।* তাহলে, সব ঠিক হয়ে গেল। এই মানুষটির সঙ্গে আমি যোগাযোগ করবো—আলাপ করবো নিজেই—

রোসমার ॥ জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু করার কথাটা আপনি কি সত্যি সত্যিই বললেন ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় ! বৎস, উলরিক ব্রেন্‌ডেল যা করে, যা ভাবে তার মধ্যে যে কিছু ভাঁওতাবাজি নেই তা তুমি ভালভাবেই জান। দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন নতুন মানুষ হ'তে যাচ্ছি। এতদিন আমি চুপচাপ বসেছিলাম। এখন সেই আলস্য আমি ঝেড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছি।

রোসমার ॥ কিভাবে—?

ব্রেন্‌ডেল ॥ জীবনটাকে শক্ত হাতে ধ'রে। এগিয়ে যাও, উপরে ওঠো। আয়নাস্ত সূর্যের বাত্যাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় আমরা বেঁচে রয়েছি। অর্থাৎ, মুক্তির বেদীতে আমার সামান্য শক্তিকে আমি নিক্ষেপ করেছি।

ক্রোল ॥ মানে, আপনিও—?

ব্রেন্‌ডেল ॥ [সবাইকে লক্ষ্য ক'রে] বিশ্বের এ-অঞ্চলের মানুষেরা আমার বিভিন্ন রচনার সঙ্গে কি খুব পরিচিত রয়েছে ?

ক্রোল ॥ না, সত্যি বলতে গেলে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে—

রেবেকা ॥ আমি অনেক পড়েছি। আমার পালিত পিতার কাছে সেগুলি ছিল।

ব্রেন্‌ডেল ॥ তাহলে, প্রিয় মহিলা, আপনি আপনার সময় নষ্ট করেছেন। কারণ, সেগুলি একদম বাজে।

রেবেকা ॥ তাই বুঝি ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ হ্যাঁ, যেগুলি আপনি পড়েছেন। আমার সত্যিকারের দামি লেখাগুলি কেউ পড়ে নি—না পুরুষ, না নারী—কেউ না, একমাত্র আমি ছাড়া !

রেবেকা ॥ কীরকম ? আশ্চর্য ব্যাপার তো !

ব্রেন্‌ডেল ॥ কারণ, সেগুলি এখনও লেখাই হয় নি।

রোসমার ॥ কিন্তু, প্রেয় মিঃ ব্রেন্‌ডেল—

ব্রেন্‌ডেল ॥ জন, আমি যে কিঞ্চিৎ সিবারাইট, অর্থাৎ, আত্মসুখভোগী, তা তুমি জান। একজন *Feinschmecker* -চিরকালই আমি তাই। নিজের আনন্দ নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার নীতিতেই আমি বিশ্বাসী। এইভাবেই আমি দ্বিগুণ আনন্দ পাই—কুড়িগুণও বলতে পার। সোনালী স্বপ্নগুলি আমার ওপরে নেমে এসে আমাকে যখন আচ্ছন্ন করে ফেলতো, যখন নতুন-নতুন ধোঁয়াটে মূল্যবান চিন্তা-ভাবনাগুলি আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে আমাকে তাদের পাখায় তুলে শূন্যে উড়ে যেতো তখন তাদের আমি কবিতা, কল্পনা আর ছবিতে রূপান্তরিত করতাম। খসড়া করতাম আরকি—বুঝতেই পারছো।

রোসমার ॥ বুঝেছি, বুঝেছি।

ব্রেন্ডেল ॥ সে সময়ে কী আনন্দই না পেতাম ; আনন্দে মশগুল হয়ে যেতাম। সৃষ্টির একটা রহস্যময় উচ্ছ্বাস—হ্যাঁ, আমি যা বলেছি, তারই একটা অস্পষ্ট আলেখ্য। হাততালি বল, কৃতজ্ঞতা বল, যশ আর সম্মান—সবই আমি সংগ্রহ করেছি ; আনন্দে আমার ভরা হাত দুটো থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছে। আমার চিন্তার গোপন মণিকোঠায় প্রাণ ভ'রে তাঁদের আমি পান করেছি—এত বিরাট—এত উন্মাদনাময় সেই আনন্দ—!

ক্রোল ॥ হুম্—

রোসমার ॥ কিন্তু সেগুলিকে কোনদিন লিখে রাখেন নি ?

ব্রেন্ডেল ॥ একটা কথাও না। লেখার নীরস, যান্ত্রিক পদ্ধতিটা সব সময়েই আমার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর বীতস্পৃহার সৃষ্টি করেছে। আর তাছাড়া, সেই বিশুদ্ধ আনন্দ আমি যখন নিজেই ভোগ করতে পারি তখন আমার আদর্শকে বারবনিতার মত পাঁচজনের সেবায় নিয়োজিত করবো কেন ? কিন্তু এখন সেগুলিকে আমি পরিত্যাগ করবো! কথাটা সত্যি যে স্বামীর বাহুর মধ্যে মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে মায়েরা যেমন যন্ত্রণা পায় আমিও সেইরকম যন্ত্রণা পাচ্ছি। তবুও, তাদের আমি আহুতি দেব—আহুতি দেব মুক্তির বেদীর ওপরে। সারা দেশ জুড়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেব সুপরিকল্পনার মাধ্যমে।

রেবেকা ॥ [বেশ জোরের সঙ্গে] ভালই হবে, মিঃ ব্রেন্ডেল। আপনার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি আপনি বিসর্জন দিচ্ছেন।

রোসমার ॥ একমাত্র জিনিস।

রেবেকা ॥ [বিশেষ ইঙ্গিতে ভরা দৃষ্টি দিয়ে রোসমারের দিকে তাকিয়ে] আমাদের মধ্যে ক'জন তা করতে পারে—করার সাহস আছে কজনের ?

রোসমার ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] কে জানে ?

ব্রেন্ডেল ॥ আমার শ্রোতারা সব মুগ্ধ হয়েছেন। এতেই আমার হৃদয় উৎফুল্ল, হয়ে উঠেছে : আমার ইচ্ছাশক্তিকে করেছে শক্ত ইস্পাতের মত। এবং, এই সম্বল ক'রে, আমি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা—। [ক্রোলকে] শহরে 'টেমপারেন্স সোসাইটি' কোথায় রয়েছে আমাদের সৎ শিক্ষক কি আমাকে তা বলতে পারেন ? যেখানে কেউ মদ খায় না। আমি নিশ্চিৎ যে এরকম একটা জায়গা এ-শহরে রয়েছে।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ, আছে। ইচ্ছে করলে, আপনি সেখানে যেতে পারেন। আমি হচ্ছি সেই সমিতির সভাপতি।

ব্রেন্ডেল ॥ আপনাকে প্রথম দেখেই আমি কি তা বুঝতে পারি নি! এক সময় আমি আপনার কাছে গিয়ে সেখানে এক সপ্তাহ থাকার জন্যে অনুমতিপত্র সই করতে পারি।

ক্রোল ॥ ক্ষমা করবেন। আমরা সাপ্তাহিক কোন আবাসিক গ্রহণ করি না।

ব্রেনডেল ॥ হে আত্মম্ভরী মহাশয়, ওইরকম সমিতিতে উলরিক ব্রেনডেল কোনদিন জোর করে ঢুকতে চায় না। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কিন্তু এ-বাড়ীর স্মৃতিটা আমার মনে এত জ্বলজ্বল করছে যে আর বেশীক্ষণ এখানে থাকাটা আমার উচিত হবে না। শহরে গিয়ে কোথাও থাকার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে আমাকে। আশা করি, এ-শহরে থাকার মত ভাল কোন হোটেল রয়েছে।

রেবেকা ॥ যাবার আগে গরম কিছু যাবেন না ?

ব্রেনডেল ॥ কী ধরনের ?

রেবেকা ॥ এক কাপ চা অথবা—

ব্রেনডেল ॥ উদার আতিথিপরায়না মহিলা, আপনাকে ধন্যবাদ ! কিন্তু ব্যক্তিগত আতিথেয়তার ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে কোনদিন আমার ভাল লাগে না। [হাত নেড়ে] বিদায়, প্রিয় বন্ধুরা ! [দরজার দিকে এগিয়ে যান ; তারপরেই ফিরে আসেন] হ্যাঁ, ভাল কথা, জন—রেভারেন্ড মিঃ রোসমার, পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার ভূতপূর্ব শিক্ষকের একটা উপকার করবে ?

রোসমার ॥ নিশ্চয় করবো ; খুব আনন্দের সঙ্গেই।

ব্রেনডেল ॥ ভাল। তাহলে, দু'এক দিনের জন্যে তোমার একটা ইস্ত্রিকরা কপ-দেওয়া শার্ট আমাকে ধার দাও তো।

রোসমার ॥ ব্যস ! আর কিছু নয় !

ব্রেনডেল ॥ কারণ, দেখতেই পাচ্ছ আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এই এই রকম ক'রে আরকি। আমার বাক্স-প্যাঁটরা আসছে পেছনে।

রোসমার ॥ বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু আর কিছু দরকার নেই ?

ব্রেনডেল ॥ হ্যাঁ, বলছি। গরমের দিনে পরার মত তোমার ছেঁড়া একটা ওভারকোট দিতে পার ?

রোসমার ॥ নিশ্চয় পারি।

ব্রেনডেল ॥ আর সেই কোটের সঙ্গে পরার মত যদি একজোড়া দেওয়ার মত বুটজুতো থাকে—

রোসমার ॥ তাও আমি নিশ্চয় দিতে পারবো। আপনার ঠিকানাটা আমাকে জানালেই সেগুলি আমি পাঠিয়ে দেব।

ব্রেনডেল ॥ না, না—ওসবের দরকার নেই। তোমাকে ও-সব কষ্ট আমি দিতে চাই নি। টুকরো-টাকরা জিনিসগুলো আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব।

রোসমার ॥ বেশ ; তাহলে, আমার সঙ্গে ওপরে আসুন।

রেবেকা ॥ উঁহু ! আমিই যাচ্ছি। মিসেস হেলসেথ আর আমি দুজনেই ব্যবস্থা করছি।

ব্রেনডেল ॥ সম্ভবত এই অভিজাত মহিলাকে আমি চাই নে—

রেবেকা ॥ না—না। ও কিছু নয়। আসুন, মিঃ ব্রেন্‌ডেল। [ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

রোসমার ॥ [ব্রেন্‌ডেলকে থামিয়ে] আর কী আমি করতে পারি বলুন।

ব্রেন্‌ডেল ॥ আর কী ! ঠিক মনে পড়ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। জন, তোমার কাছে আটটা শিলিঙ রয়েছে ?

রোসমার ॥ দেখি। [ব্যাগ খুলে] আমার কাছে দুটো নোট রয়েছে, দশ শিলিঙ ক'রে।

ব্রেন্‌ডেল ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওতেই হবে, ও দুটো নোটই আমি নিতে পারি। শহরে ভাঙানি সব সময়েই আমি পেতে পারবো। আপাতত, ধন্যবাদ। মনে রেখো দুটো দশ আমি নিয়ে গেলাম। প্রিয় বৎস, শুভরাত্রি। নমস্কার স্যার।

[ডানদিক দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রোসমার দরজার কাছে গিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন দরজাটা]

ক্রোল ॥ হায় ঈশ্বর ! এই সেই উলরিক ব্রেন্‌ডেল ! এরই কাছ থেকে মানুষ একদিন অত আশা করেছিল !

রোসমার ॥ [শান্তভাবে] নিজের মতে বেঁচে থাকার সাহস অন্তত তাঁর রয়েছে। আমার ধারণা, ওটা খুব ছোট জিনিস নয়।

ক্রোল ॥ নয় ! এইরকমভাবে জীবন কাটানো ছোট জিনিস নয় ? আমার মনে হয়, ও এখনও তোমার চিন্তাধারাগুলিকে গুলিয়ে দিতে পারে।

রোসমার ॥ না—না। আমার পথ এখন আমি পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছি।

ক্রোল ॥ প্রিয় রোসমার, দেখতে যে পাচ্ছো সে-বিষয়ে নিশ্চিৎ হ'তে পারলে আমি খুশি হতাম। বাইরের ঠাট্টা তোমাকে বিপজ্জনকভবে আকর্ষণ করে।

রোসমার ॥ এস, বসি। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ ; বসি, এস। [দুজনেই একটা সোফাব ওপরে বসলেন]

রোসমার ॥ [একটু থেমে] বেশ আরাম লাগছে, তাই না ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ। বেশ আরামই লাগছে ; আর বেশ শান্তিপূর্ণ। হ্যাঁ, রোসমার ; নিজের জন্যে তুমি একটি ঘর তৈরী করেছে ; আর আমি ? আমি হারিয়েছি আমার ঘর।

রোসমার ॥ ও কথা বলো না। আজ যারা পৃথক্ হয়েছে সময়ে তারা আবার এসে মিলে যাবে।

ক্রোল ॥ কখনও না, কখনও না। হুলটা তবুও থেকে যাবে। আগের মত কোন-দিনই তা হতে পারে না।

রোসমার ॥ শোন ক্রোল, আমরা অনেক দিনের ঘনিষ্ট বন্ধু। আমাদের সেই বন্ধুত্ব ভেঙে যেতে পারে একথা কি তুমি ভাবতে পারো ?

ক্রোল ॥ আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে বিশ্বে এমন কোন জিনিসই আমার চোখে পড়ছে না। একথা তোমার মনে হলো কেন?

রোসমার ॥ চিন্তায় আর মতে আমাদের দুজনকে এক হতে হবে—এরই ওপরে তুমি এত জোর দিলে কিনা।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ; তাই বটে। কিন্তু মূলত আমাদের দুজনের মত তো একই। অন্তত, প্রধান এবং মূল বিষয়গুলিতে।

রোসমার ॥ [শান্তভাবে] না। আর তা নয়।

ক্রোল ॥ [প্রায় লাফিয়ে উঠে] কী! কী!

রোসমার ॥ [সোফায় বসে] যেখানে বসে রয়েছ সেইখানেই বসে থাকতে হবে তোমাকে। ক্রোল, দয়া করে বসো।

ক্রোল ॥ কী বলছো তুমি? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। খুলে বল!

রোসমার ॥ আমার চিন্তার জগতে একটি নতুন বসন্ত এসে দেখা দিয়েছে। চোখের ওপরে ভেসে উঠেছে একটি নতুন যৌবন। আর সেইজন্যেই আমি আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

ক্রোল ॥ কোথায়? তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কোথায়?

রোসমার ॥ তোমার ছেলেমেয়েরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

ক্রোল ॥ তুমি? তুমি! কিন্তু অসম্ভব। কোথায় দাঁড়িয়ে আছ বললে?

রোসমার ॥ লরিটস আর হিলদা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ক্রোল ॥ [মাথাটা নিচু ক'রে] ধর্মত্যাগী! জন রোসমার, ধর্মত্যাগী, কাফের!

রোসমার ॥ যাকে তুমি স্বধর্মত্যাগ বলছো তাতেই আমি খুশী, খুব খুশী। ওরই জন্যে আমি এত কষ্ট পেয়েছি। কারণ, আমি ভালভাবেই জানতাম যে একথা জানতে পারলে তুমি খুবই দুঃখ পাবে।

ক্রোল ॥ রোসমার, এ-ধাক্কা কোনদিনই আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো না। [ম্লানভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে] হায়রে, এমন কি তুমিও তাদের দলে যোগ দেবে, এই হতভাগ্য দেশকে ধ্বংস করার কাজে তুমিও তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে একথাও ভাবতে হচ্ছে আমাকে!

রোসমার ॥ এটা হচ্ছে মুক্তির কাজ, এই কাজে আমি যোগ দিতে চাই।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ; আমি সব জানি। যারা অপরকে প্রলুব্ধ করে, আর যারা সেই প্রলোভনের শিকার হয়—এই দুদলই একে মুক্তিযুদ্ধ বলেই চিহ্নিত করে! কিন্তু যে উচ্ছ্বাস আমাদের সমাজ জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে তার মধ্যে মুক্তির কোন চিহ্ন থাকতে পারে একথা কি সত্যিই তুমি বিশ্বাস কর?

রোসমার ॥ বর্তমান যুগের রাজনীতি আমাকে আকর্ষণ করে না। রাজনৈতিক দলগুলির ওপরেও আমার কোন মোহ নেই। চারপাশ থেকে মানুষ সংঘবদ্ধ করতে আমি চাই। যত বেশী সংখ্যক লোককে যতটা সংঘবদ্ধ করা সম্ভব সে চেষ্টা

আমি করবো। আমি কেবল এইজন্যে বেঁচে থাকতে চাই। দেশের মধ্যে সত্যিকার গণতন্ত্রী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

ক্রোল ॥ অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট গণতন্ত্রী নয়? আমাকে, এবং আমি মনে করি, আমাদের সবাইকে কাদার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা বেশ পাকা করে ফেলা হয়েছে। এতে কেবল সাধারণ মানুষদেরই সুবিধে হবে।

রোসমার ॥ ঠিক সেইজন্যেই গণতন্ত্রকে তার আসল পথে আমি পরিচালিত করতে চাই।

ক্রোল ॥ কোন্ পথ?

রোসমার ॥ যে-পথে চললে দেশের সব মানুষ 'নোবলমেন' হয়ে উঠবে।

ক্রোল ॥ সব—স···বাই—!

রোসমার ॥ অন্তত, যত বেশী সম্ভব।

ক্রোল ॥ কী উপায়ে?

রোসমার ॥ তাদের মনকে মুক্ত ক'রে, কামনাকে পবিত্র ক'রে। তাইতো আমার মনে হয়।

ক্রোল ॥ রোসমার, অলস স্বপ্ন দেখছো তুমি, তুমি কি সত্যিই তাদের মুক্ত করতে পারবে? তুমি কি সত্যিই তাদের আকাঙ্ক্ষাকে পবিত্র করতে পারবে?

রোসমার ॥ না, বন্ধু, না। আমি চাই কেবল চেষ্টা করতে, তাদের জাগিয়ে তুলতে। করতে পারবে কিনা সেটা হলো তাদের ব্যাপার।

ক্রোল ॥ এবং তোমার মনে হচ্ছে তারা পারবে?

রোসমার ॥ হ্যাঁ।

ক্রোল ॥ তাদের নিজেদের শক্তির ওপরে নির্ভর ক'রে?

রোসমার ॥ অবশ্যই। নির্ভর করার মত আর কিছুই তাদের নেই।

ক্রোল ॥ [উঠে] এই ধরনের কথা বলা কোন যাজকের পক্ষে শোভনীয় বলে তোমার মনে হচ্ছে?

রোসমার ॥ এখন আর আমি যাজক নই।

ক্রোল ॥ সেকথা সত্যি; কিন্তু তোমার শৈশবের বিশ্বাস—?

রোসমার ॥ সে-বিশ্বাস এখন আর আর আমার নেই।

ক্রোল ॥ নেই!

রোসমার ॥ [উঠে] আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি; পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি, ক্রোল।

ক্রোল ॥ [ধাক্কা খেয়ে; কিন্তু সংযতভাবে] বুঝেছি, বুঝেছি। অবশ্য, একটা থেকে আর একটা আসে। আমার মনে হয়, সেইজন্যেই তুমি গীর্জার চাকরি ছেড়েছিল?

রোসমার ॥ হ্যাঁ। যখন নিজেকে আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম, এটা যে একটা সাময়িক প্রলোভন নয় সে সম্বন্ধে আমি যখন নিশ্চিৎ হলাম, যখন বুঝতে পারলাম এই চিন্তাকে কোনদিনই আমি পরিত্যাগ করতে পারবো না, অথবা, পরিত্যাগ করা আমার উচিত নয়···তখনই আমি চাকরিতে ইস্তফা দিলাম।

ক্রোল ॥ তাহলে, এই চিন্তাধারাটা তখন থেকেই তোমার ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে। আর আমরা যারা তোমার বন্ধু তারা এ-বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানতে পারে নি। রোসমার, রোসমার···এই মর্মান্তিক সত্যকথাটা কী ক'রে তুমি আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলে ?

রোসমার ॥ কারণ, আমি ভেবেছিলাম এটা একান্তভাবেই আমার নিজস্ব জিনিস। তারপরে, তোমাকে আর আমার অন্যান্য বন্ধুদের অনাবশ্যক দুঃখ দিতে আমি চাই নি। ভেবেছিলাম, এইখানে আমি, চিরকাল যেমন বাস করছি ঠিক তেমনি-ভাবেই শান্ত, সুখী আর মানসিক প্রশান্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। আগে যে-সব বই আমি পড়তাম না, যে:সব কাজ আমি করতাম না সেইসব বই পড়তে আর সেইসব কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম আমি। যে বিরাট সত্যের আর স্বাধীনতার জগৎ আমার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল আমি চেয়েছিলাম সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করতে।

ক্রোল ॥ স্বধর্মত্যাগী ! তুমি যে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেছ তোমার প্রতিটি কথাই তার প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু তবু তোমার সেই গোপন ধর্মত্যাগের কথাটা আমার কাছে স্বীকার করলে কেন ? অথবা, ঠিক এই মুহূর্তে ?

রোসমার ॥ ক্রোল, তুমি, তুমি নিজেই একাজ করতে আমাকে বাধ্য করেছো।

ক্রোল ॥ আমি ? আমি তোমাকে বাধ্য করেছি— ?

রোসমার ॥ জনসভায় আমি যখন তোমার জঙ্গী আচার-ব্যবহারের কথা শুনলাম, সভায় তুমি যে তিক্ত বক্তৃতা দিয়েছ সেগুলি কাগজে আমি যখন পড়লাম, বিরোধী দলের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণের কথা আমার যখন কানে এলো, তুমি যখন প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য জেহাদ ঘোষণা করলে—তখনই তুমি আমাকে বাধ্য করলে। হায় ক্রোল ! তোমার এই অধঃপতন ! এরপরে, আর সরে থাকাটা আমার উচিত হবে না বলেই আমি মনে করেছি। এই যুদ্ধে মানুষ অমঙ্গলের পথে এগিয়ে চলেছে। চাই শান্তি, চাই আনন্দ, চাই সমঝোতা। সেইজন্যেই আমি এগিয়ে এসেছি ; আমি কী, তাই খোলাখুলিভাবে আমি তোমার কাছে প্রকাশ করছি। এখন আমিও চাই আমার শক্তি পরীক্ষা করতে। ক্রোল, আমার সঙ্গে তুমি কি হাত মেলাতে পার না ?

ক্রোল ॥ সমাজের ধ্বংসকামী শক্তির সঙ্গে জীবনে কোনদিনই আমি হাত মেলাতে পারবো না।

রোসমার ॥ যুদ্ধ যখন আমাদের করতেই হবে তখন আমরা কি অন্তত ভদ্রলোকের হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে পারি নে ?

ক্রোল ॥ জীবনের এই অত্যাবশ্যক সমস্যায় যে আমার সহযোগিতা করবে না তাকে আমি আর চিনবো না ; এবং তার কথা চিন্তা করার মত সময়ও আমার নেই।

রোসমার ॥ তোমার ওই নীতিটা কি আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ?

ক্রোল ॥ তুমি নিজেই আমার কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছ, রোসমার।

রোসমার ॥ কিন্তু এটাই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ। শুধু তোমার সঙ্গে নয়—আজ পর্যন্ত তোমাকে যারা সমর্থন জানিয়েছে তাদের সকলের সঙ্গেও। এখন এর ফলের জন্যে প্রস্তুত হও।

[ডানদিক থেকে রেবেকা ওয়েস্ট এসে দরজাটা খুলে দিল]

রেবেকা ॥ যাক, কাজ শেষ। এখন তিনি তাঁর বিরাট আত্মত্যাগের পথে এগিয়ে চলেছেন! আমরা এখন খেতে যেতে পারি। প্রিন্সিপ্যাল, আসছেন তো ?

ক্রোল ॥ [টুপিটা নিয়ে] চললাম, মিস ওয়েস্ট। এখানে আমার আর কিছু করণীয় নেই।

রেবেকা ॥ [উদ্বিগ্ন হয়ে] ব্যাপারটা কী? [দরজা বন্ধ করে কাছে এগিয়ে আসে] আপনি কি······ ?

রোসমার ॥ এখন ও সব জেনেছে।

ক্রোল ॥ রোসমার, তোমাকে আমরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেব না। আবার তোমাকে ফিরে আসতে বাধ্য করবো।

রোসমার ॥ আমি আর কোনদিনই ফিরে আসবো না।

ক্রোল ॥ দেখা যাবে। একলা দাঁড়িয়ে থাকার মত মানুষ তুমি নও।

রোসমার ॥ যাই হোক, আমি একেবারে নিঃসঙ্গ নই। এখানের নিঃসঙ্গতাকে আমরা দুজনে খুব বইতে পারবো।

ক্রোল ॥ তাই বুঝি—! [একটা সন্দেহ তাঁকে নাড়া দিল] এতদূর! বিটির কথাগুলো!

রোসমার ॥ বিটি—?

ক্রোল ॥ [চিন্তাটাকে দূর করে] না—না ; —কথাটা হচ্ছে ভিত্তিহীন—। আমাকে ক্ষমা কর।

রোসমার ॥ কী, কী ?

ক্রোল ॥ ও কথা থাক। লজ্জার কথা! আমাকে ক্ষমা কর। বিদায়। [হলঘরের দিকে তিনি এগিয়ে যান]

রোসমার ॥ [পিছনে পিছনে গিয়ে] ক্রোল! আমাদের মধ্যে এভাবে বিচ্ছেদ হ'তে কিছুতেই আমি দেব না। কাল সকালে আমি তোমার বাড়ী যাচ্ছি।

ক্রোল ॥ মুখ ফিরিয়ে] তুমি আমার বাড়ীতে যেতে পারবে না। [ছড়িটা নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান]

[খোলা দরজার মুখে রোসমার এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপরে দরজাটা বন্ধ ক'রে টেবিলের দিকে এগিয়ে যান]

রোসমার ॥ যাক গে, রেবেকা। এর সঙ্গে মোকাবিলা আমরা করতে পারবো। তুমি আর আমি—দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

রেবেকা ॥ কী ভেবে উনি 'লজ্জার কথা' বললেন ?

রোসমার ॥ ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। ও কী ভাবছে তা ও নিজেই জানে না। কাল সকালে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে। গুড নাইট।

রেবেকা ॥ আজও এত তাড়াতাড়ি আপনি ওপরে যাবেন ? এই ঘটনার পরে ?

রোসমার ॥ হ্যাঁ ; আজও—যেমন যাই। আমাদের মধ্যে আজই বোঝাপাড়া হয়ে গেল। আমি আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি। রেবেকা, আমি যে শান্ত, আমার মধ্যে যে কোন উত্তেজনা নেই তা তুমি দেখতে পাচ্ছ। তুমিও শান্তভাবে ব্যাপারটাকে মেনে নাও। শুভরাত্রি।

রেবেকা ॥ প্রিয় বন্ধু, শুভরাত্রি। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন।

[হলঘরের ভিতর দিয়ে রোসমার বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। সে-শব্দ আমাদের কানে এলো। রেবেকা এগিয়ে গিয়ে স্টোভের পাশে যে ঘণ্টার সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ি ছিল সেটা টানলো। সামান্য একটু পরে ডানদিক দিয়ে মিসেস হেলসেথ ঘরে ঢুকলো।]

রেবেকা ॥ টেবিলটা আবার পরিষ্কার ক'রে ফেলুন, মিসেস হেলসেথ। মিঃ রোসমার কিছু খাবেন না ; প্রিন্সিপ্যাল-ও চলে গিয়েছেন।

মিসেস হেলসেথ ॥ প্রিন্সিপ্যাল ও চলে গিয়েছেন ? তাঁর কী হলো ?

রেবেকা ॥ [কুরুশ-কাঠি হাতে তুলে নিয়ে] তাঁর ধারণা একটা ঝড় উঠবে।

মিসেস হেলসেথ ॥ সে কী কথা! আজ রাত্রিতে আকাশে তো একটুকরো মেঘও দেখছি না।

রেবেকা ॥ আশা করি, সাদা ঘোড়ার সামনে গিয়ে তিনি পড়বেন না। কারণ, এই-রকম একটি প্রেতাত্মার মুখ থেকে শীঘ্রই আমরা কিছু শুনতে পাব বলে আমার ভয় হচ্ছে।

মিসেস হেলসেথ ॥ ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করুন, মিস! এরকম কথা বলবেন না।

রেবেকা ॥ আরে না, না! ভয় কী ?

মিসেস হেলসেথ ॥ [স্বর নামিয়ে] মিস আপনি কি সত্যিই মনে করেন কেউ আমাদের ছেড়ে যাবে—মানে, তাড়াতাড়ি ?

রেবেকা ॥ না ; নিশ্চয় আমি তা মনে করিনে। কিন্তু পৃথিবীতে নানারকম সাদা ঘোড়া রয়েছে। ঠিক আছে, মিসেস হেলসেথ, শুভরাত্রি। এখন আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি।

মিসেস হেলসেথ ॥ শুভরাত্রি, মিস। [কুরুশকাঠি আর তার কাজ নিয়ে ডানদিকে চলে গেল রেবেকা]

মিসেস হেলসেথ ॥ [আলো নিবিয়ে, মাথা নেড়ে, বিড়বিড় ক'রে] হায় ঈশ্বর। মাঝে মাঝে মিস ওয়েস্ট কীরকম যেন কথা বলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

জন রোসমারের ঘর। বাঁদিকের দেওয়ালে ঘরে ঢোকার দরজা। পেছনে একটা দরজা। দরজার ওপরে একটা পর্দা ঝুলছে। তার পেছনে শোবার ঘর। ডান-দিকে জানালা। তার সামনে একটা লেখার টেবিল। টেবিলের ওপরে বই আর কাগজ ছড়ানো। দেওয়ালের গায়ে বই-এর তাক আর কুলুঙ্গি। সাধারণ আসবাবপত্র। বাঁদিকে মঞ্চের পেছনে পুরানো ধরনের একটা সোফা আর একটা টেবিল। লেখার টেবিলের ধারে উঁচু পিঠওয়ালা একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন জন রোসমার। তাঁর গায়ে বাড়ীতে পরার একটি কোট। একটা সাময়িক পত্রিকার ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন আর পাতা কাটছেন। মাঝে মাঝে সেগুলি মন দিয়ে পড়ছেন। বাঁদিকের দরজায় একটা টোকা শোনা গেল।

রোসমার ॥ [না ঘুরে] ভেতরে এস। [রেবেকা ওয়েস্ট ঢুকলো ; ঘরোয়া একটা কোট তার গায়ে]

রেবেকা ॥ সুপ্রভাত।

রোসমার ॥ [বই-এ একটা জিনিস পরীক্ষা ক'রে] সুপ্রভাত। কিছু দরকার আছে ?

রেবেকা ॥ কাল রাত্রিতে আপনার ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা তাই কেবল জানতে এসেছি।

রোসমার ॥ হ্যাঁ, খুব ভাল ঘুমিয়েছি। কোন দুঃস্বপ্ন দেখি নি। [ঘুরে] তুমি ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; ধন্যবাদ। ভোরের দিকে।

রোসমার ॥ অনেকদিন আমার মন এত হাল্‌কা হয় নি। কথাটা বলে দিয়ে আমার ভালই হয়েছে।

রেবেকা ॥ হবেই তো। কথাটা এতদিন আপনার না বলাটা উচিত হয় নি।

রোসমার ॥ আমি যে এতটা কাপুরুষ কেন হলাম তা আমি বুঝতে পারি নি।

রেবেকা ॥ ওটা ঠিক কাপুরুষতা নয়—

রোসমার ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। ভালভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি আমার মধ্যে কোথায় যেন একটা কাপুরুষতা লুকিয়েছিল।

রেবেকা ॥ সেটা কাটিয়ে ওঠাটা তাহলে আরও সাহসের কাজ হয়েছে। [লেখার টেবিলের ধারে রোসমারের পাশে বসে] এখন আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি একটা কাজ করে ফেলেছি। আশা করি আমার ওপরে আপনি রাগ করবেন না।

রোসমার ॥ রাগ ? মানে, একথা তুমি ভাবলে কী ক'রে— ?

রেবেকা ॥ কাজটা হয়তো আমার করা ঠিক উচিত হয় নি। কিন্তু—

রোসমার ॥ কাজটা কী বল।

রেবেকা ॥ গত সন্ধ্যায় আমাদের বন্ধু উলরিক ব্রেন্‌ডেল যখন চলে যাচ্ছিলেন সেই সময় মর্টেনসগারকে দেওয়ার জন্যে তাঁর হাতে আমি দু'ছত্রের একটা চিঠি দিয়েছিলাম।

রোসমার ॥ [একটু চিন্তিত হয়ে] কিন্তু প্রিয় রেবেকা—। আচ্ছা কী লিখেছিলে ?

রেবেকা ॥ লিখেছিলাম—এই দরিদ্র লোকটির ওপরে একটু নজর রাখলে আর তাঁকে একটু সাহায্য করাল—মানে, যে-কোন দিক থেকে—আমরা উপকৃত হবো।

রোসমার ॥ প্রিয় রেবেকা, ও কাজটা করা তোমার উচিত হয় নি। ওটা লিখে ব্রেনডেলের ক্ষতিই তুমি করেছ। তাছাড়া, মর্টেনসগারকে আমি যথেষ্ট এড়িয়ে থাকতে চাই। আগে একবার তাঁর সঙ্গে আমার যে একটা ঝামেলা বেঁধেছিল তা তুমি জান।

রেবেকা ॥ কিন্তু তাঁর সঙ্গে আবার একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠলে যে আপনার ভালই হবে সেকথা কি আপনি মনে করেন না ?

রোসমার ॥ আমার ? মর্টেনসগারের সঙ্গে ? তুমি কি তাই মনে কর ?

রেবেকা ॥ সত্যি কথা বলতে কি আপনি এখন নিরাপদ হ'তে পারছেন না ; কারণ, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আপনার একটা বিরোধ বেঁধে উঠেছে।

রোসমার ॥ [তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে] তোমার কি সত্যিই মনে হয়, ক্রোল বা আর কেউ আমার ওপরে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে ? যে তারা—

রেবেকা ॥ রাগের প্রথম ধাক্কায় তা তাঁরা করতে পারেন। তাঁরা যে করবেন না সেবিষয়ে কেউ নিশ্চিৎ হ'তে পারে না। প্রিন্সিপ্যাল ব্যাপারটাকে যেভাবে নিয়েছেন তাতে মনে হয়—

রোসমার ॥ তাকে তুমি ভালই জান। ক্রোল হচ্ছে হাড়ে-মজ্জায় সম্ভ্রান্ত মানুষ। আজ বিকালে আমি শহরে যাচ্ছি। ব্যাপারটা নিয়ে তার সঙ্গে আমি কথা বলবো। আলোচনা করবো ওদের সকলের সঙ্গেই। ব্যাপারটা যে কিছু নয় তা তুমি সহজেই বুঝতে পারবে।

[মিসেস হেলসেথ বাঁদিকে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো]

রেবেকা ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে] কিছু বলছেন, মিসেস হেলসেথ ?

মিসেস হেলসেথ ॥ নিচে হলঘরে ডঃ ক্রোল দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

রোসমার ॥ [তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে] কে ! ক্রোল !

রেবেকা ॥ প্রিন্সিপ্যাল ! মানে !

মিসেস হেলসেথ ॥ তিনি জিজ্ঞাসা করছেন ওপরে এসে তিনি রেক্‌টরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন কি না।

রোসমার ॥ [রেবেকাকে] কী বলেছিলাম ? হ্যাঁ, নিশ্চয়। [দরজার কাছে গিয়ে নিচের দিকে মুখ করে তিনি ডাকেন] এস, সোজা ওপরে চলে এস, বন্ধু ! সুস্বাগতম !

[সেইখানে রোসমার দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকেন। মিসেস হেলসেথ চলে যায়।

দরজার ওপরে পর্দাটা টেনে দেয় রেবেকা। তারপরে, দু'একটা জিনিস গুছিয়ে রাখে। টুপীটা হাতে নিয়ে ডঃ ক্রোল ঘরের মধ্যে ঢুকে আসেন]

রোসমার ॥ [শান্তভাবে, কিন্তু আবেগের সঙ্গে] আমি জানতাম আমাদের দেখা হবে—

ক্রোল ॥ গতকাল জিনিসটাকে যে-চোখে দেখিছিলাম আজ আর সে-চোখে দেখছি না।

রোসমার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্রোল ! দেখছো না ; নিশ্চয় দেখবে না। তুমি যখন সমস্ত ব্যাপারটাকে নতুনভাবে পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছো—

ক্রোল ॥ তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছে। [সোফার পাশে টেবিলের ওপরে টুপীটা তিনি রাখলেন] তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।

রোসমার ॥ মিস ওয়েস্ট থাকবেন না কেন—?

রেবেকা ॥ না, না, মিঃ রোসমার। আমি চলে যাচ্ছি।

ক্রোল ॥ [রেবেকার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে] আজ সকালে এত তাড়াতাড়ি আসার জন্যে মিস ওয়েস্টের কাছে ক্ষমা চাইছি। ভদ্রস্থ হওয়াব আগে তাঁকে বিরক্ত করার জন্যে—

রেবেকা ॥ [তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে] কী ব্যাপার ! বাড়ীতে ঘরোয়া জামা পবে ঘুরে বেড়ানোটা কী আপনার চোখে অশোভন দেখাচ্ছে।

ক্রোল ॥ হায় ঈশ্বর ! আজকাল রোসমারশোল্মে কোন্টা যে স্বাভাবিক আর শোভন সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই।

রোসমার ॥ কিন্তু, ক্রোল—আজ তুমি মোটেই প্রকৃতিস্থ নও !

রেবেকা ॥ আমি যাচ্ছি, প্রিন্সিপ্যাল। [বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

ক্রোল ॥ তোমার যদি আপত্তি না থাকে--[সোফাব ওপরে বসলেন]

বোসমার ॥ হ্যাঁ বন্ধু ; দুজনে বসে শান্তভাবে কথা বলি। [প্রিন্সিপ্যালের উল্টো দিকের একটা সোফার ওপরে তিনি বসলেন]

ক্রোল ॥ গতকাল রাত্রিতে একটুও আমি ঘুমোতে পারি নি। সারা রাত্রিটা শুয়ে শুয়ে আমি কেবল ভেবেছি।

রোসমার ॥ আজ তাহলে কী বলবে তুমি ?

ক্রোল ॥ অনেক কিছু। প্রথমেই যে কথাটা বলতে চাই তাকে তুমি মুখবন্ধ হিসাবে ধরে নিতে পার। উলরিক ব্রেন্ডেলের সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে পারি।

রোসমার ॥ তাঁর সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল ?

ক্রোল ॥ না। তিনি একটি নিকৃষ্ট মদের দোকানে গিয়েছিলেন—ওইসব জায়গায় অবশ্য সমাজের সবচেয়ে নোংরা লোকেরাই যায়। সেখানে তিনি মদ খেতে শুরু করেন ; এবং যতক্ষণ তাঁর পকেটে কিছু রেস্ত ছিল ততক্ষণই তিনি মদ খেতে থাকেন। তারপরে, সেখানকার সকলকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেন। অবশ্য

গালাগালি দেওয়াটা তাঁর ঠিকই হয়েছিল। ফলে, তিনি আচ্ছা ক'রে ধোলাই খেয়ে শেষ পর্যন্ত হাজতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

রোসমার ॥ মানুষটিকে সত্যিই আর ফেরানো যাবে না।

ক্রোল ॥ কোটটাকে তিনি বাঁধা দিয়েছেন ; কিন্তু সেটাকে শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। কে এনেছে আন্দাজ করতে পার ?

রোসমার ॥ তুমি ?

ক্রোল ॥ না। উদারচেতা মিঃ মর্টেনসগার।

রোসমার ॥ তাই বুঝি ?

ক্রোল ॥ আমার সংবাদ মিঃ ব্রেন্ডেল প্রথমেই দেখা করতে গিয়াছিলেন সেই মূর্খ জনদরদীর সঙ্গে।

রোসমার ॥ কপালটা তাঁর ভালই বলতে হবে।

ক্রোল ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়। [টেবিলের উপরে ঝুঁকে মুখটাকে রোসমারের কাছাকাছি নিয়ে আসেন] কিন্তু এখন তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলতে চাই। আমাদের পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার।

রোসমার ॥ ব্যাপারটা কী বলতো ?

ক্রোল ॥ ব্যাপারটা হচ্ছে, এইখানে, তোমার বাড়ীতে, তোমার অজ্ঞাতসারে একটা খেলা চলছে।

রোসমার ॥ একথা তুমি বিশ্বাস করলে কী ক'রে ? রেবে—অর্থাৎ মিস ওয়েস্টের কথা কি তুমি বলছো ?

ক্রোল ॥ অবিকল। অবশ্য, তিনি যে এসব কাজ কেন করেছেন তা ভালভাবেই বুঝতে পারি। অনেকদিন ধরেই এ বাড়ীর সবকিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। মানে, তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।। তবু—

রোসমার ॥ প্রিয় ক্রোল, ভুল করছো। আমরা কেউ কারও কাছে কিছু গোপন করি না।

ক্রোল ॥ লাইটহাউস পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে তিনি যে পত্রালাপ করছেন সেকথা তিনি কি তোমার কাছে স্বীকার করেছেন ?

রোসমার ॥ তাঁকে দেবার জন্যে উলরিক ব্রেন্ডেলের হাতে তিনি যে ছোট একটা চিঠি দিয়েছিলেন তুমি কি সেই কথাই বলছো ?

ক্রোল ॥ তাহলে, তুমি সেটা জানতে পেরেছ ? আর সেই কুৎসা প্রচারকারীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকাটা যে বাঞ্ছনীয় সেকথাটা তুমি মেনে নিচ্ছ ? যে লোকটা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমার স্কুলে আর জনজীবনে আমাকে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলার চেস্টা করছে ?

রোসমার ॥ প্রিয় বন্ধু, আমি নিশ্চিৎ যে এদিকটা তিনি ঠিক ভেবে দেখেন নি। আর তাছাড়া, আমার মত তাঁরও কিছু করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে—থাকাই স্বাভাবিক।

ক্রোল ॥ তাই বুঝি ? তাহলে, বর্তমানে তুমি যে নতুন মত আর পথ গ্রহণ করেছ এটা তারই একটি অঙ্গ ? কারণ, ধরে নিচ্ছি, তোমরা দুজনেই একই পথের যাত্রী, তাই না ?

রোসমার ॥ তাঁর সম্বন্ধে তোমার মন্তব্যটা ঠিক। আমরা দুজনে একটি অভিন্ন বন্ধুত্বের মাধ্যমে আমাদের জন্যে একটি পথ খুঁজে বার করেছি।

ক্রোল ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে, ধীরে-ধীরে ঘাড় নেড়ে] হায়রে অন্ধ, প্রতারিত মানবাত্মা !

রোসমার ॥ আমি ! তোমার এরকম ধারণা হলো কেন ?

ক্রোল ॥ কারণ তোমার সম্বন্ধে—সবচেয়ে কুৎসিৎ কথাটা আমি ভাবতে চাই নে। না—না—আমার কথাটা শেষ করতে দাও। রোসমার আমার বন্ধুত্বকে তুমি দাম দাও ; আমাকে সম্মানও কর তুমি। তাই না ?

রোসমার ॥ ও-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ক্রোল ॥ ভাল কথা। কিন্তু এমন কয়েকটা জিনিস রয়েছে যাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। — তোমাকে পুরো জবাবদিহি করতে হবে। তোমার বিষয়টা নিয়ে আমি একটু অনুসন্ধান করতে চাই। রাজি আছ ?

রোসমার ॥ অনুসন্ধান ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ। কয়েকটা বিষয়ে তোমাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। সে-সব কথা স্মরণ করলে তোমার কষ্ট হওয়ার কথা। তোমার এই ধর্মত্যাগ করার ব্যাপারটাই ধর। এটাকে অবশ্য তুমি মুক্তি বলে ধরে নিয়েছ। এটার সঙ্গে আরও অয়েকটা জিনিস জড়িয়ে রয়েছে। নিজের স্বার্থেই তোমাকে তাদের উত্তর দিতে হবে।

রোসমার ॥ প্রিয় বন্ধু, যে-কোন প্রশ্ন আমাকে তুমি করতে পার। গোপন করার কিছু আমার নেই।

ক্রোল ॥ তাহলে, বিটী যে আত্মহত্যা করলো তার প্রধান কারণটা কী বলে তোমার মনে হয় ?

রোসমার ॥ সে বিষয়ে তোমার কি কোন সন্দেহ রয়েছে ? অথবা, একজন অসুখী, অসুস্থ আর দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ কোন কাজ কেন করে সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারে কি ?

ক্রোল ॥ বিটী যে অতটা দায়িত্বজ্ঞানহীনা ছিল সে বিষয়ে কি তুমি নিশ্চিৎ ? সে যে ওরকম কাজ না ক'রে পারতো না সেকথা কিন্তু ডাক্তারও মনে করেন নি।

রোসমার ॥ কিন্তু দিনরাত্রি আমি তাকে যে অবস্থায় দেখেছি সে-অবস্থায় ডাক্তার যদি তাকে দেখতেন তাহলে তাঁর মনেও সন্দেহ হতো না।

ক্রোল ॥ আমি নিজেও সে-সময় এরকম কোন সন্দেহ করতে পারি নি।

রোসমার ॥ অবশ্যই না। ওরকম সন্দেহ করা অসম্ভবই ছিল। তার সেই অদম্য ভয়ঙ্কর উত্তেজনার কথা তোমাকে আমি বলেছি। সে চাইতো তার সেই সঙ্গে

অযৌক্তিক চাহিদা আমি মেটাবো। ও! আমার মধ্যে কী একটা ভয়ঙ্কর ভীতিই না সে সৃষ্টি করেছিল! তারপরে তার শেষ কটা বছর! সেই ভিত্তিহীন আত্মহননকারী আত্মসমালোচনা।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ; যখন সে বুঝতে পেরেছিল তার কোনদিনই সন্তান হবে না।

রোসমার ॥ তাহলে, তুমি নিজেই ভেবে দেখ। সে নিজে যে জন্যে এতটুকু দায়ী ছিল না তাই নিয়ে রাতদিন চব্বিশঘণ্টা এইরকম ভয়ঙ্কর মানসিক যাতনা! সন্তান না হওয়ার জন্যে সত্যিই কি সে কোনদিক থেকে দায়ী ছিল?

ক্রোল ॥ হুম! আচ্ছা, সেই সময় বিবাহের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা এমন কোন বই এ বাড়ীতে ছিল কিনা তা কি তোমার মনে রয়েছে? মানে, আমাদের আধুনিক প্রগতিশীল মতবাদ সম্বলিত?

রোসমার ॥ মিস ওয়েস্ট আমাকে ওই ধরনের একটা বই ধার দিয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে! কারণ, তিনি যে ডক্টরের লাইব্রেরী উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিলেন তা তুমি জান। কিন্তু প্রিয় ক্রোল, সেই বেচারা অথর্বকে যে ওই জাতীয় কোন বই পড়ার কোন সুযোগ আমরা দিতে পারি একথা নিশ্চয় তুমি ভাবছো না। আমি খুব জোরের সঙ্গেই তোমাকে বলছি যে ওই দুর্ঘটনার জন্যে আমরা দায়ী নই। ওইরকম বেপরোয়া কাজের জন্যে দায়ী হচ্ছে তার নিজের মানসিক অশান্তি।

ক্রোল ॥ যাই হোক; একটা কথা তোমাকে এখন আমি বলতে পারি। কথাটা হচ্ছে তুমি যাতে সুখে—স্বাধীনভাবে, নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করতে পাব সেই-জন্যেই দুঃখে আর মানসিক ব্যাধিতে বেচারা বিটী আত্মহত্যা করেছিল।

রোসমার ॥ [চমকে, চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে] একথা বলার অর্থ?

ক্রোল ॥ এখন শান্তভাবে তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে, রোসমার। কারণ, এখন সেকথা আমি বলতে পারি। তার ভয় আর হতাশার কথা আমাকে জানানোর জন্যে তার জীবনের শেষ বছরে সে দুবার আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

রোসমার ॥ এই ব্যাপারে?

ক্রোল ॥ না। প্রথমবার গিয়ে সে আমাকে বেশ জোর দিয়ে বলেছিল যে তুমি ধর্মত্যাগ করতে যাচ্ছ। পরিত্যাগ করতে যাচ্ছ তোমার পিতার বিশ্বাসকে।

রোসমার ॥ [উত্তেজিতভাবে] তুমি যা বলছো তা অসম্ভব, ক্রোল। একেবারে অসম্ভব! তুমি ভুল করেছ।

ক্রোল ॥ কেন?

রোসমার ॥ বিটী যতদিন বেঁচে ছিল ততদিনই আমি সন্দেহ দোলায় দুলছিলাম; নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করছিলাম। সেই দ্বন্দ্ব নিঃশব্দে আমি একাই করেছি। একবার রেবেকার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি—

ক্রোল ॥ রেবেকা?

রোসমার ॥ মানে, মিস ওয়েস্ট। ডাক্তার সুবিধের জন্যে তাকে আমি রেবেকা বলে ডাকি।

ক্রোল ॥ তা আমি লক্ষ্য করেছি।

রোসমার ॥ বিটী কী ক'রে আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলো তা আদৌ আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তাছাড়া, এ বিষয় নিয়ে সে আমার সঙ্গে কথা বললো না কেন? কিন্তু তা সে বলে নি ; একটা কথাও না।

ক্রোল ॥ বেচারা! তোমার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে সে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল।

রোসমার ॥ তাহলে, তুমিই বা সেকথা তখন আমাকে বল নি কেন?

ক্রোল ॥ তার যে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল তা ছাড়া সে-সময় তার সম্বন্ধে আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি নি। তারপরে আবার সে গেল—মাসখানেক পরে। তখন তাকে দেখে মনে হয়েছিল সে কিছুটা শান্ত হয়েছে। কিন্তু চলে আসার সময় সে আমাকে বলল 'এখন শীঘ্রই তারা রোসমারশোল্‌মে সাদা ঘোড়াটাকে দেখতে পাবে।'

রোসমার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাদা ঘোড়া! এর কথা সে প্রায় বলতো বটে।

ক্রোল ॥ সেই বিষণ্ন চিন্তা থেকে তাকে যখন আমি টেনে আনার চেষ্টা করলাম তখন সে আমাকে বলল—'আমার হাতে আর বেশী সময় নেই ; কারণ জনকে এখনই রেবেকাকে বিয়ে করতে হবে।'

রোসমার ॥ [প্রায় নির্বাকভাবে] কী বললে! আমি, বিয়ে—!

ক্রোল ॥ সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবারের বিকাল। শনিবার সন্ধ্যায় পোলের ওপর থেকে সে মিল-রেশের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

রোসমার ॥ এবং তুমি কোনদিন আমাদের সাবধান ক'রে দাও নি!

ক্রোল ॥ সে যে শীঘ্রই মারা যাবে একথাটা সে কতবার আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল তা তুমি নিজেই জান।

রোসমার ॥ সেকথা ঠিক। তবু, আমাদের সাবধান করে দেওয়া তোমার উচিত ছিল!

ক্রোল ॥ সেকথা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু তখন খুবই দেরী হয়ে গিয়েছিল।

রোসমার ॥ কিন্তু পরে বল নি কেন? এসব কথা এতদিন তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?

ক্রোল ॥ এখানে এসে সব কথা খুলে বলে তোমাকে আরও বিব্রত ক'রে লাভ কী হতো? আমি ভেবেছিলাম সব জিনিসটাই হচ্ছে শূন্য, অলীক কল্পনা, তার ভেতরে কোন সত্য নেই। মানে, গতকাল সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত।

রোসমার ॥ এবং এখন সেটাকে তুমি তা মনে কর না?

ক্রোল ॥ তুমি তোমার শৈশবের বিশ্বাস থেকে সরে যাচ্ছ একথা বিটী যখন বলেছিল তখন সে কি তোমাকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায়নি?

রোসমার ॥ [সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে] আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বোধ্য ব্যাপার বলে এটাকে আমার মনে হচ্ছে।

ক্রোল ॥ দুর্বোধ্য হোক, আর না হোক, ঘটনাটা সত্যি। রোসমার, তার অন্য অভিযোগের মধ্যে কতটা সত্যি রয়েছে এবার সেই কথাটা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি। মানে, শেষ অভিযোগ সম্বন্ধে।

রোসমার ॥ অভিযোগ? অভিযোগটা কী?

ক্রোল ॥ তার কথাটা ভালভাবে হয়ত তুমি লক্ষ্য কর নি। সে বলেছিল, তাকে মরতে হবে। কেন, বলতো?

রোসমার ॥ আমি যাতে রেবেকাকে বিয়ে করতে পারি—

ক্রোল ॥ কথাটা সে ঠিক ওভাবে বলে নি। বলেছিল অন্যভাবে। বলেছিল, 'আমার হাতে বেশী সময় নেই। কারণ, জনকে এখনই রেবেকাকে বিয়ে করতে হবে।'

রোসমার ॥ [তাঁর দিকে একবারমাত্র তাকিয়েই উঠে প'ড়ে] ক্রোল, এখন তোমাকে আমি বুঝতে পারছি।

ক্রোল ॥ পারছো? এখন তোমার উত্তর?

রোসমার ॥ [তবুও শান্ত এবং সংযতভাবে] এরকম অদ্ভুত কথার উত্তর? এর একমাত্র উত্তর? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে তোমাকে দরজা দেখিয়ে দেওয়া।

ক্রোল ॥ [উঠে] উত্তম কথা।

রোসমার ॥ [তার সামনে দাঁড়িয়ে] এখন শোন। বিটী মারা যাওয়ার পরে একটা বছরেরও বেশী এই রোসামারশোলমে রেবেকা ওয়েস্ট আর আমি দুজনে একলা বাস করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে বিটীর যে অভিযোগ ছিল সেকথা সব সময় তুমি জানতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রেবেকা আর আমার এখানে একসঙ্গে বাস করার বিরুদ্ধে কোনদিন তুমি কিছু বলনি।

ক্রোল ॥ গতকালের আগে আমি বুঝতে পারিনি যে এখানে যারা একসংগে বাস করছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে নাস্তিক পুরুষ আর একজন হচ্ছে সংস্কারমুক্ত রমণী।

রোসমার ॥ ও! অর্থাৎ তুমি মনে কর যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আর যারা সংস্কারমুক্ত, মানসিক পবিত্রতা বলতে তাদের কিছু নেই? স্বভাবসিদ্ধভাবেই তাদের মধ্যে যে কোন নৈতিক প্রবৃত্তি থাকতে পারে তা তুমি বিশ্বাস কর না, এইতো?

ক্রোল ॥ যারা গির্জাকে বিশ্বাস করে না তাদের যে কোন নৈতিক চরিত্র কিছু থাকতে পারে তা আমি মনে করি নে।

রোসমার ॥ এবং রেবেকা আর আমার ক্ষেত্রেও তুমি সেটা প্রয়োগ করছ? টেনে আনছো সেটা রেবেকা আর আমার সম্পর্কের মধ্যে?

ক্রোল ॥ তোমাদের দু'জনের সুবিধের জন্যে আমি আমার মত পরিত্যাগ করতে পারি না যে সংস্কারমুক্ত চিন্তা আর হুম্‌... ইয়ের মধ্যে সত্যিকার বিরাট কোন পার্থক্য নেই !

রোসমার ॥ কিসের মধ্যে ?

ক্রোল ॥ —আর স্বাধীন প্রেম। কথাটা তুমি শোনার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলে বলেই বলছি।

রোসমার ॥ [গম্ভীরভাবে] এবং এই কথাটা আমাকে বলতে তোমার লজ্জা করলো না ! আমার শৈশব থেকেই এতটা বয়স পর্যন্ত আমাকে তুমি চেনো।

ক্রোল ॥ অবিকল সেইজন্যেই। তোমার চারপাশে যারা ঘিরে থাকে তারা যে কত সহজে তোমার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তা আমি জানি। আর, এই তোমার রেবেকার—আচ্ছা, আচ্ছা মিস ওয়েস্টই হলো—তাঁর সম্বন্ধে সত্যিসত্যিই আমরা বিশেষ কিছু জানি নে। সোজা কথায় রোসমার, আমি তোমার আশা ছেড়ে দিচ্ছি নে ; আর, তোমার কথা যদি ধর—সময় থাকতে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা অবশ্যই তোমাকে করতে হবে।

রোসমার। আমাকে বাঁচানোর ? কী রকম ?

[বাঁদিকের দরজার ভেতর দিয়ে মিসেস হেলসেথ উঁকি দেয়]

রোসমার ॥ কী চাই ?

মিসেস হেলসেথ ॥ মিস ওয়েস্টকে নিচে আসার জন্যে ডাকতে এসেছি।

রোসমার ॥ মিস ওয়েস্ট তো এখানে নেই।

মিসেস হেলসেথ ॥ নেই ? [চারপাশে তাকিয়ে] অদ্ভুত তো ! [বেরিয়ে যায়]

রোসমার ॥ তুমি বলছিলে— ?

ক্রোল ॥ শোন। বিটী বেঁচে থাকার সময় গোপনে গোপনে এখানে কী চলছিল—এবং, এখনও কী চলছে সে-বিষয় নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমি চাই নে। অবশ্য, বিয়ে ক'রে তুমি যে সুখী হওনি তা আমি জানি। —এবং তোমার বর্তমান ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে সেটাকে তুমি একটা জুতসই অজুহাত হিসাবেও খাড়া করতে পার।

রোসমার ॥ হায়রে, আমার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না—মানে, এই ব্যাপারে !

ক্রোল ॥ আমাকে বাধা দিয়ো না। আমার কথা শোন। মিস ওয়েস্টের সঙ্গে যদি তোমাকে এইভাবে বাস করতে হয় তাহলে তোমার মনের পরিবর্তনটাকে—অর্থাৎ, মিস ওয়েস্ট তোমাকে যে দুঃখজনক বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করেছেন—সেটি তোমাকে অবশ্যই গোপন করতে হবে। আমাকে বলতে দাও ! বলতে দাও ! আমি বলতে চাই, তুমি যত অন্যায়ই করে থাকো না কেন, বিশ্বের যে-কোন বিষয়ে তোমার যে-কোন অভিমতই থাক না কেন,—সে-সব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখো ! সেটা তোমার একান্ত ব্যক্তিগত

ব্যাপার। সারা দেশে সেই মতবাদ বুক ফুলিয়ে প্রচার করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।

রোসমার ॥ মিথ্যা এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ক্রোল ॥ কিন্তু রোসমার, তোমার সম্প্রদায়ের প্রাচীন রীতির ওপরেও তোমার একটা কর্তব্য রয়েছে। মনে রেখো, রোসমারশোলম্ হচ্ছে আবহমান কাল থেকে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার দুর্গ। আমাদের সমাজে যা কিছু সম্ভ্রান্ত আর সম্মানিত ব'লে গৃহীত হয়েছে রোসমারশোলমই হচ্ছে তাদের পাদপীঠ। সমস্ত পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলির সংস্কৃতির ধারক আর বাহক হচ্ছে এই রোসমারশোলম্। রোসমার, বংশের নীতি বলে যাকে আমি সনাক্ত করছি সেই নীতি যে তুমি নিজে ভঙ্গ করেছ এই সংবাদ একবার যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তার ফল হবে ভয়ানক। তার ফলে, মানুষের মনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে তাকে কিছুতেই দূর করা যাবে না।

রোসমার ॥ প্রিয় ক্রোল, আমি তা মনে করি না, যেখানে রোসমাররা দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকার আর অত্যাচারের জঞ্জাল জমিয়ে গিয়েছেন সেখানে কিছু আলো আর আনন্দ নিয়ে আসাটা আমার অবশ্য কর্তব্য বলেই আমি মনে করি।

ক্রোল ॥ [তাঁর দিকে কড়াভাবে তাকিয়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ। যার সঙ্গে-সঙ্গে বংশের ধারা লোপ পেয়ে যাবে এ কাজ তারই উপযুক্ত বটে। রোসমার, ও-সব কাজ ছেড়ে দাও। ওটা তোমার উপযুক্ত কাজ নয়। তোমার কাজ হচ্ছে শান্তভাবে লেখাপড়া করা।

রোসমার ॥ হয়ত, তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু জীবনযুদ্ধে বর্তমানে আমিও অংশ-গ্রহণ করতে চাই।

ক্রোল ॥ জীবনযুদ্ধ! এ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গেলে তোমার কী হাল হবে তা কি তুমি জান? এই যুদ্ধে সবান্ধবে মৃত্যুবরণ করতে হবে তোমাকে।

রোসমার ॥ [শান্তভাবে] তারা সবাই সম্ভবত তোমার মত কট্টর নয।

ক্রোল ॥ তুমি একটি নিরাপরাধ প্রাণী, রোসমার। কোন অভিজ্ঞতাই তোমার নেই। কী ভয়ঙ্কর ঝড় যে তোমার ওপরে আছড়ে পড়বে তা তুমি ধারণাই করতে পারছো না।

[বাঁদিকে দরজা দিয়ে উঁকি দেয় মিসেস হেলসেথ]

মিসেস হেলসেথ ॥ মিস ওয়েস্ট আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন।

রোসমার ॥ কী কথা?

মিসেস হেলসেথ ॥ নিচে একজন অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

রোসমার ॥ গতকাল যিনি এসেছিলেন?

মিসেস হেলসেথ ॥ না, এঁর নাম মর্টেনসগার।

রোসমার ॥ কে?

ক্রোল ॥ উপ্‌স ! আমরা তাহলে এতদূর পর্যন্ত এসে পড়েছি—এতদূর ! এরই মধ্যে !

রোসমার ॥ আমার সঙ্গে তাঁর কী দরকার ? তাঁকে চলে যেতে বললেন না কেন ?

মিসেস হেলসেথ ॥ তিনি ওপরে আসতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্যে মিস্ ওয়েস্ট আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

রোসমার ॥ বলে দিন—আর একজন এখানে—

ক্রোল ॥ [মিসেস হেলসেথকে] তাঁকে আসতে বলুন, দয়া করে। [মিসেস হেলসেথ বেরিয়ে যায়]

ক্রোল ॥ [টুপিটা হাতে নিয়ে] সাময়িকভাবে আমি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলাম, কিন্তু আসল যুদ্ধটা এখনও শুরু হয় নি।

রোসমার ॥ জীবন থাকতে, ক্রোল, মর্টেনসগাবের সঙ্গে আমাব কোন সম্বন্ধ নেই।

ক্রোল ॥ তোমাকে আর আমি বিশ্বাস করি নে। তোমার কোন কথাই, কোন অবস্থাতেই তোমার আর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করবো না। এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার ছুরি কাটারি শুরু হলো। দেখা যাক, তোমাকে আমরা ভোঁতা করে ফেলতে পারি কিনা।

রোসমার ॥ হায় ক্রোল ! কত নিচেই না এখন তুমি নেমেছ !

ক্রোল ॥ আমি ! আর সেই কথাটা বলছ কে ? না, তোমার মত একটা মানুষ ! বিটীর কথা ভাবো !

রোসমার ॥ আবার তুমি সেই প্রসঙ্গে ফিরে এলে ?

ক্রোল ॥ না। 'মিল-রেশে'র রহস্যটা বিবেকসম্মতভাবে তোমাকেই সমাধান করতে হবে—অবশ্য বিবেক ব'লে কোন পদার্থ এখনও যদি কিছু তোমার থেকে থাকে। [বাঁদিকে দরজা দিয়ে শান্ত আর বিনীতভাবে ঘরে ঢুকলেন পেডার মর্টেনসগার ছোট-খাটো চেহারার মানুষ। মাথার চুল পাতলা, সামান্য লালচে ; দাড়িও সেইরকম]

ক্রোল ॥ [আগন্তুকের দিকে একটা ঘৃণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে] আ ! এইতো 'লাইটহাউস' এসে গিয়েছেন দেখছি। রোসমারশোল্‌মেব ওপরে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। [কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে] তাহলে, এখন আমি কোন্ পথে যাব তা ঠিক করতে আমার আর কোন অসুবিধে হবে না।

মর্টেনসগার ॥ [আপস করার সুরে] প্রিন্সিপ্যালকে তাঁর গন্তব্যস্থানে পোঁছে দেওয়ার পথে 'লাইটহাউস'কে সব সময়েই জ্বালিয়ে রাখা হবে।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ। আপনার যে সদিচ্ছা রয়েছে তার প্রমাণ অনেকদিনই আপনি দিয়েছেন। এদিক থেকে আমাদের ধর্মগ্রন্থে একটি অনুজ্ঞা রয়েছে : 'প্রতিবেশী-দের বিরুদ্ধে আমাদের মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া উচিত নয়।' কথাটা দেখছি খুবই সত্যি।

মর্টেনসগার ॥ ধর্মগ্রন্থের অনুজ্ঞা প্রিন্সিপ্যাল আমাকে না শেখালেই পারতেন।

ক্রোল ॥ সত্যিম অনুজ্ঞাটিও না ?

রোসমার ॥ ক্রোল !

মর্টেনসগার ॥ প্রয়োজন থাকলে, রেক্‌টরেরই তা দেওয়া উচিত ; আপনার নয়।

ক্রোল ॥ [চাপা ঘৃণার সঙ্গে] হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাননীয় মিঃ রোসমারই যে এদিক থেকে উপযুক্ত মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভদ্রমহোদয়গণ, শিকারের ক্ষেত্রটি বেশ ভালই যোগাড় করেছেন আপনারা। [বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে ; বেরোনোর সময় দড়াম ক'রে বন্ধ করে দিলেন কপাট]

রোসমার ॥ [নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দরজার দিকে তাকিয়ে] বুঝেছি ! [মুখ ঘুরিয়ে] মিঃ মর্টেনসগার, আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার সেটা কি দয়া ক'রে বলবেন ?

মর্টেনসগার ॥ সত্যি বলতে কি মিস ওয়েস্টকেই আমি খুঁজছিলাম। ভেবেছিলাম, কাল যে চিঠিটা আমাকে তিনি দিয়েছিলেন তার জন্যে তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।

রোসমার ॥ তিনি যে আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন তা আমি জানি। তার সঙ্গে কথা বলেছেন ?

মর্টেনসগার ॥ হ্যাঁ, একটু। [সামান্য হেসে] শুনলাম, এখানে—এই রোসমার-শোল্‌মে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

রোসমার ॥ অনেক দিকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে ; বলতে পারি, সব-দিক থেকেই।

মর্টেনসগার ॥ মিস ওয়েস্ট-ও সেইকথাই আমাকে বলেছেন। সেইজন্যেই, স্যার, এখানে এসে ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে তিনি আমাকে বললেন।

রোসমার ॥ কোন্‌ বিষয় নিয়ে ?

মর্টেনসগার ॥ আপনি যে অন্য মত গ্রহণ করেছেন—আপনি যে 'লিবার‍্যাল' আর প্রগতিশীল আদর্শকে সমর্থন করেন—এটা কি 'লাইটহাউসে' সংবাদ হিসাবে আমি ব্যবহার করতে পারবো ?

রোসমার ॥ নিশ্চয়। তার চেয়েও বেশী। ওটা ছাপাতেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

মর্টেনসগার ॥ তাহলে, আগামীকাল এইটিই হবে আমাদের কাগজের প্রথম সংবাদ। রোসমারশোল্‌মের মাননীয় মিঃ রোসমার মনে করেন সংস্কৃতির আদর্শের জন্যে তিনি লড়াই করতে পারেন—এই অর্থেও সংবাদটা বেশ বড় আর গুরুত্বপূর্ণ হবে।

রোসমার ॥ আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি যে।

মর্টেনসগার ॥ আমি বলতে চাই যখনই আমরা সত্যিকার কোন খ্রীস্টীয়ান ভদ্রলোকের সমর্থন পেয়েছি তখনই আমাদের দল একটি শক্ত নৈতিক সাহায্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

রোসমার ॥ [কিছুটা অবাক হয়ে] তাহলে, আপনি কি জানেন না—মানে, মিস ওয়েস্ট কি সে কথাটাও আপনাকে বলেন নি ?

মর্টেনসগার ॥ কী কথা, স্যার ? ভদ্রমহিলা খুবই ব্যস্ত। তিনি বললেন ওপরে এসে বাকিটা আপনার মুখ থেকে শোনাটাই বরং আমার পক্ষে ভাল হবে।

রোসমার ॥ তাহলে, আপনাকে বলছি যে নিজেকে আমি একেবারে মুক্ত ক'রে ফেলেছি। মানে, সবদিক থেকে। গির্জার শিক্ষার সঙ্গে এখন আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যতে ওসব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ থাকবে না।

মর্টেনসগার ॥ [হতভম্বের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে] মানে, এ কী বলছেন স্যার ? আকাশ থেকে চাঁদটা যদি উপড়ে পড়ে যেতো তাহলেও, আমি অত আশ্চর্য হতাম না—। রেক্টর নিজে বর্জন করছেন … !

রোসমার ॥ হ্যাঁ। অনেকদিন ধরে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আমি এখন সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আগামীকালের 'লাইটহাউসে' সে-সংবাদও আপনি ছাপিয়ে দিতে পারেন।

মর্টেনসগার ॥ সেটাও ? না, প্রিয় রেক্টর, আমাকে ক্ষমা করবেন। ঠিক ও কথাটা বলা বর্তমানে আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না।

রোসমার ॥ হবে না ?

মর্টেনসগার ॥ প্রথমেই না—আমি তাই মনে করি।

রোসমার ॥ আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মর্টেনসগার ॥ কারণটা স্যার, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন—। এ অঞ্চলের সমস্ত পরিস্থিতিটা আমি যত ভাল ক'রে জানি আপনি ততটা জানেন না। অন্তত, আমার ধারণা তাই। কিন্তু এখন যদি আপনি লিবারেল পার্টিতে যোগ দেন, এবং মিস ওয়েস্ট যা বললেন, আপনি যদি এই আন্দোলনে কিছু কাজ করতে চান তাহলে, এটা নিশ্চয় যে দলকে আর আন্দোলনকে আপনি যে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারবেন এটা ভেবেই তা করবেন।

রোসমার ॥ হ্যাঁ ; আমিও তাই চাই।

মর্টেনসগার ॥ ঠিক কথা। কিন্তু গির্জার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কাহিনী নিয়ে প্রকাশ্যভাবে আপনি যদি এগিয়ে আসেন স্যার, তাহলে আপনি নিশ্চয় আপনার কর্মশক্তিকে হারিয়ে ফেলবেন। একথাটা পরিষ্কার ক'রে আপনাকে বলা দরকার।

রোসমার ॥ আপনার কি তাই মনে হচ্ছে ?

মর্টেনসগার ॥ হ্যাঁ। আপনার পক্ষে বেশী কিছু করা তখন সম্ভব হবে না। অন্তত, এইসব অঞ্চলে। আর তা ছাড়া স্যার, অনেক স্বাধীন চিন্তাবিদ্রাই আমাদের দলে রয়েছেন। মানে, ওই জাতীয় ভদ্রলোকদের সংখ্যায় আমাদের দল বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের দলের এখন সত্যিকারের প্রয়োজন হচ্ছে খ্রীষ্টীয়ানদের—মানে, আসল খ্রীষ্টীয়ান গুণ যাঁর মধ্যে রয়েছে—এমন একটা

পুণে যাকে কেউ শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না। ওইরকম মানুষের অভাবই আমাদের সবচেয়ে বেশী। সেইজন্যে, জনসাধারণের স্বার্থ নেই এমন সব বিষয়ে চুপচাপ থাকাই আপনার পক্ষে বিজ্ঞোচিত হবে। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন।

রোসমার ॥ পারছি। অর্থাৎ খ্রীষ্টবিশ্বাস আমি পরিত্যাগ করেছি এ কথাটা যদি আমি প্রকাশ্যে স্বীকার করি তাহলে আমার সঙ্গে হাত মেলানোর ঝুঁকি আপনি নেবেন না। এই ত?

মর্টেনসগার ॥ [ঘাড় নেড়ে] নিতে আমি চাইবো না, স্যার। সম্প্রতি আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি যে চার্চের সঙ্গে বিরোধ চায় এমন কাউকে বা কোন জিনিসকে আমি কোনদিন সমর্থন করবো না।

রোসমার ॥ সম্প্রতি আপনি কি তাহলে নিজেই চার্চে ফিরে এসেছেন?

মর্টেনসগার ॥ সেটা অন্য কথা।

রোসমার ॥ তাহলে, এইটাই আসল কথা! হ্যাঁ; এখন আপনাকে আমি বুঝতে পেরেছি।

মর্টেনসগার ॥ মিঃ রোসমার, আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এসব ব্যাপারে নিজস্ব মতের ওপরে নির্ভর করে কোন কাজ করার ক্ষমতা আমার সত্যিই নেই। বিশেষ ক'রে আমার।

রোসমার ॥ আপনার অসুবিধেটা তাহলে কোথায়?

মর্টেনসগার ॥ আমার অসুবিধে হচ্ছে এই যে আমি মার্কামারা লোক।

রোসমার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মর্টেনসগার ॥ মার্কামারা লোক, স্যার, বিশেষ ক'রে আপনার সেকথাটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, সবার আগে আপনিই এই ছাপটা আমার পিঠে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

রোসমার ॥ এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেইখানে তখন আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম তাহলে আপনার অকাজগুলিকে আরও সহানুভূতির সঙ্গে আমি দেখতে পারতাম।

মর্টেনসগার ॥ আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে লাভ নেই। আপনি আমার পিঠে চিরকালের জন্যে মার্কা মেরে দিয়েছেন। চিরজীবনের জন্যে। আমার ধারণা, এ কাজের দায়িত্ব কী তা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। কিন্তু মিঃ রোসমার, আপনি নিজেও তার জ্বালাটা শীঘ্রই বুঝতে পারবেন।

রোসমার ॥ আমি?

মর্টেনসগার ॥ হ্যাঁ, ডঃ ক্রোল আর তাঁর বন্ধুরা আপনার এই বিচ্ছেদের জন্যে [illegible] যে ক্ষমা করবেন সেকথা নিশ্চয় আপনি ভাবছেন না? শোনা যাচ্ছে, [illegible] এবারে খুবই মরিয়া হয়ে উঠবে। হয়ত, আপনিও

রোসমার ॥ মিঃ মর্টেনসগার, ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে আমাকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। ওদিক থেকে আমি দুর্ভেদ্য।

মর্টেনসগার ॥ [একটু ধূর্ত হাসি হেসে] আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন, মিঃ রোসমার।

রোসমার ॥ সে তো করবই। করার অধিকার আমার রয়েছে।

মর্টেনসগার ॥ আপনি আমাকে যেমন একবার বিচার করেছিলেন সেই বাটখারায় নিজেকে বিচার করার পরেও ?

রোসমার ॥ আপনার কথা বলার ধরনটা আমার ঠিক ভাল লাগছে না। কী বলতে চাইছেন আপনি ? বিশেষ কোন অভিযোগ কি আপনার রয়েছে ?

মর্টেনসগার ॥ রয়েছে , একটা বিশেষ অভিযোগ। মাত্র :একটা, কিন্তু শত্রুরা যদি তার গন্ধ পায় তাহলে, আপনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট কুৎসা প্রচার করার সুযোগ তারা পাবে।

রোসমার ॥ ব্যাপারটা কী দয়া করে আমাকে বলবেন ?

মর্টেনসগার ॥ আপনি কি নিজেই তা স্মরণ করতে পারছেন না, স্যার ?

রোসমার ॥ না ; মোটেই না।

মর্টেনসগার ॥ ভাল কথা। তাহলে, আমাকেই বলতে হবে। এই রোসমারশোলম্ থেকে লেখা অদ্ভুত একটা চিঠি আমার কাছে রয়েছে।

রোসমার ॥ মিস ওয়েস্টের চিঠির কথা আপনি বলছেন ? সেটা কি এতই অদ্ভুত ?

মর্টেনসগার ॥ না। সে-চিঠিটা অদ্ভুত নয়। কিন্তু একবার এখান থেকে আর একটা চিঠি আমি পেয়েছিলাম।

রোসমার ॥ মিস ওয়েস্টের কাছ থেকেই ?

মর্টেনসগার ॥ না, মিঃ রোসমার।

রোসমার ॥ তাহলে, কার কাছ থেকে ? অ্যাঁ !

মর্টেনসগার ॥ প্রয়াতা মিসেস রোসমারের কাছ থেকে।

রোসমার ॥ আমার স্ত্রীর কাছ থেকে ! আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আপনি চিঠি পেয়েছিলেন ?

মর্টেনসগার ॥ হ্যাঁ।

রোসমার ॥ কবে ?

মর্টেনসগার ॥ মিসেস রোসমারের শেষ জীবনে। প্রায় মাস আঠারো আগেই হবে। সেই চিঠিটি বড় অদ্ভুত।

রোসমার ॥ আপনি নিশ্চয় জানেন সেই সময় আমার স্ত্রী মানসিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন।

মর্টেনসগার ॥ হ্যাঁ ; অনেকেই যে তাই ভাবতো আমি তা জানি। কিন্তু তাঁর সেই চিঠিটি পড়লে কেউ ভাবতে পারতো না যে তিনি ওইরকম একটি মানসিক

ব্যাধিতে ভুগছিলেন। অন্তত, আমার তাই মনে হয়। আমি যে চিঠিটিকে অদ্ভুত বলছি তা অন্য কারনে।

রোসমার ॥ এবং আমার সেই অসুখী, বেচারা স্ত্রীর এমন কী কথা ছিল যা তিনি আপনাকে লিখতে গেলেন?

মর্টেনসগার ॥ চিঠিটা আমার বাড়ীতে আছে। মোটামুটি এইভাবে তিনি শুরু করেছেন; আমি ভীষণ ভয় আর আতংকে বেঁচে রয়েছি। কারণ, এইখানে, এইসব অঞ্চলে অনেক দুষ্টলোক বাস করে। এবং তারা সব আপনার অনিষ্ট আর ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।

রোসমার ॥ আমার?

মর্টেনসগার ॥ হ্যাঁ, এই কথাই তিনি লিখেছেন। তারপরেই লিখেছেন সবচেয়ে কয়েকটি অদ্ভুত কথা। মিঃ রোসমার, সেগুলি কি আমি বলবো?

রোসমার ॥ অবশ্যই। সব কথা বলুন। কিছুই লুকিয়ে রাখবেন না।

মর্টেনসগার ॥ প্রয়াতা মিসেস রোসমার আমাকে উদারতা দেখানোর জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন রেক্‌টরই যে আমাকে শিক্ষকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন তা তিনি জানেন। এবং সেই কারণে আমি যাতে আপনার ওপরে প্রতিহিংসা গ্রহণ না করি সেইজন্যে আমার কাছে তিনি ভিক্ষা চেয়েছেন।

রোসমার ॥ আপনি যে আমার ওপরে প্রতিহিংসা নিতে পারেন সেকথা তখন তিনি ভাবলেন কী ক'রে?

মর্টেনসগার ॥ তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে রোসমারশোল্‌মে কিছু অন্যায় বা পাপ কাজ হচ্ছে ব'লে বাইরে যদি কোন গুজব রটে তাহলে, আমি যেন তা বিশ্বাস না করি। কারণ, আপনাকে দুঃখ দেওয়ার জন্যেই কেবল বাজে লোকেরা এইসব কথা রটিয়ে বেড়ায়।

রোসমার ॥ চিঠিতে এইসব কথা লেখা রয়েছে!

মর্টেনসগার ॥ যখনই ইচ্ছে হবে তখনই আপনি নিজেই সেটি পড়ার সুযোগ পেতে পারেন।

রোসমার ॥ কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। চারপাশে কুৎসা রটছে এই ব'লে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি?

মর্টেনসগার ॥ প্রথম কুৎসা হচ্ছে, রেকটর তাঁর শৈশবের ধর্মটিকে বর্জন করেছেন। সে-সময়ে মিসেস রোসমার অবশ্য সেই সম্ভাবনাটিকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে—হুম্।

রোসমার ॥ তারপরে?

মর্টেনসগার ॥ তারপরে তিনি লিখেছিলেন—অবশ্য তাঁর বক্তব্যটা এমনই গোলমেলে যে তা থেকে স্পষ্ট ক'রে কিছু উদ্ধার করা বেশ কষ্টকর—রোসমারশোল্‌মে

গার্হস্থ্য জীবনে যে পাপ ঢুকেছে এমন কোন সংবাদ তাঁর জানা নেই। এবং তাঁর নিজের ওপরে কেউ কোনদিন অবিচার করেনি। যদি সেই ধরনের কোন কুৎসা রটে তাহলে 'লাইটহাউসে' আমি যেন সে-সম্বন্ধে কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ না করি।

রোসমার ॥ কারও নাম সেখানে উল্লিখিত ছিল না ?

মর্টেনসগার ॥ না।

রোসমার ॥ সেই চিঠি আপনার কাছে কে নিয়ে গিয়েছিল ?

মর্টেনসগার ॥ নাম প্রকাশ না করতে আমি প্রতিজ্ঞাবন্ধ। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে এটি আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল।

রোসমার ॥ ব্যাপারটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করলে আপনি বুঝতে পারতেন ওই-রকম একটি চিঠি লেখার জন্যে আমার হতভাগ্য অসুখী স্ত্রী একেবারে দায়ী ছিলেন না।

মর্টেনসগার ॥ তদন্ত আমি অবশ্যই করেছিলাম, স্যার ; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে আমি ঠিক ওই রকম একটা ধারনা নিয়ে ফিরিনি।

রোসমার ॥ ফেরেন নি ?—কিন্তু সেই পুরানো, বিকৃতিমস্তিষ্কের চিঠির কথা ঠিক এই মুহূর্তে আপনি আমাকে বলছেন কেন ?

মর্টেনসগার ॥ আপনি যাতে খুব সতর্ক হন সেইজন্যে, মিঃ রোসমার।

রোসমার ॥ অর্থাৎ, আমার জীবনে ?

মর্টেনসগার ॥ হ্যাঁ, আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে আপনি নিরাপদ নন।

রোসমার ॥ সেই চিঠির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা গোপন করা দরকার সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিৎ ?

মর্টেনসগার ॥ একজন সংস্কারমুক্ত পুরুষ কেন যে তাঁর নিজের ইচ্ছামত জীবন-যাপন করতে পারবেন না, মানে, যতটা সম্ভব—তা আমি জানি না। কিন্তু যা বললাম, এখন থেকে সাবধান হন। জনসাধারণের সংস্কারের বিরুদ্ধে যদি কোন গুজব বা অন্য কিছু ছড়িয়ে পড়ে তাহলে, আপনি নিশ্চিৎ হবেন তাতে লিবারেল দলের ক্ষতি হবে। আচ্ছা, চললাম, মিঃ রোসমার। নমস্কার।

রোসমার ॥ নমস্কার।

মর্টেনসগার ॥ সোজা ছাপাখানায় গিয়ে এই :বিরাট সংবাদটিকে আমি লাইটহাউসে ছাপতে দেব।

রোসমার ॥ সব—সব ছাপতে দিন।

মর্টেনসগার ॥ জনসাধারণে যা জানতে চায় সে-সব কথাই আমি ছাপতে দেব।
[মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন তিনি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ রোসমার। বাইরের দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ আমাদের কানে ঢুকলো।]

রোসমার ॥ [দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন] রেবেকা! রে—হুম্।
[জোরে] মিসেস হেলসেথ—মিস ওয়েস্ট নিচে নেই?

মিসেস হেলসেথ ॥ [নিচে গলা শোনা গেল] না, স্যার। তিনি এখানে নেই।

[পেছনের দিকের পর্দা তুলে রেবেকা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল]

রেবেকা ॥ জন!

রোসমার ॥ [ঘুরে] কী! তুমি কি আমার শোবার ঘরে ছিলে নাকি? ওখানে তুমি কী করছিলে বলতো?

রেবেকা ॥ [কাছে গিয়ে] শুনছিলাম।

রোসমার ॥ কিন্তু রেবেকা, এ কাজ তুমি করলে কেমন করে?

রেবেকা ॥ অবশ্যই করলাম। আমার ঘরোয়া কোটটা গায়ে ছিল বলে ভদ্রলোক কী রকম নাসিকা কুঞ্চিতই না করলেন!

রোসমার ॥ ক্রোল যখন এ ঘরে ছিল তখনও কি তুমি ওই ঘরে ছিলে?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, ওঁর মনের ভেতরে কী ছিল তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

রোসমার ॥ আমিই তো তোমাকে সব কথা বলতাম।

রেবেকা ॥ সব কথা তুমি আমাকে বলতে পারতে না; আর তোমার নিজের ভাষাতে তো নয়ই।

রোসমার ॥ তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছিলে তাহলে?

রেবেকা ॥ মনে হচ্ছে, বেশীর ভাগ অংশই। মর্টেনসগারের আসার সময় একটুর জন্যে আমাকে একবার নিচে নামতে হয়েছিল।

রোসমার ॥ তারপরে, আবার তুমি ওপরে ওঠে এসেছ?

রেবেকা ॥ প্রিয় বন্ধু, আমার ওপরে রাগ করো না।

রোসমার ॥ যা ঠিক আর করার উপযুক্ত বলে তোমার মনে হয় তাই তুমি কর। সেসব বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। কিন্তু রেবেকা, এবারে কী বলবে তুমি? আজ তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশী দরকার। মানে, এত দরকার এর আগে আর কোনদিন হয়ত আমার হয় নি।

রেবেকা ॥ অবশ্য ভবিষ্যতের জন্যে আমরা তৈরি হয়েই ছিলাম।

রোসমার ॥ না, না—এর জন্যে নয়।

রেবেকা ॥ এর জন্যে নয়?

রোসমার ॥ আমাদের এই সুন্দর পরিচ্ছন্ন বন্ধুত্বকে আজ হোক আর দুদিন পরে হোক লোকে যে ভুল বুঝবে, সন্দেহ করবে তা আমি জানতাম। কিন্তু সেই ধাক্কাটা যে ক্রোলের কাছ থেকে আসতে পারে সেকথা আমি এতটুকু ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম, যাদের বুদ্ধিটা মোটা, যাদের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা তারাই এরকম কাজ করতে পারে। হায় রেবেকা, আমাদের সম্পর্কটাকে গোপন ক'রে রাখার জন্যে কত চেষ্টাই না আমি করেছিলাম, তার পিছনে কারণও ছিল যথেষ্ট। সেটা ছিল বিপজ্জনক গোপনীয়তা।

রেবেকা ॥ অন্য লোকে কী বলে তাই নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করে লাভ কী! আমরা যে নির্দোষ সেকথা আমরা নিজেরাই তো মনে মনে জানি।

রোসমার ॥ আমি? নির্দোষ? হ্যাঁ; সেকথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন—রেবেকা—এখন?

রেবেকা ॥ এখন—কী হয়েছে?

রোসমার ॥ বিটীর সেই ভয়ঙ্কর তিরস্কারের জবাব নিজের কাছে আমি কী দেব?

রেবেকা ॥ [জোরে] বিটীর কথা বলো না! বিটীর সম্বন্ধে আর চিন্তা করো না। এখন যখন তার কাছ থেকে তুমি এত ভালভাবে মুক্তি পেয়েছ···মৃতার কাছ থেকে।

রোসমার ॥ ব্যাপারটা আমি এখন জানতে পেরেছি বলে আমার মনে হচ্ছে সে যেন ভয়াল রূপে আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে।

রেবেকা ॥ না, না—জন; ওভাবে চিন্তা করাটা তোমার আর উচিত নয়, অবশ্যই নয়।

রোসমার ॥ হ্যাঁ; তোমাকে আমি বলছি। এর একটা হেস্তনেস্ত আমাদের করতেই হবে। এইরকম অশুভ বিভ্রান্তির মধ্যে সে পড়লো কী করে?

রেবেকা ॥ সে যে প্রায় উন্মাদ ছিল এখন সেকথাটা নিশ্চয় তুমি সন্দেহ করতে শুরু করেছ?

রোসমার ॥ বুঝতেই পারছো, ও-বিষয়ে আমি আর অতটা নিশ্চিত হতে পারছি না আর তা ছাড়া—যদি এটা তাই হতো—

রেবেকা ॥ যদি এটা তাই হতো? বেশ তো, তাহলে?

রোসমার ॥ অর্থাৎ, তার অসুস্থ মন যে উন্মাদ হয়ে গেল তার একেবারে নিকট কারণটা কী? সেইটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

রেবেকা ॥ ওইরকম অশান্তিতে নিজেকে নষ্ট ক'রে লাভটা কী?

রোসমার ॥ রেবেকা, আর কিছু আমি করতে পারি নে। যত চেষ্টাই করি না কেন, এইরকম বিরক্তিকর সন্দেহগুলিকে আমি কিছুতেই বর্জন করতে পারছি না।

রেবেকা ॥ এইরকম একটি বিষন্ন চিন্তার চারপাশে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরপাক খেলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে যে।

রোসমার ॥ [চিন্তাগ্রস্তের মত অস্থির হয়ে পায়চারি করতে করতে] কোন-না-কোন ভাবে নিজের মনের ভাবটা হয়ত আমি প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। তুমি এ বাড়ীতে আসার পর থেকে আমি যে ধীরে ধীরে সুখী হচ্ছিলাম সেটা সে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিল।

রেবেকা ॥ বেশ তো! সেটা ধরে নিলেও— !

রোসমার ॥ আমরা যে একই বই পড়তাম সেটা হয়ত তার দৃষ্টি এড়ায় নি। আমরা যে নতুন ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনাকরার জন্যে পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করতাম তাও হয়ত সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু আমার তো মাথায় ঢুকছে না। তাকে বাঁচানোর জন্যে আমি কত উদ্বিগ্নই না ছিলাম, কত সতর্কই না হয়েছিলাম! যখন আমার সে-সব কথা মনে হয় তখন ভাবি আমাদের ব্যাপারটা সে যাতে বুঝতে না

পারে তার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি আমি। অথবা, আমার চেষ্টার ভেতরেই কোথাও কোন ফাঁক ছিল, রেবেকা ?

রেবেকা ॥ সে চেষ্টা অবশ্যই তুমি করেছিলে।

রোসমার ॥ এবং তুমিও। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও— ! ভাবতেও কী ভয়ঙ্কর লাগছে ! আর এইখানে সে বেচারা হয়ত তার রুগ্ন ভালবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, মুখ ফুটে একটি প্রতিবাদও করেনি—অথচ, আমাদের লক্ষ্য করেছে, সবকিছু দেখেছে— এবং ভুল ব্যাখ্যাও করেছে সবকিছুর।

রেবেকা ॥ [হাতে দুটো মুঠো করে] হায়রে ! রোসমারশোল্মে আমার আসাটা মোটেই ঠিক হয় নি।

রোসমার ॥ সে যে নিঃশব্দে কত দুঃখ সহ্য করেছে ভাবতেও তা কেমন লাগছে। তার সেই রুগ্ন মনে আমাদের সম্বন্ধে যতরকম কুৎসিত ধারণা মানুষের থাকতে পারে সবই সে নিশ্চয় করেছিল ! তোমার সঙ্গে তার এমন কোন কথা হয়নি যা থেকে এইরকম কোন সূত্র তুমি খুঁজে পাও ?

রেবেকা ॥ [ভয় পেয়ে] আমার সঙ্গে ! তোমার কি ধারণা ওরকম কিছু বুঝতে পারলে আর একদিনও আমি এ বাড়ীতে থাকতাম ?

রোসমার ॥ না, না। সে তো বটেই। উঃ। কী যুদ্ধই না তাকে করতে হয়েছিল ! আর, সে-যুদ্ধ সে একাই করেছিল রেবেকা ! মরিয়া হয়ে একা ! এবং তারপরে, শেষে মিল-রেশ-এ এই ট্র্যাজিক বিজয়—যে বিজয়ের মধ্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটা ছিঃ ছিঃ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। [লেখার টেবিলের পাশে একটা সোফার ওপরে বসে পড়েন তিনি, টেবিলের ওপরে দুটো কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের ভেতরে নিজের মুখটাকে ঢেকে ফেলেন]

রেবেকা ॥ [পেছন থেকে শান্তভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে] জন, শোন। বিটীকে যদি এখন তোমার কাছে, এই রোসমারশোল্মে ফিরিয়ে আনার শক্তি তোমার থাকতো তাহলে তুমি কি তাকে ফিরিয়ে আনতে ?

রোসমার ॥ কী করতাম, আর, কী করতাম না তা কি ছাই আমি জানি ? কিন্তু বর্তমানে এটা ছাড়া অন্য কিছুই আমি ভাবতে পারছি না।—না—না !

রেবেকা ॥ এর মধ্যে তোমার নিজের জীবন শুরু করা উচিত ছিল, জন। শুরু তো তুমি করেই ফেলেছ। সবদিক থেকেই নিজেকে মুক্ত করেছ তুমি। তাতে তুমি আনন্দও পেয়েছিলে ; মনটাও তোমার হাল্কা—

রোসমার ॥ আমি তা জানি। মুক্ত নিশ্চয় নিজেকে আমি করেছিলাম। তারপরে এল এই চরম ধাক্কা। সেই আঘাত আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলেছে—।

রেবেকা ॥ [চেয়ারের পেছনে দুটো হাত রেখে] গোধূলিতে বসার ঘরে আমরা যখন বসে থাকতাম তখন আমাদের কী ভালই না লাগতো ? এবং, নতুন জীবনের পরিকল্পনায় পরস্পরকে আমরা কী সাহায্যই না করতাম ! আসল জীবনটাকে

তুমি শক্ত ক'রে ধরতে চেয়েছিল—আজকের দিনে যেটা সত্যিকার জীবন। সেই কথাই তুমি বলেছিলে। অতিথির মত স্বাধীনতার ভেট নিয়ে তুমি ঘরে ঘরে যাবে। তাদের মন আর আকাঙ্ক্ষাকে জয় করবে। তোমার চারপাশে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে—সেই বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর পরিধিতে—সকল মানুষকে তুমি ক'রে তুলবে সম্ভ্রান্ত।

রোসমার ॥ সম্ভ্রান্ত আর সুখী।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; সুখী।

রোসমার ॥ কারণ, আনন্দই মানুষকে সম্ভ্রান্ত ক'রে তোলে, রেবেকা।

রেবেকা ॥ তোমার কি মনে হয় না—দুঃখও ? প্রচণ্ড যন্ত্রণা ?

রোসমার ॥ হ্যাঁ ; যদি কেউ সেই দুঃখকে অতিক্রম করতে পারে, দুঃখকে অতিক্রম ক'রে নস্যাৎ করতে পারে তাকে।

রেবেকা ॥ সেইটাই তো তোমাকে করতে হবে।

রোসমার ॥ [বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে] আমি কোনদিনই এর ওপরে উঠতে পারবো না, একে অতিক্রম করতে পারবো না একেবারে। সব সময়ে থেকে যাবে ক্রমবর্ধমান একটা সন্দেহ। একটা প্রশ্ন। যে জিনিসটা জীবনকে এত সুন্দর, এত বিস্ময়কর ক'রে তোলে তাতে আর আমি আনন্দ পাবো না।

রেবেকা ॥ [চেয়ারের পেছন থেকে নিচু স্বরে] জন, সেটা কী ?

রোসমার ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] শান্তি, নিখুঁৎ আনন্দ।

রেবেকা ॥ [পিছু হটে] হ্যাঁ, তাই বটে ! [সামান্য বিরতি]

রোসমার ॥ [টেবিলের ওপর কনুই দুটো ভর দিয়ে, হাতের চেটোতে মাথাটা রেখে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] এবং কীভাবে সে সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা যোগ-সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। কেমন শৃঙ্খলার সঙ্গে সব জিনিসকে সে একসঙ্গে গেঁথেছিল। প্রথমে সে সন্দেহ করলো আমার বিশ্বাসের দেওয়ালে চিড় ধরেছে। এটা তখন সে বুঝতে পারলো কেমন ক'রে ? কিন্তু সে তা বুঝতে পেরেছিল। তারপরে, সে হয়েছিল নিশ্চিৎ। এবং তারপর, হ্যাঁ, তারপরে বাকিটা বোঝা তার কাছে খুবই সহজ ছিল। [চেয়ারের ওপরে ঘুরে ব'সে, মাথার চুলগুলি মুঠো ক'রে] ওঃ ! কী সব উন্মাদ চিন্তা ! এগুলির হাত থেকে আমার আর রেহাই নেই। না, সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত। আমি তা জানি। যে-কোন মুহূর্তে দল বেঁধে এসে তারা আমাকে ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, স্মরণ করিয়ে দেবে প্রয়াতা বিটীর কথা।

রেবেকা ॥ রোসমারশোল্‌মের সাদা ঘোড়ার মত !

রোসমার ॥ হ্যাঁ, তারই মত। অন্ধকার থেকে তীব্রবেগে দৌড়ে এসে। নিঃস্তব্ধতার মধ্যে।

রেবেকা ॥ আর এই শোচনীয় কাল্পনিক চিন্তার জন্যে যে আপন জীবনটাকে তুমি শক্ত ক'রে ধরতে শুরু করেছিল তাকে ছেড়ে দেবে ?

রোসমার ॥ তুমি ঠিকই বলেছ, রেবেকা ! সে-জীবন ছেড়ে দেওয়া খুবই কঠিন।

কিন্তু পথ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আমার হাতে নেই। তাকে আমি দাবিয়ে রাখবো কেমন ক'রে!

রেবেকা ॥ [চেয়ারের পেছন থেকে] নতুন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়ে।

রোসমার ॥ [চমকে, তাকিয়ে] নতুন বন্ধন!

রেবেকা ॥ হ্যাঁ; বাইরের জগতের সঙ্গে নতুন বন্ধন। বেঁচে থেকে, কাজ ক'রে, অভিনয় করে। যে রহস্যের সমাধান নেই ঘরে ব'সে কেবল সেই কথা অনর্থক ভেবে ভেবে দিন না কাটিয়ে।

রোসমার ॥ [উঠে] নতুন বন্ধন? [মেঝে পেরিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ান; তারপরে, ফিরে আসেন] আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে। রেবেকা, প্রশ্নটা তুমি কি নিজেও নিজেকে কর নি?

রেবেকা ॥ [কষ্ট ক'রে নিঃশ্বাস নিয়ে] এটা ··এটা কী···আমাকে বল।

রোসমার ॥ আজকের পরে আমাদের সম্পর্কটা কীরকম দাঁড়াবে বলে তোমার মনে হচ্ছে?

রেবেকা ॥ আমার মনে হয়, যাই ঘটুক না কেন, আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে অটুট।

রোসমার ॥ তা থাকবে। কিন্তু প্রশ্নটা আমি ওভাবে করি নি। প্রথমে কোন্ জিনিসটা আমাদের দুজনকে কাছাকাছি টেনে নিয়ে এল—নরনারীর মধ্যে বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের আদর্শে আমরা কখন বিশ্বাসী হলাম সেই কথাটাই আমি ভাবছিলাম।—

রেবেকা ॥ বল বল—কোন্ জিনিসটা—

রোসমার ॥ আমি বলতে চাই এমন একটা সম্পর্ক—যেমন আমাদের, এখন—একটি শান্ত, সুখী জীবন যাপনের পক্ষে সেটা কি সবচেয়ে ভাল—?

রেবেকা ॥ মানে?

রোসমার ॥ আমার সামনে এখন যে জীবন উন্মুক্ত হয়েছে সে জীবন যুদ্ধের, অশান্তির আর গভীর উত্তেজনার। কারণ, আমার নিজস্ব জীবন আমি যাপন করতে চাই, রেবেকা। ভয়ংকর সম্ভাবনা আমাকে ধরাশায়ী করুক তা আমি চাইনে। আমার জীবন যাপনের নীতি কেউ আমাকে বলে দিক তা আমি চাইনে; অথবা অন্য কোন কিছু—

রেবেকা ॥ না—না। তা করতে দিয়ো না! জন, তুমি মুক্ত পুরুষ হও, একেবারে মুক্ত!

রোসমার ॥ সেইজন্যে, আমি কী ভাবছি তা কি তুমি বুঝতে পারছো? তুমি কি তা জানো না? এই সমস্ত শিকারান্বেষী, বিরক্তিকর চিন্তা আর বিষণ্ণ অতীত থেকে কী ভাবে আমি মুক্তি পেতে পারি তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?

রেবেকা ॥ খুলে বল।

রোসমার ॥ তাদের বিরুদ্ধে একটা নতুন জীবন্ত বাস্তবকে ধরে রেখে।

রেবেকা ॥ [চেয়ারের পেছনটা ধরার জন্যে হাতাড়িয়ে] একটা জীবন্ত—? সেটা—কী!

রোসমার ॥ [কাছে এসে] রেবেকা, তুমি যদি এখন আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে বলি—তুমি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী হবে ?

রেবেকা ॥ [মুহূর্তের জন্যে নির্বাক থেকে আনন্দে চিৎকার ক'রে] তোমার স্ত্রী ! তোমার—!

রোসমার ॥ হ্যাঁ। এস, চেষ্টা করি আমরা। আমরা দুজনে হবো এক। মৃতের জন্যে এ বাড়ীতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সে-শূন্যতা আর কখনও এখানে থাকবে না।

রেবেকা ॥ আমি—বিটীর জায়গায়—!

রোসমার ॥ তাকে আমি ভুলে যাব—এখনই—এই মুহূর্তে। চিরকালের জন্যে, সব সময়।

রেবেকা ॥ [নিচু, কম্পিত স্বরে] তুমি তাই ভাবছো, জন ?

রোসমার ॥ নিশ্চয়। নিশ্চয়। একটা শবদেহ কাঁধে নিয়ে আমি আর হাঁটতে পারছি নে, আর আমি হাঁটবো না। রেবেকা, সেই শবের বোঝাটা আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে আমাকে তুমি সাহায্য কর। স্বাধীনতা, আনন্দ; আর উত্তেজনায় সমস্ত পূর্বস্মৃতিকে ভুলে যেতে দাও। তুমিই হবে আমার একমাত্র স্ত্রী ; অন্য কোন স্ত্রী কোনদিনই আমার ছিল না।

রেবেকা ॥ [সংযতভাবে] ওকথা আর কখনও উচ্চারণ করো না। আমি কোনদিনই তোমার স্ত্রী হবো না।

রোসমার ॥ কী বললে ! কোনদিন না ! আমাকে ভালবাসার কথা তুমি কি ভাবতে পারো না ? তোমার বন্ধুত্বের মধ্যে ইতিমধ্যেই কি ভালবাসার ছোঁয়াচ লাগে নি ?

রেবেকা ॥ [যেন ভয়ে কান দুটো বন্ধ ক'রে] ওভাবে কথা বলো না, জন। ওভাবে কথা বলো না !

রোসমার ॥ [তাঁর দুটো হাত ধরে] হ্যাঁ, হ্যাঁ ; আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালবাসার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা রয়েছে। বুঝতে পারছি তুমিও সেই কথাই ভাবছো। রেবেকা, তাই না ?

রেবেকা ॥ [শক্ত, আবার সংযত হয়ে] এখন, শোন। আমি তোমাকে যা বলছি তা শোন। তুমি যদি একথাটা আবার বল তাহলে, আমি রোসমারশোল্‌ম থেকে চলে যাব।

রোসমার ॥ চলে যাবে ! তুমি ! না, তা তুমি পার না। অসম্ভব।

রেবেকা ॥ তোমার স্ত্রী হওয়া তার চেয়েও অসম্ভব। বিশ্বের কোন কিছুর লোভেই আমি তা হতে পারি না।

রোসমার ॥ [অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] তুমি 'পারি' শব্দটা উচ্চারণ করেছ। আর কথাটাও বললে অদ্ভুতভাবে। কেন পার না ?

রেবেকা ॥ [রোসমারের দুটো হাত ঝাপটে ধরে] প্রিয় বন্ধু, তোমার স্বার্থে, আর

আমারও স্বার্থে, 'কেন' তা জানতে চেয়ো না। [হাত ছেড়ে দিয়ে] বুঝতে পারলে, জন। [বাঁ দিকে দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

রোসমার ॥ ভবিষ্যতের জন্যে আমার একটা প্রশ্নই রইলো—'কেন' ?

রেবেকা ॥ [ঘুরে, তাঁর দিকে চেয়ে] তাহলে, সব শেষ।

রোসমার ॥ তোমার আর আমার মধ্যে ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ।

রোসমার ॥ আমাদের মধ্যে কোনদিনই শেষ হবে না। এখান থেকে কোনদিনই তুমি চলে যাবে না।

রেবেকা ॥ [দরজার চাবির ওপরে একটা হাত রেখে] না। হয়ত আমি যাব না। কিন্তু আবার যদি তুমি আমাকে ও কথাটা বল—তাহলে, যাই ঘটুক, সব শেষ হয়ে যাবে।

রোসমার ॥ তবুও শেষ হয়ে যাবে ? কী ক'রে ?

রেবেকা ॥ কারণ, বিটীর পথেই আমি চলে যাব। এখন তুমি বুঝতে পারলে, জন।

রোসমার ॥ রেবেকা— !

রেবেকা ॥ [দরজার কাছে, ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে] এখন তুমি বুঝতে পারল ! [বেরিয়ে যান]

রোসমার ॥ [বিনষ্ট আত্মার মত বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে, নিজেকে নিজে] এটা—কী—হল !

॥ তৃতীয় অংক ॥

রোসমারশোল্মের বসতঘর। হলঘরের দিকে জানালা আর দরজা খোলা। বাইরে সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। রেবেকা ওয়েস্ট জানালার ধারে দাঁড়িয়ে জল ছিটিয়ে ফুলগুলি সাজাচ্ছে। তার সাজ-পোশাক প্রথম অংকের মতই। তার পশমের কাজটি ইজিচেয়ারের ওপরে পড়ে রয়েছে। একটা পালকের ঝাঁটা হাতে নিয়ে মিসেস হেলসেথ ঘুরে-ঘুরে আসবাবপত্রগুলি ঝাড়ছে।

রেবেকা ॥ [একটু চুপ ক'রে থেকে] কী ব্যাপার! আজ রেক্টর এখনও যে ওপরে রয়েছেন!

মিসেস হেলসেথ ॥ ও কিছু নয়। এরকম দেরী প্রায় তাঁর হয়। এবার তিনি নেমে আসবেন।

রেবেকা ॥ তাঁকে কি আপনি আদৌ দেখেছেন?

মিসেস হেলসেথ ॥ একটু। কফি নিয়ে আমি যখন ওপরে উঠে গেলাম তখন তিনি শোবার ঘরে। পোশাক পালটাচ্ছেন।

রেবেকা ॥ গতকাল তাঁর শরীরটা ভাল ছিল না কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মিসেস হেলসেথ ॥ আমারও তাই মনে হচ্ছিল। ভাবছি, শালার সঙ্গে তাঁর কোন মনোমালিন্য হয়নি তো!

রেবেকা ॥ কী নিয়ে বলুন তো?

মিসেস হেলসেথ ॥ তা আমি ঠিক জানি না। মনে হয়, এই মর্টেনসগোরই ওঁদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছে।

রেবেকা ॥ সেটা সম্ভব। এই পেডার মর্টেনসগারকে কি আপনি আদৌ চেনেন?

মিসেস হেলসেথ ॥ না, অবশ্যই না। একথা আপনি কী ক'রে ভাবতে পারলেন, মিস? ওর মত লোককে আমি চিনবো?

রেবেকা ॥ একথা বলছেন কেন? তিনি অপ্রিয় সংবাদপত্র বার করেন ব'লে?

মিসেস হেলসেথ ॥ না, না; কেবল সেইজন্যেই না। যে-মেয়েটার পেটে ওর একটা ছেলে জন্মেছিল তার আসল স্বামীটা পালিয়ে গিয়েছে। একথা নিশ্চয় আপনি শুনেছেন, মিস্?

রেবেকা ॥ কথাটা আমার কানেও এসেছে। কিন্তু আমি এখানে আসার অনেক আগেই এ-ঘটনা ঘটেছে।

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ; তাই হবে। ওর তখন যৌবন; কিন্তু ওর চেয়ে মেয়েটার জ্ঞানগম্যি কিছু বেশী থাকা উচিত ছিল। মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্যে তৈরিও ছিল ও; কিন্তু পারে নি। তার জন্যে ওকে ঝামেলাও কম পোয়াতে হয় নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তারপর থেকেই ও নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়িয়েছে। অনেক লোক এখন ওর পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

রেবেকা ॥ কোন কিছু অন্যায় হলেই গরীব লোকেরা তাঁর কাছে দৌড়ে যায়।

মিসেস হেলসেথ ॥ গরীব নয় এমন মানুষও ওর কাছে যায়।

রেবেকা ॥ [চোরা চাহনি দিয়ে] সত্যি ?

মিসেস হেলসেথ ॥ [সোফার পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে] মাঝে মাঝে এমন সব মানুষ যায় যাদের নাম শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, মিস।

রেবেকা ॥ [ফুলগুলি গোছাতে গোছাতে] ওটা নিশ্চয় আপনার ধারণা, মিসেস হেলসেথ। কারণ, ও-সব কথা সঠিকভাবে জানার কোন উপায় নেই আপনার।

মিসেস হেলসেথ ॥ তাই বলছেন ? হ্যাঁ, আমি জানি, কারণ সত্যি কথাটা যদি বলতে হয় তাহলে বলি, আমি নিজেই একবার একটা চিঠি নিয়ে মর্টেনসগারের কাছে গিয়েছিলাম।

রেবেকা ॥ [ঘুরে] কী বললেন ! —সত্যিই !

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ, সত্যি। আর সেই চিঠিটা লেখা হয়েছিল রোসমারশোল্মে-ই।

রেবেকা ॥ বলেন কী !

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ; সত্যি বলছি। একটি সুন্দর কাগজে চিঠিটি লেখা হয়েছিল। খামটা জোড়া ছিল লাল টকটকে মোমের আঁটা দিয়ে।

রেবেকা ॥ আর সেটা নিয়ে যাওয়ার ভার ছিল আপনারই ওপরে ? তাহলে, চিঠিটা কে লিখেছিলেন তা বুঝতে কষ্ট না হওয়ারই কথা।

মিসেস হেলসেথ ॥ তাই না ?

রেবেকা ॥ অবশ্য, বেচারা মিসেস রোসমারই তা লিখেছিলেন। তিনি তখন খুবই অসুস্থ—

মিসেস হেলসেথ ॥ কথাটা কিন্তু আপনিই বললেন, মিস। আমি বলি নি।

রেবেকা ॥ কিন্তু, চিঠিটাতে তাহলে কী লেখা ছিল ? অবশ্য আপনার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

মিসেস হেলসেথ ॥ হুম্। তবু কিছুটা জানার সুযোগ আমার অবশ্য হয়েছিল।

রেবেকা ॥ এ বিষয়ে তিনি কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন ?

মিসেস হেলসেথ ॥ না; তিনি অবশ্য আমাকে কিছু বলেন নি। কিন্তু চিঠিটা প'ড়ে, মর্টেনসগোর আমাকে এখানকার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল। তা থেকেই চিঠিতে কী লেখা ছিল সে-বিষয়ে কিছুটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।

রেবেকা ॥ তিনি কী লিখেছিলেন সে-বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন ? বলুন, বলুন।

মিসেস হেলসেথ ॥ উঁহু ! সেকথা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না।

রেবেকা ॥ পারবেন, পারবেন ! আমরা দু'জনেই তো বন্ধু।

মিসেস হেলসেথ ॥ ঈশ্বরের দোহাই ! ও-কথা আপনাকে বলা আমার উচিত নয়, মিস।

শুধু এইটুকু বলতে পারি যে তারা যা করেছিল তা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর ; আর সেই সব কথাই তারা বেচারা অসুস্থ মহিলাটিকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল।

রেবেকা ॥ কারা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল ?

মিসেস হেলসেথ ॥ দুষ্ট লোকেরা, মিস ওয়েস্ট, দুষ্ট লোকেরা।

রেবেকা ॥ দুষ্ট লোকেরা—?

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ, আবার বলছি—তারা খুবই দুষ্ট প্রকৃতির।

রেবেকা ॥ কিন্তু কারা বলুন তো ?

মিসেস হেলসেথ ॥ আমি নিশ্চিৎ যে যাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে এ-সব তারই কাজ। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, এ বিষয়ে কিছু বলা আমার উচিত নয়। এই শহরে একটি মহিলা রয়েছেন—নিশ্চয় তিনিই—হুম্।

রেবেকা ॥ বুঝতে পারছি, মিসেস ক্রোলকেই আপনার সন্দেহ হচ্ছে।

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ওই একটি জাঁহাবাজ মহিলা। তিনি সব সময়েই আমার ওপরে হম্বিতম্বি ক'রে এসেছেন। আর আপনার ওপরেও কোনদিনই তিনি সদয় নন।

রেবেকা ॥ মিসেস রোসমার ওই চিঠিটা যখন মর্টেনসগারকে লিখেছিলেন তখন তাঁর মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল বলে কি আপনার মনে হচ্ছে ?

মিসেস হেলসেথ ॥ মনের হদিশ পাওয়া কঠিন ব্যাপার, মিস। তবে, তাঁর মাথাটা যে একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল তা আমার মনে হয় না—বুঝেছেন !

রেবেকা ॥ কিন্তু তাঁর যে কোন সন্তান হবে না একথা বুঝতে পেরে মনে হয় তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। সেই সময়েই তাঁর উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ ; আর সেই আঘাতটাই তাঁকে খুব লেগেছিল—বেচারা !

রেবেকা ॥ [উলের কাজটা নিয়ে জানালার ধারে চেয়ারের ওপরে ব'সে] কিন্তু ওটা ছাড়া, তাতে আসলে রেক্টরের যে ভালোই হয়েছিল তা কি আপনার মনে হয় না, মিসেস হেলসেথ ?

মিসেস হেলসেথ ॥ কোন্টা মিস ?

রেবেকা ॥ এ-বাড়ীতে কিছু শিশু না থাকাটা !—নাকি ?

মিসেস হেলসেথ ॥ হুম ! এ সম্বন্ধে কী বলা উচিত তা আমার মাথায় ঢুকছে না।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ;—বিশ্বাস করুন। ওইটাই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে ভালো হয়েছিল। চারপাশে ছেলেমেয়েদের ঘ্যানঘ্যানানি মিঃ রোসমারের সহ্য করা উচিত হতো না।

মিসেস হেলসেথ ॥ রোসমারশোল্মে ছেলেমেয়েরা কাঁদে না, মিস।

রেবেকা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] কাঁদে না ?

মিসেস হেলসেথ ॥ এ-বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা কোনদিন কাঁদতে অভ্যস্ত নয়। কেউ-কেঁদেছে ব'লে এ অঞ্চলের মানুষেরা স্মরণ করতে পারে নি।

রেবেকা ॥ বলেন কী ! অবাক কাণ্ড তো !

মিসেস হেলসেথ ॥ অবাক কাণ্ড নয় ? বলুন তো ! কিন্তু এখানে এইরকম অদ্ভুত কাণ্ডই এতাবৎ ঘটে আসছে। তা ছাড়া, আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার এখানে রয়েছে। বড় হওয়ার পরে কোনদিন তারা হাসে নি ; কোনদিন হাসে না—যত দিন তারা বেঁচে থাকে।

রেবেকা ॥ কিন্তু এতো বড় আশ্চর্য—

মিসেস হেলসেথ ॥ রেক্‌টরকে কখনও—মানে, একবারও—মানে, একবারও—হাসতে কি আপনি শুনেছেন, বা, দেখেছেন ?

রেবেকা ॥ না। এখন মনে হচ্ছে, কথাটা বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার ধারণা, এই অঞ্চলের বিশেষ কেউ-ই প্রায় হাসে না।

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ ; সেকথা সত্যি। লোকে বলে, এই রীতির জন্ম নাকি এই রোসমারশোল্‌মেই হয়েছে। আর সেইজন্যেই আমার মনে হয়, সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির মতই, এই রীতিটা এখান থেকেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

রেবেকা ॥ মিসেস হেলসেথ, আপনি সত্যিই বিজ্ঞ।

মিসেস হেলসেথ ॥ না—না ! ওখানে ব'সে আমাকে ঠাট্টা করবেন না, মিস। [কান উঁচিয়ে শোনে] ঠিক, ঠিক, ওই রেক্‌টর আসছেন। এ ঘরে ঝাঁটা দেখাটা তিনি পছন্দ করেন না। [ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ছড়ি আর টুপিটা হাতে নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে আসেন জন রোসমার]

রোসমার ॥ গুড মর্নিঙ, রেবেকা।

রেবেকা ॥ গুড মর্নিঙ, প্রিয় রোসমার। [সামান্য বিরতি। উল বুনতে বুনতে] তুমি কি বেড়াতে যাচ্ছ ?

রোসমার ॥ হ্যাঁ।

রেবেকা ॥ আজকের আবহাওয়াটা বড় চমৎকার !

রোসমার ॥ আজ সকালে আমাকে দেখতে তুমি তো ওপরে যাও নি।

রেবেকা ॥ না, যাই নি। আজ সকালে ওপরে যাই নি।

রোসমার ॥ ভবিষ্যতেও যাবে না বুঝি ?

রেবেকা ॥ ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।

রোসমার ॥ আমার কোন কাগজপত্র এসেছে ?

রেবেকা ॥ এসেছে। 'কাউন্‌টি নিউজ'।

রোসমার ॥ 'কাউন্‌টি নিউজ' ?

রেবেকা ॥ টেবিলের ওপরে রয়েছে।

রোসমার ॥ [টুপী আর ছড়িটা রেখে] পড়ার মত কিছু আছে—?

রেবেকা ॥ আছে।

রোসমার ॥ তবু তুমি এটাকে ওপরে পাঠিয়ে দাও নি ?

রেবেকা ॥ খুব শীঘ্রই তুমি তা পড়বে।

রোসমার ॥ বুঝেছি। [কাগজটা নিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন] কী! 'মেরুদণ্ডহীন দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে আমাদের পাঠকপাঠিকাদের সতর্ক ক'রে দেওয়ার মত যথেষ্ট ভাষা আমাদের নেই।'—[রেবেকার দিকে তাকিয়ে] রেবেকা, ওরা আমাকে 'দলত্যাগী' বলেছে।

রেবেকা ॥ কারও নাম বলে নি ওরা।

রোসমার ॥ তাতে কিছু আসে যায় না। [পড়তে থাকেন] 'একটি সত্যিকার সৎ আদর্শের সঙ্গে তারা গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে'। —'এরাই হচ্ছে জুডাসের দল। স্বার্থসিদ্ধির উপযুক্ত সময় আর সুযোগ সামনে এসেছে ভেবে সাহস ক'রে নির্লজ্জের মত এরা স্বধর্ম ত্যাগ করার বাসনা ঘোষণা করেছে।' 'সম্মানিত পূর্বপুরুষদের সুনামের মূলে নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করেছে এরা। এদের বিবেকে একটুও লাগে নি'—'এই আশায় যে ঠিক এই মুহূর্তে যার হাতে ক্ষমতা এসে পড়েছে সে তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেবে। [কাগজটা টেবিলের ওপরে রেখে দেন] এবং তারা এসব কথা আমাকে লক্ষ্য করেই লিখেছে। আর লিখেছে কারা? যারা আমাকে এতদিন ধ'রে ভালো ক'রে জানে। এর মধ্যে যে কোন সত্য কথা নেই তা তারা জানে। তবু. একথা তারা লিখেছে।

রেবেকা ॥ আরও আছে।

রোসমার ॥ [কাজটা তুলে নিয়ে]—'অনভিজ্ঞ বিচারবুদ্ধির দোহাই'—'বিকৃত প্রভাব—সম্ভবত, সেই প্রভাবের মূল অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে প'ড়ে আরও অনেক ক্ষতি করেছে, সেগুলি বর্তমানে আমরা প্রকাশ করলে, জনসাধারণের কাছ থেকে তীব্র ধিক্কার বা নিন্দা উঠতে পারে।' [রেবেকার দিকে তাকিয়ে] এ-সব কথার অর্থ?

রেবেকা ॥ বুঝতেই পারছো কথাগুলি আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে।

রোসমার ॥ [কাগজটা নামিয়ে রেখে] রেবেকা, এসব কথা যারা লিখেছে তাদের কোন সম্ভ্রমবোধ নেই।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। আমার ধারণা, ওরা আর মর্টেনসগার একই পর্যায়ের মানুষ।

রোসমার ॥ [পায়চারী করতে করতে] এর উপযুক্ত জবাব দিতেই হবে। না দিলে, মানুষের মধ্যে এখনও যেটুকু সম্ভ্রমবোধ রয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তা হবে না। এই অন্ধকার আর আতংকের মধ্যে আমি যদি মানুষকে একটু আশার আলো দেখাতে পারি তাহলে কী আনন্দই না আমার হবে!

রেবেকা ॥ [দাঁড়িয়ে] ঠিক! ওইটাই ঠিক কথা। তাই না? এরই ভেতরে বেঁচে থাকার একটা উঁচু আর মহৎ আদর্শের সন্ধান পাবে তুমি!

রোসমার ॥ আমি যদি তাদের আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করতে পারতাম! আমি যদি

তাদের অনুতাপ করাতে পারতাম, পারতাম লজ্জা দিতে। তাদের সব দোষ সহ্য ক'রে—তাদের ভালবাসা দিয়ে, রেবেকা।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। তোমার সমস্ত শক্তি ওই কাজে ঢেলে দাও, দেখবে—তুমি জয়ী হবে!

রোসমার ॥ আমারও ধারনা, এটা সম্ভব হবেই। সম্ভব হলে, বেঁচে থাকাটা কী আনন্দেরই না হবে! আর তিক্ত যুদ্ধ করতে হবে না আমাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য থাকবে; তবে, তাও বন্ধুত্বের। সকলের দৃষ্টিই নিবদ্ধ থাকবে সেই একই লক্ষ্যে। সবাই তাদের ইচ্ছাশক্তিকে তাদের ইচ্ছামত সামনে, ওপরে যেদিকে খুশি ছড়িয়ে দেবে। সবাই সকলের সুখে রসদ যোগাবে। [জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। চমকে উঠে বিষণ্ণ স্বরে বলেন] না। আমাকে দিয়ে এসব কাজ হবে না।

রেবেকা ॥ হবে না!—তোমাকে দিয়ে হবে না?

রোসমার ॥ ও আনন্দ আমাব কপালেও নেই।

রেবেকা ॥ না, না—জন। ওরকম সন্দেহকে তোমার মনের মধ্যে ঢুকতে দিয়ো না।

রোসমার ॥ প্রিয় রেবেকা, সুখ পেতে গেলে প্রথম কী জিনিসটাব দরকার জান? সবার আগে দরকার শান্ত, সুখী নির্দোষ বিবেক, যে বিবেক হচ্ছে নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব।

রেবেকা ॥ [নিজের সামনের দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ; এই অপরাধী বিবেক—

রোসমার ॥ হ্যাঁ; এটা এমন একটা জিনিস যার বিচার সম্ভবত তুমি করতে পারবে না। কিন্তু আমি—

রেবেকা ॥ তুমি বোঝ সবচেয়ে কম।

রোসমার ॥ [জানালার বাইরে আঙুল বাড়িয়ে] মিল-রেশ।

রেবেকা ॥ জন!

[ডানদিকে দরজা দিয়ে মিসেস হেলসেথ উঁকি দেন]

মিসেস হেলসেথ ॥ মিস ওয়েস্ট!

রেবেকা ॥ পরে, পরে। এখন নয়।

মিসেস হেলসেথ ॥ মাত্র একটা কথা, মিস।

[রেবেকা আড়চোখে দরজার দিকে তাকান। মিসেস হেলসেথ কিছু বুঝিয়ে বললেন তাঁকে। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ফিসফিস করলেন। মিসেস হেলসেথ মাথা নেড়ে চলে গেলেন]

রোসমার ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] আমার বিষয়ে কিছু?

রেবেকা ॥ না। ঘরের কাজকর্মের ব্যাপারে। প্রিয় জন, এখন ফাঁকায় তোমার একটু বেড়িয়ে আসা দরকার। অনেক দূর ঘুরে এস। ঘুরে আসাই তোমার দরকার।

রোসমার ॥ [টুপী নিয়ে] হঁ্যা। তুমিও চল। দুজনেই আমরা বেড়িয়ে আসি।

রেবেকা ॥ *না—না—জন। প্লিজ। আমি এখন যেতে পারবো না। তোমাকে একলাই যেতে হবে। কিন্তু এইসব বিষন্ন চিন্তা ঝেড়ে ফেলো। প্রতিজ্ঞা কর, ফেলবে ?*

রোসমার ॥ উঁহু! তা আমি কোনদিনই পারবো না। সে-সাহস আমার নেই।

রেবেকা ॥ হায়রে! এমন একটা ভিত্তিহীন জিনিস তোমাকে এমন ক'রে গ্রাস করল —কী করে।

রোসমার ॥ দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটা যে একেবারে ভিত্তিহীন নয় তা তুমি জানো। সারা রাত্রি আমি কেবল এই কথাই চিন্তা করেছি। সম্ভবত, বিটী যেমন ক'রেই হোক সত্যটা দেখতে পেয়েছিল।

রেবেকা ॥ কোন্ বিষয়ে—তোমার মনে হচ্ছে ?

রোসমার ॥ তোমাকে আমি ভালোবাসতাম বলে তার যে ধারণা হয়েছিল।

রেবেকা ॥ এর মধ্যে সত্য দেখেছিল !

রোসমার ॥ [টুপীটা টেবিলের ওপরে রেখে] আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে তাকে বন্ধুত্ব ব'লে অভিহিত ক'রে আমরা দু'জনে এতদিন প্রতারণার খেলা খেলছিলাম কি না এই রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে আমি একেবারে গলদঘর্ম হয়ে পড়েছি।

রেবেকা ॥ তোমার কি ধারণা, এটা হচ্ছে— ?

রোসমার ॥ —ভালোবাসা। হঁ্যা, প্রিয় রেবেকা, ওই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি। বিটীর জীবদ্দশায় কেবল তোমার কথাই আমি ভাবতাম, একমাত্র তোমাকেই আমি চাইতাম। তোমার সঙ্গ পেলেই আমি শান্তি পেতাম, আনন্দ পেতাম, মেতে উঠতাম কামনাহীন সুখের আবেশে, সমস্ত ব্যাপারটা আমরা যখন ভালোভাবে চিন্তা করি, রেবেকা, তখন মনে হয় দুটি শিশুর চাপা, মিষ্টি প্রেমের মতই শুরু হয়েছিল অমোদের জীবন। তার মধ্যে ছিল না কোন কামনা, কোন স্বপ্ন। তোমার ও কি তাই মনে হয় না ? কী বল ?

রেবেকা ॥ [মনের আবেগটাকে জোর ক'রে চেপে] কী যে বলবো ভেবে পাচ্ছি নে।

রোসমার ॥ এবং, আমাদের দুজনের মধ্যেই এই জীবনটা লুকিয়ে ছিল ; আর, তা আমাদের পরস্পরের স্বার্থে। এটাকেই আমরা বন্ধুত্ব ব'লে ধরে নিয়েছিলাম। না, প্রিয় রেবেকা, আমাদের সম্পর্কটা ছিল আধ্যাত্মিক বিবাহ। সম্ভবত, সেই প্রথম থেকে। সেইজন্যেই আমার নিজের দিক থেকে অপরাধ হয়েছে। এ-অপরাধ করার কোন অধিকার আমার ছিল না বিটীর জন্যে।

রেবেকা ॥ সুখী হওয়ার অধিকার ছিল না ? জন, একথা কি তুমি বিশ্বাস কর ?

রোসমার ॥ বিটী আমাকে ভালোবাসতো। সেই দৃষ্টির ভেতর দিয়েই সে আমাদের এই:বন্ধুত্বকে দেখেছিল। আমাদের বন্ধুত্বকে সে ওজন ক'রেছিল তার প্রেমের বাটখারায়।

রেবেকা ॥ কিন্তু বিটার এই বিভ্রান্তির জন্যে তুমি নিজেকে তিরস্কার করছো কী ক'রে ?

রোসমার ॥ ভালোবাসা বলতে সে যা বুঝতো ঠিক সেইভাবেই সে আমাকে ভালোবাসতো ; আর সেইজন্যেই সে 'মিল-রেশের' মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই সত্যটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, রেবেকা। ও কথাটা কোনদিনই আমি ভুলতে পারবো না।

রেবেকা ॥ না—না। ও-সব চিন্তা করো না। যে মহৎ আর গৌরবোজ্জ্বল কাজ করার জন্যে নিজের জীবনকে তুমি উৎসর্গ করেছ চিন্তা কর কেবল সেইসব কাজের কথা।

রোসমার ॥ [মাথা নেড়ে] সে-কাজ কোনদিনই করা যাবে না, প্রিয় রেবেকা। না ; আমাকে দিয়ে তা সম্ভব হবে না। যা জেনেছি তারপরে আর, না।

রেবেকা ॥ কেন না ?

রোসমার ॥ অপরাধের মধ্যে যে আদর্শের মূল নিহিত রয়েছে সে আদর্শ কোনদিনই জয়লাভ করতে পারে না।

রেবেকা ॥ [প্রতিবাদ ক'রে] এইসব ভয়, দ্বিধা, আর সন্দেহ—সব নিহিত রয়েছে তোমাদের বংশের রক্তে। আশপাশের মানুষেরা ব'লে বেড়ায় দ্রুতগামী সাদা ঘোড়ার বেশ ধরে মৃতেরা আবার এখানে উঠে আসে। আমার ধারণা হচ্ছে তোমার চিন্তাটিও ওই জাতীয় বস্তু।

রোসমার ॥ এর মূল যেখানেই থাক আমি যখন একে বর্জন করতে পারছিনে তখন সেকথা ভেবে লাভ কী ? আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, রেবেকা। আমি সত্যি কথাই বলছি। যে আদর্শ স্থায়ী বিজয়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে তার পতাকা ওড়াবে কে ? ওড়াবে সেই মানুষ জীবনে যে আনন্দ পেয়েছে, জীবনে যে কোন অপরাধ করে নি।

রেবেকা ॥ জন, আনন্দ কি তোমার কাছে এতই প্রয়োজনীয় ?

রোসমার ॥ আনন্দ ? হ্যাঁ, প্রিয় রেবেকা, হ্যাঁ।

রেবেকা ॥ তোমার কাছে ? —যে কোন দিন হাসতে পারে নি ?

রোসমার ॥ হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও। বিশ্বাস কর, আনন্দ করার ক্ষমতা আমার অনেক।

রেবেকা ॥ ঠিক আছে, এখন তুমি বেড়িয়ে এসো—অনেকটা, শুনছো ? এই তোমার টুপী, এই তোমার ছড়ি।

রোসমার ॥ ধন্যবাদ [দুটো নিয়ে] তুমি আমার সঙ্গে আসছো না ?

রেবেকা ॥ না—না। এখন আমি যেতে পারবো না।

রোসমার ॥ ঠিক আছে। যাও, আর, না যাও, তুমি সব সময়েই আমার কাছে থাকবে।

[দরজার ভেতর দিয়ে তিনি হলঘরে বেরিয়ে যান। তার একটু পরে, খোলা

দরজার আড়াল থেকে উঁকি দেয় রেবেকা ; তারপরে, ডানদিকে দরজার কাছে এগিয়ে যায়]

রেবেকা ॥ [দরজাটা খুলে, চাপাস্বরে] ঠিক আছে, মিসেস হেলসেথ। এবার তাঁকে আসতে বলুন। [জানালার দিকে এগিয়ে যায়]

[একটু পরে, ডানদিক থেকে ডঃ ক্রোল এসে ঢোকেন। টুপীটা হাতে ধ'রে, মুখে কোন কথা না ব'লে, সৌজন্যের খাতিরে মাথাটা নুইয়ে রেবেকাকে অভিবাদন জানালেন তিনি]

ক্রোল ॥ সে তাহলে বেরিয়ে গিয়েছে ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ।

ক্রোল ॥ ফিরতে সাধারণতঃ তার দেরী হয় নাকি ?

রেবেকা ॥ হয় ; কিন্তু আজ তিনি মোটেই প্রকৃতিস্থ নয়। তাঁর সঙ্গে যদি আপনি দেখা করতে না চান—

ক্রোল ॥ না, আপনার সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই ; এবং কেবল আপনার সঙ্গে, একান্তে।

রেবেকা ॥ তাহলে, আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। বসুন, প্রিন্সিপ্যাল।

[জানালার পাশে ইজি চেয়ারের ওপরে সে ব'সে পড়ে। তার পাশে আর একটা চেয়ারে বসেন ডঃ ক্রোল]

ক্রোল ॥ মিস ওয়েস্ট, জন রোসমারের এই পরিবর্তন আমাকে যে কী দারুন আঘাত দিয়েছে—তা আপনি বুঝতে পারছেন না।

রেবেকা ॥ এইরকম একটি পরিস্থিতির জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম—প্রথমে।

ক্রোল ॥ কেবল প্রথমে ?

রেবেকা ॥ আজই হোক, অথবা, কালই হোক, আপনি তাঁর সঙ্গে হাত মেলাবেন এই-রকম একটা দৃঢ় প্রত্যয় মিঃ রোসমারের ছিল।

ক্রোল ॥ আমি !

রেবেকা ॥ আপনি এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা।

ক্রোল ॥ তাহলেই বুঝলেন মনুষ্য চরিত্র আর তাদের ক্রিয়াকলাপ বোঝার মত শক্তি তার কত কম !

রেবেকা ॥ সে যাক গে। এখন তিনি চাইছেন সর্বদিক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। আর সেইজন্যে—

ক্রোল ॥ বুঝেছি, কিন্তু আপনি জানেন ঠিক এই জিনিসটাই আমি বিশ্বাস করি নে !

রেবেকা ॥ আপনি তাহলে, কী বিশ্বাস করেন ?

ক্রোল ॥ আমার ধারণা, এ সমস্তের মূলে রয়েছেন আপনি।

রেবেকা ॥ সংবাদটা আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন, তাই না ডঃ ক্রোল ?

ক্রোল ॥ কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি সেটা বড় কথা নয় ; কিন্তু এখানে আসার পর থেকে আপনি যেভাবে চলাফেরা করছেন—অর্থাৎ, আপনার হাবভাব, ক্রিয়াকলাপ—সবকিছু ভালোভাবে দেখে আমার সত্যিই সন্দেহ হয়—মানে, যাকে বলে গভীর সন্দেহ—যে এসবের পেছনে রয়েছেন আপনি।

রেবেকা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] আমার ধারণা, প্রিয় প্রিন্সিপ্যাল, এমন একটা সময় ছিল যখন আপনি আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন। আর সেই বিশ্বাস যে খুবই আন্তরিক ছিল সেকথা বলতেও আমার দ্বিধা নেই।

ক্রোল ॥ [নিচু গলায়] আপনি যদি কাউকে বশীভূত করার জন্যে বদ্ধপরিকর হন আপনাকে ঠেকাবে কে ?

রেবেকা ॥ আমি যদি বদ্ধপরিকর— !

ক্রোল ॥ হ্যাঁ ; আপনি তাই হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে যে খেলা আপনি খেলেছিলেন তার মধ্যে আপনার দিক থেকে যে কোন আন্তরিকতা ছিল সেটা স্বীকার করার মত মূর্খ এখন আর আমি নই। আপনি শুধু চেয়েছিলেন রোসমারশোল্‌মে ঢোকার একটা পথ খুঁজে বার করতে, নিজেকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিতা করতে। আপনি চেয়েছিলেন সেই কাজে আমি যাতে আপনাকে সাহায্য করি। এখন আমি তা বেশ বুঝতে পারছি।

রেবেকা ॥ সুতরাং, বিটীই যে এখানে আসতে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল সেকথাটা আপনি একেবারে ভুলে গেলেন ?

ক্রোল ॥ না, ভুলিনি। কিন্তু তার ওপরেও আপনি ভর করেছিলেন। কারণ, শেষের দিকে আপনার সম্বন্ধে সে যা ভাবতে শুরু করেছিল তাকে কি সত্যিকার বন্ধুত্ব বলা যায় ? সেটা পরিণত হয়েছিল আরাধনায়—যাকে বলে প্রতিমা পুজোয়। অধঃপতিত হয়েছিল—কিসে বলবো—একটি প্রগাঢ় বুদ্ধিভ্রংশতায়। হ্যাঁ ; তাই।

রেবেকা ॥ আপনার বোনের যে অবস্থা হয়েছিল দয়া করে সেকথাটা স্মরণ করুন। আমার কথা যদি ধরেন তো বলতে পারি, কোনদিক থেকে কারও ওপরে আমি যে জোর জুলুম করেছি, সেরকম অভিযোগ কেউ আমার বিরুদ্ধে করতে পারবে না।

ক্রোল ॥ না ; তা নিশ্চয় আপনি করেননি। আর সেইজন্যেই আপনি এত বিপজ্জনক—যাদের আপনি হাতের মুঠোয় আনতে চান তাদের কাছে। কোন কিছু করবো বলে মনে হলে আপনি তা স্থিরমস্তিষ্কেই করতে পারেন, আর নিখুঁৎভাবে ; কারণ, দরদ আর অনুভূতি বলে আপনার হৃদয়ে কোন পদার্থ নেই।

রেবেকা ॥ দরদ আর অনুভূতি নেই ? এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ ?

ক্রোল ॥ এখন একেবারে নিঃসন্দেহ ! তা না হলে, অনমনীয়ভাবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্যে বছরের পর বছর আপনি এখানে পড়ে থাকতেন না। এখন, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। রোসমারকে আপনি মুঠোর মধ্যে পুরেছেন ; আর যা কিছু সম্ভব সবই করায়ত্ত করেছেন। কিন্তু এইসব করার জন্যে তার জীবন দুঃখে ভরিয়ে দিতেও আপনি বিন্দুমাত্র সংকোচ করেন নি।

রেবেকা ॥ সেকথা সত্যি নয়। আমি নই। তাঁর জীবন দুঃখে ভরিয়ে দিয়েছেন আপনি নিজে।

ক্রোল ॥ আমি!

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। বিটীর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর জন্যে তিনিই যে দায়ী এই কথাটা ভাবতে তাঁকে বাধ্য ক'রে।

ক্রোল ॥ তাহলে, সেই চিন্তাটাই তাকে অতটা বিপর্যস্ত করেছে?

রেবেকা ॥ আপনি তা ভালভাবেই বুঝতে পারছেন। ওঁর মত স্পর্শকাতর মানুষ—

ক্রোল ॥ আমি ধরে নিয়েছিলাম, কেমন ক'রে দ্বিধা আর দ্বন্দ্বকে দূর করতে হয় তথাকথিত সংস্কারমুক্ত পুরুষটি তা জানেন। কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে এই, কেমন? সত্যি কথা বলতে কি এতটা আমি আশা করিনি। ওই যাঁরা আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রোসমার হচ্ছে তাঁদেরই বংশধর। এ বংশের যে ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় অপরিবর্তনীয় গতিতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার গতিরোধ করতে নিশ্চয় সে পারবে না।

রেবেকা ॥ [চিন্তিতভাবে নিচের দিকে চেয়ে] জন রোসমারের মূলে তাঁর বংশসত্তার গভীরে নিহিত রয়েছে। হ্যাঁ; সেকথা নিশ্চয় সত্যি।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ। তার ওপরে যদি আপনার কিছুমাত্র সহানুভূতি থাকতো তাহলে এদিকটাও আপনি ভেবে দেখতে পারতেন। কিন্তু সম্ভবত, সেদিকটা আপনি লক্ষ্য করতে চাননি। যেখান থেকে আপনি শুরু করেছেন সে জায়গাটা তার কাছ থেকে অনেক দূরে—পৃথিবীর অপর প্রান্তে বললেও চলে।

রেবেকা ॥ 'যেখান' বলতে কী বলতে চাইছেন?

ক্রোল ॥ বলতে চাই যেখান থেকে আপনি জীবন শুরু করেছিলেন; অর্থাৎ, আপনার জন্ম, মিস ওয়েস্ট।

রেবেকা ॥ বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, সেকথা সত্যি। আমি খুবই দুঃস্থ পরিবেশ থেকে এসেছি। কিন্তু তাহলেও—

ক্রোল ॥ আমি আপনার আর্থিক বা সামাজিক অবস্থার কথা বলছি না। আমি বলছি আপনার নৈতিক জীবন শুরু করার কথা।

রেবেকা ॥ নৈতিক জীবন শুরু! অর্থাৎ?

ক্রোল ॥ আপনার জন্মের কথা।

রেবেকা ॥ কী বলছেন আপনি?

ক্রোল ॥ আমি এ কথাটা বলছি কারণ এ থেকেই আপনার সমস্ত চরিত্রটা বোঝা যাবে।

রেবেকা ॥ আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না! জিনিসটাকে পরিষ্কার করে বলুন।

ক্রোল ॥ আমি নিশ্চিত ভেবেছিলাম আপনি নিজেই তা পরিষ্কার ভাবে জানেন। না জানলে, ডঃ ওয়েস্টের পালিতা কন্যা হিসাবে থাকাটা আপনার কাছে বিসদৃশ ঠেকতো।

রেবেকা ॥ [উঠে] ওঃ, এই কথা ! এখন বুঝতে পারছি ।

ক্রোল ॥ —তাঁর নাম নেওয়া । আপনার মায়ের নাম হচ্ছে গ্যামভিক ।

রেবেকা ॥ [ঘরের অন্য প্রান্তে এসে] আমার বাবার নাম গ্যামভিক, প্রিন্সিপ্যাল ।

ক্রোল ॥ পেশার খাতিরে আপনার মাকে স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হতো ।

রেবেকা ॥ সেকথা সত্যি ।

ক্রোল ॥ আপনার মা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে তাঁর ঘরে এনে রাখলেন । আপনার সঙ্গে তিনি খুবই দুর্ব্যবহার করতেন । তবু আপনি তাঁর কাছেই থেকে গেলেন । তিনি যে আপনার জন্যে একটি কপর্দকও রেখে যাবেন না তা আপনি জানতেন । সত্যি কথা বলতে কি, উত্তরাধিকার হিসাবে আপনি পেয়েছিলেন কেবল এক বাক্স বই । তবু আপনি তাঁর সঙ্গে আঁঠার মত জড়িয়ে রইলেন । সহ্য করলেন তাঁর অত্যাচার । মারা না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর পরিচর্যা করলেন ।

রেবেকা ॥ [টেবিলের ওপরে ঝুঁকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে] আর সেই-জন্যেই আমি এইসব কাজ করেছি—অর্থাৎ, আপনি ধরে নিয়েছেন যে আমার জন্মের মধ্যে একটা নীতিগর্হিত, নোংরা কাজ জড়িয়ে রয়েছে !

ক্রোল ॥ ডঃ ওয়েস্টের জন্যে আপনি যা করেছেন সেটাকে পিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য বলেই করেছেন ব'লে আমি ধরে নিচ্ছি—যদিও সে সম্বন্ধ আপনি সচেতন ছিলেন না । বাকিটার জন্যে আপনি দায়ী আপনার জন্মের কাছে । তাই আমার বিশ্বাস ।

রেবেকা ॥ [মর্মাহতভাবে] কিন্তু আপনি যা বলছেন তার মধ্যে একবিন্দুও সত্য নেই ! এবং আমি তা প্রমাণ করতে পারি । কারণ, আমি যখন জন্মেছি ডঃ ওয়েস্ট তখনও ফিনমার্কে আসেন নি ।

ক্রোল ॥ আমি দুঃখিত, মিস ওয়েস্ট । আপনি যে বছর জন্মেছেন তার আগের বছরই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন । সেটা আমি খুঁজে বার করেছি ।

রেবেকা ॥ আমি বলছি আপনি ভুল করেছেন ! আপনার সংবাদ একেবারে ভুল ।

ক্রোল ॥ পরশুদিন আপনি এখানে বলেছেন যে আপনার বয়স ঊনত্রিশ । প্রায় তিরিশের কাছাকাছি ।

রেবেকা ॥ সত্যি ? তাই বলেছিলাম ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ, তাই বলেছিলেন । সেই থেকে হিসাব করে—

রেবেকা ॥ থামুন । ও-হিসাবের কোন অর্থ হয় না । কারণ, আপনাকে আমি এখনই বলতে পারি—যে বয়সের কথা আপনাকে আমি বলেছিলাম তার চেয়ে আমার বয়স এক বছর বেশী ।

ক্রোল ॥ [অবিশ্বাসের হাসি হেসে] তাই নাকি ? কথাটা নতুন শোনাচ্ছে । কী করে তা সম্ভব হলো ?

রেবেকা ॥ আমার বয়স যখন প'চিশ তখনই মনে হয়েছিল ; অবিবাহিতা থাকার ফলে আমি একটু বুড়িয়ে যাচ্ছি। সেইজন্যে আমি ঠিক করেছিলাম মিথ্যে কথা বলে আমি এক বছর বয়স কমিয়ে দেব।

ক্রোল ॥ আপনি ! একটি কুসংস্কারমুক্ত মহিলা ! বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আপনার কোন কুসংস্কার রয়েছে নাকি ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; কাজটা অর্থহীন—হাস্যকরও বটে। কিন্তু সব সময়েই একটা-না-একটা কিছু মানুষকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যে তাকে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবেই আমরা বেঁচে থাকি।

ক্রোল ॥ সম্ভবত। কিন্তু তাতেও আমার হিসাবে গরমিল হবে না। কিন্তু চাকরি পাবার এক বছর আগে ডঃ ওয়েস্ট সেখানে একবার গিয়েছিলেন।

রেবেকা ॥ [নিজেকে সংযত করতে না পেরে] মিথ্যে কথা !

ক্রোল ॥ মিথ্যে ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। কারণ, সেকথা মা আমাকে কোনদিন বলেন নি।

ক্রোল ॥ তাই নাকি ? বলেন নি ?

রেবেকা ॥ না। কোনদিনই বলেন নি। ডঃ ওয়েস্টেও বলেন নি। একটা কথাও না।

ক্রোল ॥ একটা বছর বাড়িয়ে দেবার যুক্তি সম্ভবত তাঁদের দুজনেরই ছিল। না কি ? ঠিক একটা বছর আপনি যেমন কমিয়ে বলেছিলেন, মিস ওয়েস্ট। সম্ভবত, ওইটাই আপনাদের বংশের বৈশিষ্ট্য।

রেবেকা ॥ [পায়চারি করতে করতে, মুষ্টিবদ্ধ করে, হাত নাড়তে নাড়তে] অসম্ভব। আমাকে কেবল ভাবিয়ে তোলার জন্যেই আপনি একথা বলছেন। যা বললেন তার একবিন্দুও সত্যি নয়। সত্যি হ'তে পারে না।

ক্রোল ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে] কিন্তু প্রিয় মিস ওয়েস্ট. ঈশ্বরের দোহাই, আপনি এত বিব্রত হচ্ছেন কেন ? আপনি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিলেন দেখছি। এতে আমি কী ভাববো—।

রেবেকা ॥ কিছু না। কিছুই আপনি ভাববেন না।

ক্রোল ॥ তাহলে, এই ব্যাপারটা অথবা সম্ভাবনাটা নিয়ে আপনি এতটা বিব্রত হলেন কেন সেকথা অবশ্যই আমাকে আপনি বুঝিয়ে বলবেন।

রেবেকা ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে] খুবই সহজ, ডঃ ক্রোল। এখানে অবৈধ সন্তান হিসাবে পরিচিত হবার কোন বাসনা আমার নেই।

ক্রোল ॥ ঠিক আছে। বর্তমানে ওই ব্যাখ্যাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি আসুন। কিন্তু তাহলেও, এই বিশেষ ব্যাপারেও আপনার কিছুটা সংস্কার রয়েছে।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; সম্ভবত আছে।

ক্রোল ॥ বেশ কথা। তাহলে, আপনি যাকে মোহমুক্তি বলেন তারও অনেকটাই আপনার এই সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। নতুন ধারণা আর মতবাদের ওপরে

আপনি নিজে অনেক কিছু পড়াশুনা করেছেন। নানান বিষয়ে গবেষণা ক'রে আপনি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। সেই জ্ঞান যেসব আদর্শ আমাদের কাছে ধ্রুব এবং দুর্ভেদ্য বলে গৃহীত হয়েছে তাদের অনেকগুলিকেই নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেগুলির কথা আপনি শুনেছেন মাত্র ; তাদের সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান হচ্ছে ভাসা ভাসা। আপনার রক্তমজ্জার সঙ্গে সে-জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

রেবেকা ॥ [চিন্তিতভাবে] হয়ত, আপনার কথাই সত্যি।

ক্রোল ॥ আপনি নিজের মনটাকে একবার ভাল ক'রে যাচাই করুন। তাহলেই আমার কথাটা বুঝতে পারবেন। আপনারই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে, জন রোসমারের কী অবস্থা হবে 'তা আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারি। এই ধর্ম আর আদর্শ ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করাটাই হবে তার কাছে উন্মাদের কাজ, ধ্বংসের পাতালে নিজেকে সোজা ছুঁড়ে দেওয়ার মত। ভেবে দেখুন—তার মনটা কত স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল। যাদের সে অংশ ছিল তারাই তাকে অস্বীকার করছে, তার নিজের সম্প্রদায়ের সেরা মানুষেরাই তার ওপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন করছে —এই কথাটা একবার ভেবে দেখুন। জীবনে সে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

রেবেকা ॥ মাথা তুলে তাকে দাঁড়াতেই হবে। এখন আর ফেরার পথ নেই।

ক্রোল ॥ এখনও মোটেই দেরি হয় নি। না, কোনমতেই না। ইতিমধ্যে যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমাদের চুপ ক'রে থাকতে হবে—অথবা, বলা হবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও, ওটা হচ্ছে একটা সাময়িক বিভ্রান্তি। কিন্তু একটা কাজ অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

রেবেকা ॥ সে কাজটা কী ?

ক্রোল ॥ তাকে দিয়ে সম্পর্কটা আপনাকে আইনসঙ্গত ক'রে নিতে হবে, মিস ওয়েস্ট।

রেবেকা ॥ মানে, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ। সে যাতে করে তা আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে।

রেবেকা ॥ আমাদের সম্পর্কটা, যেভাবে আপনি এটাকে চিহ্নিত করছেন, সেটাকে যে বিধিসঙ্গত করতে হবে এ-ধারণাটা আপনি কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না। এই তো ?

ক্রোল ॥ ব্যাপারটা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা আমি করতে চাই নে। কিন্তু আমি নিশ্চয় মনে করি যে সম্পর্ক থাকলে এই জাতীয় তথাকথিত সংস্কারগুলিকে খুব সহজে ভেঙে ফেলা যায়—সেই সম্পর্ক—হুম।

রেবেকা ॥ নরনারীর মধ্যে সাধারণতঃ যে সম্পর্ক থাকে—এই কথাটাই বলছেন ?

ক্রোল ॥ হ্যাঁ ; স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে, তাই।

রেবেকা ॥ [ঘরের একপ্রান্তে এসে জানালার বাইরে তাকিয়ে] আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম—ডঃ ক্রোল, আপনি শুধু যদি ঠিক কথা বলতেন।

ক্রোল ॥ অর্থাৎ ? আপনার বলার ধরনটা যেমন কেমন কেমন লাগছে।

রেবেকা ॥ ও কিছু না। ও নিয়ে আর আলোচনা ক'রে লাভ নেই। ওই যে—উনি আসছেন।

ক্রোল ॥ এসে গিয়েছে নাকি ! তাহলে, আমি যাই।

রেবেকা ॥ [মেঝে পেরিয়ে এসে] না—এখানে থাকুন। কারণ, এখন কিছু কথা আপনি শুনবেন।

ক্রোল ॥ এখন না। ওর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারবো কি না বুঝতে পারছি না।

রেবেকা ॥ আমার অনুরোধ, আপনি থাকুন। না থাকলে, পরে আপনি অনুতাপ করবেন। এই শেষবারের মত আমি আপনাকে কিছু অনুরোধ করছি।

ক্রোল ॥ [তাঁর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে টুপীটা নামিয়ে রেখে] ঠিক আছে, মিস ওয়েস্ট। আপনি যখন চান।

[এক মুহূর্তের জন্যে সব চুপচাপ। হলঘর থেকে বেরিয়ে আসেন জন রোসমার]

রোসমার ॥ [ক্রোলকে দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] কী ব্যাপার ! তুমি এখানে !

রেবেকা ॥ তোমার সঙ্গে উনি দেখা না করেই চলে যেতে চাইছিলেন, জন।

ক্রোল ॥ [অজ্ঞাতসারেই জন !

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, প্রিন্সিপ্যাল। জন আর আমি—আমরা দুজনেই দুজনের নাম ধরে ডাকি। আমাদের দুজনের যা সম্পর্ক সেইটাই আমাদের এই নাম ধরে ডাকতে সাহায্য করেছে।

ক্রোল ॥ এই কথাটাই আপনি আমাকে শোনাতে চেয়েছিলেন ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। সেই সঙ্গে আরও কিছু।

রোসমার ॥ [কাছে এগিয়ে এসে] আজ তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য ?

ক্রোল ॥ আর একবার তোমাকে থামানো আর আমাদের দলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা।

রোসমার ॥ [খবরের কাগজের দিকে আঙুল বাড়িয়ে] ওখানে যা ছাপানো হয়েছে তার পরে ?

ক্রোল ॥ ওটা আমি লিখি নি।

রোসমার ॥ ওটা যাতে না ছাপানো হয় তার জন্যে তুমি কি কোন চেষ্টা করেছিলে ?

ক্রোল ॥ যে আদর্শের আমি সেবক তাতে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হতো। তা ছাড়া, ওটা প্রকাশ না করার ক্ষমতা আমার হাতে ছিল না।

রেবেকা ॥ [খবরের কাগজটা ছিঁড়ে, টুকরোগুলো দলা পাকিয়ে, স্টোভের মধ্যে গুঁজে দিয়ে] এই—এই। এখন এটা চোখের বাইরে চলে গেল। কারণ, এরকম জিনিস আর তোমার চোখে পড়বে না, জন।

ক্রোল ॥ তা যদি সত্যি পারেন তো খুশিই হবো।

রোসমার ॥ [বসে, কোন কিছু না ভেবে-চিন্তে] রেবেকা, তোমার আজ হলো কী ? তুমি যেন অস্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছ। ব্যাপারটা কী বল তো ?

রেবেকা ॥ আমি একটা সিম্ধান্তে এসেছি। তাই এত শান্ত। [ব'সে] প্রিন্সিপ্যাল, আপনিও বসুন।

[ডঃ ক্রোল সোফার ওপরে বসেন]

রোসমার ॥ সিম্ধান্তের কথা বললে না! কিসের সিম্ধান্ত?

রেবেকা ॥ বেঁচে থাকার জন্যে তোমার যা দরকার তাই তোমাকে আবার আমি দেব। প্রিয় বন্ধু, আবার তুমি তোমার সুখী নিরাপরাধ মনোবৃত্তিটা ফিরে পাবে।

রোসমার ॥ কিন্তু এসবের অর্থ কী?

রেবেকা ॥ বলছি। কেবল ওইটুকুই এখন দরকার।

রোসমার ॥ মানে?

রেবেকা ॥ ফিনমার্ক থেকে ডঃ ওয়েস্টের সঙ্গে যখন এখানে এসে আমি পেঁছিলাম—মনে হলো, আমার সামনে একটা বিরাট, নতুন জগৎ উল্ভাসিত হয়েছে। ডাক্তার আমাকে টুকরো টুকরো কিছু শিখিয়েছিলেন। জীবনের সম্বন্ধে সে-সময় কিছু কিছু জ্ঞান আমার হয়েছিল—এই যা। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, খুব আস্তে আস্তে] আর সেইজন্যে—

ক্রোল ॥ আর সেইজন্যে?

রোসমার ॥ কিন্তু রেবেকা, ওসব কথাতো আমি জানি।

রেবেকা ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে] হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। তুমি সবই জান, খুব ভাল করেই জান।

ক্রোল ॥ [তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] আমার এখন চলে যাওয়াই বোধ হয় ভাল হবে।

রেবেকা ॥ না, প্রিয় প্রিন্সিপ্যাল, আপনাকে থাকতেই হবে। [রোসমারকে] হ্যাঁ; ব্যাপারটা হচ্ছে এই, বুঝেছ। যে নতুন জগতের প্রভাত হচ্ছিল তাতে আমি অংশ-গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। অংশ নিতে চেয়েছিলাম সমস্ত নতুন চিন্তাধারায়। ডঃ ক্রোল আমাকে বলেছিলেন, তোমার শৈশবে উলরিক ব্রেনডেল এক সময় তোমার ওপরে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ভেবেছিলাম, সেই কাজটা টেনে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে।

রোসমার ॥ একটা গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছিলে?

রেবেকা ॥ আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা অর্জনের পথে আমরা দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে যাব। সব সময় যাব এগিয়ে। আরও, আরও। কিন্তু দেখলাম, তোমার আর পূর্ণ স্বাধীনতার মাঝখানে একটি বিষণ্ণ অনতিক্রম্য বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রোসমার ॥ কোন্ বাধার কথা তুমি বলছো?

রেবেকা ॥ আমি বলতে চাই, পরিচ্ছন্ন সূর্যালোকেই কেবল তুমি স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। কিন্তু ওইরকম একটি বিয়ের বিষণ্ণতায় তুমি রুগ্ন হয়ে ধুঁকছো।

রোসমার ॥ আজকের আগে আমার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কখনও তুমি এভাবে কথা বল নি।

রেবেকা ॥ না। সাহস পাইনি। কারণ, শুনলে, তুমি ভয় পেয়ে যেতে।

ক্রোল ॥ [রোসমারের দিকে ঘাড় নেড়ে] শুনলে!

রেবেকা ॥ [বলে যান] কিন্তু কী ভাবে তুমি মুক্তি পেতে পার তা আমি জানতাম। তোমার বাঁচার সেই একটিমাত্র পথ ছিল। সেইজন্যেই, আমি তার ব্যবস্থা করেছিলাম।

রোসমার ॥ কী ব্যবস্থার কথা তুমি বলছো— ?

ক্রোল ॥ আপনি কি বলতে চান— !

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, জন। [উঠে] যেখানে বসে রয়েছ বসে থাক। ডঃ ক্রোল, আপনিও। কিন্তু এখন সে-সব কথা আমাকে বলতেই হবে। এতে তোমার কোন হাত ছিল না, জন। তুমি নির্দোষ। আমিই সে-পরিকল্পনা করেছিলাম। বিটীকে সেই সন্দেহজনক পথে আমিই ঠেলে দিয়েছিলাম—

রোসমার ॥ [লাফিয়ে উঠে] রেবেকা!

ক্রোল ॥ [সোফা থেকে উঠে]—সন্দেহজনক পথে!

রেবেকা ॥ একটা না নয়—কয়েকটি—যাদের শেষ সীমান্ত চিহ্নিত ছিল 'মিল-রেশে'। এখন তুমি জানলে, আপনিও।

রোসমার ॥ [কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন যেন] কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। ওখানে দাঁড়িয়ে ও কী বলছে! আমি ওর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না।

ক্রোল ॥ হ্যাঁ, রোসমার। আমি এবার যেন বুঝতে পারছি।

রোসমার ॥ কিন্তু তখন তুমি কী করলে! তাকে বলার কী ছিল তোমার? কিছুই না! কিছুই না!

রেবেকা ॥ সমস্ত পুরানো কুসংস্কার থেকে তুমি যে নিজেকে মুক্ত করতে চাও সেকথাটা তার জানা উচিত ছিল।

রোসমার ॥ হ্যাঁ। কিন্তু তখন তো আমি তা চাই নি।

রেবেকা ॥ আমি জানতাম, তুমি শীঘ্রই তা চাইবে।

ক্রোল ॥ [রোসমারের দিকে ঘাড় নাড়িয়ে] আ—হা।

রোসমার ॥ তারপরে আর কী? বল। এখন আমি বাকিটা সব শুনতে চাই!

রেবেকা ॥ তারই কিছু পরে, রোসমারশোল্‌ম থেকে আমাকে চলে যেতে দেওয়ার জন্যে আমি তাকে কত অনুরোধ করেছিলাম।

রোসমার ॥ তুমি তাহলে চলে যেতে চেয়েছিলে কেন?

রেবেকা ॥ আমি যেতে চাইনি। আমি এখানেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাকে বলেছিলাম, সময়ে আমার চলে যাওয়াটাই সকলের পক্ষে ভাল হবে। আমি তাকে এই কথা বুঝিয়েছিলাম যে আমি যদি আরও কিছুদিন এখানে থাকি তাহলে হয়ত—হয়ত—এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

রোসমার ॥ তাহলে, এইটাই তুমি বলেছিলে ; আর করেওছিলে তাই !

রেবেকা ॥ হ্যাঁ ; জন।

রোসমার ॥ এইটাকেই তুমি 'ব্যবস্থা গ্রহণ করা' বলেছ।

রেবেকা ॥ [ভাঙা গলায়] হ্যাঁ ; তাই বলেছি।

রোসমার ॥ [একটু পরে] রেবেকা, এখন তুমি সব স্বীকার করলে তো ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ।

ক্রোল ॥ এখনও কিছু বাকি রইলো।

রেবেকা ॥ [তার দিকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আর কী বাকি থাকতে পারে ?

ক্রোল ॥ আপনার জন্যে আর রোসমারের জন্যে আপনার যে অন্য কোন জায়গায় চলে যাওয়া প্রয়োজন—মানে, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি—শুধু প্রয়োজনই নয়, সবচেয়ে ভালো এই কথাটা কি শেষের দিকে বিটীকে আপনি হাবে-ভাবে বুঝিয়ে দেননি ? কী বলেন ?

রেবেকা ॥ [নিচু স্বরে আর অস্পষ্টভাবে] হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওইরকম কিছু কথাও হয়ত আমি বলে থাকবো।

রোসমার ॥ [জানালার পাশে আরাম কেদারার ওপরে অবশভাবে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে] আর সেই মিথ্যা আর প্রতারণার কথা সে বিশ্বাস ক'রে যাচ্ছিল—বেচারা, বেচারা! সত্যি বলে বিশ্বাস করে যাচ্ছিল ! আর এত অনড় তার বিশ্বাস, প্রত্যয় তার এত দৃঢ়। [রেবেকার দিকে তাকিয়ে] এবং এ বিষয়ে কোনদিনই সে আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নি—একটা প্রশ্ন করে নি আমাকে। রেবেকা, রেবেকা, তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি, আমাকে এসব বিষয়ে কোন প্রশ্ন করতে তুমিই তাকে নিষেধ করেছিলে।

রেবেকা ॥ সন্তানহীনা হবার ফলে, এ সংসারে বাস করার কোন অধিকার তার নেই —এইরকম একটা ধারণা তার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল। আর সেইজন্যেই সে ভেবেছিল তোমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে তার কর্তব্য।

রোসমার ॥ কিন্তু তার ধারণাটা যে একেবারে ভ্রান্ত সেকথাটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে তুমি কোন চেষ্টা কর নি ?

রেবেকা ॥ না।

ক্রোল ॥ তার সেই ধারণাটাকে আপনি আরও জোরালো ক'রে তুলেছিলেন ? এই ত ? উত্তর দিন ! তোলেন নি ?

রেবেকা ॥ আমার কথাগুলি সে ওইভাবেই বিশ্বাস করেছিল। তাই আমার মনে হয়।

রোসমার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব বিষয়েই সে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। আর সেইজন্যেই সে রাস্তা পরিষ্কার ক'রে চলে গেল। [লাফিয়ে উঠে] এই-রকম ভয়ঙ্কর খেলায় তুমি কী ক'রে মাততে পারলে !

রেবেকা ॥ জন, আমি ভেবেছিলেম, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে সরে যেতে হবে।

ক্রোল ॥ [দৃঢ়ভাবে, জোর দিয়ে] একথা ভাবার কোন অধিকার আপনার ছিল না।

রেবেকা ॥ [আবেগের সঙ্গে] কিন্তু আপনি কি ভাবছেন ঠাণ্ডা মাথায়, নিপুণ পরিকল্পনার সঙ্গে আমি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম! যে-মানুষটা এখন আপনাদের এই কথা বলছে তখন আমি ঠিক সেই মানুষ ছিলাম না। তা ছাড়া, মানুষের মধ্যে যে দু'টি ভিন্নমুখী ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে সেকথা আমি বিশ্বাস করি। বিটী পথ ছাড়ুক—এইটাই আমি চেয়েছিলাম। —একভাবে, না হয়, আর একভাবে। কিন্তু তাহলেও, আমার পরিকল্পনা যে সিদ্ধ হবে তা আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি। এক একটা পা আমি ফেলেছি, এক একটা কাজ আমি করতে গিয়েছি—আর কান্নায় আমার বুকটা ভেঙে গিয়েছে। প্রত্যেক বারই ভেবেছি, এই শেষ ; আর একটি পাও না ; কিন্তু তবু আমি একেবারে থেমে যেতে পারিনি। ভেবেছি, আর একটা, মাত্র আর একটা ; এবং, তারপরে, আরও একটা ; সবসময়েই আর একটু, আরও একটু। এইভাবেই ঘটনাটা ঘটে গেল। এইভাবেই এই জাতীয় ঘটনা ঘটে।

[একটু বিরতি]

রোসমার ॥ [রেবেকাকে] তোমার ভবিষ্যৎ জীবন কীভাবে চলবে বলে তোমার মনে হচ্ছে ? মানে, এর পরে ?

রেবেকা ॥ আমার—যেভাবে চলে চলুক। তাতে বিশেষ কিছু যাবে আসবে না।

ক্রোল ॥ অনুশোচনার একটা কথাও নেই। এর জন্যে সম্ভবত কোন অনুশোচনাও আপনার হচ্ছে না।

রেবেকা ॥ [প্রশ্নটাকে আমল না দিয়ে] আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রিন্সিপ্যাল। আমার ব্যাপার নিয়ে কারও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। নিজের সঙ্গে মোকাবিলা আমি নিজেই করবো।

ক্রোল ॥ রোসমারকে] আর এই মহিলাটির সঙ্গেই তুমি একই বাড়ীতে বাস করছো! পরস্পরের ওপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে। [দেওয়ালের টাঙানো প্রতিকৃতিগুলির দিকে তাকিয়ে] হায় পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ! এই বংশের কী হাল হয়েছে তা যদি তোমরা দেখতে পেতে!

রোসমার ॥ তুমি কি শহরের দিকে যাচ্ছ ?

ক্রোল ॥ [টুপীটা হাতে নিয়ে] হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি পারি ততই মঙ্গল।

রোসমার ॥ [নিজের টুপীটাও তুলে নিয়ে] তাহলে, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

ক্রোল ॥ তুমি! তোমাকে আমরা যে হারাই নি সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম

[রেবেকার দিকে না তাকিয়েই তাঁরা দ্‌জনে হলঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে। গেলেন। একটু পরে, সতর্কভাবে রেবেকা জানালার কাছে গিয়ে ফুলের ভেতর দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখেন]

রেবেকা ॥ [অনেকটা স্বগতোক্তির মতই বিড় বিড় ক'রে] আজও কেউ পোলের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন না। ঘ্‌রে ঘ্‌রে যাচ্ছেন। 'মিল-রেশে'র ওপর দিয়ে নয়। না। [জানালার কাছ থেকে সরে এসে] তাহলে—তাহলে! [কিছ্‌টা এগিয়ে এসে ঘণ্টায় বাঁধা দড়িটা টানলেন। একটু পরে ডানদিক থেকে মিসেস হেলসেথ এলেন]

মিসেস হেলসেথ ॥ আমাকে ডাকছেন, মিস ?

রেবেকা ॥ মিসেস হেলসেথ. চিলেকোঠা থেকে আমার ট্রাঙ্কটা নামিয়ে আনা সম্ভব হবে কিনা ভাবছি।

মিসেস হেলসেথ ॥ আপনার ট্রাঙ্ক ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। আমার সেই তামাটে রঙের শীলের চামড়ার ট্রাঙ্কটা, আপনি জানেন।

মিসেস হেলসেথ ॥ ঠিক আছে। কিন্তু কেন বল্‌ন তো ? আপনি কি বেড়াতে যাবেন ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, মিসেস হেলসেথ ; এখন আমি বেড়াতেই যাব।

মিসেস হেলসেথ ॥ হঠাৎ—এভাবে ?

রেবেকা ॥ জিনিসপত্র গোছানো শেষ হলেই।

মিসেস হেলসেথ ॥ সে কী কথা। কিন্তু শীঘ্রিই আপনি তো ফিরে আসছেন ?

রেবেকা ॥ ফিরে আর আমি আসছি না।

মিসেস হেলসেথ ॥ আর আসছেন না! কিন্তু হায় ঈশ্বর! মিস ওয়েস্ট রোসমারশোল্‌মে না থাকলে আমরা যে এখানে থাকবো কী ক'রে তাইতো ভাবতে পারছি না। বেচারা রেক্‌টরের দিনগ্‌লো এতদিন বেশ ভালই চলছিল।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। কিন্তু আজ আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছি, মিসেস হেলসেথ।

মিসেস হেলসেথ ॥ ভয়! হায়—হায়—কেন ?

রেবেকা ॥ কারণ, মনে হচ্ছে সাদা ঘোড়াগ্‌লোকে আমি দেখতে পেয়েছি।

মিসেস হেলসেথ ॥ সাদা ঘোড়া! দিনের বেলায় ?

রেবেকা ॥ তারা আজ বেরিয়েছিল, খ্‌ব সকালে, তার পরেও। রোসমারশোল্‌মের সাদা ঘোড়ার দল। [স্বরটা পরিবর্তন করে] তাহলে. ট্রাঙ্কটা আমার ব্যবস্থা কর্‌ন, মিসেস হেলসেথ।

মিসেস হেলসেথ ॥ ঠিক আছে। ট্রাঙ্ক।

[তারা দ্‌জনেই ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

[রোসমারশোল্মের বসতবাড়ী। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। টেবিলের ওপরে ঢাকনি দেওয়া বাতি জ্বলছে। রেবেকা ওয়েস্ট টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। একটা ব্যাগের মধ্যে তিনি এট-ওটা পুরছেন। তাঁর কোট, টুপী আর কুরুশকাঠিতে বোনা সাদা পশমের কাজটা সোফার পিঠের ওপরে রয়েছে। ডানদিক থেকে মিসেস হেলসেথ এসে হাজির হলেন]

মিসেস হেলসেথ ॥ [একটু ভগ্নকণ্ঠে আর সংযতভাবে] তাহলে মিস, সব জিনিসই এখন বার করে নেওয়া হয়েছে। সেগুলি রান্নাঘরের বারান্দার ওপরে রয়েছে।

রেবেকা ॥ খুব ভাল। গাড়োয়ানকে আসতে বলা হয়েছে ?

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ। গাড়ী নিয়ে কখন সে আসবে জিজ্ঞাসা করছে।

রেবেকা ॥ মনে হয় এগারটা। মাঝরাতে জাহাজ ছাড়বে।

মিসেস হেলসেথ ॥ [একটু ইতস্তত ক'রে] কিন্তু রেক্টরের কথা ভেবেছেন ? তিনি যদি তার মধ্যে ফিরে না আসেন ?

রেবেকা ॥ তাহলেও, আমি যাব। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা না হলে তাঁকে বলবেন আমি তাঁকে চিঠি লিখে সব জানাব—খুব লম্বা চিঠি।

মিসেস হেলসেথ ॥ আমার মনে হয়, তাহলেই হবে—মানে, চিঠি লিখলেই আর কি ! কিন্তু মিস ওয়েস্ট, মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আর একবাব কথা বলে গেলেই ভাল হতো।

রেবেকা ॥ হয়ত। অথবা, হয়ত না।

মিসেস হেলসেথ ॥ হায় আমার কপাল ! এও আমাকে দেখতে হচ্ছে ! একথা আমি কোনদিনই ভাবি নি।

রেবেকা ॥ কী আপনি ভেবেছিলেন, মিসেস হেলসেথ ?

মিসেস হেলসেথ ॥ ভেবেছিলাম, মিঃ রোসমার সাধারণ মানুষের চেয়েও বড়।

রেবেকা ॥ সাধারণ মানুষের চেয়েও ?

মিসেস হেলসেথ ॥ হ্যাঁ। সেই কথাই বলছি।

রেবেকা ॥ আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, মিসেস হেলসেথ ?

মিসেস হেলসেথ ॥ যা সত্য তাই আমি বলতে চাইছি, মিস। এইভাবে তাঁর মত পরিবর্তন করা উচিত হয় নি।

রেবেকা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] শুনুন, মিসেস হেলসেথ। সত্যি বলুন তো, আমি চলে যাচ্ছি কেন ?

মিসেস হেলসেথ ॥ কেন? আমার ধারণা, যাওয়া আপনার দরকার। আর কী বলবো! কিন্তু রেক্‌টর যে ঠিক কাজ করেছেন তা আমি মনে করি নে। মর্টেনসগোরের অজুহাত কিছু রয়েছে। কারণ, মেয়েটার স্বামী এখনও বেঁচে রয়েছে। সেইজন্যে, ইচ্ছে থাকলেও, তাদের বিয়ে করার উপায় নেই। কিন্তু রেক্‌টরের—হুম!

রেবেকা ॥ [ম্লান হেসে] মিঃ রোসমার আর আমার মধ্যে এইরকম একটা সম্পর্কের কথা সত্যিই কি আপনি ভেবেছিলেন?

মিসেস হেলসেথ ॥ উ-হুঁ! কিছুতেই নয়। আজকের আগে নয়।

রেবেকা ॥ কিন্তু আজ, তাহলে—?

মিসেস হেলসেথ ॥ মানে, খবরের কাগজে রেক্‌টরের বিরুদ্ধে ওই যে ভয়ঙ্কর কথাগুলো আজ ছাপা হয়েছে—

রেবেকা ॥ আ!

মিসেস হেলসেথ ॥ আমি বলতে চাই, যে মানুষ মর্টেনসগারের ধর্ম গ্রহণ করে সে যে-কোন কাজই করতে পারে।

রেবেকা ॥ হয়ত তাই। কিন্তু আমার ব্যাপারটা তাহলে কী? আমার সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?

মিসেস হেলসেথ ॥ না, না মিস; আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। কোন মহিলা নিজের ওপরে নির্ভর ক'রে একা দাঁড়াতে পারে না। যাই বলি না কেন, আমরা তো মানুষ।

রেবেকা ॥ কথাটা সত্যি, মিসেস হেলসেথ। আমরা সবাই মানুষ। কী শুনছেন?

মিসেস হেলসেথ ॥ [নিচু স্বরে] ঈশ্বর, ঈশ্বর! মনে হচ্ছে, তিনি এই এসে পড়লেন বলে।

রেবেকা ॥ [চমকে উঠে] তাহলে, সবকিছু সত্ত্বেও—। [শক্তভাবে] বেশ তো, বেশ তো।

[হলঘর থেকে রোসমার বেরিয়ে এলেন]

রোসমার ॥ [বেড়ানোর ব্যাগে ঢোকানোর জিনিসপত্র দেখে, রেবেকার দিকে ঘুরে] এসবের মানে কী?

রেবেকা ॥ আমি চলে যাচ্ছি।

রোসমার ॥ এখনই?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। [মিসেস হেলসেথকে] রাত্রি এগারটার সময়, কেমন?

মিসেস হেলসেথ ॥ ঠিক আছে, মিস। [ডানদিকে চলে যায়]

রোসমার ॥ [একটু থেমে] তুমি কোথায় যাচ্ছ, রেবেকা?

রেবেকা ॥ জাহাজে ক'রে উত্তর দিকে।

রোসমার ॥ উত্তর দিকে? উত্তর দিকে যাচ্ছ কেন?

রেবেকা ॥ সেখান থেকেই তো আমি এসেছিলাম।

রোসমার ॥ কিন্তু বর্তমানে সেখানে তোমার করার কিছু নেই।

রেবেকা ॥ এখানেও কিছু নেই।

রোসমার ॥ এখন কী করবে ঠিক করেছ ?

রেবেকা ॥ জানি না। আমি শুধু এ জীবনটাকে শেষ ক'রে দিতে চাই।

রোসমার ॥ শেষ ক'রে দিতে চাও ?

রেবেকা ॥ রোসমারশোল্‌ম আমার জীবনটাকে ভেঙে দিয়েছে।

রোসমার ॥ [আগ্রহান্বিত হয়ে] কী বললে ?

রেবেকা ॥ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে আমাকে। যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমার কত সাহস ছিল, কত শক্ত ছিল আমার ইচ্ছাশক্তি! এখন অপরের অনুশাসনের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আর কোনদিন আমি যে কিছু করতে পারবো তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

রোসমার ॥ কেন পারবে না ? এই অনুশাসনটি কী যার কাছে তুমি— ?

রেবেকা ॥ থাকগে ; ও নিয়ে আমাদের এখন আর আলোচনা ক'রে লাভ নেই। প্রিন্সিপ্যাল আর তোমার মধ্যে কী কথাবার্তা হলো ?

রোসমার ॥ আমাদের মধ্যে যে গোলমাল ছিল তা মিটিয়ে ফেলেছি।

রেবেকা ॥ বুঝেছি। শেষ পর্যন্ত তাহলে, এই দাঁড়ালো !

রোসমার ॥ তার বাড়ীতে আমাদের সব পুরানো বন্ধুদের সে ডাকিয়ে আনলো। তারা আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল যে মানুষের মনকে উন্নত করার কাজ আমার নয়। আর তাছাড়া বুঝতেই পারছো, পরিশ্রমটাও একেবারে নিরর্থক। আমিও আর সেদিকে পা না বাড়ানোরই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

রেবেকা ॥ হয়ত, ভালই করেছো।

রোসমার ॥ তুমিও বলছো, তাই নয় ? এখন তোমার মতও তাই ?

রেবেকা ॥ আমার মতও তাই—হ্যাঁ, এখন। শেষ দু'এক দিনে।

রোসমার ॥ তুমি মিথ্যে কথা বলছো, রেবেকা।

রেবেকা ॥ —মিথ্যে কথা— ?

রোসমার ॥ হ্যাঁ ; মিথ্যে কথা বলছো। কোনদিনই তুমি আমাকে বিশ্বাস কর নি। আমি যে কোন আদর্শকে সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারি সেকথা কোনদিনই তুমি বিশ্বাস কর নি।

রেবেকা ॥ আমি বিশ্বাস করতাম আমরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবো।

রোসমার ॥ সেকথা সত্যি নয়। তুমি বিশ্বাস করতে জীবনে মহৎ কিছু করার শক্তি তোমার মধ্যেই রয়েছে। বিশ্বাস করতে, হাতিয়ার হিসাবে আমাকে তুমি ব্যবহার করতে পারবে ; বিশ্বাস করতে, আমি তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবো।

রেবেকা ॥ জন, শোন—

রোসমার ॥ [সোফার ওপরে ক্লান্তভাবে বসে] বেশ, তাই হোক। এখন সব জিনিসটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—একেবারে তলা পর্যন্ত। এতদিন আমি ছিলাম তোমার হাতে দস্তানার মত।

রেবেকা ॥ জন, শোন। এটা নিয়ে আমরা কথা বলি, এস। এই আমাদের শেষ কথা। [সোফার পাশে চেয়ারের ওপরে ব'সে] ভেবেছিলাম, উত্তর দেশে ফিরে গিয়ে তোমাকে এ বিষয়ে আমি একটা বেশ বড় চিঠি লিখবো। কিন্তু সেই কথাটা এখনই শোনা তোমার পক্ষে খুবই ভাল হবে।

রোসমার ॥ আমার কাছে স্বীকার করার আরও কিছু তোমার রয়েছে নাকি ?

রেবেকা ॥ এখনও তোমাকে আমার আসল কথাটাই বলা হয় নি।

রোসমার ॥ আসল কথা ? সেটা আবার কী ?

রেবেকা ॥ যে-কথাটা কোনদিন তুমি ভাবতেও পার নি। সেটা বললে আরও অনেক জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রোসমার ॥ [মাথা নেড়ে] তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারছি নে।

রেবেকা ॥ এক সময় রোসমারশোল্মে তোমার জন্যে আমি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম সেকথা সত্যি। ভেবেছিলাম, এখানে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। মানে, একভাবে, না হয়, আর একভাবে—বুঝেছ !

রোসমার ॥ তুমি যা করতে চেয়েছিলে সেকাজ করতে তুমি সফলও হয়েছিলে।

রেবেকা ॥ আমার ধারণা, সেই দিনগুলিতে যে-কোন কাজই আমি করতে পারতাম। কারণ, সেদিন আমার ছিল স্বাধীন আর নির্ভয় ইচ্ছা। নিজের পথ থেকে সরে আসার জন্যে তখন কারও অধিকারকে অধিকার বলে আমি স্বীকার করতাম না ; কোন কারণই তখন আমার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারতো না। তারপরে, শুরু হল সেই জিনিসটা। সেইটাই আমার অদমনীয় ইচ্ছাশক্তিকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিল, জীবনের বাকি দিনগুলির জন্যে আমাকে চিহ্নিত করলো কাপুরুষ হিসাবে।

রোসমার ॥ কী শুরু হলো ? কথাটা পরিষ্কার ক'রে বল—আমি যাতে বুঝতে পারি।

রেবেকা ॥ তারপরে, আমাকে গ্রাস করলো···সেই বন্য, অদম্য কামনা···ওঃ, জন !

রোসমার ॥ কামনা ? তুমি—! কিসের জন্যে ?

রেবেকা ॥ তোমাকে পাবার জন্যে।

রোসমার ॥ [লাফিয়ে উঠে] মানে !

রেবেকা ॥ [তাঁকে থামিয়ে] চুপ ক'রে বসো, লক্ষ্মীটি। এ বিষয়ে তোমাকে আরও বলবো।

রোসমার ॥ অর্থাৎ, তুমি আমাকে ভালবেসেছ······এইভাবে।

রেবেকা ॥ সেই দিনগুলিতে, এটাকে ভালবাসা বলেই আমার মনে হয়েছিল। হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তা ভালবাসা নয়। এটা যে কী তা তোমাকে আমি বলেছি। এটা ছিল একটা বন্য, অদম্য, উন্মাদনা।

রোসমার ॥ [কষ্ট ক'রে] রেবেকা, সত্যিই কি তুমি—ওইখানে ব'সে আমাকে এই-সব কথা শোনাচ্ছো—না, আর কেউ!

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। তোমার কী মনে হয় জন?

রোসমার ॥ এই উন্মাদনার জন্যেই—তুমি কি ওই কাজ করেছিলে—যে কাজের কথা তুমি বলেছ?

রেবেকা ॥ সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়ের মত একটা ঝড় আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শীতকালে উত্তরাঞ্চলে যে-সব ঝড় ওঠে এটাও সেইরকম। এই ঝড় তোমার ওপরে আছড়ে প'ড়ে তোমাকে টেনে নিয়ে যায়—যতক্ষণ অবশ্য তার তেজ থাকে। তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকার কথা চিন্তাও করা যায় না।

রোসমার ॥ আর সেই ঝড়ই হতভাগ্য বিটীকে মিল-রেশে টেনে নিয়ে গিয়েছিল?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। কারণ, সেটা ছিল বিটী আর আমার মধ্যে জীবনমরণ সংগ্রাম।

রোসমার ॥ রোসমারশোল্‌মে নিঃসন্দেহে তোমার শক্তিই ছিল সবচেয়ে বেশী। বিটীর আর আমার যুগ্ম শক্তির চেয়েও।

রেবেকা ॥ আমি তোমাকে ভালভাবেই জানতাম। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে—আত্মার দিক থেকে যতক্ষণ না নিজেকে মুক্ত করতে পারছো ততক্ষণ তোমার যে পরিত্রাণ হবে না একথাটা তুমি জানতে। সেদিক থেকে তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয় নি।

রোসমার ॥ কিন্তু, তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না, রেবেকা। তুমি, তোমার সত্ত্বা, তোমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এমন একটা সমস্যা যে আমি তার সমাধান করতে পারি না। আমি এখন মুক্ত। আত্মার দিক থেকে, পারিপর্শ্বিকতার দিন থেকে কোথাও আমার আর কোন বাঁধন নেই। প্রথম থেকে যেখানে যাওয়ার জন্যে তুমি মনোস্থির করেছিলে তোমার সেই গন্তব্যস্থলের ঠিক মুখে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ। এবং তবু—।

রেবেকা ॥ গন্তব্যস্থল থেকে যতটা দূরে আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি ততটা দূরে আর কোনদিন দাঁড়াই নি।

রোসমার ॥ —তবু, গতকাল আমার স্ত্রী হবার জন্যে যখন তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম তখন তুমি চিৎকার ক'রে উঠেছিলে—মনে হল, তুমি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছ—ওকাজ করা যেন কোনমতেই সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

রেবেকা ॥ আমি হতাশ হয়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছিলাম, প্রিয়তম।

রোসমার ॥ কারণ?

রেবেকা ॥ কারণ, রোসমারশোল্‌মে আমার শক্তি ভেঙে দিয়েছে। আমার ইচ্ছাশক্তি—আমার নিজস্ব নির্ভীক ইচ্ছাশক্তির প্রাণরস এখানে শুকিয়ে গিয়েছে—হয়ে উঠেছে জর্জরিত। যে সময় সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর শক্তি আমার ছিল সে সময় এখন আর আমার নেই। কাজ করার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি, জন।

রোসমার ॥ তোমার এই অবস্থা কী ক'রে হলো আমাকে বল।

রেবেকা ॥ তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে।

রোসমার ॥ কিন্তু কী ক'রে, কী করে?

রেবেকা ॥ যখন তোমার সঙ্গে আমি একা ছিলাম—যখন তুমি স্বাধিকার ফিরে পেয়েছিলে—

রোসমার ॥ মানে·· ···?

রেবেকা ॥ —কারণ, বিটার জীবদ্দশায় তুমি কোনদিনই নিজস্ব জীবন-যাপন করতে পারতে না—

রোসমার ॥ কথাটা ঠিক বলেছ—তখন আমি অসুখী ছিলাম।

রেবেকা ॥ কিন্তু আমি যখন তোমার সঙ্গে বাস করার জন্যে এখানে এলাম, সেই শান্ত, নির্জন পরিবেশে যখন তুমি মন খুলে তোমার সমস্ত চিন্তার কথা আমাকে বললে, তোমার প্রতিটি কোমল আর অপরূপ ভাব-ভঙ্গিমা আমি যখন লক্ষ্য করলাম তখনই এই বিরাট পরিবর্তন এলো—ধীরে, ধীরে—সে-পরিবর্তনের কথা এতটুকু বুঝতে পারি নি আমি। কিন্তু তবু, শেষ পর্যন্ত। সেটার সঙ্গে আমি আর বুঝতে পারলাম না। আমার আত্মার অন্তঃস্থল পর্যন্ত সে অধিকার ক'রে বসলো।

রোসমার ॥ এসব কী বলছো, রেবেকা?

রেবেকা ॥ বাকি সব, এই কুৎসিৎ অনুরাগ, আমার ইন্দ্রিয়ের এই প্রলাপ আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল—অনেক—অনেক দূরে। যেসব কামনা আমার মনের ভেতরে আলোড়ন তুলেছিল তারা সব মিলিয়ে গেল নিঃশব্দে। শান্তি ফিরে এলো মনে—আমাদের দেশে মধ্যরাত্রির সূর্যের নীচে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় যে শান্তি বিরাজ করে—এ-শান্তি সেইরকম সমাহিত।

রোসমার ॥ এ-সম্বন্ধে আরও কিছু বল—সব কিছু—যতটা বলতে পার।

রেবেকা ॥ আর কিছু বলার নেই, প্রিয়। শুধু এইটুকু বলছি যে তারপরেই আমার মনে দেখা দিল প্রেম। সেই মহৎ, নিঃস্বার্থ প্রেম। তোমার সঙ্গে বাস করার সময় যেভাবে তোমার জীবনের সঙ্গিনী হয়েছিলাম—সেইটুকু ছাড়া এ-প্রেম আর কিছু প্রত্যাশা করে না।

রোসমার ॥ হায়রে, আমি যদি তার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারতাম!

রেবেকা ॥ এই সবচেয়ে ভালো। গতকাল, তোমার স্ত্রী হবো কিনা এই প্রশ্ন যখন তুমি আমাকে করেছিলে তখন আমি আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠেছিলাম—

রোসমার ॥ হ্যাঁ, তাই তুমি করেছিলে, রেবেকা। কর নি? তোমাকে আমি ঠিকই বুঝেছিলাম—মনে হচ্ছে।

রেবেকা ॥ মুহূর্তের জন্যে, হ্যাঁ। নিজেকে ভুলে গিয়ে। এটা আমার সেই পুরানো, স্থিতিস্থাপক কামনা—আবার সে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন আর তার কোন ক্ষমতা নেই—বিন্দুমাত্র না।

রোসমার ॥ তোমার এই পরিবর্তনের জন্যে কী কৈফিয়ৎ দেবে তুমি?

রেবেকা ॥ এর জন্যে দায়ী রোসমার বংশের জীবনধারা—অথবা, অন্তত, তোমারই জীবনধারা—সেইটাই আমার ইচ্ছাশক্তির মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে।

রোসমার ॥ সংক্রমিত?

রেবেকা ॥ এবং তাকে অসুস্থ করে তুললো। যে সব অনুশাসন একদিন আমার কাছে মূল্যহীন বলে মনে হতো সেইগুলিকেই মানতে বাধ্য করলো আমাকে। তুমি—যে জীবন তোমার সাহচর্যে আমি কাটিয়েছি—সেই জীবনই আমাকে করেছে মহত্তর—

রোসমার ॥ হায়রে, তোমার কথা বিশ্বাস করার মত সাহস যদি আমার থাকতো!

রেবেকা ॥ তুমি এটা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করতে পার। রোসমার-জীবনধারা জীবনকে উন্নত করে। কিন্তু [মাথা নেড়ে]—কিন্তু—কিন্তু—

রোসমার ॥ কিন্তু—?

রেবেকা ॥ —কিন্তু তা আনন্দকে হত্যা করে

রোসমার ॥ তোমার কি তাই মনে হয়?

রেবেকা ॥ অন্তত, আমার।

রোসমার ॥ কিন্তু সেদিক থেকে কি তুমি নিশ্চিত? তোমাকে যদি এখন আমি আবার বলি—তোমার কাছে ভিক্ষে চাই—?

রেবেকা ॥ না, না—লক্ষ্মীটি, ওকথা আর বলো না। সে অসম্ভব। হ্যাঁ; আর একটা জিনিস তোমাকে নিশ্চয় মনে রাখতে হবে—যে আমার—আমার একটা অতীত ইতিহাস রয়েছে—

রোসমার ॥ তুমি আমাকে যা বলেছ তা ছাড়াও?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ; আরও কিছু বেশী, আরও কিছু।

রোসমার ॥ [ম্লান হেসে] রেবেকা, ব্যাপারটা কেমন-কেমন লাগছে না? ও-রকম একটা ধারণা মাঝে মাঝে আমার হয়েছে, বুঝেছো।

রেবেকা ॥ হয়েছে নাকি! তাহলেও—? সে-রকম ধারণা হওয়া সত্ত্বেও—?

রোসমার ॥ আমি তা কোনদিন বিশ্বাস করি নি। মনে মনে, আমি কেবল সেই ধারণা নিয়ে খেলা করেছি।

রেবেকা ॥ যদি তুমি শুনতে চাও, আমি এখনই সব বলতে পারি।

রোসমার ॥ [প্রস্তাবটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে] না, না! আমি একটা কথাও শুনতে চাই নি। যাই হোক আমি সেটা স্বচ্ছন্দে ভুলে যেতে পারি।

রেবেকা ॥ কিন্তু আমি পারি না।

রোসমার ॥ ও! রেবেকা!

রেবেকা ॥ দেখতেই পাচ্ছ—পরীক্ষাটা কী ভয়ানক! জীবনের সমস্ত সুখ যখন দুহাতে উজাড় করে আমাকে দেওয়া হলো—তখনই আমাকে তা ফিরিয়ে দিতে হলো। আমার সুখের পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো আমার অতীত।

রোসমার ॥ তোমার অতীত মৃত, রেবেকা। তোমার ওপরে ওর আর কোন প্রভাব নেই। ওর সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক নেই—এখন তুমি যা তার সঙ্গে।

রেবেকা ॥ ওটা হচ্ছে কেবল কথার কথা, প্রিয়তম। আর তুমি তা জানো। অতীতকে যদি আমি ভুলেই যাই তাহলে আমার সততার কী হবে? সেটা আমি পাব কোথা থেকে?

রোসমার ॥ [দুঃখের সঙ্গে] হ্যাঁ-হ্যাঁ—সততা।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ; ওই সততা, আর নিরপরাধ মনোবৃত্তি থেকে আসে সুখ আর আনন্দ। কারণ, ভবিষ্যতে যারা সম্ভ্রান্ত হ'তে যাচ্ছে, সুখী হ'তে যাচ্ছে তাদের মনে এই বিশ্বাসই তুমি জাগাতে চেয়েছিলে যে জীবনে তারা কোন অপরাধ করে নি।—

রোসমার ॥ না, না—ওসব কথা আমাকে আর মনে করিয়ে দিয়ো না। ওটা ছিল বিকলাঙ্গ একটা স্বপ্নের মত। ওটা হচ্ছে অপরিণামদর্শী একটা প্রবৃত্তি। ওতে আর আমি বিশ্বাসী নই। বাইরে থেকে মানুষ মানুষকে উন্নত করতে পারে না।

রেবেকা ॥ [আস্তে আস্তে] শান্ত প্রেমের মধ্যেও নয়?—কী মনে হয় তোমার?

রোসমার ॥ [চিন্তান্বিতভাবে] হ্যাঁ; সেটা অবশ্য অনেক বড় জিনিস। মনে হয়, জীবনে ওইটাই হচ্ছে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল জিনিস। তাই যদি হতো। [অস্থির-ভাবে পায়চারি করতে করতে] কিন্তু সমস্যাটাকে আমি সমাধান করবো কী করে? কী ক'রে এর মূলে গিয়ে পৌঁছবো?

রেবেকা ॥ আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না, জন?

রোসমার ॥ হায় রেবেকা, তোমাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস কী ক'রে করি বলত? তুমি এ বাড়ীতে রয়েছ; অথচ, সব জিনিসকেই তুমি ঢেকে রেখেছ। এখন তুমি এই নতুন কথা বলছো। এর মধ্যে যদি তোমার কোন পরিকল্পনা থাকে তাহলে, সে কথাটা আমাকে খুলে বল। এসব কথা বলে কি তুমি কিছু লাভ করতে চাও? খুশি মনেই তোমার মনস্কামনা আমি পূরণ করবো।

রেবেকা ॥ [নিজের হাতে মোচড় দিয়ে] হায়রে! কী মারাত্মক সন্দেহ! জন—জন!

রোসমার ॥ হ্যাঁ, এ সন্দেহ ভয়ঙ্করই, প্রিয় রেবেকা! তাই নয়? কিন্তু এর হাত থেকে আমার রেহাই নেই। এই সন্দেহ থেকে কিছুতেই নিজেকে আমি মুক্ত করতে পারবো না। তোমার নির্মল ভালবাসার সবটুকুই যে আমি পেয়েছি সে-বিষয়ে কোনদিনই আমি নিশ্চিত হতে পারবো না।

রেবেকা ॥ কিন্তু আমার যে পরিবর্তন হয়েছে তোমার মনের গভীরে এমন কিছু কি নেই যা থেকে তা তুমি বুঝতে পার? আর সেই পরিবর্তনটা এসেছে তোমার মাধ্যমে—একমাত্র তোমারই?

রোসমার ॥ হায় প্রিয় রেবেকা, মানুষের পরিবর্তন আনার মত কোন ক্ষমতা আমার রয়েছে বলে আর আমি বিশ্বাস করি নে। নিজের ওপরেই আস্থা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আর আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছি নে—না তোমাকে, না আমাকে।

রেবেকা ॥ [ম্লান দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে] তাহলে, তুমি বাঁচবে কেমন ক'রে?

রোসমার ॥ জানি নে। ভাবতেও পারছি নে। এই অবস্থাটাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না আমার। আর বেঁচে থাকার মতও কিছু নেই আমায়। থাকলেও, তা আমার চোখে পড়ছে না।

রেবেকা ॥ ও আবার কী কথা! জীবনই তো নব নব রূপে রূপায়িত হয়। এস, সেই জীবনটাকে আমরা শক্ত ক'রে ধরে রাখি। আমাদের জীবনে—তা শীঘ্রিই শেষ হয়ে যাবে।

রোসমার ॥ [অস্থিরভাবে লাফিয়ে উঠে] তাহলে, আবার আমাকে আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দাও। তোমার ওপরে বিশ্বাস, রেবেকা! তোমার প্রেমে বিশ্বাস! প্রমাণ! আমি চাই প্রমাণ!

রেবেকা ॥ প্রমাণ! তোমাকে আমি প্রমাণ কী ক'রে দেব?

রোসমার ॥ তোমাকে দিতেই হবে! [মেঝে পেরিয়ে] আমি এই নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারছি না—এই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা আমার অসহ্য! এই—এই—

[হলঘরের দরজায় একটা জোর ধাক্কা]

রেবেকা ॥ আ! ওই শোন!

[দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন উলরিক ব্রেন্‌ডেল। গায়ে তার একটা সাদা শার্ট, একটা কালো কোট। পায়ে ভাল জুতো। বাকি পোষাক তাঁর আগের মতই। দেখলে মনে হবে বিপদাপন্ন]

রোসমার ॥ মিঃ ব্রেন্‌ডেল, আপনি!

ব্রেন্‌ডেল ॥ জন, প্রিয় বৎস! আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর—এবং বিদায় দাও!

রোসমার ॥ এত রাত্রিতে আপনি কোথায় যাবেন?

ব্রেন্‌ডেল ॥ পাহাড়ের নীচে।

রোসমার ॥ মানে—?

ব্রেন্‌ডেল ॥ প্রিয় ছাত্র, আমি বাড়ী যাচ্ছি। বাড়ীর অফুরন্ত শূন্যতার জন্যে আমার মন কেমন করছে।

রোসমার ॥ মিঃ ব্রেন্‌ডেল, আপনার কিছু একটা ঘটেছে। কী ঘটেছে বলুন তো?

ব্রেন্‌ডেল ॥ আমার পরিবর্তনটা তোমার চোখেও ধরা পড়েছে? হ্যাঁ; তা পড়তে

পারে। আমি যখন শেষবার এই ঘরে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমি ছিলাম ধনী লোক, আমার পকেট ছিল ভর্তি।

রোসমার ॥ সত্যিই। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

ব্রেন্‌ডেল ॥ কিন্তু আজ রাত্রিতে আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ ভস্মীভূত দুর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের মত।

রোসমার ॥ আপনাকে সাহায্য করার ক্ষমতা যদি আমার থাকে—

ব্রেন্‌ডেল ॥ মনটা এখনও তোমার সেই শিশুর মত, জন। তুমি আমাকে কিছু ধার দিতে পার ?

রোসমার ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। খুব আনন্দের সঙ্গে।

ব্রেন্‌ডেল ॥ একটা কি দুটো আদর্শ তুমি আমাকে ধার দিতে পার ?

রোসমার ॥ কী বললেন ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ মরচে-ধরা দু'একটা আদর্শ যদি থাকে। ওতে আমার অনেক উপকার হবে। কারণ, প্রিয় বৎস, আমি এখন পরিচ্ছন্ন হয়েছি। যাকে বলে শিরায়—মজ্জায়।

রেবেকা ॥ কোন একটা ব্যবস্থা করেছিলেন না ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ না, সুন্দরী। কী ভাবছেন ? আমি যখন আমার বিপুল সম্পদ উজাড় ক'রে দেবার জন্যে দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই সময় খুবই দুর্ভাগ্যজনক একটা আবিষ্কার করলাম যে আমার পকেট শূন্য।

রেবেকা ॥ কিন্তু আপনার অলিখিত লেখাগুলির কী হলো ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ কৃপণ যেমন তার সিন্দুকভর্তি টাকার ওপরে বসে থাকে পঁচিশ বছর ধরে আমিও তেমনি বসেছিলাম। তারপরে, গতকাল সেই অর্থ ব্যয় করার জন্যে সিন্দুক খুলে দেখি সিন্দুক ফাঁকা। কালের দাঁত কেটে কেটে তাকে ধুলো ক'রে ফেলেছে। তার মধ্যে আর কিছুই নেই।

রোসমার ॥ কিন্তু সেবিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ একেবারে, বৎস। প্রেসিডেন্ট-ই সেবিষয়ে আমাকে নিশ্চিত করেছেন।

রোসমার ॥ প্রেসিডেন্ট ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ তাহলে, হিস এক্‌সেলেন্সী। Ganz nach Belieben.

রোসমার ॥ কার কথা বলছেন ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ পেডার মর্টেনসগার। আর কে ?

রোসমার ॥ কী !

ব্রেন্‌ডেল ॥ [যেন একটা গোপন কথা বলছেন এইভাবে] চুপ, চুপ। পেডার মর্টেনসগার হচ্ছেন ভবিষ্যতের প্রভু এবং শাহান্‌শাহ। এত বড় মহান সান্নিধ্যে আর কোন দিন আমি দাঁড়াই নি। তিনি হচ্ছেন ওই যাকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন।

রোসমার ॥ ওকথা বিশ্বাস করবেন না !

ব্রেন্‌ডেল ॥ হ্যাঁ, বৎস, হ্যাঁ ! তিনি যা পারেন তার চেয়ে বেশী করতে চান না। আদর্শহীন জীবন যাপন করতে তিনি সক্ষম। আর সেই নীতিটাই হচ্ছে, বুঝেছ, কাজ করা আর বিজয়লাভ করার গোপন রহস্য। সেইটিই হচ্ছে পার্থিব জ্ঞানের ভাঁড়ার। Basta !

রোসমার ॥ [শান্তভাবে] এখন বুঝতে পারছি, দরিদ্র হয়েই এখান থেকে আপনি চলে যাচ্ছেন !

ব্রেন্‌ডেল ॥ তাই হলো। তোমার বৃদ্ধ শিক্ষকের কাছ থেকে তাহলে তুমি এই শিক্ষা গ্রহণ কর। তিনি তোমার মনের ওপরে যে ছাপ রেখে গিয়েছিলেন সেটাকে মুছে ফেলো। চোরাবালির ওপরে দুর্গ তৈরি করো না। এবং যে সুন্দরীটি এখানে তোমার জীবন মধুর করে তুলেছেন তাঁর সঙ্গে ঘর পাতার আগে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ, ভেবে দেখো কোথায় তুমি যাচ্ছ।

রেবেকা ॥ আপনি কি আমাকে লক্ষ্য ক'রে একথা বলছেন ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ হ্যাঁ, মনোমুগ্ধকারিণী জল-অপ্সরী।

রেবেকা ॥ প্রাসাদ তৈরী করার যোগ্যতা আমার নেই কেন ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ [এক পা এগিয়ে এসে] জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্যে আমার ভূতপূর্ব ছাত্রের যে অনেক কাজ রয়েছে সে-সংবাদ আমি পেয়েছি।

রেবেকা ॥ আব সেইজন্যে—

ব্রেনডেল ॥ জয় তার করায়ত্ত—কিন্তু—একটি আমোঘ শর্তে।

রেবেকা ॥ কী শর্ত ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ [আস্তে আস্তে কব্জিটা ধ'রে] শর্তটি হচ্ছে, যে মহিলা তাকে ভালবাসে তাকে খুশিমনে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে আর কুপিয়ে কেটে ফেলতে হবে তার এই সাদা আর পাটল রঙেব বুড়ো আঙুলটি—ঠিক এইখানে, মাঝামাঝি। তা ছাড়া, সেই প্রেমময়ী রমণীটিকে খুশী হয়ে কেটে ফেলতে হবে এইরকম সুন্দর বাঁ কানটা। [হাত ছেড়ে দিয়ে রোসমারের কাছে গিয়ে] বিদায়, বিজয়ী জন !

রোসমার ॥ আপনি এখন যাচ্ছেন ? এই অন্ধকার রাত্রিতে ?

ব্রেন্‌ডেল ॥ অন্ধকার রাত্রিই তো সবচেয়ে ভালো। তোমার মন শান্ত হোক। [তিনি বেরিয়ে যান]

[ঘরের মধ্যে ক্ষণিক বিরতি নেমে আসে]

রেবেকা ॥ [কষ্ট ক'রে নিঃশ্বাস নিয়ে] ওঃ ! দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে।
[জানালার কাছে এগিয়ে যান। তারপরে জানালাটা খুলে দিয়ে সেইখানে দাঁড়ান]

রোসমার ॥ [স্টোভের পাশে ইজি চেয়ারে ব'সে] না ; আর কিছু নেই, রেবেকা। বুঝতে পারছি, তোমাকে চলে যেতেই হবে।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। আমিও অন্য কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।

রোসমার ॥ শেষ সময়টা ভালভাবে কাটানো যাক। আমার কাছে এসে বসো।

রেবেকা ॥ [এগিয়ে গিয়ে সোফার পাশে ব'সে] কিছু বলবে ?

রোসমার ॥ প্রথম কথা হচ্ছে, ভবিষ্যতের জন্যে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।

রেবেকা ॥ [হেসে] হুম ! আমার ভবিষ্যৎ !

রোসমার ॥ সবরকম সম্ভাবনাই আমি ভেবে রেখেছি। অনেকদিন আগে থাকতেই। যাই হোক না কেন, তোমার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

রেবেকা ॥ তা-ও ?

রোসমার ॥ সে-বিষয়ে তোমার নিজেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল—তাই না ?

রেবেকা ॥ অনেকদিন ধরে ওসব কথা আমি চিন্তা করি নি।

রোসমার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্য আমাদের মধ্যে যে এরকম একটা ব্যাপার ঘটবে সেকথা তুমি ভাবো নি।

রেবেকা ॥ সেকথা সত্যি।

রোসমার ॥ সেরকম কোন ধারণা আমারও ছিল না। কিন্তু এখন আমাকে যদি চলে যেতে হয়—

রেবেকা ॥ না, না—জন। আমার চেয়েও বেশী দিন তুমি বাঁচবে।

রোসমার ॥ এই দুঃখের জীবনটা নষ্ট ক'রে ফেলার মত ক্ষমতা আমার রয়েছে।

রেবেকা ॥ এসব কী বলছো ? তুমি নিশ্চয় ভাবছো না—

রোসমার ॥ তোমার কি মনে হয় সেটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে ? যে ঘৃণ্য করুণ পরাজয় আমি স্বীকার করেছি তার পরে ! জীবনের কাজগুলিকে আমি জয়ের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি কী করলাম ? আসল যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমি পালিয়ে এলাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে !

রেবেকা ॥ আবার যুদ্ধ শুরু কর, জন ! একবার চেষ্টা কর। তাহলেই, তুমি জয়ী হবে। হাজার হাজার মানুষকে উন্নত করবে তুমি, হাজার হাজার ! শুধু একবার চেষ্টা কর !

রোসমার ॥ হায়, রেবেকা, নিজের জীবনের আদর্শে আর আমার আস্থা নেই।

রেবেকা ॥ কিন্তু তুমি যে কাজ করেছ তার প্রমাণ ইতিপূর্বেই তুমি পেয়েছ। অন্তত, একজনকে তুমি উন্নত করেছ। সে হচ্ছে আমি।

রোসমার ॥ তোমার কথা আমি যদি বিশ্বাস করতে পারতাম !

রেবেকা ॥ [নিজের হাতে মোচড় দিয়ে] আমার কথা বিশ্বাস করার মত কিছুই কি তুমি পাও নি ?

রোসমার ॥ [চমকে উঠে, যেন ভয় পেয়েছেন] আর ওসব কথা নয়, রেবেকা। একটা কথাও না !

রেবেকা ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওই কথাই আমাদের বলতে হবে। তোমার সন্দেহ দূর করার জন্যে কোন প্রমাণই কি তুমি পাও নি ? কারণ, এ জগতের বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ।

রোসমার ॥ সেটা না জানাই তোমার পক্ষে ভালো—আমাদের দ্বজনের পক্ষে।

রেবেকা ॥ না—না। ওকথা আমি শ্বনতে চাই না। তোমার চোখে দোষম্বক্ত হওয়ার যদি কোন প্রমাণ থাকে তোমার কাছ থেকে সেটা জানার অধিকার আমার রয়েছে।

রোসমার ॥ [নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যেন বাধ্য হয়ে] তাহলে, দেখা যাক। তুমি বলেছ আমাকে তুমি খ্বই ভালবাসো। বলেছ, আমার ভেতর দিয়ে তোমার আত্মা উন্নত হয়েছে। তাই না? অধিকারের কথাও তুমি বললে। তাহলে, তোমার কি হিসাব পরীক্ষা আমরা এখন করবো?

রেবেকা ॥ আমি প্রস্তুত।

রোসমার ॥ যখন ইচ্ছে?

রেবেকা ॥ যখন ইচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

রোসমার ॥ দেখা যাক। রেবেকা,…তুমি কি…আমার জন্যে…আজ রাত্রিতেই—[থেমে গিয়ে] না—না—না!

রেবেকা ॥ বল, জন; বল। দেখবে, পারি কি না!

রোসমার ॥ তোমার কি সাহস আছে…এবং তুমি কি স্বেচ্ছায়…আনন্দ মনে, ব্রেন্‌ডিল যা বলেছেন…আমার জন্যে এখন, এই রাত্রিতে…আনন্দ মনে…বিটী যে পথে গিয়েছিল…সেই পথে যেতে পার?

রেবেকা ॥ [ধীরে ধীরে সোফা থেকে উঠে, খ্বই অস্পষ্টভাবে] জন!

রোসমার ॥ হ্যাঁ, প্রিয়ে; তুমি চলে গেলে ও-প্রশ্নটাকে আমি কিছ্বতেই এড়িয়ে থাকতে পারবো না। চব্বিশটি ঘণ্টা বারবার ওই একই প্রশ্নে ফিরে আসবো আমি। জীবনের মত স্পষ্টভাবে তোমাকে আমি চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি। তুমি ওই ফুটব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছ। ঠিক মাঝখানে। এবার তুমি রেলিঙের বাইরে ঝ্ঁকে পড়লে। নিচে মিল-রেশের ওপরে পড়ে গেলে তুমি মাথা ঘ্বরে। না; সামলে নিলে তুমি। সাহস করলে না ঝাঁপ দিতে। কিন্তু তার সাহস ছিল।

রেবেকা ॥ কিন্তু ধর, আমারও সাহস রয়েছে। এবং খ্বশি হয়েই সে কাজ আমি করেছি। তাহলে?

রোসমার ॥ তাহলে, তোমাকে আমার বিশ্বাস করা উচিত। তাহলেই, আমার জীবনের আদর্শের ওপরে বিশ্বাস থাকবে আমার। মান্বষের মনকে উন্নত করার বিশ্বাস জন্মাবে আমার। মান্বষ যে উন্নত হ'তে পারে সে-বিশ্বাসও আমার জন্মাবে।

রেবেকা ॥ [ধীরে ধীরে শালটা তুলে নিয়ে মাথার ওপরে চাপিয়ে, সংযতভাবে] আবার তোমার বিশ্বাস ফিরে আসবে?

রোসমার ॥ রেবেকা, ও কাজ করার সাহস আর ইচ্ছা কি তোমার রয়েছে?

রেবেকা ॥ আগামীকাল, অথবা, পরেই তুমি তা বিচার করতে পারবে—যখন তারা আমার দেহটাকে তুলে নিয়ে আসবে।

রোসমার ॥ [নিজের মাথাটা দুহাতে চেপে ধ'রে] এর মধ্যে একটা ভয়াল সৌন্দর্য রয়েছে—

রেবেকা ॥ কারণ, পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়ে এখানে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। তার আর প্রয়োজনও নেই। তারা যেন আমার মৃতদেহটা খুঁজে পায় সেজন্যে তাদের অবহিত হতে হবে।

রোসমার ॥ [লাফিয়ে উঠে] কিন্তু এসব পাগলামো। যাও—না—থাকো। একবার মুখে বললেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো।

রেবেকা ॥ ওগুলি কেবল কথার কথা, জন। আর কাপুরুষতা নয়, আর পালিয়ে যাওয়া নয়। আজকের পরে, আমার সামান্য কথার ওপরে তুমি বিশ্বাস করবে কী ক'রে ?

রোসমার ॥ কিন্তু তোমার পরাজয় আমি দেখতে চাই নে, রেবেকা।

রেবেকা ॥ আর আমার পরাজয় হবে না।

রোসমার ॥ হবে। বিটী যে-পথে গিয়েছে সে-পথে যাবার সাহস তোমার নেই।

রেবেকা ॥ তাই তোমার মনে হচ্ছে ?

রোসমার ॥ হচ্ছে। তুমি বিটী নও। বিকৃত জীবনের শিকার তুমি নও।

রেবেকা ॥ কিন্তু এখন আমি রোসমারদের জীবনধারায় অভ্যস্ত। আমি যে পাপ করছি তার প্রায়শ্চিত্ত করাই উচিত হবে আমার।

রোসমার ॥ [তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] এই কি তোমার মত ?

রেবেকা ॥ হ্যাঁ।

রোসমার ॥ [মন ঠিক করে ফেলে] ভালো কথা। আর আমিও, রেবেকা, সেই স্বাধীন জীবনের নীতিকে মেনে নিতে বাধ্য। আমাদের দুজনের বিচার করার কেউ নেই। সেইজন্যে, আমাদের বিচার আমাদেরই করতে হবে।

রেবেকা ॥ [তাঁকে ভুল বুঝে] ওটাও। ওটাও। আমার মৃত্যু তোমার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ রয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

রোসমার ॥ বাঁচানোর মত আমার মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

রেবেকা ॥ আছে। কিন্তু—আজকের পরে, তোমার মনে হবে সামুদ্রিক ট্রোলের মত তোমার জীবনতরণীর গতিরোধ করছি আমি। আমাকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেই হবে। অন্যথায়, খোঁড়া হয়ে কি আমি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো ? আমার যে অতীত জীবন আমার সমস্ত আনন্দকে তছনছ করে দিয়েছে তার কথা বিষণ্ণ মনে ভাবতে-ভাবতে। জন, এ খেলা আমাকে শেষ করতেই হবে।

রোসমার ॥ তুমি গেলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

রেবেকা ॥ [কেউ দেখতে না পায় এভাবে একটু হেসে তিনি রোসমারের দিকে তাকান, তারপরে আরও ধীরে ধীরে বলেন] হ্যাঁ ; আমার সঙ্গে এসো, দেখবে—

রোসমার ॥ আমি বললাম আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রেবেকা ॥ পোল পর্যন্ত ; হ্যাঁ, এস। তোমার এ দৃশ্য দেখার সাহস নেই তা তুমি জান।

রোসমার ॥ তুমি তা লক্ষ্য করেছ ?

রেবেকা ॥ [বিষণ্ণভাবে আর ভেঙে প'ড়ে] হ্যাঁ। সেইজন্যেই তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে নিরাশ করেছে।

রোসমার ॥ রেবেকা, এখন তোমার মাথার ওপরে আমি হাত রাখলাম। [হাত রাখেন] এখন তুমি আমার সত্যিকার এবং নিয়মসঙ্গত পত্নী।

রেবেকা ॥ [তাঁর দুটি হাত ধরে এবং তাঁর বুকের ওপরে মাথাটা নামিয়ে] ধন্যবাদ জন। [ছেড়ে দিয়ে] এখন আমি খুশি মনেই চলে যাচ্ছি।

রোসমার ॥ স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গেই যাওয়া উচিত।

রেবেকা ॥ কেবল পোল পর্যন্ত, জন।

রোসমার ॥ তার-ও পরে। যত দূর তুমি যাবে—ততদূর। এখন সে-সাহস আমার রয়েছে।

রেবেকা ॥ এই পথটাই যে তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল সে বিষয়ে তুমি কি নিঃসন্দেহ ?

রোসমার ॥ আমি জানি, ওটাই হচ্ছে একমাত্র পথ।

রেবেকা ॥ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছো নাতো ? ধর, এটা তোমার সাময়িক একটা বিভ্রান্তি। রোসমারশোল্মের অনেক সাদা ঘোড়ার মধ্যে একটা।

রোসমার ॥ হ'তে পারে। কারণ, ওদের এড়িয়ে থাকতে আমরা পারবো না। আমরা এই বংশের মানুষেরা।

রেবেকা ॥ তাহলে, থেকে যাও, জন।

রোসমার ॥ স্বামী অবশ্যই যাবে স্ত্রীর সঙ্গে—স্ত্রী যেমন স্বামীর সহগামিনী।

রেবেকা ॥ বুঝলাম। কিন্তু প্রথমে আমাকে বল—তুমি কি আমার সঙ্গে যাচ্ছ, না, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে ?

রোসমার ॥ সে প্রশ্ন নিয়ে আমরা অত দুশ্চিন্তা করবো না।

রেবেকা ॥ তবুও, আমি তা জানতে চাই।

রোসমার ॥ আমরা দুজনেই দুজনের সঙ্গে যাচ্ছি। আমি তোমার সঙ্গে, তুমি আমার সঙ্গে।

রেবেকা ॥ আমিও তা প্রায় বিশ্বাস করেছি।

রোসমার ॥ কারণ, দুজনে আমরা এখন এক।

রেবেকা ॥ হ্যাঁ। আমরা এখন দুজন এক। এস। খুশি মনে আমরা এগিয়ে যাই। [দুজনে হাত ধরাধরি করে হলঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাঁ-দিকে ঘুরতে দেখা গেল তাঁদের। দরজা খোলা। এক মুহূর্তের জন্যে ঘরটি

শূন্য হয়ে রইলো। তারপরে, ডানদিকের দরজা খুলে মিসেস হেলসেথ এসে ঢুকলো]

মিসেস হেলসেথ ॥ মিস, গাড়ী—[চারপাশে তাকিয়ে দেখে] এখানে তো নেই। এই রাত্রিতে দুজনে বেড়াতে বেরোলেন নাকি? মানে আমাকে বলতেই হবে এই রকম—হুম্। [হলঘরে যায়, চারপাশে তাকায়, আবার ফিরে আসে] কই, বাগানে তো নেই। তাহলে—জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে] হায় ঈশ্বর! ওই একটা সাদা জিনিস ওখানে দেখা যাচ্ছে…! হ্যাঁ। তাঁরা দুজনেই ফুট-ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে! ঈশ্বর পাপীদের ক্ষমা করুন। তাঁরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন না? [চিৎকার] হায়, হায়! পোলের ওপরে—দুজনে! মিল-রেশের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে! কে আছ, কে আছ! রক্ষা করো। [তাঁর হাঁটু দুটি কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে কোনরকমে নিজের দেহটাকে সে পতনের হাত থেকে বাঁচালে। তারপরে, কোনরকমে বিড়বিড় ক'রে বললো] না-না। কেউ সাহায্য করার নেই। মৃতা গৃহস্বামিনী, তাঁদের লুফে নিয়েছেন।

হেড্ডা গ্যাবলার

HEDDA GABLER

॥ ভূমিকা ॥

২৯শে জুন ইবসেন কার্ল স্নয়ল্‌স্‌কীকে (Carl Snoilsky) লিখলেন : "প্রথম খসড়াটা শেষ হওয়ার আগে আমি মিউনিক ছেড়ে যাব না ; অথবা, জুলাই মাসের মধ্যে যে বেশীদূর এগোতে পারবো সেরকম ভরসা আমার নেই।" এই খসড়াটি হচ্ছে *Hedda Gabler* নাটকের। ১৩ই আগস্টের আগে তিনি এমন কি দ্বিতীয় অংকের খসড়াটিও শেষ করতে পারেন নি। পরের তিনটি সপ্তাহে তিনি লিখলেন কেবল প্রথম অংকের মঞ্চনির্দেশগুলি আর সংলাপের তিনটি লাইন, 'or if he wrote more, he destroyed it' (Mayer)। ৬ই সেপ্টেম্বর, তিনি দ্বিতীয় অংকের নতুন খসড়াটি লিখতে শুরু করলেন ; অবশেষে, নাটকটি এগোতে লাগলো। ন'দিন পরে, অংকটি শেষ হলো। তৃতীয় অংকটি লিখতে লাগলো মাত্র বারো দিন, চতুর্থ এবং শেষ অংকটি শেষ করতে আর এক সপ্তাহ।

পরিমার্জিত করতে লাগলো আরও ছ'সপ্তাহ। ১৬ই নভেম্বর নাটকটির কাজ শেষ করলেন তিনি ; নাম রাখলেন *Hedda Gabler*। বড়দিনে বইটি বাজারে প্রকাশ করার জন্যে কোপেনহেগেনে তিনি পাণ্ডুলিপিটি ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। বিশে নভেম্বর তিনি মরিস প্রোজরকে লিখলেন : "নাটকটিতে আমি কোন স:স্য নিয়ে আলোচনা করি নি। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ছবি আঁকা ; কতক-গুলি বিশেষ সামাজিক অবস্থা আর মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মেজাজ আর তার যা ভবিষ্যৎ তৈরি হয় সেইগুলিকেই প্রতিফলিত করা" ("My main object was to portray human beings, human moods, and human destinies, as conditioned by certain relevant social conditions and attitudes")।

A Doll's House-এর নাট্যাভিনয়, বার্নাড শ'র বক্তৃতা, এবং যেগারের রচিত ইবসেনের জীবনী এবং উইলিয়াম আর্চারের সম্পাদনায় চারটি খণ্ডে ইবসেনের নাট্যসম্ভার প্রকাশনার ফলে ইংলণ্ডে সেই সময় ইবসেনের বেশ জোরদার প্রচার শুরু হয়েছিল। সেইজন্যে উইলিয়াম হিনেম্যান নামে ইংলণ্ডের একটি প্রকাশক *Hedda Gabler* নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করার জন্যে একটি বিশেষ শর্তে ইবসেনকে ১৫০ পাউণ্ড অগ্রিম দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। শর্তটি হচ্ছে

গ্রেনডেনডালে আসল পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে অনুবাদ করার জন্যে ছাপানো একটি অনুলিপি অনুবাদক এডমণ্ড গসের কাছে পাঠাতে হবে। ১৬ই ডিসেম্বর গ্রেনডেনডাল থেকে *Hedda Gabler*-এর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হল ; মুদ্রণ সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে নিন্দার ঝড় বয়ে গেল। সংবাদপত্রে বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরোল। ইবসেনের কোন নাটকই প্রথম প্রকাশের সময় সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসা পায় নি ; কিন্তু *Hedda Gabler*-কে যে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তেমন সমালোচনার মুখে তাঁর অন্য কোন নাটককে পড়তে হয় নি। ইবসেনের ষাট বছর পূর্তিতে Morgenstierne সংবাদপত্রের প্রথম স্তম্ভে তাঁর সম্বন্ধে ফলোয়া ক'রে লিখেছিলেন তিনি। 'Aftenposten' পত্রিকায় নাটকটির নিন্দা ক'রে তিনি লিখলেন : "after the cleaner air and brighter perspectives of the *Lady From the Sea*, Ibsen had now reverted to the unpleasant thematic matter of *Ghosts* and *Rosmersholm* and the obscurity, the eccentric and abnormal psychology, the empty and desolate impression which that whole way of life leaves is here stronger than ever...with the best will in the world one has difficulty in following the master's thought. We do not understand Hedda Gabler, nor believe in her. She is not related to anyone we know."

আর একজন সমালোচকের মতে, হেড্‌ডা গ্যাবলার নাট্যকারের মানসলোকের একটি ভয়ংকর বিপর্যয় ছাড়া অন্য কিছু নয়—নারীর শরীরে দানবী বিশেষ—বাস্তব জীবনে এর কোন তুলনা নেই···একে দেখে প্রশংসা তো দূরস্থান, আমাদের মনে একটু আনন্দও হয় না। এমনকি ইবসেনের সবচেয়ে বড় সমর্থকদের মধ্যেও কেউ কেউ এই নাটকটি পড়ে রীতিমত হতাশ হয়েছিলেন। এ'দের মূল বক্তব্য হচ্ছে বর্তমান যুগে নাট্যরচনার কলাকৌশল আর প্রযুক্তি উন্নতমানের হয়েছে। তাই নাটকীয় চরিত্রগুলিকে আগের চেয়ে সহজবোধ্য করে সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। চরিত্র সৃষ্টির এইটিই নিয়ম হওয়া উচিত ; অথবা এইটিকেই রীতি বলে অধুনা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। অদ্ভুত অথবা দুর্বোধ্য নাট্যচরিত্র নাট্যকার অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারেন ; কিন্তু তারা যাতে পাঠকসমাজ আর দর্শকবৃন্দের কাছে সহজবোধ্য অথবা বোধ্যা হয় সে চেষ্টাও নাট্যকারকে অবশ্যই করতে হবে ; এদিক থেকে বিচার করলে হেড্‌ডার চরিত্রটি আমাদের কাছে খুবই দুর্বোধ্য। চরিত্রের অথবা নায়ক-নায়িকার কর্মবহুল জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় গতি পরিচালিত হয়ে চরম পরিণতি লাভ করে। কিন্তু হেড্‌ডার সেরকম কোন ক্রমপরিণতি আমাদের চোখে পড়ে না। তার চেতন আর অচেতন মনের সংঘর্ষ এবং মনস্তাত্ত্বিক যে দর্শক আর পাঠকদের কাছে তা বেশ কিছুটা রহস্যময়, অথবা, আপাতদৃষ্টিতে কার্যকারণবিরহিত, হয়ে পড়েছে। উপন্যাস হিসাবে *Hedda Gabler* যতটা সার্থক হতো, নাটক হিসাবে

অ ততটা সার্থক হয় নি। মাদাম বোভারী, অ্যানা ক্যারেনিনা, হার্ডির টেস অথবা হেনচার্ডকে আমরা বুঝতে পারি ; কিন্তু বুঝতে পারিনে লোনা, রেবেকা ওয়েস্ট অথবা হেড্ডাকে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, নাটকের নিখুঁৎ এবং পরিমিত পরিবেশের মধ্যে এই চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বের একটি জটিল পথ দিয়ে আনাগোনা করেছে ; যার ফলে মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষের বিচরণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে নিজেদের তারা সরিয়ে নিয়েছে। ইবসেন যে তাঁর দেশের জীবনধারা আর নৈতিক মূল্যহীনতার এইরকম একটি বিষণ্ণ প্রতিকৃতি এ'কেছেন এই দেখে তাঁর অনেক সমালোচকই বেশ অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। তাঁর একজন সমালোচক তাই বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন ঃ "Ibsen's modern drama is the drama of abnormality. His main characters have nothing human about them save the flesh in which they are clotted."

কিন্তু তাই বলে নাটকটি যে প্রশংসা পায় নি সেকথাও সত্যি নয়। যাঁরা নাটকটির প্রশংসা করে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নরওয়ের Henrik Jaeger এবং ডেনমার্কের Edvard Brandes। Jaeger 'Dagbladet' পত্রিকায় নাটকটির সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখলেন ঃ "Bigness and pettiness are so blended in Hedda's character that she belongs neither to hell nor to heaven but to earth. She is neither a monster not a saint···simply a tragic character who is destroyed by the unharmonious and irreconcilable contrasts in her own character." তাহলে নাটকটির এত বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল কেন ? তার একটা সম্ভাব্য উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ "বর্তমানে ট্র্যাজিক নাটক নরওয়েতে খুব একটা জনপ্রিয় নয়। এদেশের মানুষেরা মঞ্চের ওপরে ট্র্যাজিডির অভিনয় দেখতে চায় না, এবং সেইজন্যে স্বভাবতই নাটকটি তাদের কাছে দূষিত, ঘৃণ্য এবং দুর্নীতিমূলক।"

আসল কথাটা হচ্ছে, ইবসেনের 'নতুন নাটকগুলি' (New Drama) নবনাট্য আন্দোলনের সত্যিকার পথিকৃৎ। তখনকার দিনে যাঁদের রচনাগুলি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে আর চিন্তাধারায় আলোড়নের সৃষ্টি করতো তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক ছিলেন ইবসেন, জোলা এবং তলস্তয়। কিন্তু উপন্যাস আর নাটকের মধ্যে পার্থক্য এই যে উপন্যাসের বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যে চরিত্রগুলিকে অনুধাবন আর অনুসরণ করার যে সুযোগ থাকে নাটকের সংযত এবং অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিকতার অপ্রতুল পরিবেশে সে সুযোগ নেই। *Hedda Gabler* ইবসেনের নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি না তা নিশ্চিৎভাবে বলা সত্যিই কষ্টকর। কারণ, জগত সংসারের বিপুল এবং অনেক সময় কার্যকারণবিরোধী ক্রিয়াকাণ্ড মানুষের ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও মানুষ একমাত্র তারই শিকার নয় ; সকলের। এমন কি তার নিজেরও অলক্ষ্যে তার অবচেতনার নাছ দুয়ারে যে কর্মযজ্ঞ চলেছে তারও

শিকার সে। মানুষ যে কেন কী করে তা সত্যিই রহস্যময়। মানুষ সত্যিই ঈশ্বরের একটি দুর্বোধ্য সৃষ্টি। সেই দুর্বোধ্যতার হিমালয় হচ্ছে হেড্ডা।

কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার পথে এগিয়ে এসেছে। এককালে মানুষ যতটা বহির্মুখী ছিল বর্তমান যুগে মানুষ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্মুখী। তার জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে এখন আর 'সাদা ঘোড়াদের মিল রেশের' (*Rosmersholm*) ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াতে হয় না, সাদা ঘোড়ার দল এখন তাদের অবচেতন মনের আঙিনার ওপরেই ঝাঁপাঝাঁপি করছে। হেড্ডা গ্যাবলারও তাদেরই শিকার।

হেড্ডা গ্যাবলারের বিরূপ সমালোচনার আর একটা বড় কারণ হচ্ছে তার সংলাপ। সমস্ত নাটকটিই ছোট ছোট সংলাপে রচিত হয়েছে। ইবসেনের জীবনীকার মাইকেল মেয়র এই জাতীয় সংলাপকে বলেছেন 'dramatic shorthand', অর্থাৎ নাট্যসংকেতলিপি। সংলাপগুলি কেবল যে সংকেতধর্মী তাই নয়, অত্যন্ত দ্রুতগ্রামী ; ফলে তা অনেক সময়েই মনে হয়েছে অর্ধোচ্চারিত, দ্রুত অপসরমান বৈদ্যুতিক ঝিলিকের মত। সংলাপগুলি কর্মদ্যোতক না হয়ে ভাবদ্যোতক হওয়ার ফলে চরিত্রগুলিকে বোঝার পক্ষে এই দুরূহতা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, নাটকীয় চরিত্রগুলি নিজেদের বৃত্তের চারপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপের কোন ব্যাখ্যা এখানে নেই : নিজের চরিত্রকে সমর্থন করার মত ম্যাকবেথের মত কোন যুক্তি (তার মধ্যে যুক্তিহীনতা যতই থাক না কেন) তারা দেখায় নি ; অথবা, অপর চরিত্রগুলির সম্পর্কে তারা সমানভাবে নির্বিকার। আত্মসমালোচনা তো নেই-ই, এমন কি পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সম্বন্ধে যে সংবাদ রয়েছে তাও যথেষ্ট নয়। এই অতি সংহত, এবং পাঠকদর্শকদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম সংলাপের ওপরে মন্তব্য করতে গিয়ে Fortnightly Review-তে (পয়লা জানুয়ারী, ১৮৯১) Edmund Gosse লিখেছেন : "In the whole of the new play there is not one speech which would require thirty second for its enunciation. I will dare to say that I think in this instance Ibsen has gone perilously far in his desire for rapid and concise expression." এই সংলাপগুলি অনেকটা স্বগতোক্তির মত, "this unceasing display of hissing conversational fireworks, fragments of sentences with verbs, clauses that come to nothing, adverbial exclamations and cryptic interrogations."

মূল কথাটা হচ্ছে, *Hedda Gabler* একটি চরিত্রপ্রধান নাটক ; এখানে মূল চরিত্র হেড্ডাকে ব্যাখ্যা করার জন্যেই অন্যান্য ঘটনা এবং চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে হেড্ডা যতটা কাজ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী করেছে চিন্তা। সাধারণ নাটকের নায়ক অথবা নায়িকার মধ্যে যে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায় হেড্ডার মধ্যে সেই কর্মচাঞ্চল্যের তাই যথেষ্ট অভাব। সেদিক থেকে এটিকে মনস্তত্ত্বমূলক নাটক

হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। নাটকের আর পাঁচটা চরিত্র থেকে হেড্ডা তাই পৃথক্—কথায়, চিন্তায়, আচার-আচরণে।

ইংরাজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের নাটকের অধিকাংশ নারী চরিত্র নারীসুলভ ভাবাবেগের (instinct) শিকার; কিন্তু তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; ইবসেনের নতুন পর্যায়ের নাটকগুলির নারী চরিত্র কিছুটা, কিংবা বেশ কিছুটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পুরুষশাসিত সমাজের হাজার বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর। তারই ফলে ইবসেনের নাটকগুলিতে নারী চরিত্রগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁর সেলমা, লোনা, রেজিনা, মিসেস অলউইঙ. নোরা, রেবেকা, হেড্ডা সেই বিদ্রোহের প্রতীক; কিন্তু একমাত্র *Rosmersholm* নাটকের রেবেকা ওয়েস্ট ছাড়া অন্য নারীদের সঙ্গে হেড্ডার যে পার্থক্য তা অনেকটা মৌলিক। রেবেকার জীবনে যে ট্র্যাজিডি দেখা দিয়েছিল তার জন্যে দায়ী তার সংশয়াচ্ছন্ন জন্মকলঙ্ক নয়, হঠাৎ একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার; অথবা জন্মকলঙ্ককে তার জন্যে যতটা দায়ী করা চলে, তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী হচ্ছে তার অপরাধী বিবেক। এতদিন সে ভেবেছিল রোসমারের মুক্তির জন্যে মিসেস রোসমারের সরে যাওয়া উচিত, এতদিন সে ভেবেছিল রোসমারের সে ত্রাণকর্ত্রী; সংস্কার আর পুরানো নীতিবাদের পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার ক'রে সে রোসমারকে মুক্তির উদার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। এ গৌরব তারই। হঠাৎ সে আবিষ্কার করলো মিসেস রোসমারের আত্মহত্যার পেছনে তার নিজেরই স্বার্থ ছিল; কারণ, রোসমারকে সে ভালবাসতো। এই আবিষ্কারের পরে আত্মহত্যা ছাড়া তার কাছে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। হেড্ডাকেও সেই ট্র্যাজিডি গ্রাস করেছিল। সেই ট্র্যাজিডির বীজ উপ্ত হয়েছিল তার অকস্মাৎ আবিষ্কারে যে সে লভর্গকে ভালবাসতো। এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে তারই দেওয়া পিস্তলে লভর্গ আত্মহত্যা করেছে এবং তারই পরোক্ষ উৎসাহে। যে লভর্গ একদিন তাকে ভালবেসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ বলে, সেই লভর্গ আজ অসাধারণ হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং ঠিক সেই সময়েই অন্য একটি নারীর ভালবাসা ধীরে ধীরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। এটা সহ্য করা তার কাছে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই আত্মহত্যা করার জন্যে পরোক্ষে সে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আত্মচিন্তায় হেড্ডা তখন এতই মশগুল হয়ে পড়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে এর জন্যে তাকে যে কতটা দাম দিতে হবে সেকথা সে ভাবতে পারে নি। লভর্গের আত্মহত্যার পরে দুটি অনিবার্য ঘটনার সম্মুখীন তাকে হ'তে হলো। একটি হচ্ছে তার নিজস্ব পিস্তল দিয়ে লভর্গ যে আত্মহত্যা করেছে গোপনে এই সংবাদ সরবরাহ করলো বিচারক ব্র্যাক; এবং এই বলে তাকে শাসালো যে সে যদি ব্র্যাকের অবৈধ আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় না দেয় তাহলে এই সংবাদটা সে প্রকাশ করে দেবে। আর একটি হচ্ছে, যে নারীটিকে পরোক্ষে সরিয়ে রাখার বাসনাতেই সে লভর্গের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল তার স্বামী টেস্ম্যানকে সেই নারীটি তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। একদিকে কলঙ্ক আর প্রকাশ্যে উপহাসের ভীতি, আর একদিকে

ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা নির্মমভাবে তাকে ঠেলে দিলে আত্মহত্যার পথে। এই সবের মূলেই ছিল কিন্তু একটি মাত্র কুপ্রবৃত্তি, যদিও সেটি তার অবচেতন মনের ওপরে ছড়িয়ে ছিল ; সেটি হচ্ছে আত্মসুখভোগলিপ্সা। এইখানেই তার জীবনের ট্র্যাজিডি। হেড্ডার জীবন তথাকথিত আধুনিক নারীদের মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষের একটি করুণ অথচ নির্মম প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়।

সুনীলকুমার ঘোষ

।। চরিত্রাবলী ।।

জর্জ টেসম্যান, সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে গবেষণারত বৃত্তিধারী ছাত্র

হেড্‌ডা টেসম্যান, জর্জের স্ত্রী

মিস জুলিয়ানা টেসম্যান, জর্জের পিসিমা

মিসেস এলভ্‌স্তেদ

ব্র্যাক, নিম্নপদস্থ বিচারক

ইলার্ট লভর্গ

বির্টি, টেসম্যানদের পরিচারিকা

ক্রিশ্চিনিয়া শহরের পশ্চিমদিকে টেসম্যানের বাড়ী

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

সুন্দরভাবে সাজানো বড় একটা বসার ঘর। দেখলেই বোঝা যাবে গৃহকর্তার রুচিটি বেশ সৌখিন। দেয়ালগুলি কালো রঙ দিয়ে চিত্রিত। পেছনের দেওয়ালে বেশ চওড়া একটা দরজা। এই দরজার ওপরে যে পর্দা ছিল সেটিকে একপাশে টেনে দেওয়া হয়েছে। এরই ভেতর দিয়ে আর একটা ঘরে যাওয়া যায়। ঘরটি প্রথম ঘরের চেয়ে ছোট, কিন্তু একইভাবে সুন্দর ক'রে সাজানো। সেইটিকেও বসার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাইরের ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে একটা ভাঁজা দরজা। সেখান দিয়ে একটা হলঘরে যাওয়া যায়। উল্‌টো দিকের দেওয়ালে, বাঁদিকে, একটা কাচের দরজা। তার পর্দাগুলিও তোলা। এর শার্শী দিয়ে বাইরের বারান্দার কিছুটা অংশ আর শরৎকালের গাছগুলি দেখা যাচ্ছে। স্টেজের মাঝখানে একটি ডিম্বাকৃতি টেবিল, কাপড় দিয়ে ঢাকা। চারপাশে খানকয়েক চেয়ার। স্টেজের নিচের দিকে ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড়, কালো পোর্সিলিনের স্টোভ, বেশ উঁচু পিঠের আরাম কেদারা, গদি দিয়ে আঁটা পা রাখার জায়গা আর দুটো টুল। একটু দূরে ডানদিক ঘেঁষে একটা ছোট সোফা আর ছোট একটা গোল টেবিল। নিচের দিকে, বাঁদিক ঘেঁষে, দেওয়াল থেকে একটু দূরে, একটা সোফা। কাচের দরজার মাথার ওপরে একটা পিয়ানো। দরজার দু'পাশে পেছনে একটা 'হোয়াট-নট'—তাতে পোড়ামাটির ছবি আঁকা ; আর ম্যাজোলিকা চিত্রন। ভেতরের ঘরের পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে একটা সোফা ও একটা টেবিল, দু' একটা চেয়ার। এই সোফার ওপরে একটি বৃদ্ধের প্রতিকৃতি টাঙানো। ভদ্রলোকের চেহারাটি সুন্দর—গায়ে তাঁর জেনারেলের পোশাক। টেবিলের ওপরে একটা ঝোলানো বাতিদান ; তার ওপরে নরম রঙিন ঢাকনা। বসার ঘরের চারপাশে ফুলদানি। সেগুলির ওপরে ফুলের ঝাড় বসানো। আর কিছু ফুলের তোড়া নানান টেবিলের ওপরে ছড়ানো। দুটি ঘরেরই মেঝের ওপরে বেশ পুরু কার্পেট পাতা। সকালের আলো কাচের দরজার ভেতর দিয়ে ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে।

পেছনের দরজা দিয়ে মিস জুলিয়েন টেসম্যান স্টেজের মধ্যে ঢুকলেন। তাঁর মাথার ওপরে টুপী, আর হাতে মেয়েদের ছাতা। তাঁব পেছনে এল বির্টি। তার হাতে কাগজে মোড়া একটা তোড়া। মিস টেসম্যানের বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি ; শান্ত প্রকৃতির এবং মিষ্টভাষিণী। বাইরে যাওয়ার সাধারণ একটি পোশাক তাঁর গায়ে থাকলেও সেটি বেশ দামীই মনে হচ্ছে। বির্টি হচ্ছে পরিচারিকা, বয়স্থা। বেশ শান্ত মিষ্ট—গ্রাম্য প্রকৃতির।

টেসম্যান ॥ [দরজার মুখেই দাঁড়ালেন, কান পেতে কী যেন শুনলেন ; তারপরে, আস্তে আস্তে বললেন] মনে হচ্ছে, ওরা এখনও ওঠে নি !

বির্টি ॥ [সেও আস্তে আস্তে] সেই কথাই তো আপনাকে আমি বললাম, মিস। কাল কত রাত্রিতে জাহাজটা এসেছে একবার ভেবে দেখুন ! তার ওপরে, হায়রে

কপাল ! অত লটবহর ! সব খোলার পরেই তো মিস্ট্রেস বিশ্রাম নেওয়ার সময় পেয়েছেন ।

টেসম্যান ॥ ঠিক কথা । তা এখনও ঘুমোবে বইকি ! নিশ্চয় ঘুমোবে, কিন্তু নেমে আসার পরে সকালের এই পরিষ্কার বাতাস-ও তো তাদের একটু নিতে হবে । [কাচের দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন]

বির্টি ॥ [টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়াগুলি নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে] মানে, সত্যি কথা বলতে কি, সব জায়গাই তো ফুলে বোঝাই । এটা রাখি কোথায় ? বরং এইখানে রাখি—কী বলেন মিস ? [পিয়ানোর ওপরে রাখলো]

টেসম্যান ॥ বির্টি, তোমার এখন নতুন মিস্ট্রেস এসেছেন । ঈশ্বর জানেন তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার কাছে কত কষ্টকর ।

বির্টি ॥ [প্রায় কেঁদে ফেলার মত ক'রে] আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন, মিস । আমার কী হবে ? সেকথা আমি তো ভাবতেই পারছি নে । আপনাদের মত দু'জন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এতদিন কাটানোর পরে...

মিস টেসম্যান ॥ সব অবস্থাতেই আমাদের খুশি হওয়া উচিত, বির্টি । এছাড়া সত্যিই আর কিছু করার নেই । তুমি জান, তুমি এখানে না থাকলে জরগেন-এর অসুবিধে হবে । তোমাকে ছাড়া তার চলবেই না । সেই ছোট্ট বয়েস থেকে তাকে তুমি দেখে আসছ ।

বির্টি ॥ সেকথা ঠিকই, মিস । কিন্তু তাঁর কথাটা না ভেবে পারছি না । হতভাগ্য মহিলাটি তাঁর বাড়ীতে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন । আহা, কী কষ্ট তাঁর ! কত অসহায় তিনি ! আর সেই নতুন মেয়েটি ! অসুস্থ মানুষের ভালভাবে সেবাশুশ্রূষা করতে সে কি পারবে ! অসম্ভব !

মিস টেসম্যান ॥ না, না—তাকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব । তাছাড়া, তুমি জান, মোটা কাজটা আমি নিজেই করব । প্রিয় বির্টি, আমার হতভাগ্য বোনের সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনা করার কিছু নেই ।

বির্টি ॥ তা বটে । কিন্তু আরও একটা কথা রয়েছে । আমার ভয় হচ্ছে এই অল্প-বয়সী মনিব গিন্নীকে আমি কিছুতেই খুশি করতে পারব না ।

মিস টেসম্যান ॥ না, না,—ওসব কিছু নয়, কিছু নয় ! প্রথম প্রথম দু'একটা বিষয়ে একটু আধটু হয়ত হবে···

বির্টি ॥ অবশ্য মহিলা হিসাবে তিনি ভালই—বিশেষ করে কর্তা !

মিস টেসম্যান ॥ সেটা তুমি তো বুঝতেই পারছ—পারছ না ? জেনারেল গ্যাবলারের মেয়েকে তুমি চেন ? জেনারেল জীবদ্দশায় সে কীরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল সেকথাটা একবার ভেবে দেখ । সে যখন তার বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে রাস্তার ওপর দিয়ে যেত তখনকার কথা তোমার মনে রয়েছে ? টুপীতে পালক গুঁজে সেই লম্বা কালো পোশাক প'রে ?

বির্টি ॥ আছে বইকি, আছে বইকি ! তা আবার নেই ! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মিঃ জরগেনের সঙ্গে যে তাঁর বিয়ে হ'তে পারে সেকথা আমি ভাবতেও পারি নি—তখন তো বটেই।

মিস টেসম্যান ॥ আমিও না। ভাল কথা ; এখন জরগেনকে আমাদের আর মিস্টার বলে ডাকা উচিত নয়, বির্টি। সে এখন ডাক্তার।

বির্টি ॥ গতকাল রাত্রিতে এখানে আসার পরেই নতুন মিস্ট্রেস সেইরকমই কিছু একটা বলছিলেন যেন। মিস, কথাটা কি সত্যি ?

মিস টেসম্যান ॥ একশবার সত্যি। একবার ভেবে দেখো, বির্টি ! বিদেশে লোকে তাকে ডক্টর উপাধি দিয়েছে। এইবার—ওই যে বাইরে গেল না ! জেটি-ঘাটে সে আমাকে বলার আগে আমিও ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ জানতাম না।

বির্টি ॥ তা তো বটেই, উনি যে-কোন জিনিসই হ'তে পারেন—মানে, সবকিছু। কী বুদ্ধি ! কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি শেষ পর্যন্ত উনি ডাক্তারও হতে পারবেন।

মিস টেসম্যান ॥ না, না। সে ডাক্তার নয়। [অর্থপূর্ণ একটি ঘাড় নাড়েন] ভেবে দেখ, শীঘ্রিই হয়ত তোমাকে আরও কোন নামে ডাকতে হবে তাকে—আরও কোন বড় নামে।

বির্টি ॥ আরও বড়—মিস ! বলেন কী ! কীরকম বলুন তো !

মিস টেসম্যান ॥ [হেসে] হুঁ ! তা-ই যদি জানতে ! [দুঃখ আর দরদের সঙ্গে] হা-ঈশ্বর ! পরপার থেকে আমাদের প্রিয় হতভাগ্য যোকাম যদি দেখতে পেতো তার সেই নাবালক ছেলেটি কত বড় হয়েছে। [চারপাশে তাকিয়ে] কিন্তু বির্টি ! আসবাবপত্রের ওপর থেকে ঢাকনাগুলো সব সরিয়ে নিয়েছ কেন ?

বির্টি ॥ মিস্ট্রেস যে বললেন। বললেন, চেয়ারে ঢাকনা দেওয়াটা তিনি পছন্দ করেন না।

মিস টেসম্যান ॥ তাহলে ওরা এই ঘরটাই ব্যবহার করবে নাকি ?

বির্টি ॥ মিস্ট্রেস-এর কথা শুনে সেইরকমই তো মনে হল। অবশ্য মাস্টার, অর্থাৎ, ডক্টর কিছু বলেন নি।

[ডানদিক থেকে গুনগুন করতে করতে ভেতরের ঘরে এসে ঢুকলো জরগেন টেসম্যান। তার হাতে একটা শূন্য খোলা সুটকেশ। বয়স তেত্রিশ, দেখতে যুবকের মত। চেহারাটা মাঝামাঝি, শক্তসমর্থ। গোলগাল মুখ, মুখের ওপরে কোনরকম মারপ্যাঁচ নেই। দেখলেই মনে হবে বেশ সুখী মানুষ। দাড়ি আর চুলগুলি দেখতে ভাল, চোখে চশমা, ঘরোয়া পোশাক পরে সে বেশ আরামই পাচ্ছে।]

টেসম্যান ॥ [দুটি ঘরের মাঝখানে দরজায় দাঁড়িয়ে] জুলি পিসী ! কী আশ্চর্য ! [সামনে এগিয়ে গিয়ে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল] এত সকালে। কষ্ট করে হেঁটে এসেছে। অ্যাঁ !

মিস টেসম্যান ॥ না, না—তাতে কী হয়েছে ? তোমাদের দুজনের সঙ্গেই একবার দেখা হওয়া দরকার। তাই না ?

টেসম্যান ॥ রাত্রিতে যথেষ্ট বিশ্রাম করার মত সময়ও তো তুমি পাও নি !

মিস টেসম্যান ॥ না—না ; তার জন্যে কী হয়েছে ! তাতে আমার কোন অসুবিধে হয় নি।

টেসম্যান ॥ কিন্তু জাহাজঘাট থেকে ভালভাবেই বাসায় পৌঁচেছিলে তো ? কোন অসুবিধে হয় নি ?

মিস টেসম্যান ॥ না—না। কিছু না। মিঃ ব্র্যাক আমাকে দয়া ক'রে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

টেসম্যান ॥ তোমাকে যে আমাদের গাড়ী ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারি নি সে জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু হেড্‌ডার মালপত্তর এত বেশী ছিল যে গাড়ীটা তাতেই বোঝাই হয়ে গেল, তুমি তো নিজের চোখেই তা দেখেছো !

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত্যিই তার মালপত্তর স্তূপাকার হয়ে পড়েছিল।

বির্টি ॥ [টেসম্যানকে] আমাকে কিছু করতে হবে কি না সেকথা ভেতরে গিয়ে আমি কি মিসট্রেসকে জিজ্ঞাসা করব ?

টেসম্যান ॥ না, ধন্যবাদ—বির্টি। ওসব কিছু করতে হবে না তোমাকে। সে বলেছে দরকার হলে সে বেল বাজাবে।

বির্টি ॥ [ডানদিকে গিয়ে] ঠিক আছে।

টেসম্যান ॥ শোন—শোন ; আমার এই সুটকেশটা নিয়ে যাও।

বির্টি ॥ [সুটকেশটা নিয়ে] এটা আমি চিলেকুঠরিতে রেখে আসি। [হলঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়]

টেসম্যান ॥ আমার এই সুটকেশ-এ কী রয়েছে জান, জুলি পিসী ! একগাদা কাগজ। কাগজে একেবারে বোঝাই। আমি সব কপি ক'রে ফেলেছি। ঐতিহাসিক কাগজপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে এইসব কাগজ সংগ্রহ করতে আমাকে যে কী পরিশ্রম করতে হয়েছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। সব অদ্ভুত ধরণের প্রাচীন কাগজ। অনেকেই জানে না ওইসব কাগজে কী রয়েছে।

মিস টেসম্যান ॥ জরগেন, এর জন্যে হনিমুনটা নষ্ট কর নি তো ?

টেসম্যান ॥ না—না। নিশ্চয় না। কিন্তু জুলি পিসী, টুপীটা খুলে ফেল তুমি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সুতোটা খুলে দিচ্ছি।

মিস টেসম্যান ॥ [টেসম্যান যখন টুপীর সুতো খুলছিল সেই সময়] কী আনন্দ ! মনে হচ্ছে, আমরা এখনও সবাই একই বাড়িতে রয়েছি।

টেসম্যান ॥ [টুপীটাকে হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে] আরে বাস ! তোমার টুপীটা কী সুন্দর আর আধুনিক !

মিস টেসম্যান ॥ হেড্‌ডার জন্যেই আমি এটা এনেছি।

টেসম্যান ॥ হেড্‌ডার জন্যে ? কী বললে ?

মিস টেসম্যান ॥ তাইত। আমরা দুজনে কোন সময়ে যদি একসঙ্গে বেরোই তাহলে আমার টুপী দেখে সে যাতে লজ্জা না পায় সেইজন্যে।

টেসম্যান ॥ [গাল টিপে আদর ক'রে] প্রিয় জুলি পিসী। তোমার দেখছি সবদিকেই লক্ষ্য রয়েছে। [টেবিলের পাশে চেয়ারের ওপরে টুপীটা রাখলো] শোন। হেড্‌ডা না আসা পর্যন্ত চল আমরা সোফায় বসে একটু গল্প করি। [তাঁরা সোফায় বসেন। মিস টেসম্যান সোফার এক কোণে তাঁর ছাতাটি রাখলেন]

মিস টেসম্যান ॥ [টেসম্যানের দুটো হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে] ঈশ্বরের কী আশীর্বাদ জরগেন, আবার তোমার পাশে বসার সুযোগ পেয়েছি। তোমাকে কাছে পেয়ে যেন প্রাণ পেলাম। তুমি সেই টেসম্যান—বেচারা যোকামের ছেলে! ভাবতেও অবাক লাগে!

টেসম্যান ॥ আমারও সেই একই কথা পিসী! তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে আমার কী আনন্দই যে হচ্ছে কী বলব তোমাকে! তুমি তো চিরকালই আমার বাবা আর মা।

মিস টেসম্যান ॥ বুড়ী কাকী পিসীদের তুমি যে ভালবাস তা আমি জানি।

টেসম্যান ॥ কিন্তু মনে হচ্ছে, রীণা পিসীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় নি?

মিস টেসম্যান ॥ অবশ্য বেচারার স্বাস্থ্যের যে কোন উন্নতি হবে সেটা আমরা আশাও করি নি। গত কয়েকটি বছরের মত সে বিছানার ওপরেই লেতিয়ে রয়েছে। কিন্তু আশা করি পরম করুণাময় ঈশ্বর তাকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমাকে সাহায্য করবেন। তা ছাড়া জরগেন, আমি যে কী ক'রে বেঁচে থাকবো তা আমি নিজেই ভেবে পাচ্ছি নে। বিশেষ ক'রে, তুমি জান, তোমাকে দেখাশোনা করতে আর আমি সুযোগ পাব না।

টেসম্যান ॥ [তাঁর পিঠে হাতে বুলোতে বুলোতে] না, না; ওসব কিছু চিন্তা করো না তুমি।

মিস টেসম্যান ॥ [হঠাৎ আলোচনার ধারা পরিবর্তন ক'রে] কিন্তু জরগেন, তুমি যে বিবাহিত সেকথা ভাবতেই কেমন যেন লাগছে আমার! আর তুমিই যে হেড্‌ডা গ্যাবলারকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেকথা ভাবতেও অবাক লাগছে! তাই না! সুন্দরী হেড্‌ডা গ্যাবলার! ওঃ! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! আর সে কি যে সে মেয়ে! তাকে বিয়ে করার জন্যে কত লোকই হন্যে হয়ে উঠেছিল।

টেসম্যান ॥ [সন্তুষ্ট মনে হেসে গুনগুন করতে করতে] মনে হয় আমার বেশ কিছু প্রিয় বন্ধু কেবল এইজন্যেই আমাকে হিংসে করতে করতে এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই না?

মিস টেসম্যান ॥ আর সেই সঙ্গে তুমি যে ক-ত দিন 'হানিমুন' করে আসতে পারলে সে কথাটাও বিবেচনা কর। পাঁচ মাসের ওপর। প্রায় ছ'মাসের কাছাকাছি।

টেসম্যান ॥ অবশ্য এ-সময়টা আমি গবেষণার কাজেও কাটিয়েছি—অনেক পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে হয়েছে আমাকে। আর সেই সঙ্গে কত বই আমাকে পড়তে হয়েছে সে কথাও ভুলে যেয়ো না।

মিস টেসম্যান ॥ সেকথাও সত্যি। [স্বরটা নিচু করে কোন গোপন কথা বলছেন এইভাবে] কিন্তু…কিন্তু…শোন জরগেন—আমাকে কি কোন কথা…মানে, বিশেষ কোন কথা বলার নেই তোমার ?

টেসম্যান ॥ এই বেড়ানোর বিষয়ে ?

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

টেসম্যান ॥ না ; ওই তোমাকে চিঠিতে যা লিখেছি তা ছাড়া, আর বিদেশে ডক্টরেট পাওয়ার কথা যদি বল—সেকথা তোমাকে গতকালই আমি বলেছি।

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তা বলেছ। কিন্তু ওছাড়া আর কোন বিশেষ কথা… মানে…কোন সুখবর…

টেসম্যান ॥ সুখবর ?

মিস টেসম্যান ॥ সুখবরই তো। শোন জরগেন, আমি তোমার বুড় পিসী···কোন আশা… ?

টেসম্যান ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়—আশা অবশ্যই আমার আছে…

মিস টেসম্যান ॥ তাই বল! বাঁচলে!

টেসম্যান ॥ খুব আশা করছি দিন কয়েকের ভেতরই আমি একটি প্রফেসরের কাজ পাব।

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রফেসরের কাজ—নিশ্চয়।

টেসম্যান ॥ অথবা বলা যেতে পারে চাকরিটা আমি পাবই। কিন্তু পিসী, সেকথাটা তুমি নিজেই ভাল করে জান।

মিস টেসম্যান ॥ [একটু হেসে] নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমিও তা জানি, তুমি ঠিকই বলেছ। [স্বর পরিবর্তন করে] কিন্তু আমরা এতক্ষণ বেড়ানোর গল্প করছিলাম। নিশ্চয় অনেক টাকা খরচ হয়েছে তোমার ?

টেসম্যান ॥ তা হয়েছে, কিন্তু তুমি জান ওই যে ফেলোশিপটা পেয়েছিলাম ওটা আমার খুবই কাজে লেগেছিল।

মিস টেসম্যান ॥ কিন্তু ওতে দুজনের খরচ চালালে কেমন ক'রে ?

টেসম্যান ॥ না, চলে নি। চলার কথা আশাও করে না কেউ।

মিস টেসম্যান ॥ বিশেষ ক'রে সঙ্গে যদি কোন মহিলা থাকেন। মহিলা সঙ্গে থাকলে খরচ বেশীই হয়—অন্তত, আমি তাই শুনেছি।

টেসম্যান ॥ অবশ্যই, খরচটা একটু বেশী হয়। কিন্তু হেড্‌ডাকে যেতেই হয়েছিল পিসী ; যাওয়া ছাড়া তারও উপায় ছিল না ; তাকে না নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমারও অন্য কোন পথ ছিল না।

মিস টেসম্যান ॥ নিশ্চয় না, নিশ্চয় না, আজকাল 'হনিমুনে' যাওয়াই তো রীতি ;

সবাই যায়। কিন্তু এখন বল দেখি, বাড়ীটা একবার ঘুরে দেখার সময় পেয়েছিল কি ?

টেসম্যান ॥ নিশ্চয় পেয়েছি। সকাল থেকেই আমি চারপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মিস টেসম্যান ॥ মোটের ওপরে কেমন লাগল ?

টেসম্যান ॥ অপূর্ব ! একেবারে সত্যিকার অপূর্ব ! কেবল একটা জিনিসই আমার মাথায় ঢুকছে না, পিসী। হেড্‌ডার শোবার ঘর আর আমাদের বসার ঘরের মাঝখানে যে দুটো খালি ঘর রয়েছে ও-দুটো ঘর নিয়ে আমরা কী করব ?

মিস টেসম্যান ॥ [একটু হেসে] সময়ে ওদুটো ঘর তোমাদের কাজে লাগবে জরগেন, কাজে লাগবে।

টেসম্যান ॥ তা তুমি ঠিকই বলেছ, জুলি পিসী। একটু একটু করে আমার লাইব্রেরীটা যখন বড় হবে তখনই ওগুলি কাজে লাগবে—তাই না ?

মিস টেসম্যান ॥ নিশ্চয়, প্রিয় বৎস, আমিও ওই লাইব্রেরীর কথাই ভাবছিলাম।

টেসম্যান ॥ বিশেষ করে হেড্‌ডার জন্যেই আমি খুব খুশি। আমাদের বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হওয়ার আগে থাকতেই সে বলত যে মিসেস ফক-এর বাড়ী ছাড়া আর কোথাও থাকতে তার ভাল লাগবে না।

মিস টেসম্যান ॥ বটে, বটে ! যোগাযোগটা একবার বিবেচনা কর ! তারপরেই তুমি বিদেশ যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম বাড়ীটা বিক্রী হবে ; আর হলও তাই।

টেসম্যান ॥ যা বলেছ, জুলি পিসী ! আমাদের কপালটাই ভাল বলতে হবে, তাই না ? কী বল ?

মিস টেসম্যান ॥ সেকথা সত্যি—তবে ওই খরচ ! তোমাদের দুজনের পক্ষে খরচাটা একটু বেশীই হবে।

টেসম্যান ॥ [একটু হতশার ভঙ্গিতে তাকিয়ে] হ্যাঁ ; আমারও তাই মনে হয় ; হয়ত চাপটা একটু বেশীই পড়বে।

মিস টেসম্যান ॥ পড়বেই !

টেস ম্যান ॥ কতটা বলে মনে হচ্ছে তোমার ? মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পার ?

মিস টেসম্যান ॥ পাওনাদারদের হিসাব না করা পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারছি না।

টেসম্যান ॥ আমার সৌভাগ্য যে ধার শোধ করতে আমাদের যাতে বেশী বেগ পেতে না হয় সে-ব্যবস্থা মিঃ ব্র্যাক করেছেন। সেই কথাই তিনি আমাদের লিখেছিলেন ; হেড্‌ডাকেও সেই কথাটা তিনি নিজেই বলেছিলেন।

মিস টেসম্যান ॥ যাই হোক, ও নিয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। কার্পেট আর ফার্নিচারের ব্যাপারে আমি নিজেই জামীন দিয়েছি।

টেসম্যান ॥ জামীন ? তুমি ? তুমি আবার কী জামীন দিলে পিসী ?

মিস টেসম্যান ॥ আমার যে অ্যানুইনিটি রয়েছে সেইটাই।

টেসম্যান ॥ [লাফিয়ে উঠে] কী বললে ! তোমার আর পিসী রীনার অ্যানুইনিটি ?

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ। ও ছাড়া আর আমাদের করার কী ছিল বল ?

টেসম্যান ॥ [তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে] কিন্তু তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ পিসী ? অ্যানুইনিটি ! ওইটুকুই তো তোমাদের সম্বল গো !

মিস টেসম্যান ॥ শোন, শোন ! ও নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। জামীন দিতে হয় তাই দেওয়া। মিঃ ব্র্যাকও সেই কথাই বললেন। কারণ, আমার দিকে চেয়েই দয়া করে তিনি এইরকম ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বললেন—জামীনটা কিছু নয়।

টেসম্যান ॥ হয়ত তাই। কিন্তু তা হলেও......

মিস টেসম্যান ॥ কারণ, এখন থেকে এক ওই মাইনে ছাড়া আর কিছু সম্বল তোমার নেই। আর তাছাড়া, তোমাদের জন্যে আমরা যদি একটু খরচ করি-ই—প্রথমদিকে একটু সাহায্য—তাতেই বা কী যায় আসে ? তাছাড়া, এ-খরচ করতে আমাদের আনন্দই হয়।

টেসম্যান ॥ পিসী, আমার জন্যে আত্মদান করতে কোনদিনই তোমার ক্লান্তি আসবে না।

মিস টেসম্যান ॥ [দাঁড়িয়ে টেসম্যানের কাঁধে হাত রেখে] বাছা, তোমার রাস্তা একটু পরিষ্কার করা ছাড়া জগতে আর কোন আনন্দ আমার রয়েছে কি ? বাবা বা মা, তোমার তো কেউ নেই যাঁদের কাছে তুমি কিছু আশা করতে পার। আর আমাদের দিনও তো শেষ হয়ে এল। মাঝে মাঝে সম্ভবতঃ তোমাকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, জরগেন ; কিন্তু আশা করি, তুমি তা কাটিয়ে উঠেছ।

টেসম্যান ॥ সেকথা সত্যি, খুবই সত্যি। কী করে যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল !

মিস টেসম্যান ॥ তাইত দেখছি। যারা তোমাকে বাধা দিয়েছিল, তোমার উন্নতির অন্তরাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবাইকেই তুমি হটিয়ে দিয়েছ। তাদের অনেকেই তোমার কাছে হেরে গিয়েছে—বিশেষ করে যে লোকটি তোমার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু ছিল। নিজের জন্যে সে যে বিছানা তৈরি করেছিল সেইখানেই সে এখন প'ড়ে রয়েছে—বেচারা ! পরের কথায় জীবনটাকে সে নষ্ট ক'রে ফেলেছে।

টেসম্যান ॥ ইলার্টের সংবাদ কিছু জান ? মানে, আমি বিদেশে যাওয়ার পর ?

মিস টেসম্যান ॥ না। শুনেছি তার নাকি নতুন একখানা বই বেরোবে।

টেসম্যান ॥ কী বললে ? ইলার্ট লভর্গ ? শীঘ্রই বেরোবে ? অ্যাঁ !

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ ; সেইরকমই তো শুনছি। আমার বিশ্বাস ও বই-এ বিশেষ কিছু নেই। তুমিও তাই মনে কর না ? তোমার বই বেরোলে সে হবে অন্য জিনিস ; চারপাশে হৈ চৈ পড়ে যাবে একেবারে। কী বিষয় নিয়ে লিখছ বল ত !

টেসম্যান ॥ বইটা হচ্ছে মধ্যযুগে ব্রাবাতেঁতে যে পারিবারিক শিল্পকলা ছিল তার ওপরে।

মিস টেসম্যান ॥ অ্যাঁ ! এরকম জিনিস যে তুমি লিখতে পার তা ভাবতেও কেমন লাগে !

টেসম্যান ॥ সত্যি কথা বলতে কি বইটা শেষ করতে আরও কিছুদিন লাগবে। আমি যে অসংখ্য কাগজপত্র নিয়ে এসেছি সেগুলিকে আগে ভাল করে সাজাতে হবে। বুঝেছ ?

মিস টেসম্যান ॥ তা বটে, তা বটে! সাজানো আর সংগ্রহ করা—ওই দুটো কাজই তুমি চমৎকারভাবে করতে পার। তুমি কি আর শুধু শুধুই প্রিয় যেকোমের ছেলে হয়েছ ?

টেসম্যান ॥ কাজটা শুরু করার জন্যে আমি ছটফট করছি। এখন আমার সুন্দর নিজস্ব একটা বাড়ী হয়েছে ; কাজ করার জন্যে নিজস্ব ঘরও একখানা পেয়েছি। আর দেরী ক'রে লাভ নেই।

মিস টেসম্যান ॥ তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে বৎস এখন তুমি মনোমত স্ত্রী পেয়েছ।

টেসম্যান ॥ [আদর ক'রে] তা যা বলেছ, পিসী! হেড্‌ডা! সে হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। [দরজার দিকে তাকিয়ে] মনে হচ্ছে, সে যেন আসছে। তাই না ?

[বাঁদিকে দরজা দিয়ে হেড্‌ডা এল—ভেতরের ঘরটার ভেতর দিযে। ঊনত্রিশ বছর বয়স তার। সে যে সদ্বংশজাতা তা তার চোখ মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যায়। তার মুখের রঙ সমানভাবে পাণ্ডুবর্ণ, চোখের দৃষ্টি শাণিত, নিরুত্তাপ, পরিচ্ছন্ন আর উদ্বেগহীন। তার চুলের পরিমাণ খুব একটা বেশী বলে মনে হয় না ; রঙ, সামান্য কটা। সকালে যে পোশাকটা সে পরেছিল সেটা কিঞ্চিৎ ঢলঢলে বটে, কিন্তু পরার ধরণটি অভিজাত শ্রেণীর]

মিস টেসম্যান ॥ [হেড্‌ডার কাছে গি] প্রিয় হেড্‌ডা, গুড মর্নিং! সুপ্রভাত!

হেড্‌ডা ॥ [নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে] সুপ্রভাত, প্রিয় মিস টেসম্যান। কী সকালেই না এসেছেন! এতেই বোঝা যায় আমাদের আপনি কত ভালবাসেন!

মিস টেসম্যান ॥ [অভ্যর্থনায় একটু যেন ঘাবড়িয়ে গিয়ে] নতুন বাড়ীতে বৌমার ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; ধন্যবাদ। মোটামুটি।

টেসম্যান ॥ মোটামুটি! বল কী! আমি উঠে আসার সময় দেখি তুমি তে অঘোরে ঘুমোচ্ছ।

হেড্‌ডা ॥ সেটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। সে যাই হোক, নতুন পরিস্থিতিতে সবাই একটু একটু ক'রে অভ্যস্ত হয়ে যায়, মিস টেসম্যান। [বাঁদিকে তাকিয়ে] ওই দেখ চাকরানীটা যাওয়ার সময় বারান্দার দরজাটা খুলে দিয়ে গিয়েছে! রোদে একেবারে কাঠ ফেটে গিয়েছে ঘরের ভেতরটা।

মিস টেসম্যান ॥ [দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে] আমরা তাহলে ওটা বন্ধ ক'রে দিই।

হেড্‌ডা ॥ না, না। আপনাকে যেতে হবে না। [টেসম্যানকে] তুমি বরং পর্দাগুলো ফেলে দাও—কেমন ? তাতে আলোর ঝাঁঝটা কমে আসবে।

টেসম্যান ॥ [দরজার কাছে গিয়ে] ঠিক বলেছ। এবারে ঠিক হয়েছে। যাক হেড্ডা, এখন তুমি ছায়াও পাবে, বিশুদ্ধ বাতাস-ও পাবে।

হেড্ডা ॥ যা বলেছ। এখানে আমাদের বিশুদ্ধ বাতাসের নিশ্চয় প্রয়োজন রয়েছে। কী চমৎকার ফুলগুলি! কিন্তু আপনি বসবেন না, মিস টেসম্যান?

মিস টেসম্যান ॥ না; ধন্যবাদ। এখন বুঝতে পারছি তোমাদের এখানে অসুবিধে হচ্ছে না। এতেই আমি খুশি। এখন আমাকে বাড়ীর দিকে যেতে হবে। বেচারা রীনা একা আছে। শুয়ে শুয়ে দিন তার আর কাটে না।

টেসম্যান ॥ তাঁকে আমার ভালবাসা আর শুভেচ্ছা জানিয়ো। কেমন? তাঁকে বলো, আজ সময়মত তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসব।

মিস টেসম্যান ॥ নিশ্চয় বলব, নিশ্চয় বলব। কিন্তু একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল জরগেন। [ব্যাগ ঘেঁটে] আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

টেসম্যান ॥ কী জিনিস পিসী?

মিস টেসম্যান ॥ [একটা চ্যাপ্টা খবরের কাগজের প্যাকেট বার ক'রে তার হাতে দিয়ে] দেখ।

টেসম্যান ॥ [খুলে] ওঃ কী ভাগ্য, কী ভাগ্য! জুলি পিসী, তুমি এ দুটো আমার জন্যে রেখে দিয়েছ? হেড্ডা, পিসী কী দরদী, তাই না?

হেড্ডা ॥ [ডানদিকে হোয়াট-নট এর সামনে দাঁড়িয়ে] নিশ্চয়! কী ওটা?

টেসম্যান ॥ আমার পুরানো জুতো, সকালে পরার—আমার চটি—দেখ, দেখ!

হেড্ডা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আমরা যখন বাইরে গিয়েছিলাম সেই সময় ওদের কথা প্রায় তুমি বলতে বটে।

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ। ওদের অভাবটা সেখানে আমি খুব অনুভব করতাম। [তার কাছে গিয়ে] হেড্ডা, এবার তুমি এদের দেখতে পাবে।

হেড্ডা ॥ [স্টোভের ধারে গিয়ে] থাক, থাক। ধন্যবাদ। ওদের দেখার আগ্রহ আমার বেশী নেই।

টেসম্যান ॥ [পিছু পিছু গিয়ে] একবার ভেবে দেখ। পিসী রীনা ওইরকম অসুস্থ হয়েও বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার জন্যে জুতোয় ফুল তুলে দিয়েছেন। কত স্মৃতিই যে এদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেকথা তুমি ভাবতেও পার না।

হেড্ডা ॥ বিশেষ ক'রে সেকথা আমার ভাবার নয়।

মিস টেসম্যান ॥ হেড্ডা ঠিক কথাই বলেছে, জরগেন।

টেসম্যান ॥ সেকথা অবিশ্যি সত্যি; কিন্তু তাহলেও, ও তো এখন এই বাড়ীরই মানুষ।—

হেড্ডা ॥ [বাধা দিয়ে] দেখ, কাজের মেয়েটাকে নিয়ে আমরা আর পারি নে।

মিস টেসম্যান ॥ বার্টিকে নিয়ে পারবে না?

টেসম্যান ॥ ওকথা বলছ কেন বল ত?

হেড্‌ডা ॥ [আঙুল বাড়িয়ে] ওই দেখ, চেয়ারের ওপরে তার পুরানো টুপীটা রেখে গিয়েছে।

টেসম্যান ॥ [একটা ভয় আর অস্থিরতায় বিভ্রান্ত হয়ে চটিজোড়াটা মেঝের ওপরে ফেলে দিয়ে] কিন্তু...হেড্‌ডা...

হেড্‌ডা ॥ ধর কেউ যদি এসে ওটা দেখে ?

টেসম্যান ॥ কিন্তু...কিন্তু.. হেড্‌ডা, ওটা যে পিসীর টুপী !

হেড্‌ডা ॥ তাই বুঝি ?

মিস টেসম্যান ॥ [টুপীটা তুলে নিয়ে] নিশ্চয় ; নিশ্চয়। এটা আমারই। তাছাড়া, প্রিয় হেড্‌ডা, এটা তো পুরোনো নয়।

হেড্‌ডা ॥ মিস টেসম্যান, সত্যি বলতে কি ওটা আমি ভাল ক'রে দেখিনি।

মিস টেসম্যান ॥ এটা আমি আজই প্রথম পরেছি—আজই প্রথম। [টুপীটা পরেন]

টেসম্যান ॥ তাছাড়া বড় সুন্দর টুপীটা—সত্যিই বড় সুন্দর !

মিস টেসম্যান ॥ না জরগেন, অতটা নয়। [চারদিকে তাকিয়ে] আমার ছাতা ? এইত [তুলে নেন]। এটাও আমার। [নিঃশ্বাস চেপে] বার্টির নয়।

টেসম্যান ॥ নতুন টুপী, নতুন ছাতা ! ব্যাপারটা একবার বোঝ হেড্‌ডা !

হেড্‌ডা ॥ সত্যিই বড় সুন্দর—যাকে বলে মনোমুগ্ধকর।

টেসম্যান ॥ তাই নয় ? কী বল ? কিন্তু পিসী, যাওয়ার আগে হেড্‌ডার দিকে ভাল ক'রে একবার তাকিয়ে দেখ। কী সুন্দর, ওর চেহারা। বল, সত্য কি না।

মিস টেসম্যান ॥ বৎস, তুমি নতুন কী আর বললে ? হেড্‌ডা চিরকালই সুন্দরী। [বিদায় নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নুইয়ে তিনি ডানদিকে এগোলেন।]

টেসম্যান ॥ [তাঁর পিছু পিছু গিয়ে] সে কথা ঠিক। লক্ষ্য করছ, এখন ওর কী-রকম মেদ গজিয়েছে—ভালই মনে হচ্ছে, তাই না ? বাইবে গিয়ে বেশ মোটা হয়েছেও।

হেড্‌ডা ॥ [ঘরের অন্যদিকে গিয়ে] থাম, থাম !

মিস টেসম্যান ॥ [থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে] মোটা হয়েছে ?

টেসম্যান ॥ মোটা হয় নি আবার ? তুমি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছ না, পিসী। এখনও ওই পোশাকটা পরেছে কিনা। কিন্তু আমি, সুযোগ পেয়েও···

হেড্‌ডা ॥ [কাচের দরজার কাছে গিয়ে, বেশ অস্থিরভাবে] তুমি কোন সুযোগই পাও নি !

টেসম্যান ॥ নিশ্চয় টাইরোলের পার্বত্য জলবায়ুই এর জন্যে দায়ী।

হেড্‌ডা ॥ [বিরক্তির সঙ্গে বাধা দিয়ে] বাইরে যাওয়ার সময় আমি যেরকম ছিলাম এখন-ও সেই রকমই রয়েছি।

টেসম্যান ॥ ওই কথাটাই তুমি হরদম বলে যাচ্ছ। কিন্তু সত্যিই সেরকমটি তুমি আর নেই। পিসী, তোমারও তাই মনে হচ্ছে না ?

মিস টেসম্যান ॥ [হাত দুটি একসঙ্গে ক'রে হেড্‌ডার দিকে তাকিয়ে] হেড্‌ডা, সুন্দরী, সুন্দরী, সুন্দরী ! [এই বলে তিনি হেডডার কাছে এগিয়ে যান, দুহাতে তার মাথাটা ধরেন, মাথাটা নিচু করে চুলে চুমু খান] জরগেন-এর জন্যে ঈশ্বর হেডডাকে ভাল রাখুন ।

হেড্‌ডা ॥ [আস্তে ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে] আমাকে যেতে দিন ।

মিস টেসম্যান ॥ [শান্ত অথচ আবেগের সঙ্গে] রোজ এসে তোমাদের দুজনকে আমি দেখে যাব ।

টেসম্যান ॥ তাই করো পিসী ।

মিস্ টেসম্যান ॥ এবার আমি চলি ।

[হলঘরের দরজা দিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। দরজা অর্ধেকটা খুলে রেখে টেসম্যানও তাঁর সঙ্গে যায় । শোনা গেল পিসী রীনাকে কথাটা বলার জন্যে সে মিস টেসম্যানকে আবার অনুরোধ করছে ; সেই সঙ্গে চটিজোড়া পাঠানোর জন্যে তাঁকে তার ধন্যবাদ জানানোর জন্যেও বলেছে । এই সময়ে হেড্‌ডা ঘরটা পেরিয়ে এল । নিজের হাত দুটো তুলে মোচড় দিল । মনে হল যে খুব চটেছে । তারপর সে কাচের দরজার ওপর থেকে পর্দাগুলি একপাশে টেনে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল ।

কিছুক্ষণ পরে দরজাটা বন্ধ ক'রে টেসম্যান ঘরের মধ্যে ফিরে এল ।]

টেসম্যান ॥ [মেঝে থেকে চটিজোড়াটা তুলে নিয়ে] কী দেখছ, হেড্‌ডা ?

হেড্‌ডা ॥ [আবার শান্ত আর সংযত হয়ে] বিশেষ কিছু নয় । গাছের পাতা দেখছি কেবল, সব শুকিয়ে হলদে হয়ে গিয়েছে ।

টেসম্যান [চটিজোড়াটা কাগজে মুড়ে টেবিলের ওপরে রেখে] শুকোবেই তো । আমরা তো এখন সেপ্টেম্বর মাসে পৌঁছে গিয়েছি ।

হেড্‌ডা ॥ [আবার অস্থির হয়ে] তাই বটে ! এরই মধ্যে আমরা আমাদের সেপ্টেম্বরে পৌঁছে গিয়েছি । ভাবতেও কেমন লাগে !

টেসম্যান ॥ জুলি পিসীকে আজ কেমন যেন বেসুরো লাগল না ? তুমি কী মনে কর ? মানে···মানে....ঘরোয়া ভাবটা তাঁর যেন আজ নেই। ব্যাপার কী বল ত, হেড্‌ডা ?

হেড্‌ডা ॥ আমি তো তাঁকে ঠিক চিনিনে। তবে তাঁর চালচলন কি এইরকম নয় ?

টেসম্যান ॥ না । আজ যেন তাঁকে একটু অন্যরকম দেখাছি ।

হেড্‌ডা ॥ [কাচের দরজা থেকে সরে গিয়ে] তোমার কি মনে হয় ওই টুপীর কথাটা তাঁর খারাপ লেগেছে ?

টেসম্যান ॥ না—না ; হলেও, ওই একটু—শোনার পরেই ।

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু কী অদ্ভুত অভ্যাস দেখেছ ? বসার ঘরে টুপীটা ফেলে রেখেছিলেন ! ঠিক এই ধরনের কাজ সাধারণতঃ কেউ করে না ।

টেসম্যান ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থাক এরকম কাজ আর তিনি করবেন না ।

হেড্‌ডা ॥ যাই হোক ; আমি তাঁর সঙ্গে মিটমাট ক'রে নেব।

টেসম্যান ॥ খুব ভাল, খুব ভাল। যদি তোমার অসুবিধে না হয় তাহলে তাই করো লক্ষ্মীটি।

হেড্‌ডা ॥ তুমি যখন ও-বাড়ীতে আজ যাবে তখন তাঁকে আজ সন্ধ্যায় এখানে আসতে বলে এস।

টেসম্যান ॥ নিশ্চয় বলব, নিশ্চয় বলব। এবং সেইসঙ্গে তুমি আরও একটা কাজ করো। তাহলে, তিনি খুব খুশি হবেন।

হেড্‌ডা ॥ তাই বুঝি! কী বল ত!

টেসম্যান ॥ তুমি যদি তাঁর সঙ্গে আরও একটু স্নেহের স্বরে কথা বলতে পার মানে, আরও একটু ঘরোয়াভাবে—তুমি যেন এই পরিবারেরই মানুষ এইভাবে আর কি—অন্তত, আমার জন্যে, লক্ষ্মীটি।

হেড্‌ডা ॥ না, না। ওরকম কিছু করতে তুমি আমাকে বলবে না। সেকথা তোমাকে আগেই আমি একবার বলেছি। আমি তাঁকে 'পিসীমা' বলে ডাকতে চেষ্টা করব। তার বেশী নয়।

টেসম্যান ॥ তাই হবে, তাই হবে। আমার মনে হয়েছিল তুমি তো এই বাড়ীরই মানুষ এখন। তাই···

হেড্‌ডা ॥ মানে, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি নে···[মাঝখানের দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

টেসম্যান ॥ [একটু চুপ করে থেকে । হেড্‌ডা, তোমার কিছু হয়েছে ?

হেড্‌ডা ॥ আমার পুরানো পিয়ানোটা দেখছি। ঘরের অন্য জিনিসগুলোর পাশে ওটা ঠিক মানাচ্ছে না।

টেসম্যান ॥ আমার প্রথম মাসের মাইনের চেক পেলেই ওটা বদলে নতুন একটা কেনার ব্যবস্থা করব।

হেড্‌ডা ॥ না—না ; বদল করে নয়। ওটাকে আম বাতিল করতে চাই নে। আমরা ওটা পেছনের ঘরে রেখে দিতে পারি। ওটার জায়গায় আমরা এ ঘরে আর একটা রাখতে পারি। অর্থাৎ, যখন সুবিধে হবে।

টেসম্যান ॥ [একটু বিমর্ষ হয়ে] ঠিক আছে। তাও অবশ্য করা যায়।

হেড্‌ডা ॥ [পিয়ানোর ওপর থেকে ফুলের তোড়াটা নিয়ে] কাল রাত্রিতে আমরা যখন এলাম তখন তো এটা এখানে ছিল না।

টেসম্যান ॥ তোমার জন্যে পিসী জুলিই নিশ্চয় এটা এনে থাকবেন।

হেডডা [তোড়াটার দিকে চেয়ে] একটা ভিজিটিং কার্ড দেখছি যে। [সেটা বার করে নিয়ে পড়ে] 'আজ পরে আবার আসব', কে লিখেছে আন্দাজ করতে পার ?

টেসম্যান ॥ উঁহু। কে বলত ?

হেড্‌ডা ॥ নামটা দেখছি 'মিসেস এলভ্‌স্তেদ'।

টেসম্যান ॥ বল কী ? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেটের স্ত্রী। মিস রাইসিঙ, অর্থাৎ ভূতপূর্ব···

হেড্ডা ॥ ঠিক বলেছ। সেই মেয়েটা যে তার বিশ্রী চুল সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতো। আমাদের গা ঘিন-ঘিন করত সেই দেখে। শুনেছি, তুমিও একদিন তারই প্রেমে হাবুডুবু খেতে।

টেসম্যান ॥ [হেসে] সে প্রেম বেশীদিন টেকেনি। তাছাড়া, তখন তোমাকে আমি দেখি নি। কিন্তু সে এই শহরে এসেছে! বোঝ একবার!

হেড্ডা ॥ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে—ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন লাগছে না! ইস্কুলেও সে আমার সঙ্গে পড়ত। এইটুকু ছাড়া ওর সম্বন্ধে আর কিছুই আমি জানি নে।

টেসম্যান ॥ ঠিকই বলেছ। আমিও তাকে অনেক দিন দেখি নি—সেই ইঁদুরের গর্তে ও থাকে কী করে তাই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। তুমি কী বল?

হেড্ডা ॥ [একটু কী যেন ভাবে ; তারপরে হঠাৎ] আচ্ছা, বলত, ওরই কাছাকাছি কোন জায়গায় সে-ও থাকে, তাই না? —আমি ওই ইলার্ট লভর্গের কথা বলছি।

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ওই অঞ্চলেই কোথায় যেন থাকে।

[হলঘরের দরজার কাছে বির্টিকে দেখা গেল]

বির্টি ॥ ভদ্রমহিলা আবার এসেছেন, মাদাম। [আঙ্গুল বাড়িয়ে] যিনি ওই ফুলের তোড়াটা দিয়ে গিয়েছিলেন---ওই যেটা আপনি ধরে রয়েছেন।

হেড্ডা ॥ এসেছেন? নিয়ে এস, নিয়ে এস।

[মিসেস এলভ্স্তেদের জন্যে দরজাটা খুলে দিয়ে বির্টি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিসেস এলভ্স্তেদের চেহারা একটু রোগাটে ; কিন্তু বড় সুন্দর কমনীয় কচি-কচি। চোখ দুটি ফিকে নীলাভ, বড়, গোলগোল ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় একটু বেশী স্পষ্ট। অল্প কারণেই তার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। কেউ কোন কথা বললেই চমকে ওঠে, তাকিয়ে থাকে প্রশ্নাত্মকভাবে। চুল-গুলি সত্যিই সুন্দর—প্রায় রূপোর মত সাদা। তার পরনে রয়েছে কালো পোশাক—ঠিক যে রঙের পোশাক পরে মহিলারা সাধারণতঃ অন্য লোকের বাড়ীতে যায়—অভিজাত, কিন্তু অধুনা ওইরকম পোশাকের খুব একটা চলন নেই।]

হেড্ডা ॥ [বান্ধবীর মত তার দিকে এগিয়ে গিয়ে] আরে, আরে—মিসেস এলভ্স্তেদ যে! আবার দেখা! খুব খুশি হয়েছি আমি।

মিসেস এলভ্ ॥ [ঘাবড়িয়ে যায় ; তারপরে, নিজেকে একটু আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে] ঠিক কথা। অনেকদিন পরেই আমাদের দেখা হচ্ছে।

টেসম্যান ॥ [মিসেসের হাত ধরে] অথবা আমাদের দু'জনের? অ্যাঁ!

হেড্ডা ॥ তুমি যে সুন্দর ফুল পাঠিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ।

মিসেস এলভ্ ॥ থাক, থাক। আমি গতকাল বিকেলেই আসতাম। কিন্তু শুনলাম তোমরা বাইরে গিয়েছ।

টেসম্যান ॥ তুমি কি এইমাত্র শহরে এলে—অ্যাঁ ?
মিসেস এল্ভ ॥ কাল দুপুর নাগাদ আমি এখানে এসেছি। তোমরা বাড়ীতে নেই শুনে আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।
হেড্ডা ॥ হতাশ ? কেন, কেন ?
টেসম্যান ॥ কিন্তু প্রিয় মিসেস রাইনিং—অর্থাৎ, মিসেস এল্ভস্তেদ...
হেড্ডা ॥ কিছু হয়নি তো ?
মিসেস এল্ভ ॥ হ্যাঁ, হয়েছে ; এবং তোমরা ছাড়া এ-শহরে এমন আর কাউকে আমি চিনি নে যার কাছে একটু সাহায্যের জন্যে আমি যেতে পারি।
হেড্ডা ॥ [ফুলের তোড়া টেবিলের ওপরে রেখে] এস, এস ; আমরা সোফায় বসি।
মিসেস এলভ্ ॥ না—না। আমি এতই বিব্রত আর অস্থির হয়ে পড়েছি যে এক জায়গায় বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
হেড্ডা ॥ ওসব কিছু নয়, ওসব কিছু নয়। এস, এস। [জোর করে তাকে সোফার ওপরে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে]
টেসম্যান ॥ এখন ব্যাপারটা কী শুনি, মিসেস এল্ভস্তেদ।
হেড্ডা ॥ কোন গোলমাল হয়েছে নাকি—মানে, বাড়ীতে ?
মিসেস এলভ্ ॥ মানে, হয়েছেও বলতে পার ; আবার, হয়নিও বলতে পার। কিন্তু আমাকে তোমরা ভুল বুঝ না।
হেড্ডা ॥ তার প্রশস্ত উপায় হচ্ছে আমাদের কাছে সব কথা খুলে বলা।
টেসম্যান ॥ আর বিশেষ সেই কারণেই তো তুমি এখানে এসেছ। তাই না ?
মিসেস এলভ্ ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেই কারণেই আমি এখানে এসেছি। তাহলে একথাও তোমাদের বলতেই হবে যে—যদি তোমরা আগেই তা জেনে না থাক—ইলার্ট লভর্গ-ও শহরে এসেছে।
হেড্ডা ॥ এসেছে !
টেসম্যান ॥ সত্যিই ! তাহলে ইলার্ট আবার শহরে ফিরে এসেছে ! অবাক কাণ্ড, হেড্ডা ! শুনছ !
হেড্ডা ॥ শুনেছি, শুনেছি। আমি ঠিকই শুনেছি।
মিসেস এলভ্ ॥ এক সপ্তাহ হল সে এখানে রয়েছে। ভাবতে পার ? এই ভয়ঙ্কর শহরে এ-ক-টা সপ্তাহ ! এবং একা—নিঃসঙ্গ অবস্থায়। আর চারপাশে তার খারাপ সঙ্গীরা গিজগিজ করছে ! যে-কোন মুহূর্তে সে তাদের খারাপ খপ্পরে গিয়ে পড়তে পারে।
হেড্ডা ॥ কিন্তু প্রিয় মিসেস এলভ্স্তেদ ! সে কোথায় থাকে, না থাকে, তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?
মিসেস এলভ্ ॥ [একটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি] সে আমাদের ছেলেদের পড়াত।
হেডডা ॥ তোমার ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ আমার স্বামীর। আমার কোন সন্তান নেই।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে, তোমার সৎ ছেলে।

মিসেস এলভ্‌ ॥ হ্যাঁ।

টেসম্যান ॥ অর্থাৎ, অর্থাৎ...আমি যে কীভাবে বোঝাব ঠিক বুঝতে পারছি না—ওইরকম একটা দায়িত্ব তার ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার মত যোগ্যতা তার কি রয়েছে? মানে, মনোযোগ দিয়ে ও কাজ করার মত মানসিক অবস্থা তার রয়েছে কিনা সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি আমি।

মিসেস এলভ্‌ ॥ গত বছর ঠিক এই জাতীয় সন্দেহ করার কোন সুযোগ সে কাউকে দেয় নি।

টেসম্যান ॥ বল কী! হেড্‌ডা, ভেবে দেখ!

হেড্‌ডা ॥ দেখলাম!

মিসেস এলভ্‌ ॥ বিশ্বাস কর, এতটুকু সুযোগ সে দেয় নি—না—না; কোন সুযোগই না! কিন্তু পকেটে প্রচুর টাকা নিয়ে সে এই বিরাট শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জানতে পেরে তার কোন বিপদ হ'তে পারে এই ভেবে এখন আমি বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

টেসম্যান ॥ কিন্তু যেখানে সে এতদিন ছিল সেখানে আর রইল না কেন? তুমি আর তোমার স্বামীর সঙ্গে—অ্যাঁ!

মিসেস এলভ্‌ ॥ তার বইটা প্রকাশিত হওয়ার পরে সে এতই অস্থির হয়ে উঠল যে আমাদের সঙ্গে আর সে থাকতে পারল না।

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ; মনে পড়েছে বটে। জুলি পিসীও বলছিলেন সে একটা নতুন বই ছাপিয়েছে।

মিসেস এলভ ॥ হ্যাঁ; সভ্যতার ইতিহাসের ওপরে বিরাট একখানা বই। একটা সাধারণ আলোচনা। দিন পনের হ'ল সেটা বেরিয়েছে। বইটা বিক্রী এত হয়েছে যে চারপাশে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে—

টেসম্যান ॥ গিয়েছে! তাই বুঝি? এটা তাহলে তার সুদিনের ফসল?

মিসেস এলভ্‌ ॥ তুমি বলতে চাও কিছুদিন আগে থেকেই সে এটা লিখছিল?

টেসম্যান ॥ অবিকল।

মিসেস এলভ্‌ ॥ না। সমস্ত বইটাই সে আমাদের বাড়ীতে বসে লিখেছিল, এই ত সেদিন—গত এক বছরের মধ্যে।

টেসম্যান ॥ সুখবর! সুখবর! হেড্‌ডা, ভেবে দেখ কথাটা—ভেবে দেখ!

মিসেস এলভ্‌ ॥ সত্যিই তাই। যদি সে সেখানে টিকে থাকত!

হেড্‌ডা ॥ এই শহরে কি তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

মিসেস এলভ্‌ ॥ না; এখনও হয়নি। তার ঠিকানা খু'জে বার করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে। আজ সকালেই সেটা আমি যোগাড় করতে পেরেছি।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] বুঝতে পারছ—মনে হচ্ছে তোমার স্বামীর কাছে জিনিসটা কিছু বিসদৃশ ..মানে...

মিসেস এলভ্‌ ॥ [একটু ভয় পেয়ে] আমার স্বামীর ? কোন্‌টা কোন্‌টা ?
হেড্‌ডা ॥ এইরকম একটা কাজে তোমাকে পাঠানো। তাঁর উচিত ছিল নিজে এসে তাঁর বন্ধুকে খোঁজা।
মিসেস এলভ্‌ ॥ না, না—মোটেই না। আমার স্বামীর সে-সময় কোথায় ? আর তা ছাড়া, কিছু কেনাকাটাও ছিল আমার।
হেড্‌ডা ॥ [একটু হেসে] তাহলে অবশ্য অন্য কথা।
মিসেস এলভ্‌ ॥ [খুব কষ্ট পাচ্ছে এইভাবে তাড়াতাড়ি উঠে] সেইজন্যেই আমার অনুরোধ ইলার্ট এখানে এলে তার সঙ্গে তোমরা একটু ভাল ব্যবহার করো। আর সে আসবেই। এককালে তোমরা অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ছিলে। তাছাড়া তোমরা গবেষণা করছিলে একই বিষয়ে—অবশ্য যতদূর আমার ধারণা।
টেসম্যান ॥ যাই হোক, হ্যাঁ, এক সময় আমরা ওইরকমই ছিলাম বটে।
মিসেস এলভ্‌ ॥ ছিলে, আর সেইজন্যেই, অনুরোধ করছি তার ওপরে লক্ষ্যও তুমি একটু রাখবে। রাখবে না, টেসম্যান ? আমাকে কথা দিচ্ছ ?
টেসম্যান ॥ রাখব. মানে রাখতে পারলে খুশিই হব—মিসেস রাইসিং—
হেড্‌ডা ॥ এলভ্‌স্তেদ। বল।
টেসম্যান ॥ নিশ্চয় করব—ইলার্টের জন্যে নিশ্চয় করব—অবশ্য যতটা আমার পক্ষে সম্ভব। সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।
মিসেস এলভ্‌ ॥ ওঃ তোমার কী দয়ার শরীর ! সত্যিই তুমি সহৃদয় ! [তার হাত দুটো জড়িয়ে] ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। [ভয় পেয়ে] কারণ, আমার স্বামী তাকে বড় ভালবাসেন।
হেড্‌ডা ॥ [উঠে] প্রিয়তম, তাকে তোমার একটা চিঠি লেখা উচিত। স্বেচ্ছায় হয়ত সে এখানে নাও আসতে পারে।
টেসম্যান ॥ ঠিক বলেছ, হেড্‌ডা। সেইটাই হয়েত সবচেয়ে ভাল হবে--তাই না ?
হেড্‌ডা ॥ আর যত তাড়াতাড়ি পার—এখনই লিখে দাও না।
মিসেস এলভ্‌ ॥ [মিনতি ক'রে] হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখনই যদি পার !
টেসম্যান ॥ এখনই লিখে দিচ্ছি। মিসেস এলভ্‌স্তেদ, তার ঠিকানাটা তোমার কাছে রয়েছে ?
মিসেস এলভ্‌ ॥ [পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার ক'রে তার হাতে দিয়ে] এই যে এই যে।
টেসম্যান ॥ ভাল, ভাল। তাহলে, আমি ভেতরে যাই। [চারপাশে তাকিয়ে দেখে] মনে পড়েছে। আমার চটি ? ওই ওখানে [প্যাকেটটা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়]
হেড্‌ডা ॥ শোন : বেশ ভাল ক'রে মিষ্টি করে লেখো, আর চিঠিটা যেন বেশ বড় হয়।
টেসম্যান ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। অবশ্যই বড় ক'রে লিখব।

মিসেস এলভ্‌ ॥ কিন্তু দেখো, সে যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে যে আমি তোমাকে লিখতে বলেছি। কেমন ?

টেসম্যান ॥ নিশ্চয় না, নিশ্চয় না। সে কথা তুমি না বললেও পারতে।

[ভেতরের ঘর দিয়ে ডানদিকে ঘুরে গেল]

হেড্‌ডা ॥ [মিসেস এলভ্‌স্তেদের কাছে গিয়ে তাকে মিষ্টি ক'রে বলে] ঠিক আছে। এক ঢিলে দুটো পাখিকে আমরা মেরে ফেলেছি।

মিসেস এলভ্‌ ॥ অর্থাৎ ?

হেড্‌ডা ॥ ওকে আমি সরাতে চাচ্ছিলাম তা তুমি বুঝতে পারলে না ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ বুঝেছি চিঠিটা লেখার জন্যে।

হেড্‌ডা ॥ আর সেই সঙ্গে যাতে তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে দুটো কথা বলার সুযোগ পাই।

মিসেস এলভ্‌ ॥ [বুঝতে না পেরে] এই ব্যাপারে ?

হেড্‌ডা ॥ অবিকল। ঠিক ওই ব্যাপারে।

মিসেস এলভ্‌ ॥ [ভয় পেয়ে] কিন্তু মিসেস টেসম্যান, ও-ব্যাপারে আর তো কিছুই বলার নেই আমার—সত্যিই কিছু আর নেই! একেবারে নেই!

হেড্‌ডা ॥ আছে, আছে। অনেক বেশীই আছে। আছে যে তা আমি বুঝতে পারছি। এখানে এস। নিরিবিলিতে এখানে বসে বন্ধুর মত গল্প করি আমরা।

[স্টোভের পাশে যে ইজি চেয়ারটা ছিল তার ওপরে হেড্‌ডা একরকম জোর ক'রেই তাকে বসিয়ে দিল। নিজে বসল পাশের একটা সোফার ওপরে]

মিসেস এলভ্‌ ॥ [নিজের হাতঘড়িটার দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে] কিন্তু ভাই, এখন সত্যিসত্যিই আমাকে যেতে হবে।

হেড্‌ডা ॥ না, না। এত তাড়া কিসের! এখন তোমার ঘর-সংসারের কথা একটু বল।

মিসেস এলভ্‌ ॥ কিন্তু বিশ্বে ওই একটা জিনিসই রয়েছে যার সম্বন্ধে আমি কারও সঙ্গেই কোন আলোচনা করতে চাই নে।

হেড্‌ডা ॥ তাদের মধ্যে আমি নেই, তাই না ভাই ? হাজার হোক, আমরা একই স্কুলের সহপাঠিনী।

মিসেস এলভ্‌ ॥ সেকথা ঠিক। তবে কিনা তুমি আমার এক ক্লাশ ওপরে পড়তে। তখন তোমাকে আমি কী ভয়ই না করতাম!

হেড্‌ডা ॥ তুমি আমাকে ভয় করতে ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ ও বাবা! ভয় বলে ভয়! কেন জান ? সিঁড়িতে দেখা হলেই তুমি আমার চুল টেনে দিতে!

হেড্‌ডা ॥ চুল টানতাম ? সত্যিই ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ টানতে, একবার তুমি বলেছিলে আমার চুলগুলিকে তুমি পুড়িয়ে দেবে।

হেড্ডা ॥ না—না। ওসব কিছু নয়।

মিসেস এলভ্ ॥ সে কথা সত্যি। কিন্তু তখন আমি বড় বোকা ছিলাম। তারপর থেকে, যে কোন কারণেই হোক, আমরা দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। আমাদের সমাজ একেবারে আলাদা।

হেডডা ॥ তাহলে, আমরা আবার কাছাকাছি আসতে পারি কিনা দেখা যাক। শোন—শোন। স্কুলে পড়ার সময় আমরা সত্যিকার বন্ধুর মত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতাম ; আর দুজনেই দুজনকে ডাকতাম নাম ধরে।

মিসেস এলভ্ ॥ না—না। ভুল করছ তুমি।

হেড্ডা ॥ মোটেই না। আমার খুব মনে রয়েছে। সুতরাং সেই পুরানো দিনগুলির মত, আমরা আজ অন্তরঙ্গভাবে কথা বলব। এস। [চৌকিটাকে আরও কাছে সরিয়ে নিয়ে] এবার হয়েছে। [তার গালে চুমু খেয়ে] এখন সত্যিকার বন্ধুর মত আমার সঙ্গে কথা বল। আমাকে 'হেড্ডা' বলে ডাকো।

মিসেস এলভ্ ॥ [হেড্ডার হাত দুটো আদর ক'রে জড়িয়ে ধ'রে] তোমার মনটা কী উদার! এরকম ব্যবহার কেউ আমার সঙ্গে করে না।

হেড্ডা ॥ আহারে! আমি কিন্তু আগের মতই তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করছি ; আর তোমাকে থোরা বলেই ডাকছি।

মিসেস এলভ্ ॥ আমার নাম থি।

হেডডা ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি থি ভেবেই বলেছি। [সহানুভূতির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] তাহলে থি, কেউ সাধারণতঃ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, কারও কাছ থেকেই করুণা বলে কিছু পাওনি তুমি, তাই না? এমনকি তোমার নিজের বাড়ীতেও?

মিসেস এলভ্ ॥ বাড়ী বলে আমার কিছু যদি থাকত! কিন্তু আমার তা নেই। কোনদিন ছিলও না...

হেডডা [একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে] আমিও সেইরকমই কিছু একটা ভেবেছিলুম।

মিসেস এলভ্ ॥ [অসহায়ভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা!

হেড্ডা ॥ অবশ্য এখন আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু তুমি কি প্রথমে ওখানে—মানে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে ঘরসংসার দেখাশুনা করতে যাও নি?

মিসেস এলভ্ ॥ সত্যি কথা বলতে কি তাঁর ছেলেদের দেখাশুনা করতেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর স্ত্রী, মানে মৃতা স্ত্রী, বেশীর ভাগ সময়েই রুগ্ন হ'য়ে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। ওঠার কোন শক্তিই ছিল না তাঁর। সেইজন্যে সংসার দেখাশুনা করার দায়িত্বও আমাকে নিতে হয়েছিল।

হেড্ডা ॥ এবং অবশেষে তুমি তাঁর মিস্ট্রেস হ'লে?

মিসেস এলভ্ ॥ [শুকনোভাবে] হ্যাঁ।

হেড্ডা ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও...কদ্দিন আগে বলত?

মিসেস এলভ্ ॥ আমার বিয়ে ক'দ্দিন হয়েছে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করছো ?
হেড্ডা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ।
মিসেস এলভ্ ॥ বছর পাঁচেক আগে ।
হেড্ডা ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় । তাই হবে ।
মিসেস এলভ্ ॥ হায়রে ! সেই পাঁচটা বছর ! বা, শেষ দু'তিনটে বছর ! তুমি যদি জানতে মিসেস টেসম্যান···
হেড্ডা ॥ [তার হাতে ছোট একটা চড় মেরে] মিসেস টেসম্যান ! থি, ওসব ছাড়ো ।
মিসেসে এলভ্ ॥ ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ । আমি চেষ্টা করব ! হ্যাঁ, হেড্ডা, যদি তুমি বুঝতে পারতে···
হেড্ডা ॥ [অপ্রাসঙ্গিকভাবে] ইলার্ট দু'তিনটে বছরই সেখানে ছিল—তাই না ?
মিসেস এলভ্ ॥ [সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে] ইলার্ট লভর্গ । হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল ।
হেড্ডা ॥ তাকে কি তুমি আগে থেকেই জানতে, মানে, এই শহরে থাকতেই ?
মিসেস এলভ্ ॥ চিনতাম তাই বলতে পার, মানে এক ওই নামটা বাদ দিয়ে ।
হেড্ডা ॥ কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে সে তোমার আর তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রায়ই তোমাদের বাড়ী যেত ?
মিসেস এলভ্ ॥ হ্যাঁ ; প্রতিদিনই যেত । ছেলেদের সে পড়াত কি না । কারণ, শেষ পর্যন্ত সংসারের চাপে তাদের আর পড়ানোর সময় পেতাম না আমি ।
হেড্ডা ॥ তা আমি বুঝতে পারছি । কিন্তু তোমার স্বামী ? তিনি বোধ হয় প্রায়ই বাইরে যেতেন ?
মিসেস এলভ্ ॥ হ্যাঁ । ব্যাপারটা কী জান মিসেস—মানে, হেড্ডা, তিনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেট কিনা ; চাকরির খাতিরে তাই সব সময় তাঁকে বাইরে বাইরে কাটাতে হতো ।
হেড্ডা ॥ [চেয়ারের হাতলের গায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে] থি, হায় হতভাগিনী থি ! সব কথা আমাকে তোমার বলতেই হবে । এখন ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়িয়েছে ?
মিসেস এলভ্ ॥ ঠিক আছে । তুমি সেকথা আমার কাছ থেকে শুনতে চাইছ, তাহলে ।
হেড্ডা ॥ থি, তোমার স্বামীটি কীরকম বলত ? আমি কী জিজ্ঞাসা করছি বুঝতে পারছ তো ?—মানে, দৈনন্দিন জীবনে আর কি ! তোমার সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেন তো ?
মিসেস এলভ্ ॥ [উত্তরটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে] সে যা করে তা যে সর্বোৎকৃষ্ট এইরকম একটা ধারনা সবসময় তার রয়েছে ।
হেড্ডা ॥ আমার বিশ্বাস, তিনি তোমার চেয়ে অনেক বড়—অবশ্য আমার তাই মনে হয়—নিশ্চয় বছর কুড়ি—তাই না ?
মিসেস এলভ্ ॥ [বিরক্ত হয়ে] হাঁ । ওটাও একটা ব্যাপার বটে । খুঁটিনাটি

ব্যাপারে তাকে নিয়ে আমি বেশ কষ্টেই রয়েছি। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিষয়েও মিল নেই। বিশ্বের একটা জিনিসেও নয়।

হেড্ডা ॥ কিন্তু যাই বল, তিনি কি তোমাকে ভালবাসেন না? অর্থাৎ, ভালবাসা বলতে তিনি যা বোঝেন সেইভাবে আর কি?

মিসেস এলভ্ ॥ ভালবাসা যে কাকে বলে তা আমি জানি নে। আমার ধারনা, আমাকে তার প্রয়োজন রয়েছে। থাকবে নাই বা কেন? আমাকে রাখতে তার বেশী খরচ হয় না। আমি সস্তা।

হেড্ডা ॥ কী বোকার মত কথা বলছ!

মিসেস এলভ্ ॥ [মাথা নেড়ে] খুব একটা বাজে কথা বলছি নে; মানে, তার সম্বন্ধে। সত্যি কথা বলতে কি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সে ভালবাসে না। আর সম্ভবত ভালবাসে ছেলেদের। তাও কিঞ্চিৎ।

হেড্ডা ॥ আর ইলার্ট লভর্গকে, থি?

মিসেস এলভ্ ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] ইলার্ট লভর্গকে? একথা বলছ কেন?

হেড্ডা ॥ তাকে খুঁজে বার করতে তিনি যে তোমাকে শহর পর্যন্ত পাঠিয়েছেন সেই থেকেই আমার মনে হচ্ছে ভাই।...[একটু হাসে; কিন্তু হাসিটা ঠোঁটের মধ্যে মিলিয়ে যায়] আর তা ছাড়া, আমার স্বামীকে তুমি নিজেই তো সেই কথাটা বলেছ।

মিসেস এলভ্ ॥ [ভয় পেয়ে চমকে উঠে] কী? ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ; বলেছি বটে। [অস্থির হয়ে কিন্তু নিচু গলায়] না। পরে না ব'লে, এখনই বরং তোমাকে জানিয়ে দেওয়া ভাল। যেমন ক'রেই হোক, শেষ পর্যন্ত কথাটা বেরিয়ে পড়বেই।

হেড্ডা ॥ কিন্তু থি, ভাই···

মিসেস এলভ্ ॥ সত্যি বলতে কি আমি যে এখানে আসছি তার বিন্দুবিসর্গও আমার স্বামী জানে না।

হেড্ডা ॥ কী বললে! জানেন না?

মিসেস এলভ্ ॥ না, নিশ্চয় না। কী ক'রে জানবে? সে তো তখন বাড়ীতেই ছিল না। সেও বেরিয়ে গিয়েছিল। সত্যি বলছি হেড্ডা, আর আমি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারছিলাম না। বসে থাকাটা আমার কাছে সত্যিই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। থাকলে, ভবিষ্যতে আমাকে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়েই কাটাতে হতো!

হেড্ডা ॥ তাই বুঝি? তারপর?

মিসেস এলভ্ ॥ সেইজন্যে আমার কয়েকটা জিনিস আমি বেঁধে ছেঁদে ফেললাম—দেখতেই পাচ্ছ যেগুলি খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে আর কি! অবশ্য যতটা সম্ভব হৈ চৈ না ক'রে। তারপরে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি।

হেডডা ॥ ব্যস। এর বেশী আর কিছু নয়?

মিসেস এলভ্ ॥ না...এবং তারপরে ট্রেনে চেপে সোজা শহরে চলে এসেছি।

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু ভাই, এরকম ঝুঁকি তুমি নিলে কোন্‌ সাহসে ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ [টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে] ফিরে গেলে, তার কাছে ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয় । তারপরে ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ সে-বাড়ীতে তার কাছে আর আমি ফিরে যাচ্ছি নে ।

হেড্‌ডা ॥ [উঠে তার কাছে একটু এগিয়ে গিয়ে] তাহলে, ইচ্ছে করেই তুমি একেবারে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছ ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ হ্যাঁ । এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার ।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে তুমি প্রকাশ্যেই এ কাজ করেছ ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ যেমন ক'রেই হোক এসব কাজ গোপন থাকে না ।

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু থি, লোকে কী বলবে সেকথা তুমি ভেবে দেখছ ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ কী জানি ; তাদের যা ইচ্ছে তা-ই তারা নিশ্চয় বলবে । [সোফার ওপরে ক্লান্তভাবে বসে প'ড়ে বিষণ্ণভাবে] যা না ক'রে উপায় ছিল না আমি কেবল তাই করেছি !

হেড্‌ডা ॥ [একটু চুপ ক'রে থেকে] এখন তুমি কী করবে ঠিক করেছ ? কীরকম কাজ তুমি করবে ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ তা আঁমি এখনও জানি নে । আমি শুধু জানি ইলার্ট লভর্গ এখানে রয়েছে—সুতরাং আমাকেও এখানে থাকতে হবে । অর্থাৎ, আমাকে থাকতেই হবে......

হেড্‌ডা ॥ [টেবিলের কাছ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে তার পাশে বসে ; তারপর তার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে] ভাই থি, এরকম ঘটনা কী ক'রে ঘটলো বলত—মানে, তোমাদের এই বন্ধুত্ব ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ কী ক'রে ঘটলো বলা মুস্কিল । তবে ধীরে ধীরে ঘটেছে । তার ওপরে আমি কেমন যেন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলাম ।

হেড্‌ডা ॥ সত্যিই ? তারপর ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ সে তার পুরানো অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে । আমার কথায় নয় ; কারণ, সে-সাহস আমার কোনদিনই ছিল না । তবে অবশ্য আমি যে সে-সব জিনিস পছন্দ করতাম না সেগুলি সে লক্ষ্য করেছিল । সেইজন্যেই সে সে-সব অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিল ।

হেড্‌ডা ॥ [নিজের অজ্ঞাতসারে বিদ্রূপ ক'রে] আসল কথাটা হচ্ছে, লোকে যাকে বলে 'পুনরুদ্ধার করা' তুমি তাকে তাই করেছিলে—তাই না ভাই থি !

মিসেস এলভ্‌ ॥ হ্যাঁ, অন্তত, সেকথা সে নিজেই বলে । আর সে-ও আমাকে সত্যিকার মানুষ হ'তে সাহায্য করেছে ! সে আমাকে চিন্তা করতে শিখিয়েছে··· বুঝতে শিখিয়েছে···একটার পর একটা জিনিস...

হেড্‌ডা ॥ সম্ভবত সে তোমাকে লেকচারও দিত...তাই না ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ না ; ঠিক 'লেকচার' নয়...সে আমার সঙ্গে অনেক অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করত ; এবং তারপরে এল সেই সুন্দর দিনগুলি—আমি তার কাজের কিছু অংশ নিতে লাগলাম ! তাকে সাহায্য করার জন্যে সে আমাকে অনুমতি দিলে ।

হেড্‌ডা ॥ তুমি তাকে সাহায্য করেছিলে...কর নি ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ করেছিলাম, সে যখন কিছু লিখতো তখন আমরা দুজনেই সেটা নিয়ে আলোচনা করতাম ।

হেড্‌ডা ॥ বুঝেছি । দুজন প্রিয় কমরেডের মত ।

মিসেস এলভ্‌ ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] কমরেড ! হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ঠিক বলেছ হেড্‌ডা । ওই কথাটা সে-ও বলত ; মানে, ঠিক ওই কথা ! কী যে বলব হেড্‌ডা ! আমার খুব সুখী হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি তা হ'তে পারি নি। কারণ, সেই বন্ধুত্ব টিকবে কি না তা আমি জানি নে ।

হেড্‌ডা ॥ তুমি কি তার সম্বন্ধে ওর বেশী নিশ্চিৎ হ'তে পার নি ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ [বিষণ্ণভাবে] আমাদের দুজনের মধ্যে একটি মেয়ের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে] সে-মেয়েটি কে ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ তা আমি জানি নে । তার অতীত জীবনের কেউ হবে । এমন কেউ যাকে সে সত্যিই ভুলে যেতে পারে নি ।

হেড্‌ডা ॥ সে কী বলেছে—মানে, ওই ছায়াটির সম্বন্ধে ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ একবার সে বলেছিল—ঠিক বলা তাকে বলে না—ওই একটু আঁচ দেওয়া আর কি...

হেড্‌ডা ॥ ও, তাই ! কী আঁচ দিয়েছিল ?

মিসেস এলভ্‌ ॥ সে বলেছিল, ছেড়ে আসার সময় মেয়েটি নাকি তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করতে চেয়েছিল ।

হেড্‌ডা ॥ [নিরুত্তাপ কণ্ঠে আর নিজেকে সংযত ক'রে] কী বলছ ! আজকাল মানুষ তো ওসব কাজ করে না ।

মিসেস এলভ্‌ ॥ না । সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি বোধ হয় সেই মেয়েটা —মাথায় লাল চুল—গান গায় ; সেই মেয়েটিকেই সে একবার—

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ, তা হ'তে পারে ।

মিসেস এলভ্‌ ॥ কারণ, মেয়েটা যে টোটা ভর্তি ক'রে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেরকম একটা গুজব বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল ।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে, সে-ই হবে ।

মিসেস্ এলভ্‌ ॥ [নিজের হাত দুটো মুচড়ে] হ্যাঁ ; তাই । একবার ভেবে দেখ হেড্‌ডা, এখন শুনতে পাচ্ছি সেই মেয়ে গাইয়েটা বর্তমানে এই শহরেই রয়েছে ! উঃ ! আমি একেবারে মরিয়া হয়ে পড়েছি !

হেড্ডা ॥ [ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে [চুপ চুপ ! ও আসছে। [উঠে ফিসফিস ক'রে] থি, এসব কথা তৃতীয় কাউকে বলো না।

মিসেস এলভ্ ॥ [লাফিয়ে উঠে] সেকথা বলতে ! সেকথা বলতে !

[ভেতরের ঘর থেকে ডানদিক দিয়ে টেসম্যান হাতে একটা চিঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে]

টেসম্যান ॥ এই যে, ব্যস ! চিঠি লেখার কাজ শেষ। এবার ডাকে ফেলতে হবে।

হেড্ডা ॥ ভাল, ভাল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মিসেস্ এলভস্তেদ এখন যেতে চাইছেন। একটু অপেক্ষা কর। আমি এ'কে নিয়ে বাগানের দরজায় যাচ্ছি।

টেসম্যান ॥ হেড্ডা ; শোন, শোন। বির্টি এটা ফেলে দিতে পারবে না !

হেড্ডা ॥ [চিঠিটা নিয়ে] আমি তাকে বলছি।

[হলঘর থেকে বির্টি এসে ঢুকল]

বির্টি ॥ মিঃ ব্র্যাক এসেছেন। তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

হেড্ডা ॥ তিনি দয়া ক'রে ভেতরে আসবেন কিনা জিজ্ঞাসা কর। আর শোন : এই চিঠিটা ডাকে ফেলে দিতে পারবে ?

বির্টি ॥ [চিঠিটা নিয়ে] নিশ্চয়, মাম।

[ব্র্যাক-এর জন্যে দরজাটা খুলে দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। ব্র্যাকের বয়স পঁয়তাল্লিশ। চৌকো চেহারা, কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ, লঘু গতি। মুখটা গোলাকার; পাশ থেকে দেখলে মুখটাকে বেশ ভালই দেখায়। চুলগুলি প্রায় কালো, কদম-ছাঁটা, আর যত্নসহকারে আঁচড়ানো। চোখ দুটি জীবন্ত আর উজ্জ্বল। ভুরু দুটিতে ঘন চুলে বোঝাই; চুলে বোঝাই গোঁফ জোড়া—ধারগুলি ছাঁটা। ভাল ছাঁটের বাইরে-বেরোনার সুট তার পরনে। বয়সের তুলনায় মনে হয় অল্পবয়সী। চোখে চশমা। মাঝেমাঝে সেটাকে সে খুলে ফেলে।]

ব্র্যাক ॥ [হাতে টুপি নিয়ে মাথাটা নুইয়ে] এত সকালে কারও বাড়ীতে আসা কি উচিত ?

হেড্ডা ॥ নিশ্চয় উচিত—নিশ্চয় উচিত।

টেসম্যান ॥ [তার হাতটা জড়িয়ে ধরে] আপনার জন্যে সব সময়েই আমাদের দরজা খোলা। [আলাপ করিয়ে দিয়ে] মিঃ ব্র্যাক, মিস রাইসিঙ।

হেড্ডা ॥ ও।

ব্র্যাক ॥ [মাথাটা নুইয়ে] পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ পেলাম।

হেড্ডা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে হেসে] মিঃ ব্র্যাক, দিনের বেলা আপনাকে দেখতে বেশ ভালই লাগে।

ব্র্যাক ॥ আপনার কি মনে হয় এখন আমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে ?

হেড্ডা ॥ হ্যাঁ ; একটু কমবয়সী।

ব্র্যাক ॥ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ !

টেসম্যান ॥ কিন্তু হেড্‌ডার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি—অ্যাঁ! ভাল দেখাচ্ছে না? ও নিশ্চয়—

হেড্‌ডা ॥ আমার কথা বাদ দাও। মিঃ ব্র্যাক যে আমাদের জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করলেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার কী হল ?

ব্র্যাক ॥ না, না। ওসব কথা থাক। কাজটা আমি আনন্দের সঙ্গেই করেছি।

হেড্‌ডা ॥ তা করেছেন। আপনি আমাদের পরম বন্ধু। কিন্তু মিসেস এলভস্তেদ চলে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাকে একটু ক্ষমা করুন। আমি এখনই ফিরে আসছি।

[পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর পরে মিসেস এলভস্তেদ আর হেড্‌ডা হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল]

ব্র্যাক ॥ এখন বলুন—আপনার স্ত্রী মোটামুটি খুশি হয়েছেন তো ?

টেসম্যান ॥ ওই একরকম—হ্যাঁ! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্য একটু-আধটু এদিক-ওদিক করতে হবে, আর এখনো কিছু টাকারও দরকার রয়েছে। আরও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস আমাদের যোগাড় করতে হবে।

ব্র্যাক ॥ তাই বুঝি ? সত্যিই ?

টেসম্যান ॥ কিন্তু তার জন্যে আপনাকে বিব্রত হতে হবে না। হেড্‌ডা বলেছে যা যা দরকার সে নিজেই সব ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আপনি বসছেন না কেন—অ্যাঁ ?

ব্র্যাক ॥ ধন্যবাদ। একটু বসছি। [টেবিলের ধারে বসে] একটা বিশেষ ব্যাপারে, টেসম্যান, আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।

টেসম্যান ॥ তাই বুঝি ? ও, বুঝেছি! [বসে পড়ল] এবারে যে হল্লাটা সুরু হবে আশা করি, সেই বিষয়েই ? তাই না ?

ব্র্যাক ॥ টাকা-পয়সার ব্যাপারে তেমন কিছু তাড়াহুড়ো নেই। অবশ্য. আমরা আর একটু মিতব্যয়ী হ'তে পারলে খুশিই হতাম।

টেসম্যান ॥ কিন্তু তা আদৌ সম্ভব ছিল না। হেড্‌ডার কথাটা একবার ভেবে দেখুন! আপনি তো তাকে ভাল ক'রেই চেনেন। শহরতলীর একটা ছোট বাড়ীতে থাকার কথা সম্ভবত আমি তাকে বলতে পারতাম না।

ব্র্যাক ॥ না। সেটা সত্যিই একটা অসুবিধে বটে।

টেসম্যান ॥ তা ছাড়া, সৌভাগ্যবশত, চাকরিটা পেতেও আর বেশী দেরী হবে না।

ব্র্যাক ॥ অবশ্য আপনি জানেন এ-সব ব্যাপার একটু ঢিমে তালেই চলে।

টেসম্যান ॥ আপনি এ-ব্যাপারে আর কিছু শুনেছেন নাকি ?

ব্র্যাক ॥ না ; তেমন বিশেষ কোন খবর আমার জানা নেই। [ঢোক গিলে] তবে হ্যাঁ ; মনে পড়ে গেল। একটা সংবাদ আমি শুনেছি—সেটা আপনাকে আমি বলতে পারি।

টেসম্যান ॥ কী সংবাদ ?

ব্র্যাক ॥ আপনার পুরোন বন্ধু ইলার্ট লভ্‌বর্গ শহরে ফিরে এসেছেন।

টেসম্যান ॥ সে সংবাদ আমি আগেই পেয়েছি।

ব্র্যাক ॥ পেয়েছেন? কার কাছ থেকে?

টেসম্যান ॥ হেড্‌ডার সঙ্গে যে মহিলাটি চলে গেলেন তাঁরই কাছ থেকে।

ব্র্যাক ॥ বুঝেছি। তাঁর নাম কী? আমি তাঁকে ঠিক চিনতে পারছি নে।

টেসম্যান ॥ মিসেস এলভস্তেদ।

ব্র্যাক ॥ ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডিস্‌ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেটের স্ত্রী। অবশ্য তাঁরই বাড়ীতে আপনার বন্ধু থাকতেন।

টেসম্যান ॥ এবং ভেবে দেখুন! শুনলাম সে এখন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শুনে খুব আনন্দ হল আমার।

ব্র্যাক ॥ বিশ্বাস করুন, আমিও খুব আনন্দিত হয়েছি।

টেসম্যান ॥ আর তার একখানা নতুন বই ছাপা হয়েছে বুঝেছেন।

ব্র্যাক ॥ তা হয়েছে।

টেসম্যান ॥ বইটা বাজারে বেরোবার পরে চারপাশে একটা সাড়াও পড়েছে।

ব্র্যাক ॥ একেবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে।

টেসম্যান ॥ তাহলে বলুন! ভাল সংবাদ নয়? ওরকম প্রতিভা। আমি তো ভীষণ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেম—ভেবেছিলেম মানুষটা বোধ হয় চিরদিনের মত তলিয়ে গেল।

ব্র্যাক ॥ সবাই ওই কথাটাই তাঁর সম্বন্ধে ভেবেছিল।

টেসম্যান ॥ কিন্তু এখন সে কী করবে তা আমি ভাবতে পারছি নে। এখন সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে অ্যাঁ?

[শেষ ক'টা কথা বলার সময় হলঘরের দরজা দিয়ে হেড্‌ডা এসে ঢুকলো]

হেড্‌ডা ॥ [ব্র্যাককে, হাসতে হাসতে, হাসিতে ঘৃণা মিশিয়ে] মানুষ কী নিয়ে বাঁচবে আমার স্বামী কেবল সব সময় তাই নিয়েই উদ্‌ব্যস্ত।

টেসম্যান ॥ না—না, ওকথা বলো না। আমরা বেচারা ইলার্টের সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে একবার ঝটিতি তাকিয়ে] ও, তাই বুঝি? [স্টোভের পাশে ইজি চেয়ারে বসে, তারপরে সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করে] কী হয়েছে তার?

টেসম্যান ॥ যে সম্পত্তি সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল তা তো সে অনেকদিনই উড়িয়ে দিয়েছে। আর প্রত্যেক বছর তো সে নতুন বই লিখতে পারবে না। না কী? সুতরাং বুঝতে পারছ—তার যে কী অবস্থা হবে...তা-ই ভেবে অবাক হওয়াটা আমার পক্ষে আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

ব্র্যাক ॥ সম্ভবত ওই ব্যাপারে আপনাদের আমি কিছু বলতে পারি।

টেসম্যান ॥ সত্যিই?

ব্র্যাক ॥ আপনি নিশ্চয় জানেন তাঁর আত্মীয়স্বজনরা বেশ প্রতিপত্তিশালী।

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তার আত্মীয়স্বজনরা তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না।

ব্র্যাক ॥ এমন একটা সময় ছিল যখন তাঁরা তাঁকে সংসারের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা ব'লে মনে করতেন।

টেসম্যান ॥ এমন একটা সময়, হ্যাঁ। কিন্তু তারপরে নিজের সর্বনাশ সে নিজেই ডেকে এনেছে।

হেড্ডা ॥ কে জানে ? [একটু হেসে] এলভস্তেদের বাড়ীতে তারা হয়ত তাকে 'পুনরুদ্ধার' করেছে।

ব্র্যাক ॥ তাহলে, এই বই যেটা প্রকাশিত হয়েছে—

টেসম্যান ॥ আশা করি, তার জন্যে কেউ কিছু একটা করবে। আমি এইমাত্র তাকে একটা চিঠি দিলাম। হেড্ডা, আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে আসার জন্যে তাকে আমি বলেছি।

ব্র্যাক ॥ কিন্তু প্রিয় বন্ধু, আজ সন্ধ্যের সময় আমার চিরকুমারদের মজলিসে আপনি আসছেন। গত রাত্রিতে জাহাজঘাটাতেই আপনি কথা দিয়েছিলেন আসবেন বলে।

হেড্ডা ॥ তুমি কি সেকথা ভুলে গিয়েছ, প্রিয়তম ?

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছি। একদম ভুলে গিয়েছি।

ব্র্যাক ॥ যাই হোক, আপনার দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। তাঁর আসার সম্ভাবনা নেই।

টেসম্যান ॥ একথা ভাবছেন কেন ? অ্যাঁ ?

ব্র্যাক [একটু ইতস্তত ক'রে উঠে পড়ে, তারপরে, চেয়ারের পেছনে হাত রেখে] প্রিয় টেসম্যান—আর আপনিও মিসেস টেসম্যান, বিশেষ একটা ঘটনা আপনাদের না জানানো আমার উচিত হবে না...যেটা

টেসম্যান ॥ ইলার্টের সম্বন্ধে ?

ব্র্যাক ॥ আপনি এবং ইলার্ট দুজনের সম্বন্ধেই।

টেসম্যান ॥ প্রিয় ব্র্যাক—ব্যাপারটা কী বলুন তো।

ব্র্যাক ॥ আপনি যতটা তাড়াতাড়ি আশা করছেন ততটা তাড়াতাড়ি যে চাকরিটা আপনার হবে না সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকুন।

টেসম্যান ॥ [লাফিয়ে উঠে, অস্বস্তির সঙ্গে] কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি—অ্যাঁ !

ব্র্যাক ॥ পদটি পূর্ণ হওয়ার আগে সম্ভবত কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

টেসম্যান ॥ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! হেড্ডা, ব্যাপারটা একবার বোঝ !

হেড্ডা ॥ [চেয়ারের গায়ে দেহটাকে আরও কিছুটা এলিয়ে দিয়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ—এখন ?

টেসম্যান ॥ কিন্তু কার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ? নিশ্চয়— ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই ; ইলার্ট লভ্‌বর্গের সঙ্গে।

টেসম্যান ॥ [তার হাত দুটো জাপটে ধরে] না—না ! ওকথা একেবারে অভাবনীয় —একেবারে অসম্ভব। তাই না ?

ব্র্যাক ॥ যাই হোক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভবনাই বেশী।

টেসম্যান ॥ কিন্তু শুনুন ব্র্যাক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে আমার ওপরে অবিচারই করা হবে। [কথার সঙ্গে হাত নাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী করে] কেন ভেবে দেখুন ! আমি বিবাহিত মানুষ। ভবিষ্যতের আশার ওপরে নির্ভর করেই হেড্‌ডা আর আমি বিয়ে করেছি। সেই আশাতেই আমরা বিদেশে গিয়েছি, ঋণ করেছি। জুলি পিসির কাছ থেকেও ধার করেছি আমি। কিন্তু…কিন্তু…হায় ঈশ্বর ! চাকরিটা আমাকে দিতে তারা একরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে ! অ্যাঁ।

ব্র্যাক ॥ ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন। চাকরিটা যে আপনি পাবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্যে প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটা হবে।

হেড্‌ডা ॥ [ইজি চেয়ারে চুপচাপ বসে থেকে] প্রিয়তম, ভেবে দেখ। ব্যাপারটা একটা খেলার মত হয়ে দাঁড়াবে।

টেসম্যান ॥ কিন্তু হেড্‌ডা, প্রিয়তমে—ব্যাপারটাকে তুমি এত সহজভাবে নিচ্ছো কেন ?

হেড্‌ডা ॥ [আগের মতই নিরাসক্তভাবে] ব্যাপারটাকে আমি মোটেই সহজভাবে নিচ্ছি না। ফলের প্রত্যাশায় আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছি।

ব্র্যাক ॥ মিসেস টেসম্যান, যাই হোক, আপনাদের অবস্থাটা এখন আপনারা বুঝতে পারছেন। শুনলাম, আপনি ছোটখাট দু'একটা জিনিস কেনাকেটার কথা ভাবছেন। কেনাকাটা করার আগেই তাই সংবাদটা আপনাকে দিলাম।

হেড্‌ডা ॥ তাতে আমার মনোবাসনার কোন হেরফের হবে না।

ব্র্যাক ॥ তাই বুঝি ? তাহলে, আর কিছু বলার দরকার নেই। চললাম। [টেসম্যানকে] বিকালে বেড়াতে বেরোবার সময় এখানে এসে আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

টেসম্যান ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। এখন যে কী করব তা আমি সত্যিই বুঝতে পারছি নে…

হেড্‌ডা ॥ [পিঠের উপরে শুয়ে হাতটাকে বাড়িয়ে দিয়ে] বিদায়, মিঃ ব্র্যাক। আবার আসবেন…কেমন… !

ব্র্যাক ॥ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ! আচ্ছা, চলি তাহলে।

টেসম্যান ॥ [দরজার কাছ পর্যন্ত তার সঙ্গে গিয়ে] প্রিয় ব্র্যাক, গুডবাই। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন…

[হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় ব্র্যাক]

টেসম্যান ॥ [ঘরের এদিকে এসে] হেড্‌ডা, রোমান্সের জগতে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান উচিত নয়—কী বল ?

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে হেসে] তুমি কি তাই কর ?

টেসম্যান ॥ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ভবিষ্যতের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বিয়ে করা আর ঘর তোলাটা আমার পক্ষে রোমাণ্টিক কাজই হয়েছিল।

হেড্‌ডা ॥ তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

টেসম্যান ॥ যাই হোক, বাড়ীটা আমাদের চমৎকারই হয়েছে। একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে এইরকম একটা বাড়ীর স্বপ্নই আমরা দেখতাম—সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই আমরা প্রেমে পড়েছিলাম। তাই না, হেড্‌ডা ?

হেড্‌ডা ॥ [ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে ক্লান্তভাবে] অবশ্য আমরা যে একটা সংসার পাতবো, আর সেখানে বহু বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন করব এই ধরনের একটা অলিখিত চুক্তি আমাদের মধ্যে হয়েছিল।

টেসম্যান ॥ হ্যা, হ্যা—হয়েছিলই তো। নির্বাচিত বন্ধুবান্ধবদের তুমি গৃহস্বামিনী হয়ে আদর-আপ্যায়ন করছ এই দৃশ্য দেখার জন্যে কত অধীর আগ্রহেই না আমি অপেক্ষা করে থাকতাম ? তাই না ? সে যাই হোক—এখন আমরা দুজনে দুজনের ওপরে নির্ভর ক'রে দিন কাটাবো হেড্‌ডা। মাঝেমাঝে জুলি পিসিকে এখানে আসতে বলব···হায় হেড্‌ডা, ভেবেছিলাম তোমার জন্যে সংসার আমি কত ভালভাবে সাজিয়ে দেব।

হেড্‌ডা ॥ স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে আমি কোন পুরুষ চাকর রাখতে পারব না।

টেসম্যান ॥ না। আমারও সেইরকম ভয় হচ্ছে। পুরুষ চাকর রাখার কোন সম্ভাবনাই এখন নেই।

হেড্‌ডা ॥ আর সেই জিন দেওয়া ঘোড়াটা···

টেসম্যান ॥ [ভয় পেয়ে] জিন-দেওয়া ঘোড়া !

হেড্‌ডা ॥ আমার ধারনা ওসব কথা চিন্তা করে এখন লাভ নেই।

টেসম্যান ॥ হা ঈশ্বর! না! সে কথা বলাই বাহুল্য।

হেড্‌ডা ॥ [মেঝে পেরিয়ে, পিছিয়ে] যাই হোক, সময় কাটানোর মত আমার এখনও একটা জিনিস রয়েছে।

টেসম্যান ॥ [আনন্দে মুখ উজ্জ্বল ক'রে] তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কিন্তু কিন্তু জিনিসটা কী, হেড্‌ডা ?

হেড্‌ডা ॥ [মাঝের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গোপন ঘৃণার সঙ্গে] আমার পিস্তলগুলি, জর্জ।

টেস্‌ম্যান ॥ [উদ্বিগ্নভাবে] তোমার পিস্তল !

হেড্‌ডা ॥ [ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে] জেনারেল গ্যাবলারের পিস্তল। [ভেতরের ঘর দিয়ে বাঁদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়]

টেসম্যান ॥ [মাঝের দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে পেছনে ডাকতে ডাকতে] হায় ঈশ্বর! হেড্‌ডা! প্রিয়তমে! ওইসব বিপজ্জনক জিনিস ছুঁয়ো না! আমার জন্যে হেড্‌ডা! বুঝেছ ?

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[টেসম্যানের ঘর —প্রথম অংকের মতই সাজানো ; কেবল পিয়ানোটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ; তার জায়গায় বসেছে সুন্দর ছোট একটা লেখার টেবিল আর বই রাখার তাক। বাঁদিকে সোফার কাছে আরও ছোট একটা টেবিল। বেশীর-ভাগ ফুলের তোড়াই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে যে বড় টেবিল তার ওপরে মিসেস এলভস্তেদের দেওয়া ফুলের তোড়াটা রয়েছে। সময়—অপরাহ্ন।
হেড্ডার পরনে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর পোশাক। ঘরের ভেতরে সে একা। খোলা কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে রিভলভারে টোটা পুরছিল। দ্বিতীয় রিভালভারটা ছিল পিস্তল রাখার খোলা খাপের ভেতরে। খাপটা পড়েছিল টেবিলের ওপরে]

হেড্ডা ॥ [বাগানের দিকে তাকিয়ে বলে] জাজ, আবার আপনি এ পথে এসেছেন !

ব্র্যাক ॥ [দূর থেকে স্বর শোনা গেল] আর আপনি, মিসেস টেসম্যান !

হেড্ডা ॥ [পিস্তলটা তুলে তাঁর দিকে তাক করে] জাজ ব্র্যাক, এবারে আপনাকে আমি গুলি করব।

ব্র্যাক ॥ [তাকে দেখতে পাওয়া গেল না, শুধু শোনা গেল তার স্বর] না, না, না। আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না !

হেড্ডা ॥ বাড়ীর পেছন দিয়ে লুকিয়ে আসার এই ফল। [গুলি ছোঁড়ে]

ব্র্যাক ॥ [কাছে এসে] আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে— !

হেড্ডা ॥ হায় ঈশ্বর !—আপনার গায়ে লাগল নাকি ?

ব্র্যাক ॥ [তখনও বাইরে] এইরকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করবেন না।

হেড্ডা ॥ তাহলে, ভেতরে আসুন, জাজ।

[কাচের দরজা দিয়ে ব্র্যাক ঘরে ঢুকলো। দেখে মনে হল, 'পুরুষদের' মজলিসে যাওয়ার জন্যে তিনি পোশাক পরেছেন। তাঁর হাতের ওপরে হাল্কা একটা ওভারকোট]

ব্র্যাক ॥ কী কাণ্ড করছিলেন বলুন তো ! পিস্তল নিয়ে খেলতে এখনও কি আপনার ক্লান্তি এল না ? কাকে গুলি করছিলেন ?

হেড্ডা ॥ কাউকে না ; এমনি হাওয়ায়।

ব্র্যাক ॥ [আস্তে আস্তে তার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে] কিছু মনে করবেন না, মাদাম। [পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে] আরে, অস্ত্রটা আমার খুবই পরিচিত দেখছি যে। [চারপাশে তাকিয়ে] এর খাপটা কোথায় ? এই ত এখানে। [খাপের ভেতরে পিস্তলটা ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দেন] ও-খেলা আজ আর আমরা খেলব না।

হেড্ডা ॥ তাহলে, আজ আমি নিজেকে নিয়ে করব কী ?

ব্র্যাক ॥ আজ এখানে কারও আসার কথা নেই ?

হেড্ডা। [কাচের দরজা বন্ধ ক'রে] না। যাদের আসার সম্ভাবনা রয়েছে তারা সব এখনও শহরের বাইরে।

ব্র্যাক। টেসম্যান-ও কি বাড়ীতে নেই ?

হেড্ডা। [লেখার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ড্রয়ারের ভেতরে পিস্তলের খাপটা ঢুকিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে] না। লাঞ্চের পরেই সোজা সে তার আন্টের বাড়ীতে দৌড়ে গিয়েছে। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি আসবেন তা সে ভাবতে পারে নি।

ব্র্যাক ॥ হুম ! সেকথা আমি ভাবি নি। কী বোকামিই না হয়েছে !

হেড্ডা ॥ [মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে] বোকামি কেন ?

ব্র্যাক ॥ তাহলে আমি আর একটু আগেই আসতে পারতাম।

হেড্ডা ॥ [মেঝে পেরিয়ে] তাহলে কাউকেই আপনি এখানে পেতেন না ; কারণ লাঞ্চের পর থেকেই ঘরের ভেতরে আমি প্রসাধনে ব্যস্ত ছিলাম।

ব্র্যাক ॥ দরজার গায়ে এমন কোন ছোট ফুটো নেই যা দিয়ে বাইরে থেকে কথা বলা যায় ?

হেড্ডা ॥ সেইরকম কোন ফুটো রাখতে আপনি ভুলে গিয়েছিলেন।

ব্র্যাক ॥ না রেখে, আমি আর একটা বোকামি করেছি।

হেড্ডা ॥ যাই হোক, এখন আরাম ক'রে ব'সে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে ; ফিরে আসতে টেসম্যানের একটু দেরীই হবে মনে হচ্ছে।

ব্র্যাক ॥ হোক। আমি তার জন্যে অস্থির হব না।

[সোফার এক ধারে হেড্ডা বসলো , খুব কাছের একটা চেয়ারের ওপরে কোটটা রেখে ব্র্যাক বসলো , টুপীটা রাখলো তাঁর হাতের ওপরে। একটু চুপচাপ। পরস্পরের দিকে তাকালো দুজনে]

হেড্ডা ॥ অথ কিম্ ?

ব্র্যাক ॥ [একটু ভাবে] অথ কিম্ ?

হেড্ডা ॥ আমিই প্রথমে প্রশ্নটা করেছি।

ব্র্যাক ॥ [সোফার ওপরে বেশ কিছুটা হেলে প'ড়ে] মিসেস হেড্ডা, আমরা একটু ঘনিষ্ট আলাপ করি আসুন।

হেড্ডা ॥ [সোফার ওপরে যতটা সম্ভব নিজের দেহটাকে হেলিয়ে দিয়ে] উঃ ! কতদিন আগে আমরা এইভাবে আলাপ করেছিলেম, তাই না। অবশ্য গতকাল সন্ধ্যের সময় আর আজ সকালে আমাদের মধ্যে যে সব কথা হয়েছে সেগুলিকে আমি বাদই দিলাম।

ব্র্যাক ॥ আমাদের মধ্যে শেষ যে অন্তরঙ্গ কথা হয়েছিল তারপর থেকে বলছেন ?— মানে, শেষ খোস্ গল্প ?

হেড্ডা ॥ হ্যাঁ। ওইরকমই আর কি।

ব্র্যাক ॥ আর এখানে আমি বসেছিলাম। প্রতিটি দিন ঈশ্বরকে ডাকতাম কবে আপনি ফিরে আসবেন।

হেড্‌ডা ॥ আর আমি ছিলাম সেখানে। যতদিন ছিলাম ততদিনই আমিও ওই একই কথা ভাবতাম।

ব্র্যাক ॥ আপনি ? সত্যিই ! মাদাম হেড্‌ডা। আর আমি ভাবছিলাম বিদেশে আপনি বেশ আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

ব্র্যাক ॥ কিন্তু চিঠিতে টেসম্যান সেকথা সব সময়েই লিখতেন।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; সত্যিই সে বেশ আনন্দে ছিল। লাইব্রেরীতে কাগজ ঘাঁটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় আনন্দ। যেখানে যত পুরোনা বস্তাপচা কাগজ রয়েছে সেই-সব বসে বসে নকল করেই সে খুশি।

ব্র্যাক ॥ [স্বরে কিছুটা দ্বেষ মিশিয়ে] অবশ্য ওইটাই তাঁর পেশা—অন্তত, আংশিক-ভাবে।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়—পেশাই তো। তাতে অবশ্য কেউ—কিন্তু আমি ! আমার যে কী বিরক্তি লাগত কী বলব !

ব্র্যাক ॥ আপনি কি সত্যিই বলছেন ? মানে, এটা কি আপনার মনের কথা ?

হেড্‌ডা ॥ অবস্থাটা আমার যে কিরকম অসহনীয় হয়ে উঠেছিল সেটা আপনি নিজেই কল্পনা ক'রে নিতে পারেন। আমাদের সমাজের এমন একজনের সঙ্গেও দেখা হয় নি যার সঙ্গে দুটো মনের কথা বলি। আর এইভাবে নির্বান্ধব পুরীতে ছ-ছটি মাস আমাকে কাটাতে হয়েছে। এমন একটি মানুষও ছিল না যার সঙ্গে মন খুলে একটু আলাপ করি।

ব্র্যাক ॥ তা বটে। আমার অবস্থাও প্রায় ওইরকম হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

হেড্‌ডা ॥ আর সবচেয়ে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল......

ব্র্যাক ॥ অ্যাঁ ?

হেড্‌ডা ॥ প্রতিদিন···প্রতিঘণ্টা···অনন্তকাল একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে বসবাস করা......

ব্র্যাক ॥ [সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে] সব সময়—আগে বা পরে ; আমি জানি। প্রতিটি মুহূর্তে।

হেড্‌ডা ॥ আমি বলেছি 'অনন্ত কাল'।

ব্রাক ॥ ঠিক কথা। কিন্তু ভেবেছিলাম, আমার প্রিয় বন্ধু টেসম্যানের সাহচর্যে যে কোন মানুষই···

হেড্‌ডা ॥ মনে রাখবেন—জর্জ টেসম্যান হচ্ছেন পণ্ডিত ব্যক্তি।

ব্র্যাক ॥ নিঃসন্দেহে।

হেড্‌ডা ॥ আর পথের সঙ্গী হিসাবে পণ্ডিত মানুষেরা আনন্দদায়ক নয়।

ব্র্যাক ॥ প্রেমিক পণ্ডিত-ও নয় ?

হেড্‌ডা ॥ দয়া ক'রে ওইরকম আবেগপ্রধান শব্দ ব্যবহার করবেন না।

ব্র্যাক ॥ [একটু ঘাবড়িয়ে গিয়ে] কেন ? আপনার হ'ল কী মাদাম হেড্‌ডা ?

হেড্‌ডা ॥ [কিছুটা হেসে, কিছুটা বিরক্ত হয়ে] আপনি নিজেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন ! প্রাচীন আর আধুনিক ইতিহাস নিয়ে একটানা মনোজ্ঞ বক্তৃতা ক্রমাগত শুনে যান—কেমন লাগে দেখব—

ব্র্যাক ॥ মানে, একটানা···অনাদিকাল—

হেড্‌ডা ॥ ঠিক তাই ! আর মধ্যযুগের কুটির শিল্প—তাদের ইতিবৃত্ত ! সেইটাই হজম করা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর !

ব্র্যাক ॥ [তার দিকে অনুসন্ধিৎসার চোখে তাকিয়ে] কিন্তু বলুন তো···আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না, কেন, সেই ক্ষেত্রে...মানে···

হেড্‌ডা ॥ জর্জ আর আমি আদৌ বিয়ে করলাম কেন—এইটাই কি আপনি জিজ্ঞাসা করছেন ?

ব্র্যাক ॥ বেশ, প্রশ্নটা সেইভাবেই করা যাক—হ্যাঁ।

হেড্‌ডা ॥ আপনার কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের হয়েছে ?

ব্র্যাক ॥ হয়েছে—আবার—হয় নি, মাদাম হেড্‌ডা।

হেড্‌ডা ॥ প্রিয় ব্র্যাক, নাচের আনন্দে নিজেকে আমি মসগুল ক'রে তুলেছিলাম। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছিল। [একটু চমকে] না, না—সেকথা আমি বলতে চাই নে ; আপনিও তা বিশ্বাস করবেন না।

ব্র্যাক ॥ কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি, সেকথা ভাবার পেছনে কোন যুক্তি আপনার নেই।

হেড্‌ডা ॥ যুক্তির কথা বলছেন ! [বেশ ভাল ক'রে তাকে লক্ষ্য ক'রে] এবং জর্জ টেসম্যান যে সত্যিকারের ভালমানুষ সেকথা সবাইকে স্বীকার করতেই হবে।

ব্র্যাক ॥ ভাল এবং আস্থাভাজন—সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই।

হেড্‌ডা ॥ আর তার চরিত্রের মধ্যে হাস্যকর কিছু রয়েছে সেকথাও আমি বিশ্বাস করি নে। আপনার কি মনে হয় রয়েছে ?

ব্র্যাক ॥ হাস্যকর ? না—মোটেই না। ঠিক সেকথা আমি বলছি নে।

হেড্‌ডা ॥ ঠিক কথা। কিন্তু তাহলেও সে হচ্ছে গবেষক। এই কাজে কোন ক্লান্তি তার নেই। আর এই কাজে কোন-না-কোন সময়ে সে যে সুনাম অর্জন করতে পারবে সে-সম্ভাবনাটাকেও একেবারে নাকচ করে দেওয়া যায় না।

ব্র্যাক ॥ [একটু দ্বিধার সঙ্গে তাকিয়ে] তিনি যে একদিন সত্যিকার বিখ্যাত মানুষ হবেন, ভেবেছিলাম আর সকলের মত আপনিও তা বিশ্বাস করেন।

হেড্‌ডা ॥ [ক্লান্ত মুখভঙ্গী ক'রে] হ্যাঁ ; তাই আমি ভেবেছিলাম। এবং যেহেতু সর্বশক্তি দিয়ে আমার ভরনপোষণ করার ভার নেবার জন্যে সে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল সেইহেতু তার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করব না কেন তা আমি বুঝতে পারছি নে।

ব্র্যাক ॥ না—না। সেদিক থেকে দেখলে······

হেড্‌ডা ॥ যাই হোক, এরকম লোভনীয় প্রস্তাব আমার আর কোন বন্ধু বা গুণমুগ্ধ প্রণয়ী আমাকে দেয় নি—বুঝছেন স্যার ?

ব্র্যাক ॥ [হেসে] অবশ্য, অন্য লোকের কথা আমি জানি নে। আমার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে পারি বিবাহ-বন্ধনটাকে আমি সব সময় একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখি। সাধারণভাবে—অন্তত বস্তুনিরপেক্ষভাবে—এটাই আমার নীতি, মাদাম হেড্‌ডা।

হেড্‌ডা ॥ স্বামীর বিশ্বস্ত বন্ধু—তাই বলছেন ?

ব্র্যাক ॥ [একটু ঝুঁকে] সত্যি কথা বলতে কি, স্ত্রীর। অবশ্য, তারপরে স্বামীরও। আমি আপনাকে নিশ্চিৎভাবে বলতে পারি যে এই জাতীয়—কী বলব একে—ত্রিভুজ সম্পর্ক ?—এই জাতীয় সম্পর্কটাই হচ্ছে সকলের কাছে মনোহর।

হেড্‌ডা ॥ ঠিক কথা। আমাদের সেই বিদেশ যাত্রায় অনেক সময়েই আমি তৃতীয় একজনের সঙ্গ প্রার্থনা করছিলাম। ঠিক আর একজনের সঙ্গে পাশাপাশি গাড়ীতে বসে···!

ব্র্যাক ॥ সৌভাগ্যবশত আপনাদের 'হনিমুন' এখন শেষ হয়েছে।

হেড্‌ডা ॥ [মাথা নেড়ে] এখনও অনেকদিন হনিমুন চলবে। সেই যাত্রাপথের মাঝখানে আমি কেবল একটু থেমেছি মাত্র।

ব্র্যাক ॥ শুধু থামা কেন, মাদাম ? এসব ক্ষেত্রে মানুষ গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং পা ছাড়ানোর জন্যে একটু ঘুরে বেড়ায়।

হেড্‌ডা ॥ গাড়ী থেকে আমি কোনদিন লাফিয়ে পড়ি নে।

ব্র্যাক ॥ সত্যিই ?

হেড্‌ডা ॥ না। কারণ, হাতের কাছে সব সময় এমন একজন থাকে যে···

ব্র্যাক ॥ [হেসে] অর্থাৎ, আপনি লাফ দেওয়ার সময় যে আপনার দিকে লক্ষ্য রাখে—এই বলতে চাইছেন ?

হেড্‌ডা ॥ অবিকল।

ব্র্যাক ॥ আপনি তা জানেন—অবশ্যই।

হেড্‌ডা ॥ [তার সঙ্গে একমত হচ্ছে না এইরকম একটা অঙ্গভঙ্গি করে] সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করি নে। অন্য লোকের সঙ্গে যেখানে আমি থাকি সেইখানেই আমি একলা বসে থাকতে পছন্দ করি।

ব্র্যাক ॥ আচ্ছা ধরুন, এমন সময় তৃতীয় কেউ ঢুকে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিলে ?

হেড্‌ডা ॥ সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার—

ব্র্যাক ॥ একজন বিশ্বাসী আর সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধু—

হেড্‌ডা ॥ যে বন্ধু নানা বিষয়ে খুব মজার মজার কথা বলতে পারেন—

ব্র্যাক ॥ আর যার মধ্যে পাণ্ডিত্য বলে কিছু নেই।

হেড্‌ডা ॥ [একটু শব্দ করে হেসে] হ্যাঁ, তাহলে অবশ্য কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে।

ব্র্যাক ॥ [হলঘরের দরজা খোলার শব্দ পেয়ে আড়চোখে দেখে] ত্রিভুজ সম্পূর্ণ হল।

হেড্‌ডা ॥ [কিছুটা উঁচু গলায়] এবং ট্রেনটাও চলে গেল।

[জর্জ টেসম্যান হল থেকে ভেতরে ঢুকে এল। পরণে তার বাইরে বেরোনার ধূসর রঙের কোট ; মাথায় ফেল্ট হ্যাট। বগলে আর পকেটে কতকগুলি খোলা বই]

টেসম্যান ॥ [কোণের সোফার পাশ দিয়ে টেবিলের দিকে যেতে যেতে] এই বোঝাটা বয়ে আনতে গা একেবারে ঘেমে গিয়েছে। [বইগুলি রেখে] আমি একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছি, হেড্‌ডা। আরে ব্র্যাক যে! আপনি এসে পড়েছেন দেখছি, অ্যাঁ? বির্টি তো আপনার কথা কিছু বলল না।

ব্র্যাক ॥ [দাঁড়িয়ে] আমি বাগানের দরজা দিয়ে এসেছি।

হেড্‌ডা ॥ ও বইগুলি কী?

টেসম্যান ॥ [দাঁড়িয়ে এবং পাতাগুলির দিকে চেয়ে] বেশ বিদগ্ধ গ্রন্থ। এগুলি আমার না পেলেই চলত না।

হেড্‌ডা ॥ বিদগ্ধ·····

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ : বিদগ্ধ গ্রন্থ, মিসেস টেসম্যান।

[ব্র্যাক আর হেড্‌ডা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারার একটু হাসি হাসে]

হেড্‌ডা ॥ এই জাতীয় বিদগ্ধ গ্রন্থ আরও তোমার চাই নাকি

টেসম্যান ॥ একথা বলছ কেন হেডডা? এসব জিনিসের কি প্রয়োজন মেটে? যা কিছু লেখা আর ছাপা হয় তাদের সকলের সঙ্গেই মানুষের পরিচয় থাকা উচিত।

হেড্‌ডা ॥ তা বটে, তা বটে।

টেসম্যান ॥ [বইগুলির ওপরে ঝু'কে প'ড়ে] এই দেখ—ইলার্ট লভবর্গের নতুন বইটাও আমি সংগ্রহ করেছি। [তুলে ধ'রে] তুমি হয়ত এটা একবার দেখতে চাও—তাই না?

হেড্‌ডা ॥ না ; ধন্যবাদ। অথবা···হয়ত পরে।

টেসম্যান ॥ আসতে আসতে আমি পড়েছি।

ব্র্যাক ॥ আপনার কী ধারণা হল? মানে, বিশেষজ্ঞ হিসাবে?

টেসম্যান ॥ আমার মনে হচ্ছে বইটি বেশ উঁচুদরের—সাযুজ্য আর বিচার এর মধ্যে দুটিই রয়েছে। এরকম সুসমঞ্জস লেখা আগে কোনদিন সে লেখে নি। [বইগুলোকে একসঙ্গে ক'রে] এখন এগুলি আমি নিয়ে যাই। পাতাগুলি উল্টে-পাল্টে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে যাচ্ছে। তা ছাড়া, একটু ভদ্রস্থ-ও হতে হবে। [ব্র্যাককে] আমাদের তো এখনই যাওয়ার দরকার নেই,—তাই না?

ব্র্যাক ॥ না—না। অত তাড়াতাড়ি না করলেও চলবে।

টেসম্যান ॥ তাহলে, সময়মত আমি তৈরী হব। [বই নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় মাঝখানে দরজার কাছে হঠাৎ থেমে পিছু ফিরে তাকায়] হ্যাঁ ; জুলি পিসী আজ সন্ধ্যায় তোমার কাছে আসবেন না। ব্যাপারটা ভাবতেও কেমন লাগছে।

হেড্ডা ॥ আসবেন না ? সকাল বেলার সেই টুপীর ব্যাপারটা নিয়েই নাকি…

টেসম্যান ॥ আরে না—না ! জুলি পিসীর সম্বন্ধে ওকথা তুমি ভাবলে কেমন ক'রে ? তা না ; ব্যাপারটা হচ্ছে রীনা পিসী খুব অসুস্থ।

হেডডা ॥ তিনি তো সব সময়েই অসুস্থ।

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ ; কিন্তু আজ বেচারা খুব বেশী রকমের অসুস্থ।

হেডডা ॥ সেইজন্যেই আর একজন যে তাঁর কাছে থাকবেন এইটাই তো স্বাভাবিক। সময়টা আমি ভাল ভাবেই কাটানোর চেষ্টা করব।

টেসম্যান ॥ তা সত্ত্বেও ছুটিতে তুমি যে বেশ গোলগাল হয়েছ তার জন্যে পিসী জুলি যে কত খুশি হয়েছেন সেকথা তুমি ভাবতেও পার না।

হেড্ডা ॥ [অর্ধস্ফুট কণ্ঠে, দাঁড়িয়ে] উঃ ! এই শাশ্বত পিসীর দল ! যত্ত সব…

টেসম্যান ॥ কী বললে !

হেড্ডা ॥ [কাচের দরজা কাছে গিয়ে] কিছু না।

টেসম্যান ॥ ঠিক আছে ! [ভেতরের ঘর দিয়ে ডানদিকে বেরিয়ে যায়]

ব্র্যাক ॥ টুপীর কথা কী বলেছিলন ?

হেড্ডা ॥ তেমন কিছু নয়। আজ সকালে টুপী নিয়ে মিস টেসম্যানের সঙ্গে একটু ইয়ে…মানে…এই চেয়ারের ওপরে তাঁর টুপীটা তিনি রেখেছিলেন। [তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে] আমি ভেবেছিলাম ওটা আমাদের চাকরাণীর—মানে, আমার মনে হয়েছিল আর কি।

ব্র্যাক ॥ [ঘাড় নেড়ে] কিন্তু প্রিয় মাদাম হেড্ডা, ও কাজ আপনি করলেন কী ক'রে ? বিশেষ ক'রে ওইরকম একটি ভদ্র সুন্দর স্বভাবের বৃদ্ধা মহিলাকে ওকথাটা বলা আপনার উচিত হয় নি।

হেড্ডা ॥ [মেঝে পেরিয়ে একটু ভয়েভয়ে] মানে কী জানেন, ওই ধরণের একটা ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসে—ঠিক ওইরকম। নিজেকে আমি তখন আর সামলাতে পারি নে। [স্টোভের পাশে ইজি চেয়ারের ওপরে পা এলিয়ে দিয়ে] কেন যে বলি তা নিজেই আমি বুঝতে পারি নে ; ব্যাখ্যা করব কী করে ?

ব্র্যাক ॥ [ইজি চেয়ারের পেছনে গিয়ে] আপনি সত্যিকার সুখী নন। সমস্যাটা হল সেইখানে।

হেড্ডা ॥ [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে] কেন আমার সুখী হওয়া উচিত তা আমি জানি নে। আপনি হয়ত তা বলতে পারেন ; পারেন না ?

ব্র্যাক ॥ উচিত এইজন্যে যে অনেক কিছুর মধ্যে যে-বাড়ীটা আপনি পেতে চেয়েছিলেন সেই বাড়ীই আপনি পেয়েছেন।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে হেসে] আপনিও কি সেই অলীক কল্পনাকে বিশ্বাস করেন ?

ব্র্যাক ॥ অলীক হলেও কি তার ভেতরে কিছু নেই ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ, আছে...কিছু আছে।

ব্র্যাক ॥ তাহলে ?

হেড্‌ডা ॥ এইটুকুই ছিল যে গত গ্রীষ্মে প্রতিদিন সান্ধ্য মজলিসের পরে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসার জন্যে জর্জ টেসম্যানকে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম।

ব্র্যাক ॥ দুর্ভাগ্যবশত, আমি অন্য পথে যাচ্ছিলাম।

হেড্‌ডা ॥ সেকথা সত্যি। গত গ্রীষ্মে আপনি অন্য পথেই যাচ্ছিলেন।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত, মাদাম হেড্‌ডা ! থাকগে, এখন আপনার আর টেসম্যানের কথা বলুন।

হেড্‌ডা ॥ তারপর এক সন্ধ্যায় আমরা এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। বেচারা টেসম্যান সময়োচিত কিছু বলার জন্যে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে পড়ল। সেইজন্যে এই পণ্ডিতটির ওপরে আমার করুণা হল···

ব্র্যাক ॥ [সন্দেহজনকভাবে হেসে] করুণা হল ? হুম—

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; সত্যিই তাই- করুণাই। আর সেইজন্যে—তাঁকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে—নেহাৎ অর্বাচীনের মতই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— আমি এই ভিলা-তে বাস করতে চাই। ওটা ছিল একটা কথার কথা।

ব্র্যাক ॥ এর বেশী আর কিছু নয় ?

হেড্‌ডা ॥ সেই সন্ধ্যায়—না—এর বেশী কিছু নয়।

ব্র্যাক ॥ কিন্তু পরে ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ, সেই অর্বাচীনতার ফল ফললো, প্রিয় জাজ।

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ, মিসেস হেড্‌ডা, কোন কাজ ভেবোচন্তে না করলে বিষময় ফল তার প্রায়ই ফলে—ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক।

হেড্‌ডা ॥ ধন্যবাদ। কিন্তু বুঝেছেন মিসেস ফক-এর এই মসনদে থাকার উদগ্র কামনার ফলেই আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা দেখা দেয় , আর তারই পরিণতি হিসাবে আমরা বিয়ে করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হই, বিয়ে করি, আর বিদেশে যাই। তবে কি জানেন, মানুষ যে বিছানা তৈরি করবে তাতেই তাকে শুতে হবে—এই কথাটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম।

ব্র্যাক ॥ সুন্দর ! মনে হচ্ছে কোন সময়েই এই ব্যাপারে আপনার বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

হেড্‌ডা ॥ না। ঈশ্বর জানেন—না !

ব্র্যাক ॥ ভাল কথা। কিন্তু এখন ? যাতে আপনার অসুবিধে না হয় মোটামুটি সেই ভাবে বাড়ীটাকে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি। এখন কেমন লাগছে ?

হেড্‌ডা ॥ চমৎকার ! মনে হচ্ছে ঘরগুলির ভেতরে ল্যাভেণ্ডার আর শুকনো

গোলাপের গন্ধ ছাড়ছে। তবে হয়ত জুলি পিসী এইসব গন্ধ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] না। মিসেস ফকই এই সব গন্ধ আপনার জন্যে রেখে গিয়েছেন বলে আমার মনে হচ্ছে।

হেড্ডা ॥ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন এখন কারও কথা যে মনে হচ্ছে। ফুলের তোড়া দিয়ে গিয়েছেন এমন কারও কথা যেমন জলসার পরের দিন মনে পড়ে। [কাঁধের পেছনে দুটো হাত জড় ক'রে, চেয়ারের ওপরে হেলে প'ড়ে তার দিকে তাকিয়ে] বন্ধু, এখানে আমার যে কীরকম নিঃসঙ্গ আর একঘেয়ে লাগছে তা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না।

ব্র্যাক ॥ কিন্তু মাদাম হেড্ডা, অন্য সকলের মত জীবনে আপনার কি কোন উদ্দেশ্য অথবা করার মত কাজ নেই ?

হেড্ডা ॥ কাজ...যে কাজ করতে আনন্দ হয়, উত্তেজনা জাগে !

ব্র্যাক ॥ অবশ্য, সেই রকমই।

হেড্ডা ॥ সে কাজটা কী হ'তে পারে ঈশ্বর জানেন। আমার মাঝে মাঝে অবাক লাগে—[ভেঙে প'ড়ে]—কিন্তু থাক—ওসব কথা বলে লাভ নেই।

ব্র্যাক ॥ লাভ থাকতে পারে। আমাকে বলুন।

হেড্ডা ॥ বলতে যাচ্ছিলাম কোনরকমে আমার স্বামীকে রাজনীতিতে ঢোকানো যায় কি না।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] টেসম্যান ! শুনুন, শুনুন ! রাজনীতি জিনিসটা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না ; বিশেষ ক'রে এদেশের রাজনীতি বলতে যা বোঝায় !

হেড্ডা ॥ সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবু যদি তাকে ভিড়িয়ে দিতে পারতাম।

ব্র্যাক ॥ ভিড়িয়ে না হয় দিলেন। কিন্তু তাতে আপনার লাভটা কী হবে ? বিশেষ ক'রে ও-ধাতুতে টেসম্যান তৈরি নয়। তাঁকে দিয়ে আপনি কী করাতে চান ?

হেড্ডা ॥ কারণ, এই একঘেয়ে জীবনটা আমার ভাল লাগছে না। [একটু থেমে] তাহলে আপনার কি ধারনা তাকে সরকারে ঢোকানোটা একেবারে অসম্ভব ? মানে, এইটাই কি আপনার সুচিন্তিত অভিমত ?

ব্র্যাক ॥ ব্যাপারটা কী জানেন, মাদাম হেড্ডা ? রাজনীতিতে ঢুকতে গেলে প্রথমেই মানুষকে বেশ ধনী হ'তে হবে।

হেড্ডা ॥ [অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে] হ্যাঁ ; বুঝেছি, বুঝেছি। আমি যেখানে এসেছি সেটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত সংসার। [স্টেজ পেরিয়ে] এই মধ্যবিত্ত সংসারই জীবনটাকে একেবারে দুর্বিষহ ক'রে তোলে ! এই জাতীয় সংসার একেবারে হাস্যকর ! কারণ, মধ্যবিত্ত জীবন হচ্ছে এ-ই।

ব্র্যাক ॥ আমার ধারনা ঝঞ্ঝাটটা রয়েছে অন্য কোথাও।

হেড্ডা ॥ কোথায় ?

ব্র্যাক ॥ উদ্বুদ্ধ হওয়ার মত কোন পরিবেশের মধ্যেই আপনি পড়েন নি।

হেড্ডা ॥ অর্থাৎ, আপনি বলতে চান কোন সিরিয়াস কাজই আমি করি নি ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ ; কথাটা নিশ্চয় ওভাবেও বলা যায়। কিন্তু এখন সে-রকম কাজ করার সুযোগ আপনার আসতে পারে।

হেড্ডা ॥ [কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে] ওঃ ; আপনি বুঝি সেই হতভাগ্য প্রফেসরের চাকরির কথা বলছেন ? কিন্তু সেটা একান্তভাবে আমার স্বামীর কাজ। সেকথা আমি একটুও ভাবছি নে।

ব্র্যাক ॥ না—না। সেকথা আমিও ভাবছি নে। কিন্তু ধরুন, মানে কথাটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি নে, আপনার ওপরে এখন একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে —যে দায়িত্ব পূরণ করার জন্যে আপনার ওপরে তাগিদ না এসে পারবে না তখন কী করবেন ? [হেসে] একটা নতুন দায়িত্ব—আমি বাচ্চা মাদাম হেড্ডার কথা বলছি।

হেড্ডা ॥ [চ'টে] চুপ করুন! ওরকম কোন দায়িত্ব আমার ওপরে বর্তাবে না।

ব্র্যাক ॥ [শান্তভাবে] খুব বেশী সময় দিলেও—বছর খানেক পরে সে-বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।

হেড্ডা ॥ [ছোট্ট ক'রে] মিঃ ব্র্যাক, ওরকম জিনিসের কোন যোগ্যতা আমার নেই। আমার কাছে কেউ কিছু দাবি করবে এমন কোন বস্তু আমার নেই।

ব্র্যাক ॥ সাধারণভাবে অন্য মহিলাদের যা থাকার কথা আপনার তা থাকবে না কেন—

হেড্ডা ॥ [কাচের দরজার কাছে গিয়ে] চুপ করুন। আমি প্রায় ভাবি এই বিশ্বে মাত্র একটা জিনিসই আমার করার রয়েছে।

ব্র্যাক ॥ [কাছে গিয়ে] জিজ্ঞাসা করতে পারি কি সেটা কী ?

হেড্ডা ॥ [বাইরের দিকে তাকিয়ে] একঘেয়েমীর জ্বালায় বিপর্যস্ত হয়ে মরে যাওয়া। বুঝতে পারলেন ! [ঘুরে দাঁড়ায় ; তারপরে, হেসে ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে] আরে ওইতো ! আমাদের প্রফেসর আসছেন।

ব্র্যাক ॥ [শান্তভাবে, সেই সঙ্গে সাবধান ক'রে দেওয়ার ভঙ্গিতে] মাদাম হেড্ডা, এখন ?

[ডানদিক দিয়ে ভেতরের ঘর পেরিয়ে জর্জ টেসম্যান বেরিয়ে এল। পরণে তার পার্টিতে যাওয়ার পোশাক। হাতে দস্তানা আর টুপী]

টেসম্যান ॥ হেড্ডা, এখানে যে আসবে না তেমন কিছু ইলার্ট লভর্গ ব'লে পাঠায় নি ত ? অ্যাঁ ?

হেড্ডা ॥ না।

টেসম্যান ॥ মিটে গেল। তাহলে, একটু পরেই তাকে আমরা দেখতে পাব।

ব্র্যাক ॥ তিনি আসবেন একথা আপনি কি সত্যিই মনে করেন ?

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ, আপনি আমাকে সকালে যা বলেছিলেন সেটা একটা গুজব ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্র্যাক ॥ তাই কি ?

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ। অন্তত, জুলি পিসী বললেন সে যে আমার পথে দাঁড়াতে পারে সে কথা তিনি একবারও মনে করেন না। ভেবে দেখুন কথাটা।

ব্র্যাক ॥ তাহলে তো ভাবনার কিছু রইল না।

টেসম্যান ॥ [টুপীর ভেতরে দস্তানা রাখলো ; তারপরে দস্তানা শুদ্ধ টুপী ডানদিকে চেয়ারের ওপরে রেখে] হ্যাঁ ; আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে সে না আসা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করব।

ব্র্যাক ॥ আমাদের হাতে এখনও অনেক সময় রয়েছে। সাতটা—সাড়ে সাতটার আগে আমার ওখানে কেউ আসবে না।

টেসম্যান ॥ উত্তম কথা। ততক্ষণ পর্যন্ত হেড্ডাকে আমরা সঙ্গ দিতে পারব। তারপরে কী ঘটে দেখা যাক।

হেড্ডা ॥ [ব্র্যাকের ওভারকোট আর টুপী কোণের সোফার ওপরে রেখে] খারাপ অবস্থাটা যদি একেবারে চরম সঙ্কটে উঠে যায় তাহলে মিঃ লভর্গ আমার কাছেই থেকে যেতে পারেন।

ব্র্যাক ॥ [নিজের জিনিসগুলি নেবার চেষ্টা ক'রে] মিসেস টেসম্যান, আমাকে দিন। 'চরম সঙ্কট' বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন ?

হেড্ডা ॥ যদি তিনি আপনার বা আমার স্বামীর সঙ্গে যেতে না চান।

টেসম্যান ॥ [তার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে] কিন্তু প্রিয় হেড্ডা, তোমার সঙ্গে তার একা থাকাটা কি ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে ? মনে রেখ, জুলি পিসী আসতে পারবেন না।

হেড্ডা ॥ না। কিন্তু মিসেস এলভস্তেদ আসছেন। সুতরাং আমরা তিনজনে মিলে এখানে চা খাব।

টেসম্যান ॥ তাহলে ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] আর সম্ভবত তাঁর পক্ষে সেইটাই হবে সবচেয়ে বিজ্ঞ পরিকল্পনা।

হেড্ডা ॥ কেন ?

ব্র্যাক ॥ আমার এইসব চিরকুমার মজলিসের বিরুদ্ধে আপনি প্রায় কড়া মন্তব্য ক'রে থাকেন—তাই না ? যাদের নীতিজ্ঞান উঁচু মানের নয় তারা কোনদিন এইসব মজলিসে প্রবেশাধিকার পায় না।

হেড্ডা ॥ কিন্তু বর্তমানে মিঃ লভর্গের নীতিজ্ঞান নিশ্চয় খুব উঁচু ধাপে গিয়ে পৌঁচেছে ! বর্তমানে তিনি একজন ধর্মান্তরিত পাপী—

[হলঘরের দরজায় কাছে বির্টিকে দেখা গেল]

বির্টি ॥ একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান মা'ম।

হেড্‌ডা ॥ ডেকে নিয়ে এস।

[হলঘর থেকে ইলার্ট লভর্গ এসে পৌঁছলো। চেহারা রোগা, হাল্‌কা। টেসম্যানের বয়সী ; কিন্তু দেখতে কিছুটা বুড়োটে ; মনে হয় জীবনযুদ্ধে সে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছে। তার চুল আর দাড়ি ঘন, কটা। মুখটা লম্বাটে, বিবর্ণ ; কিন্তু গালের ওপরে রঙের দুটো ছোপ। বেশ চোস্ত করে কাটা একটা কালো সুট তার পরনে ; সুটটা নতুন। কালো দস্তানা আর টুপী তার হাতে। দরজার কাছে এসে সে স্থির হয়ে দাঁড়ায় ; তারপরে হঠাৎ মাথাটা নিচু করে অভিবাদনের ভঙ্গীতে। দেখে মনে হয় একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে]

টেসম্যান ॥ [তার হাতে গিয়ে করমর্দন ক'রে] আরে, আরে—প্রিয় ইলার্ট। অবশেষে একবার আমাদের দেখা হল !

ইলার্ট ॥ [নিচু স্বরে] তোমার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ, জর্জ। [হেড্‌ডার কাছে গিয়ে] মিসেস টেসম্যান, আপনার সঙ্গেও কি আমি করমর্দন করতে পারি ?

হেড্‌ডা ॥ [তার হাত ধরে] আপনাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি, মিঃ লভর্গ। [ইঙ্গিতে] আমি জানি নে আপনাদের দুজনের—

ইলার্ট ॥ [মাথাটা সামান্য একটু নুইয়ে] মিঃ ব্র্যাক নয় ?

ব্র্যাক ॥ [প্রতি অভিবাদন ক'রে] অবশ্যই আমাদের আলাপ রয়েছে। কয়েক বছর আগে—

টেসম্যান ॥ [কাঁধের ওপরে হাত রেখে ইলার্টকে] এখন, ইলার্ট, এটাকে তুমি একেবারে নিজের বাড়ী বলে মনে করবে। করা উচিত নয়, হেড্‌ডা ? কারণ, শুনলাম তুমি এই শহরেই বাস করতে যাচ্ছ। তাই না ?

ইলবার্ট ॥ যাচ্ছি।

টেসম্যান ॥ সে তো খুবই স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। এই দেখ দেখ, তোমার নতুন বই আমি একখানা যোগাড় করেছি। কিন্তু সত্যিই এখনও প'ড়ে ওঠার সময় পাই নি।

ইলার্ট ॥ সে সময়টা বরং তুমি বাঁচিয়ে রাখ।

টেসম্যান ॥ কেন, কেন ?

ইলার্ট ॥ কারণ, সময় নষ্ট করে পড়ার মত ওতে কিছু নেই।

টেসম্যান ॥ বটে ! বটে ! শোন কথা !

ব্র্যাক ॥ কিন্তু শুনেছি, লোকে বইটির খুবই প্রশংসা করছে।

ইলার্ট ॥ ঠিক সেইটাই আমি চেয়েছিলাম। সেইজন্যেই আমি প্রথম এমনটা বই লিখেছিলাম যার সঙ্গে তাদের মতের মিল হ'তে পারে।

ব্র্যাক ॥ অতীব বিজ্ঞ পরিকল্পনা।

টেসম্যান ॥ ঠিক কথা ; কিন্তু প্রিয় ইলার্ট—

ইলার্ট ॥ কারণ এখন আমি যাচ্ছি আমার জন্যে একটা আসন তৈরি করার জন্যে। আমার নতুন ক'রে তৈরি করার জন্যে।

টেসম্যান ॥ [একটু বিব্রত হয়ে] ও ; তাই বুঝি ?

ইলার্ট ॥ [হেসে, টুপীটা নামিয়ে রাখে ; তারপরে পকেট থেকে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট বার ক'রে] কিন্তু জর্জ টেসম্যান, এটা যখন বই হয়ে বেরোবে তখন সেটা তুমি পড়ো। কারণ আমার সত্যিকার প্রথম বই বলতে হবে এইটাকে। এরই ভেতরে আমার প্রতিফলন রয়েছে।

টেসম্যান ॥ সত্যিই ? এটা কী ধরনের বই ?

ইলার্ট ॥ এটা হচ্ছে পরবর্তী অংশ।

টেসম্যান ॥ পরবর্তী ? কিসের ?

ইলার্ট ॥ বই-এর।

টেসম্যান ॥ নতুন বই-এর ?

ইলার্ট ॥ অবশ্য।

টেসম্যান ॥ কিন্তু প্রিয় ইলার্ট, ওই বইটা তো আমাদের যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে।

ইলার্ট ॥ হ্যাঁ। নতুনটা যাবে ভবিষ্যৎ যুগ পর্যন্ত।

টেসম্যান ॥ ভবিষ্যৎ ? কিন্তু হায় ঈশ্বর, ও-সম্বন্ধে আমরা তো এখনও পর্যন্ত কিছুই জানি নে।

ইলার্ট ॥ সেকথা সত্যি, তবুও সে-সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যায়। [প্যাকেটটা খুলে] এই দেখ—

টেসম্যান ॥ কিন্তু এটা তো তোমার নিজের হাতের লেখা নয় ?

ইলার্ট ॥ আমি বলে গিয়েছি। আর একজন লিখেছে [পাতা উল্‌টিয়ে] এর দুটো অধ্যায় রয়েছে। যে-সব জিনিস আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে প্রথম অধ্যায়ে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে [পরের কয়েকটি পাতা উল্‌টিয়ে] আমাদের সভ্যতা কোন্‌ পথে যেতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা।

টেসম্যান ॥ অদ্ভুত ! এরকম কিছু লেখার কথা আমার মাথায় ঢুকতো না।

হেড্‌ডা ॥ [কাচের দরজার ওপরে ঠুং ঠুং শব্দ করে] হুম। উহুঁ...তা ঢুকতো না।

ইলার্ট ॥ [লেখাটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে প্যাকেটটা টেবিলের ওপরে রাখলো] আজ সন্ধ্যের সময় তোমাকে একটু প'ড়ে শোনাব বলে এটা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

টেসম্যান ॥ খুব ভাল করেছ, খুব ভাল করেছ। কিন্তু আজ সন্ধ্যায়··· ? [ব্র্যাকের দিকে তাকিয়ে দেখে] কিন্তু তা কী ক'রে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি নে।

ইলার্ট ॥ তা হলে অন্য এক সময়ে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

ব্র্যাক। মানে, ব্যাপারটা আমি খুলে বলি, মিঃ লভর্গ ! আজ সন্ধ্যের সময় আমার বাড়ীতে একটা—মানে, এই একটু ইয়ে আছে আর কি। বিশেষ করে টেসম্যানের জন্যেই—বুঝতে পারছেন—

ইলার্ট ॥ [টুপিটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে] তাহলে আমি আর তোমাদের সময় নষ্ট—

ব্র্যাক ॥ না—না ; শুনুন, শুনুন, আপনিও চলুন না।

ইলার্ট ॥ [ছোট করে আর নড়চড় হবে না এইভাবে] না ; সে সম্ভব নয়। ধন্যবাদ

ব্র্যাক ॥ না—না। চলুন, চলুন। পার্টিটা আমাদের খুব ছোট—অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। আমরা একটু স্ফূর্তি করব আর কি।

ইলার্ট ॥ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলেও—

ব্র্যাক ॥ আপনি বরং আপনার লেখাটা নিয়ে চলুন। আমার ওখানে বসেই টেসম্যানকে প'ড়ে শোনাবেন। অনেক ঘর রয়েছে আমার।

টেসম্যান ॥ ভালই হবে—কী বল ইলার্ট ? হবে না ? এটা তুমি স্বচ্ছন্দ করতে পার ! পার না ?

হেড্ডা ॥ [বাধা দিয়ে] কিন্তু মিঃ লভবর্গ যদি যেতে না চান তাহলে ওঁকে আর টানাটানি করছ কেন ? উনি বরং এখানে থাকুন ; রাত্রিতে আমার সঙ্গে খেয়ে দেয়ে যাবেন। আমার বিশ্বাস তাতেই উনি খুশি হবেন বেশী।

ইলার্ট ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] আপনার সঙ্গে মিসেস টেসম্যান ?

হেড্ডা ॥ আর মিসেস এলভস্তেদের সঙ্গে।

ইলার্ট ॥ ও ! [সাধারণভাবে] আজ সকালে তাঁর সঙ্গে আমার একটু সময়ের জন্যে দেখা হয়েছিল।

হেডডা ॥ তাই বুঝি ? হ্যাঁ ; তিনি ফিরে আসছেন। সুতরাং এখানে আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে। অন্যথায়, তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসার কেউ থাকবে না।

ইলার্ট ॥ সেকথা সত্যি। মিসেস টেসম্যান, আপনাকে ধন্যবাদ। তাহলে আমি এইখানেই থেকে যাই।

হেড্ডা ॥ চাকরাণীকে একটা কথা বলে আমি এখনই ফিরে আসছি।

[হলঘরের দরজার কাছে গিয়ে সে বেল বাজালো। দেখা গেল বির্টিকে। ভেতরের ঘরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে হেড্ডা তাকে ফিসফিস ক'রে কী যেন বলল। মাথা নেড়ে চলে গেল বির্টি।]

টেসম্যান ॥ [এই সময় ইলার্টকে] আচ্ছা ইলার্ট, এইটাই কি তোমার সেই নতুন তথ্য—মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ? আর এরই ওপরে তুমি বক্তৃতা দিতে যাচ্ছ ?

ইলার্ট ॥ হ্যাঁ।

টেসম্যান ॥ কারণ আমি বই-এর দোকানেই শুনলাম এই শরৎকালে তুমি কয়েকটা বক্তৃতা দেবে।

ইলার্ট ॥ দিচ্ছি। টেসম্যান, তার জন্যে আমার ওপরে নিশ্চয় তুমি রাগ করবে না।

টেসম্যান ॥ নিশ্চয় না, নিশ্চয় না ! কিন্তু—

ইলার্ট ॥ অবশ্য এটা যে তোমার কাছে কিছুটা বিরক্তিকর হবে সেটা আমি বুঝতে পারছি।

টেসম্যান ॥ [কিছুটা দমে গিয়ে] তবে আমি আশা করতে পারি নে···আমার স্বার্থের খাতিরে···

ইলার্ট ॥ কিন্তু তুমি চাকরিটা না পাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

টেসম্যান ॥ অপেক্ষা করবে? ভাল—ভাল। কিন্তু তুমি নিজেই কি চাকরিটা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছ না?

ইলার্ট ॥ না। আমি চাই—ওই যাকে বলা হয় "মর‍্যাল ভিক্‌ট্রি"—মানে নৈতিক বিজয়—তার বেশী কিছু নয়।

টেসম্যান ॥ কিন্তু—গুড লর্ড! জুলি পিসী তাহলে ঠিক কথাই বলেছিলেন! আমিও তা জানতাম! হেড্ডা! ভেবে দেখ একবার! ইলার্ট আমাদের পথে দাঁড়াবে না! মানে, একেবারেই না!

হেড্ডা ॥ [একটু রূঢ়ভাবে] আমাদের পথে? দয়া ক'রে আমাকে তুমি ও পথ থেকে সরিয়ে রাখ।

[ভেতরে ঘরে বির্টি যেখানে টেবিলের ওপরে ডিক্যান্‌টার আর গ্লাসশুদ্ধ ট্রেটা সাজিয়ে রাখছিল সে সেইদিকে এগিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে সম্মতিসূচক একটা ঘাড় নেড়ে সে আবার ফিরে এল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বির্টি।]

টেসম্যান ॥ [সেই সময়ে] কিন্তু জাজ, এ বিষয়ে আপনি কি বলেন—অ্যাঁ?

ব্র্যাক ॥ ভালই তো, ভালই তো! সম্মান আর নৈতিক বিজয়···খুবই মনোমুগ্ধকর বস্তু···

টেসম্যান ॥ নিঃসংশয়ে। কিন্তু তাহলেও—

হেড্ডা ॥ [একটা ঠাণ্ডা হাসির ভেতর দিয়ে টেসম্যানের দিকে তাকিয়ে] আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে রয়েছ কেন? মনে হচ্ছে তোমার মাথার ওপরে যেন বজ্রাঘাত হয়েছে।

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ; সেইরকমই মনে হচ্ছে।...

ব্র্যাক ॥ আসল কথাটা হচ্ছে একটা ঝড় এইমাত্র আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল, মিসেস টেসম্যান।

হেড্ডা ॥ [ভেতরের ঘরের দিকে একটা ইঙ্গিত ক'রে] আপনারা কি ভেতরে এসে এক গ্লাস ক'রে ঠাণ্ডা পানীয় খাবেন না?

ব্র্যাক ॥ [নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] মনটাকে একটু ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যে? তা মন্দ নয়।

টেসম্যান ॥ চমৎকার হেড্ডা! চমৎকার! এই জিনিসই দরকার। আমার মনের ওপর থেকে বোঝা নেমে গিয়েছে—বিশেষ ক'রে সেইজন্যেই জিনিসটা উপাদেয় হবে।

হেড্ডা ॥ মিঃ লভবর্গ, আপনিও আসবেন না?

ইলার্ট ॥ [ইঙ্গিতে প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিয়ে] না; ধন্যবাদ। আমি খাব না।

ব্র্যাক ॥ কিন্তু হায় ঈশ্বর ! আমি যতদূর জানি "কোল্ড পাঞ্চ" অর্থাৎ ঠাণ্ডা পানীয় বিষ নয়।

ইলার্ট ॥ সকলের পক্ষে না হ'তে পারে।

হেড্‌ডা ॥ ঠিক আছে। আমি বরং মিঃ লভর্গকে এর মধ্যে কথায় আপ্যায়িত করব।

টেসম্যান ॥ সেই ভাল, সেই ভাল। তাই কর।

[টেসম্যান আর ব্র্যাক উঠে গিয়ে ভেতরের ঘরে টেবিলের পাশে বসে। সেখানে তারা বসে বসে পাঞ্চ খায় আর সিগারেট ফোঁকে ; সেইসঙ্গে তারা বেশ গল্প গুজবে মেতে ওঠে। ইলার্ট লভর্গ স্টোভের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। হেড্‌ডা লেখার টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়]

হেড্‌ডা ॥ [একটু জোর ক'রে] ইচ্ছে হলে আপনাকে আমি কিছু ফটোগ্রাফ দেখাব। বাড়ী ফেরার পথে আমার স্বামী আর আমি দুজনে টাইরলের ভেতর দিয়ে এসেছিলাম।

[একটা অ্যালবাম নিয়ে এসে সোফার পাশে টেবিলের উপরে সে রাখলো ; নিজে বসলো সোফার একেবারে শেষ প্রান্তে। ইলার্ট লভর্গ কাছে এগিয়ে গিয়ে তার দিকে তাকায়। তারপরে একটা চেয়ার নিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে পেছন ক'রে হেড্‌ডার বাঁ পাশে বসে]

হেড্‌ডা ॥ [অ্যালবামটা খুলে] মিঃ লভর্গ, এই পাহাড়গুলি দেখছেন ? এটা হচ্ছে অর্টলার পর্বতমালা। আমার স্বামী নিচে নামটা লিখে রেখেছেন। এই যে : "অর্টলার পর্বতমালা, মেরান"।

ইলার্ট ॥ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে] হেড্‌ডা—গ্যাবলার !

হেড্‌ডা ॥ [চট ক'রে তার দিকে চেয়ে] চুপ।—এখন !

ইলার্ট ॥ [সেইভাবে] হেড্‌ডা গ্যাবলার।

হেড্‌ডা ॥ [অ্যালবামের দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ, একসময় ওই নামটাই ছিল। সেই সময় যখন আমরা দুজনে দুজনকে চিনতাম।

ইলার্ট ॥ অর্থাৎ, ভবিষ্যতে—সারা জীবন ধরে তাহলে তোমাকে হেড্‌ডা গ্যাবলার বলে ডাকার অভ্যাসটা আমাকে বদলাতে হবে ?

হেড্‌ডা ॥ [পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে] হ্যাঁ। নিশ্চয়, আর আমার ধারণা, সময় থাকতে সেটা করাই ভাল, অর্থাৎ, যতটা তাড়াতাড়ি পার।

ইলার্ট ॥ [ক্ষুব্ধ স্বরে] হেড্‌ডা গ্যাবলার বিয়ে করেছে ;—আর করেছে জর্জ টেসম্যানকে।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ। সেই ব্যাপারই ঘটেছে।

ইলার্ট ॥ ও, হেড্‌ডা, হেড্‌ডা ; এভাবে নিজেকে তুমি বিসর্জন দিলে কী করে ?

হেড্‌ডা ॥ [তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে] চুপ—চুপ ! এখন ওসব কথা নয়।

ইলার্ট ॥ কী কথা ?

[টেসম্যান ভেতরে এসে সোফার দিকে এগিয়ে যায়]

হেড্‌ডা ॥ [তার আসার শব্দ শুনে নিতান্ত উদাসীনভাবে] আর এই দেখুন, মিঃ লভর্গ ; এই ছবিটা হচ্ছে অ্যামপেজো উপত্যকায়। এই পাহাড়ের চূড়াগুলির ওপরে একবার চেয়ে দেখুন। [টেসম্যানের দিকে মিষ্টি করে তাকিয়ে] এই অদ্ভুত শিখরগুলির নাম কী গো ?

টেসম্যান ॥ দেখি, দেখি। আরে, এগুলো তো হচ্ছে ডোলোমাইট।

হেড্‌ডা ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। মিঃ লভর্গ, এগুলো হচ্ছে ডোলোমাইট।

টেসম্যান ॥ হেড্‌ডা, তোমার জন্যে একটু পাঞ্চ এনে দেব ? তোমার জন্যে শুধু ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ধন্যবাদ। নিয়ে এস। সেইসঙ্গে কয়েকটা কেক, সম্ভব হ'লে।

টেসম্যান ॥ সিগারেট ?

হেড্‌ডা ॥ না ; ধন্যবাদ।

টেসম্যান ॥ ঠিক আছে।

[ভেতরের ঘরে ঢুকে যায়—তারপরে চলে যায় ডানদিকে। ব্র্যাক ভেতরের ঘরেই বসে থাকে। মাঝে-মাঝে হেড্‌ডা আর ইলার্ট লভর্গের দিকে তাকায়]

ইলার্ট ॥ [আগের মতই স্বর নিচু ক'রে] প্রিয় হেড্‌ডা, একাজ তুমি কি করে করতে পারলে বল।

হেড্‌ডা ॥ [বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে অ্যালবামের দিকেই সে চেয়ে রয়েছে] তুমি যদি আমাকে কেবল 'প্রিয়' 'প্রিয়' বলে ডাক তাহলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

ইলার্ট ॥ আমরা দুজনে একা থাকার সময়েও নয় ?

হেড্‌ডা ॥ না। ইচ্ছে হলে, মনে-মনে ভাবতে পার। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবে না।

ইলার্ট ॥ ওঃ ; বুঝতে পারছি। কথাটা আঘাত করে...জর্জের প্রতি তোমার ভালবাসাকে।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে হেসে] ভালবাসা ? হ্যাঁ ; ভালবাসাই বটে।

ইলার্ট ॥ তাহলে, ভালবাসা নয় ?

হেড্‌ডা ॥ কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা যাতে না হয়। ও জিনিসটা আমি বরদাস্ত করব না।

ইলার্ট ॥ হেড্‌ডা, আমাকে একটা কথা, মাত্র একটা কথা তুমি বলবে ?

হেড্‌ডা। চুপ !

[একটা ট্রে হাতে করে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে টেসম্যান]

টেসম্যান ॥ দেখ, কী সুন্দর জিনিসই আমাদের এখানে রয়েছে। [ট্রেটা টেবিলের ওপরে রাখে]

হেড্‌ডা ॥ তুমি এটা নিজে বয়ে আনলে কেন ?

টেসম্যান ॥ [গ্লাসগুলি ভর্তি ক'রে] কেন ? বুঝলে না ? তোমাকে সেবা করতে আমার বেশ ভাল লাগে, হেড্‌ডা ।

হেড্‌ডা ॥ তুমি তো দেখছি দুটো গ্লাসই ভর্তি করেছ । মিঃ লভর্গ তো খাবেন না ।

টেসম্যান ॥ না ! কিন্তু মিসেস এলভস্তেদ এখনই এসে পড়বেন ।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; তাই বটে । মিসেস এলভস্তেদ……

টেসম্যান ॥ তুমি কি তাঁর কথা ভুলে গিয়েছিলে—অ্যাঁ ?

হেড্‌ডা ॥ আমরা এতে একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম । [একখানা ছবি দেখায়] ওই ছোট গ্রামটার কথা তোমার মনে রয়েছে ?

টেসম্যান ॥ ওই ব্রেনার পাশ-এর তলায় যেটা ! ওখানেই তো আমরা রাত কাটিয়েছিলাম—

হেড্‌ডা ॥ আর সেইসব স্ফূর্তিবাদ টুরিস্টদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ।

টেসম্যান ॥ ঠিক, ঠিক । ওইটাই । ভেবে দেখ, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে ইলার্ট ! আরে যা !

[আবার ভেতরে গিয়ে ব্র্যাকের পাশে বসে]

লভর্গ ॥ এই একটা কথার উত্তর দাও, হেড্‌ডা ।

হেড্‌ডা ॥ অ্যাঁ ?

লভর্গ ॥ আমার জন্যে তোমার মধ্যে কি এতটুকু ভালবাসা ছিল না ? মানে, একটুও ?

হেড্‌ডা ॥ সত্যিই কি ছিল ? ভাবতেই আমার অবাক লাগছে । আমার কাছে ওটা ছিল একটা বন্ধুত্ব—অর্থাৎ, আমরা তখন দুটিতে ছিলাম পরস্পরের বন্ধু—দুটি সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু । [হেসে] বিশেষ ক'রে, তুমি একেবারে খোলাখুলি কথা বলতে ।

লভর্গ ॥ তুমিই তো তাই চাইতে ।

হেড্‌ডা ॥ আমি যখন পেছন ফিরে দেখি তখন আমার মনে হয় আমাদের সেই বন্ধুত্বের মধ্যে ছিল একটি সুন্দর জিনিষ—যাকে বলে একেবারে মনোমুগ্ধকর । আমাদের সেই গোপন অন্তরঙ্গতার ভেতরে ছিল একটা সাহস—যে অন্তরঙ্গতার কথা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি ।

লভর্গ ॥ হ্যাঁ ; তাই ছিল হেড্‌ডা ! ছিল না ? বিকালের দিকে আমি যখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম……আর জেনারেল জানালার ওপরে ব'সে কাগজ পড়তেন আমাদের দিকে পেছন ক'রে……

হেড্‌ডা ॥ আর আমরা কোণের সোফার ওপরে বসে থাকতাম ।

লভর্গ ॥ সেই ছবি আঁকা কাগজটা রোজই আমাদের সামনে মেলা থাকত ।

হেড্‌ডা ॥ অবিকল । অ্যালবামের অভাবে ।

লভর্গ ॥ হ্যাঁ, হেড্‌ডা । আর আমি তখন তোমাকে মনের কথা সব খুলে বলতাম । *যে কথা সে যুগে কেউ জানত না সেই সব কথা তোমাকে আমি খুলে বলতাম*

তোমার পাশে বসে নিজের কথা, নিজের নষ্টামির কথা আমি তোমাকে সব বলতাম। ও হেড্ডা, তোমার ভেতরে এমন কি শক্তি ছিল বলত যা আমাকে সেই সব একান্ত ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধ্য করত ?

হেড্ডা ॥ আমার ভেতরে কোন শক্তি ছিল এই কি তুমি মনে কর ?

লভর্গ ॥ হ্যাঁ ; তাছাড়া, ওকে আমি আর কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারিনে। আর সেই সব প্রশ্ন···যে সব প্রশ্ন তুমি আমাকে সে সময়ে করতে···মানে,···পরোক্ষভাবে।

হেড্ডা ॥ এবং, যে প্রশ্নগুলির অর্থ তুমি অত ভালভাবে বুঝতে পারতে।

লভর্গ ॥ সেই সব প্রশ্ন বসে-বসে তুমি আমাকে করতে—ভাবতেও কেমন লাগে ! আর অত স্পষ্ট ক'রে।

হেড্ডা ॥ মনে রেখো—পরোক্ষভাবে।

লভর্গ ॥ হ্যাঁ ; কিন্তু স্পষ্ট ক'রে—তবুও। আমাকে জিজ্ঞাসা কর—মানে, সেই সব কথা।

হেড্ডা ॥ মিঃ লভর্গ—আর সেই সব প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পার—একথা ভাবতেও কেমন লাগে।

লভর্গ ॥ হ্যাঁ ; পেছনের দিকে তাকালে—ঠিক ওইটাই আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু হেড্ডা, এখন বল দেখি—আমাদের সেই সম্পর্কের তলায় ভালবাসা ব'লে কি কিছু ছিল না ? আর তোমার কাছে সব কথা খুলে বললে তুমি আমার সব কলঙ্ক মুছে দিতে পার—এরকম একটা ধারণা কি তোমার নিজেরও ছিল না ? তাই না ?

হেড্ডা ॥ না ; তেমন কিছু ছিল না।

লভর্গ ॥ তাহলে, তোমার উদ্দেশ্যটা কী ছিল ?

হেড্ডা ॥ সুযোগ পেলে···গোপনে যে কোন যুবতী······এটা কি তোমার পক্ষে বোঝা কষ্টকর হচ্ছে······

লভর্গ ॥ অর্থাৎ ?

হেড্ডা ॥ যে, সে বিশ্বের একটু ইঙ্গিত পাবে, মানে······

লভর্গ ॥ মানে ?

হেড্ডা ॥ যেটা জানার নৈতিক অধিকার তার নেই ?

লভর্গ ॥ তাহলে, ব্যাপারটা হচ্ছে এই ?

হেড্ডা ॥ হ্যাঁ—এই···আমার তাই মনে হয়।

লভর্গ ॥ জীবন পিয়াসার আকাঙ্ক্ষা—মানে, উভয়তই। কিন্তু যাই হোক, এইভাবে আমাদের দিন কাটলো না কেন ?

হেড্ডা ॥ সেটা তোমার নিজের দোষ।

লভর্গ ॥ তুমিই সেই সম্পর্ক নষ্ট করেছ।

হেড্ডা ॥ করেছি। কিন্তু কখন ? আমাদের সেই সম্পর্কটা যখন ঘনিষ্ঠতার বিপদ-সীমা লঙ্ঘন করার উপক্রম করেছে, তখন। ইলার্ট, তার জন্যে তোমার নিজেরই

লজ্জিত হওয়া উচিত। তোমার অসন্দিগ্ধ বন্ধুর কাছে তুমি এই রকম সুযোগ নিতে পারলে কী ক'রে ?

লভর্গ ॥ [নিজের হাতে মোচড় দিয়ে] তুমি আমাকে শায়েস্তা করলে না কেন ? তুমি আমাকে গুলি করবে বলে শাসিয়েছিলে। করলে না কেন !

হেড্‌ডা ॥ করতাম···কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয় হয়েছিল আমার।

লভর্গ ॥ তাই বটে, হেড্‌ডা। আসলে তুমি কাপুরুষ।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; ভয়ানক কাপুরুষ। [স্বর পরিবর্তন করে] কিন্তু তোমার ভাগ্য যথেষ্ট ভাল বলতে হবে। আর এখন তুমি মহা আনন্দে এলভস্তাদদের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছ।

লভর্গ ॥ তারা তোমাকে কী বলেছে তা আমি জানি।

হেড্‌ডা ॥ এবং আমাদের দুজনের সম্বন্ধে তুমি তাকে কিছু বলেছ।

লভর্গ ॥ একটি কথাও না, ওরকম কথা বোঝার মত বুদ্ধি তার নেই।

হেড্‌ডা ॥ বুদ্ধি নেই ?

লভর্গ ॥ ওরকম কিছু বোঝার মত বুদ্ধি তার ঘটে নেই।

হেড্‌ডা ॥ এবং আমি কাপুরুষ। [সে তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে। তার চোখে চোখ না রেখে নরম সুরে বলে] কিন্তু এখন তোমার কাছে নিশ্চয় আমি কিছু স্বীকার করব।

লভর্গ ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] কী—কী ?

হেড্‌ডা ॥ তোমাকে যে আমি গুলি করে মারতে পারিনি—

লভর্গ ॥ অ্যাঁ ? বল—বল।

হেড্‌ডা ॥ সেইটাই আমার চরম কাপুরুষতা নয়· ····সেই রাত্রিতে।

লভর্গ ॥ [এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল , তার কথা বুঝলো এবং আবেগের সঙ্গে ফিসফিস ক'রে বলে] আ, হেড্‌ডা ! হেড্‌ডা গ্যাবলার ! আমাদের বন্ধুত্বের গোপন ভিত্তিটা এখন আমি কিঞ্চিৎ বুঝতে পারছি। তুমি আর আমি ! তাহলে, তোমার বেঁচে থাকার প্রবল বাসনাই······

হেড্‌ডা ॥ [শান্তভাবে, একটি তীক্ষ্ণ, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে] সাবধান ! ওরকম কিছু ধারণা করে নিয়ো না।

[অন্ধকার হতে আরম্ভ করে। বাইরে থেকে বির্টি দরজা খোলে]

হেড্‌ডা ॥ [একটা শব্দ করে অ্যালব্যামটা বন্ধ করে ; তারপরে একটু হেসে ডাকে] আরে থোয়া যে ! এতক্ষণ পরে ! এস—এস। ভেতরে চলে এস।

[হলঘর থেকে, ইতিমধ্যে, মিসেস এলভস্তেদ এগিয়ে আসে। পরণে তার সান্ধ্য পোশাক। তার পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।]

হেড্‌ডা ॥ [সোফার ওপরে বসে, তার দিকে হাত বাড়িয়ে] থোয়া ভাই, তোমার আসার আশায় আমি কীরকম যে আকুলি বিকুলি করছি তা তুমি বুঝতে পারবে না !

[ইতিমধ্যে ভেতরের ঘরে যারা বসেছিল তাদের সামান্য একটু অভিনন্দন জানিয়ে মিসেস এলভস্তেদ হেড্‌ডার দিকে হাতটা বাড়িয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। ইলার্ট লভর্গ উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আর মিসেস এলভস্তেদ নীরব ঘাড় নেড়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাল।]

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ভেতরে গিয়ে তোমার স্বামীর সঙ্গে কি দু'একটা কথা বলা আমার উচিত হবে না ?

হেড্‌ডা ॥ কিছু না—কিছু না ! ওরা যেমন আছে থাক। ওরা এখনই বেরিয়ে যাচ্ছে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তাই বুঝি ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; স্ফূর্তি করতে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [তাড়াতাড়ি, লভর্গকে] তুমি যাচ্ছ না—না কি ?

লভর্গ ॥ না।

হেড্‌ডা ॥ মিঃ লভর্গ আমাদের সঙ্গে এখানে থাকছেন।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [একটা চেয়ার টেনে লভর্গের কাছে বসতে গেল] এখানে বসে থাকতে কত ভাল লাগছে !

হেড্‌ডা ॥ না—না, থোয়া—ভাই ! ওখানে নয়। তুমি এখানে এস—আমার ঠিক পাশে। আমি মাঝখানে বসতে চাই।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ঠিক আছে। যা তোমার ইচ্ছে। [টেবিলটা ঘুরে সে হেড্‌ডার ডানদিকে সোফার পাশে বসে। লভর্গ আবার তার চেয়ারে ব'সে পড়ে]

লভর্গ ॥ [হেড্‌ডাকে, একটু থেমে] ও বেশ সুন্দর নয় ? মানে, দেখতে ?

হেড্‌ডা ॥ [এলভস্তেদের মাথার চুলে আলতো চাপড় দিয়ে] শুধু দেখতে ?

লভর্গ ॥ হ্যাঁ। কারণ, আমরা দু'জনে—ও আর আমি—আমরা সত্যিই হচ্ছি কমরেড। পরস্পরকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। সেইজন্যেই আমরা পাশাপাশি ব'সে মন খুলে কথাবার্তা বলি।

হেড্‌ডা ॥ মিঃ লভর্গ, এর ভেতরে পরোক্ষ উক্তি কিছু নেইত ?

লভর্গ ॥ মানে···

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [বেশ মিষ্টি ক'রে, হেড্‌ডার দিকে ঝুঁকে] হেড্‌ডা, আমি যে কী খুশি হয়েছি তা তোমাকে কি বলব ! ওকে আমি উৎসাহিত করেছি সেকথাও ও আমাকে বলল ! ভেবে দেখ কথাটা !

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে] উনি বলেছেন, তাই বুঝি ?

লভর্গ ॥ তারপরে, ওর সাহসও রয়েছে, মিসেস টেসম্যান। তারই ফলে, কাজ করার উৎসাহ পেয়েছি আমি।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ অ্যাঁ ! আমার ? সাহস ?

লভর্গ ॥ অনেক—অনেক। বিশেষ ক'রে তোমার কমরেডের ব্যাপারে।

হেড্‌ডা ॥ ও—সাহস ! তাই বটে, তাই বটে ! হ্যাঁ, অবশ্য যদি তা কারও থেকে থাকে।

লভর্গ ॥ অর্থাৎ ? তাহলে ?

হেড্‌ডা ॥ তাহলে, জীবনটা বাঁচার মত হয়। [হঠাৎ স্বর পরিবর্তন ক'রে] কিন্তু প্রিয় থোয়া, এখন তোমাকে এক গ্লাস পাঞ্চ অবশ্যই খেতে হবে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ না—ধন্যবাদ। ওরকম জিনিস কোনদিনই আমি খাই নে।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে আপনি, মিঃ লভর্গ ?

লভর্গ ॥ আমিও না—ধন্যবাদ।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] কিন্তু আমি বললে ?

লভর্গ ॥ ব'লে লাভ নেই।

হেড্‌ডা ॥ [হেসে] তাহলে, আপনাকে দিয়ে কিছু করানোর ক্ষমতা আমার নেই ? হতভাগ্য আমি।

লভর্গ ॥ ওদিক থেকে—না—কিছু নেই।

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু সত্যি বলছি—আপনার খাওয়া উচিত ছিল—আপনার নিজের জন্যেই।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হেড্‌ডা, একথা— ?

লভর্গ ॥ কী রকম ?

হেড্‌ডা ॥ অথবা, অন্যদের জন্যে।

লভর্গ ॥ সত্যিই ?

হেড্‌ডা ॥ না খেলে, লোকে সন্দেহ করতে পারে যে নিজের ওপরে আপনার কোন আস্থা নেই—অর্থাৎ, মনের দিক থেকে আপনি বড় দুর্বল।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আস্তে] হেড্‌ডা, ভাই—

লভর্গ ॥ লোকের যা ইচ্ছে হয় সন্দেহ করতে পারে—বর্তমানে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আনন্দে] হাঁ—করুক !

হেড্‌ডা ॥ একটু আগেই জাজ ব্র্যাকের মুখে আমি তা স্পষ্ট দেখেছি।

লভর্গ ॥ কী দেখেছেন ?

হেড্‌ডা ॥ একটা ঘৃণামিশ্রিত হাসি—যখন আপনি ওদের সঙ্গে ভেতরের ঘরে যেতে সাহস করলেন না।

লভর্গ ॥ সাহস করলাম না ? তা কেন ? এখানে ব'সে আপনার সঙ্গে গল্প করতেই আমার ইচ্ছে হয়েছিল বেশী।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ এর চেয়ে আর কী স্বাভাবিক হ'তে পারে, হেড্‌ডা ?

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু জাজ সেটা বুঝতে পারেন নি। সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। আর আপনি যখন তাঁর ঘরোয়া মজলিসে যাওয়ার প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিলেন তখন তিনি টেসম্যানের দিকে চেয়ে যে হেসেছিলেন তা আমি লক্ষ্য করেছি।

লভর্গ ॥ সাহস করি নি ! কী বললেন !

হেড্‌ডা ॥ আমি কিছু বলি নি। কিন্তু জাজ ব্যাপারটাকে সেইভাবেই নিয়েছিলেন।

লভর্গ ॥ নিন গে।

হেড্ডা ॥ তাহলে, আপনি তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না ?
লভর্গ ॥ আমি এখানে আপনার আর থোয়ার সঙ্গে থাকবই ।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ, হেড্ডা । তুমি সেটা অবিশ্বাস করছ কেমন করে ?
হেড্ডা ॥ [হেসে, লভর্গের দিকে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে] পাহাড়ের মত শক্ত । নীতির প্রতি আনুগত্য—বর্তমানে, আর চিরকালের জন্যে ! হাঁ ; এই তো মানুষের মত কাজ ! [মিসেস এলভস্তেদের দিকে ঘুরে একটু আদর করে] কী ! আজ সকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তুমি যখন এখানে এসেছিলে তখন তোমাকে আমি কী বলেছিলাম—
লভর্গ ॥ [অবাক হয়ে] উদ্‌ভ্রান্ত…… ।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [ভয় পেয়ে] হেড্ডা—ও হেড্ডা— ।
হেড্ডা ॥ তুমি নিজেই বুঝতে পারছ । ওরকম ভয় পাওয়ার কোন কারণ তোমার ছিল না—[কথার মোড় ঘুরিয়ে] এখন তিন জনে মিলে আমরা আনন্দ করব ।
লভর্গ ॥ [চমকে] আ—এসব কী, মিসেস টেসম্যান ?
মিসেস এলভস্তেদ ॥ হায় হেড্ডা, তুমি কী বলছ ? তুমি কী করছ ?
হেড্ডা ॥ উত্তেজিত হয়ো না । ওই যাচ্ছেতাই জাজ ব্র্যাক বসে বসে তোমাকে লক্ষ্য করছে ।
লভর্গ ॥ ওইজন্যেই এত তীব্র উদ্বেগ ! আর তা আমারই জন্যে ।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আস্তে আস্তে আর করুণভাবে] ও হেড্ডা, তুমি সব মাটি ক'রে দিলে ।
লভর্গ ॥ [মুহূর্তের জন্যে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে । তার মুখটি কেমন বিকৃত হয়ে ওঠে] ও ! এইটাই তাহলে আমার ওপরে আমার কমরেডের আস্থা !
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [অনুনয় করার ভঙ্গীতে] প্রিয় বন্ধু—আমি শুধু বলছি……
লভর্গ ॥ [পাঞ্চের একটা গ্লাস তুলে মুখে দেয় ; তারপরে, আস্তে আস্তে ভারি গলায়] থোয়া, তোমার স্বাস্থ্য… ।

[গ্লাসটা সে গলায় ঢেলে দেয় ; তারপর সেটা নামিয়ে দ্বিতীয় গ্লাসটা তুলে নেয়]

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আস্তে আস্তে] ও হেড্ডা, হেড্ডা, এই কাজ কি তুমি করতে চেয়েছিলে ?
হেড্ডা ॥ আমি ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ?
লভর্গ ॥ মিসেস টেসম্যান, এটা খাচ্ছি আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গল কামনায় । সত্যি কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ—হুর্‌রে ।

[গ্লাসটি উজাড় করে সেটাকে আবার ভর্তি করতে যায়]

হেড্ডা ॥ [তার হাতের ওপরে একটা হাত রেখে] থামুন, থামুন ! এখন থাক—আর না, মনে রাখবেন, আপনি পার্টিতে যাচ্ছেন ।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ না—না—না !
হেড্ডা ॥ চুপ । ওরা ওখানে বসে বসে আপনাকে লক্ষ্য করছে ।

লভর্গ ॥ [গ্লাসটা নামিয়ে] থোয়া—এখন তুমি আমাকে সত্যি কথা বল—
মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ, বল—বল।
লভর্গ ॥ তুমি যে এখানে এসেছ সেকথা কি তোমার স্বামী জানেন ?
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [নিজের হাতে মোচড় দিয়ে] ও হেড্‌ডা—ও কী জিজ্ঞাসা করছে শোন ?
লভর্গ ॥ তুমি শহরে এসে যে আমাকে খুঁজবে এটা কি তুমি আর তোমার স্বামীর মধ্যে ঠিক হয়েছিল ? সম্ভবত শেরিফই তোমাকে এখানে জোর করে পাঠিয়েছেন ? বুঝেছি। তাঁর অফিসে নিশ্চয় আমার সাহায্য তাঁর চাই। অথবা, তাস খেলার সঙ্গী হিসাবে আমাকে তিনি পাচ্ছেন না।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আর্তভাবে] ও লভর্গ, লভর্গ-- !
লভর্গ ॥ [গ্লাসটা নিয়ে ভর্তি করতে গিয়ে] আর বৃদ্ধ শেরিফের জন্যে এই গ্লাসটাও !
হেড্‌ডা ॥ [বাধা দিয়ে] এখন আর নয়। মনে রাখবেন, আমার স্বামীর কাছে আপনার পাণ্ডুলিপিটা আপনাকে পড়তে হবে।
লভর্গ ॥ [শান্তভাবে, গ্লাসটা নামিয়ে রেখে] থোয়া, ওভাবে তোমাকে বলাটা আমার ঠিক হয়নি। প্রিয় কমরেড, আমার ওপরে রাগ করো না। তুমি দেখবে—তুমি আর অন্য সবাই—একবার আমার অধঃপতন হয়েছিল বটে—কিন্তু এখন আমি আবার উঠেছি। তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ—থোয়া।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আনন্দে মুখ উজ্জ্বল ক'রে] ওঃ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ···।
[ইতিমধ্যে ব্র্যাক তার হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল। সে আর টেসম্যান উঠে ড্রয়িংরুমে এসে হাজির হল]
ব্র্যাক ॥ [টুপী আর ওভারকোটটা তুলে নিয়ে] মিসেস টেসম্যান, আমাদের সময় হয়ে এল।
লভর্গ ॥ [উঠে] আমারও জাজ ব্র্যাক।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আস্তে আস্তে এবং অনুনয় ক'রে] ও লভর্গ, যেয়ো না।
হেড্‌ডা ॥ [তার হাতে চিমটি কেটে] ওরা শুনতে পাবে।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [চাপা আর্তনাদ ক'রে] ওঃ !
লভর্গ ॥ [ব্র্যাককে] আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনি ভালই করেছেন।
ব্র্যাক ॥ তাহলে, আপনি আসছেন ?
লভর্গ ॥ আসছি। অনেক ধন্যবাদ।
ব্র্যাক ॥ আমি খুশি—
লভর্গ ॥ [টেসম্যানকে, পাণ্ডুলিপির প্যাকেটটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে] এটা ছাপতে পাঠানোর আগে, দু'একটা জিনিস তোমাকে আমি দেখাব।
টেসম্যান ॥ বা ! বা ! খুব ভাল। কিন্তু হেড্‌ডা, মিসেস এলভস্তেদ বাড়ী যাবেন কী ক'রে ? অ্যাঁ ?

হেড্‌ডা ॥ ব্যবস্থা একটা কিছু হবে।

লভর্গ ॥ [মহিলাদের দিকে তাকিয়ে] মিসেস এলভস্তেদ ? আমি তো ফিরবই ; তখন ওঁকে নিয়ে যাব। [সামনে এসে] এই দশটা নাগাদ, মিসেস টেসম্যান। তাতেই চলবে তো ?

হেড্‌ডা ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

টেসম্যান ॥ তাহলে, আর কিছু দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি আমাকে তুমি আশা করো না, হেড্‌ডা।

হেড্‌ডা ॥ না, তুমি যখন ইচ্ছে ফিরতে পার।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [দুর্ভাবনা ঢেকে রাখার চেষ্টায়] তাহলে, ওই কথাই রইল, মিঃ লভর্গ। আপনি না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো।

লভর্গ ॥ [নিজের টুপীটা হাতে নিয়ে] মিসেস এলভস্তেদ, দয়া ক'রে তাই করবেন।

ব্র্যাক ॥ ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আমাদের অভিযান শুরু হ'ল ! বিশেষ একটি সুন্দরী মহিলা যা বলেছেন—আশা করি আমাদের সময়টা বেশ ভালই কাটবে।

হেড্‌ডা ॥ তাই বটে—যদি অবশ্য সেই সুন্দরী মহিলাটি আপনাদের পার্টিতে উপস্থিত থাকতে পারতেন—অদৃশ্যভাবে !

ব্র্যাক ॥ 'অদৃশ্য' কেন ?

হেড্‌ডা ॥ আপনাদের আনন্দের কলরোল কিছুটা নিজের কানে শোনার জন্যে, জাজ ব্র্যাক।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] সুন্দরী মহিলাকে সেরকম কোন চেষ্টা না করতেই আমি উপদেশ দিচ্ছি।

টেসম্যান ॥ [সেও হেসে] বা ! কী সুন্দর মেয়ে তুমি হেড্‌ডা ! কথাটা শোন !

ব্র্যাক ! তাহলে, ভদ্রমহিলাগণ—আমরা এবার চলতি।

লভর্গ ॥ [অভিবাদন জানানোর ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে] তাহলে ওই কথা—দশটা।

[ব্র্যাক, টেসম্যান আর লভর্গ হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই সময় আলো হাতে নিয়ে বির্টি বেরিয়ে এল ভেতরের ঘর থেকে। আলোটা সে ড্রয়িংরুমের টেবিলের ওপরে রাখলো। তারপর যে পথে সে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল।]

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [ইতিমধ্যে সে উঠে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো] হেড্‌ডা, হেড্‌ডা, এর শেষ পরিণতি কী ?

হেড্‌ডা ॥ দশটা—তার পরেই তিনি আসবেন। আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—মাথার ওপরে আঙুরলতা জড়িয়ে—প্রদীপ্ত মুখে—স্থির বিশ্বাসে তিনি আসছেন।

মিসেস এলভস্তেদ !! হ্যাঁ—তোমার কথা যেন সত্যি হয়।

হেড্‌ডা ॥ আর, তারপরেই তুমি দেখতে পাবে—নিজের ওপরে বিশ্বাস আবার তাঁর ফিরে এসেছে। তারপরেই জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি স্বাধীন মানুষ।

মিসেস এলভস্তের্দ ॥ ঈশ্বর তাই করুন। তুমি যেভাবে দেখছ তিনি যেন সেইভাবেই ফিরে আসতে পারেন।

হেড্ডা ॥ সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন—'সেইভাবে, অন্য কোনভাবে নয়' [উঠে তার কাছে গিয়ে] তাঁকে যত ইচ্ছে তুমি সন্দেহ করে যাও। তাঁর ওপরে আমার বিশ্বাস রয়েছে। এখন আমরা চেষ্টা করব—

মিসেস এলভস্তেদ ॥ এসবের পেছনে কোনকিছু শক্তি রয়েছে, হেড্ডা।

হেড্ডা ॥ আছে ; অবশ্যই। জীবনে অন্তত একবার কোন মানুষের ভাগ্যকে আমি নিয়ন্ত্রিত করতে চাই।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কিন্তু সে-সুযোগ কি তুমি পাও নি ?

হেড্ডা ॥ না—কোনদিন না।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তোমার স্বামীর ওপরেও না ?

হেড্ডা ॥ সেটা পেলে ভালই হতো—তাই না ? হায়রে, আমি যে কত দরিদ্র তা যদি তুমি জানতে! আর এই যে তুমি! ঐশ্বর্যশালিনী! [তাকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে] মনে হচ্ছে, তোমার মাথার চুলগুলিকে আমি পুড়িয়ে দিই।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! তোমাকে ভয় লাগছে, হেড্ডা!

বির্টি ॥ [ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে] ড্রয়িংরুমে চা দেওয়া হয়েছে, মাম।

হেড্ডা ॥ ভাল। আমরা আসছি।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ না—না! আমি বরং একাই বাড়ী ফিরে যাব—এখনই!

হেড্ডা ॥ বোকা কোথাকার! তুমি প্রথমে চা খাবে—ভীরু বালিকা। তারপর রাত্রি দশটায় ইলার্ট লভর্গ আসবেন -মাথায় থাকবে তাঁর আঙুরলতার মালা।

[একরকম জোর করেই সে মিসেসকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেল]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

টেসম্যানদের ঘর। মাঝখানের দরজায় পর্দা ফেলা, সামনের কাচের দরজাগুলিও পর্দা দিয়ে ঢাকা। টেবিলের ওপরে একটা আলো জ্বলছে মিটমিট করে। তার গায়ে একটা ঢাকনা। স্টোভের ঘরের দরজাটা খোলা। সেই ঘরে আগুনে চুল্লী। আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে।

একটা বড় শাল জড়িয়ে পা দুটো একটা টুলের ওপরে রেখে স্টোভের ধারে ইজি চেয়ারের ওপরে শুয়ে রয়েছে মিসেস এলভস্তেদ। পোশাক পরে সোফার ওপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে হেড্ডা। তার গায়ে একটা কম্বল।

একটু বিরতি। মিসেস এলভস্তেদ চেয়ারের ওপরে তাড়াতাড়ি উঠে বসে, কান পেতে শোনে। তারপরে আবার সে ক্লান্তভাবে চেয়ারের ওপরে টলে পড়ে, তারপরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ এখনও এল না! হায় ঈশ্বর! ঈশ্বর! এখনও এল না!

[চুপি চুপি হলঘরের দরজা দিয়ে বির্টি ঢুকলো, তার হাতে একটা চিঠি

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [ঘুরে, আগ্রহের সঙ্গে ফিসফিস করে] কেউ এসেছে নাকি?

বির্টি ॥ হ্যাঁ, একটি মেয়ে এক্ষুণি একটা চিঠি নিয়ে এসেছিল।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে। চিঠি! আমাকে দাও।

বির্টি ॥ না: মাম। চিঠিটা ডক্টরের।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ওঃ!

বির্টি ॥ মিস টেসম্যানের পরিচারিকা এটা নিয়ে এসেছিল। এই টেবিলের ওপরে রেখে গেলাম।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তাই রাখ।

বির্টি ॥ [চিঠিটা রেখে] আলোটা বরং নিবিয়ে দিই। ধোঁয়া হচ্ছে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ, নিবিয়ে দাও। শীঘ্রিই সকাল হয়ে যাবে।

বির্টি ॥ [আলোটা নিবিয়ে] সকাল এমনিতেই হয়ে গিয়েছে, মাম।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ আরে তাইত! এ যে দেখছি একেবারে সকাল! এখনও এল না!

বির্টি ॥ ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, মাম। এরকম যে হবে তা কিন্তু আমি ভেবেছিলাম।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ভেবেছিলে!

বির্টি ॥ হ্যাঁ। যখন আমি দেখলাম কোন একটি বিশেষ ভদ্রলোক আবার শহরে ফিরে এসেছেন—এবং···মানে···তারপরেই ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছেন···ওই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে আজকের আগে অনেককিছু শোনা গিয়েছে কি না!

মিসেস এলভস্তেদ ॥ অত জোরে কথা বলো না। মিসেস টেসম্যানের ঘুম ভেঙে যাবে।

বির্টি ॥ [সোফার দিকে তাকিয়ে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] হায় ভগবান, তাই বটে! বেচারা! ঘুমোক। আগুনে আমি কি আর চারটি কাঠ দিয়ে দেব?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ না—ধন্যবাদ। অবশ্য, আমার কোন দরকার নেই।

বির্টি ॥ ঠিক আছে। [হলঘরের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে সে চলে গেল]

হেড্ডা ॥ [দরজা বন্ধ হবার শব্দে জেগে, আর সামনের দিকে তাকিয়ে] কে এসেছিল?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কেউ নয়। তোমার যে কান্ড করে।

হেড্ডা ॥ [চারপাশে তাকিয়ে] এখানে এসেছিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে। [সোফার ওপরে উঠে বসে, আড়মোড়া ভাঙে, চোখ ঘষে।] থোরা ক'টা বাজলো বলত?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হাতঘড়ি দেখে। সাতটা বেজে গিয়েছে।

হেড্ডা ॥ আমার স্বামী এখন ফিরে এসেছে?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তিনি ফিরে আসেন নি।

হেড্ডা ॥ এখনও ফেরেন নি

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [উঠে] কেউ ফেরেন নি।

হেড্ডা ॥ আর আমরা তাদের জন্যে রাত্রি প্রায় চারটে পর্যন্ত জেগে বসেছিলাম!

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [নিজের হাতে মোচড় দিয়ে] আর আমি তার জন্যে কী উদ্বেগের সঙ্গেই না অপেক্ষা করছি।

হেড্ডা ॥ [হাই তুলে আর তার মুখের সামনে আঙুল নেড়ে] আমরা অত কষ্ট না করলেও পারতাম।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ পরে তুমি একটু ঘুমিয়েছিলে?

হেড্ডা ॥ হ্যাঁ। ভালই। তুমি ঘুমোও নি?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ একটুও নয়। ঘুমোতে পারি নি, হেড্ডা! ঘুমোনা আমার পক্ষে একদম অসম্ভব ছিল।

হেড্ডা ॥ [উঠে তার কাছে গিয়ে] আরে থাম—থাম! দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কী হয়েছে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তাই বুঝি! কী হয়েছ বল তো! বল, ভাই, বল।

হেড্ডা ॥ কী আর হবে? জাজের বাড়ীতে সবাই খুব হইচই করেছে আর কি!

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হায় ঈশ্বর—তাই! তাই করছে তারা—নিশ্চয়। কিন্তু তবু…

হেড্ডা ॥ আর তারপরে বুঝেছ, অত রাত্রিতে বেল বাজিয়ে আমার স্বামী আমাদের বিরক্ত করতে চান নি—আর কি। [হেসে] অনেক রাত্রি পর্যন্ত হুল্লোড় করার পরে সম্ভবত তিনি বেহুঁশ অবস্থায় আমার সামনে দাঁড়াতে সাহস করেন নি।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কিন্তু, হেড্ডা—তিনি কোথায় গেলেন বল ত?

হেড্‌ডা ॥ তিনি হয়ত তাঁর পিসীর বাড়ীতেই রাত কাটিয়েছেন। তাঁর পুরানো ঘরটা তাঁরা ঠিক করেই রেখেছেন।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ না ; তিনি তো সেখানে যেতে পারেন না। কারণ, মিস টেসম্যানের কাছ থেকে একটু আগেই তাঁর নামে একটা চিঠি এসেছে। ওই যে।

হেড্‌ডা ॥ তাই নাকি ? [ঠিকানাটা দেখে] হ্যাঁ। নিশ্চয় এটা জুলি পিসির কাছ থেকে এসেছে। হাতের লেখাটা তাঁরই। তাহলে তিনি হয়ত জাজের বাড়ীতেই আছেন। আর ইলার্ট মাথায় আঙুরলতার মালা জড়িয়ে তাঁর কাছে বসে বই পড়ছেন।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ও হেড্‌ডা, যা বলছ তুমি নিজেই তা বিশ্বাস কর না।

হেড্‌ডা ॥ তুমি সত্যিই একটা বোকারাম, থেয়া।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ, আমি বোকা—দুর্ভাগ্য বলতে পার।

হেড্‌ডা ॥ আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছ।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ ; ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছি।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে, আমি যা বলছি তাই তোমাকে করতে হবে। তুমি আমার ঘরে গিয়ে আমার বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম ক'রে নাও।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ উঁহু ! আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারব না।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ, পারবে। পারতেই হবে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কিন্তু তোমার স্বামী শীঘ্রই এসে পড়বেন। আর তাহলেই আমি জানতে পারব…

হেড্‌ডা ॥ ঠিক আছে। তিনি এলেই সব তুমি জানতে পারবে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কথা দিচ্ছ ?

হেড্‌ডা ॥ নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তুমি এখন যাও—একটু ঘুমিয়ে পড়।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ধন্যবাদ, ঘুমানোর চেষ্টা করব। [ভেতরের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল]

[কাচের দরজার কাছে গিয়ে হেড্‌ডা পর্দাগুলি টেনে দেয়। সকালের পরিষ্কার আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। লেখার টেবিলের ওপর থেকে সে একটা ছোট হাত-আরশী নিয়ে নিজের মুখ দেখে, ঠিক করে নেয় চুলগুলি। তারপরে সে হলঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বেলের বোতাম টিপে। একটু পরে বির্টি দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়]

বির্টি ॥ কিছু চাইছেন মাদাম ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ। একটু আগুন জ্বালবে ? আমি ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছি।

বির্টি ॥ আহারে ! আমি এখনই চুল্লীটাকে গরম করে দিচ্ছি।

[আগুনটাকে খুঁচিয়ে সে আরও কয়েকটা কাঠ তার ভেতরে গুঁজে দিল]

বির্টি ॥ [কান পেতে শুনে] সদর দরজায় কে যেন বেল বাজালো, মাদাম।

হেড্‌ডা ॥ তুমি গিয়ে দেখ, তাহলে। আমি আগুনটা দেখছি।

বিটি ॥ এখনই জ্বলে উঠবে। [হলঘরের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল]

[হেড্‌ডা চৌকীর ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে স্টোভের ভেতরে আরও কিছু কাঠ গুঁজে দিল। একটু পরে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল টেসম্যান। তাকে বেশ ক্লান্ত আর গভীর দেখাচ্ছিল। বুড় আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে সে মাঝের দরজার দিকে এগিয়ে গেল; তারপরে, পর্দার আড়াল দিয়ে অলক্ষ্যে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্ট করল]

হেড্‌ডা ॥ [স্টোভের কাছে, ওপরের দিকে না তাকিয়েই] সুপ্রভাত।

টেসম্যান ॥ [ঘুরে] হেড্‌ডা! [তার দিকে গিয়ে] কিন্তু ব্যাপার কী! এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছ—অ্যাঁ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ; আজ আমি খুব তাড়াতাড়িই উঠেছি।

টেসম্যান ॥ আর আমি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম যে তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ! একবার ভেবে দেখ, হেড্‌ডা!

হেড্‌ডা ॥ অত জোরে কথা বলো না। মিসেস এলভস্তেদ আমার ঘরে ঘুমোচ্ছেন।

টেসম্যান ॥ মিসেস এলভস্তেদ কি রাত্রিতে এখানেই ছিলেন?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ—অবশ্যই। কেউ তাঁকে নিয়ে যেতে আসেন নি।

টেসম্যান ॥ সেকথা সত্যি। কেউ আসে নি।

হেড্‌ডা ॥ [স্টোভের দরজাটা বন্ধ ক'রে উঠে পড়ে] জাজের বাড়ীতে সময়টা তাহলে ভালই কাটলো?

টেসম্যান ॥ তুমি কি আমার জন্যে চিন্তা করছিলে?

হেড্‌ডা ॥ উঁহু। চিন্তাফিন্তা করার কথা আমার মনে হয় নি। সময়টা ভাল কাটলো কিনা সেই কথাই শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম।

টেসম্যান ॥ না। খারাপ তেমন কিছু নয়। প্রথমে আমার ভালই লেগেছিল। বিশেষ ক'রে গোড়ার দিকে—মানে, আমার আর কি। কারণ, সেই সময়ই ইলার্ট তার বই-এর কিছু অংশ আমাকে পড়িয়ে শোনাচ্ছিল। আমরা ঘণ্টা খানেক আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁচেছিলাম। একবার ভেবে দেখ! ব্র্যাককে অনেক কিছু তদারক করতে হয়েছিল। তবে সেই সময়টা ইলার্ট আমাকে বই পড়িয়ে শোনাচ্ছিল।

হেড্‌ডা ॥ [টেবিলের ডানদিকে বসে] এখন বল--কী হল?

টেসম্যান ॥ [স্টোভের পাশে একটা চৌকীর ওপরে ব'সে] আরে বাস, হেড্‌ডা! বইটা যে কী তা তুমি ভাবতেই পার না! আজ পর্যন্ত এমন চমৎকার বই আর লেখা হয় নি। একবার ভেবে দেখ!

হেড্‌ডা ॥ নিঃসন্দেহে। ওতে আমার কোন আগ্রহ নেই।

টেসম্যান ॥ হেড্‌ডা, একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। সে যখন বইটা পড়ছিল তখন আমার মনের ভেতরে একটা নক্কারজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

হেড্ডা ॥ নক্কারজনক ?

টেসম্যান ॥ ওরকম একখানা সুন্দর বই লেখার জন্যে তখন আমি ইলার্ট'কে হিংসে করছিলাম ! ব্যাপারটা একবার বোঝ, হেড্ডা !

হেড্ডা ॥ বুঝেছি—বুঝেছি !

টেসম্যান ॥ আর তারপরে তার যে অতখানি প্রতিভা রয়েছে তা জানা...... কিন্তু তবু তাকে উদ্ধার করা যাবে না—মানে, অসম্ভব। কী দুঃখের !

হেড্ডা ॥ অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও যে অনেক লোকে'র চেয়ে তাঁর মানুষিক শক্তিটা বেশী জোরালো ?

টেসম্যান ॥ আরে না, না। আসল কথাটা হচ্ছে সংযম ব'লে কোন কিছু ও জানে না।

হেড্ডা ॥ তাহলে, শেষ পর্যন্ত কী হল ?

টেসম্যান ॥ যাকে বলে তাণ্ডব নৃত্য। আর কী হবে ?

হেড্ডা ॥ তার মাথায় কি আঙুরলতা জড়ানো ছিল ?

টেসম্যান ॥ আঙুরলতা ? না—না ; সেরকম কিছু আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু যে মহিলাটি তাকে কাজে উৎসাহ জুগিয়েছে তাকে প্রশংসা করে সে একটি দীর্ঘ উদ্দেশ্যবিহীন বক্তৃতা দিয়েছে। মানে, সেইভাবেই সে তার বক্তব্যটা রেখেছিল।

হেড্ডা ॥ সেই মহিলাটি কে সে-সম্বন্ধে কিছু তিনি বলেছিলেন ?

টেসম্যান ॥ না। সে কথা সে বলে নি। কিন্তু সেই মহিলাটি যে মিসেস এলভস্তেদ ছাড়া অন্য কেউ সেকথা আমি চিন্তা করতে পারি নি। তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখো।

হেড্ডা ॥ বেশ, বেশ···তাঁর সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি কোথায় হল ?

টেসম্যান ॥ ফেরার পথে। আমাদের পড়া শেষ হলে—মজলিস ভাঙার পরে। বিশুদ্ধ বায়ু ভোক্ষণের জন্যে একটু ফাঁকায় বেরিয়ে এল ব্র্যাক। আর সেইজন্যে, তুমি বুঝতেই পারছ, আমরা ঠিক করলাম ইলার্টকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব। কারণ, সত্যিকথা বলতে কি, সে পেটে খুব বেশী মদ ঢেলেছিল।

হেড্ডা ॥ তা আমি অনুমান করতে পারি।

টেসম্যান ॥ কিন্তু আমাদের কাহিনীর এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য অংশ ; হেড্ডা, অথবা বলতে হয় করুণ অংশ। ইলার্টের জন্যে, তোমাকে সেকথা বলতে আমার লজ্জা করছে।

হেড্ডা ॥ বল—বল !

টেসম্যান ॥ বুঝতে পারলে, ফেরার পথে আমি অন্যদের চেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। দু' এক মিনিটের মত হবে। বুঝেছ ?

হেড্ডা ॥ বুঝেছি। কিন্তু তারপর ?

টেসম্যান ॥ তারপর ? আমি যখন তাদের ধরার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার ধারে···কী দেখলাম আন্দাজ করতো ?

হেড্‌ডা ॥ আন্দাজ ? তা আমি করব কী ক'রে ?

টেসম্যান ॥ একথা আর কাউকে বলো না, হেড্‌ডা। বুঝতে পারছ তো ! প্রতিজ্ঞা কর—ইলার্টের স্বার্থে। [কোটের পকেট থেকে কাগজের একটা বাণ্ডিল বার ক'রে] দেখ ! আমি এটা পেলাম।

হেড্‌ডা ॥ তিনি গতকাল যে প্যাকেটটা নিয়ে এসেছিলেন এটা সেই প্যাকেট নয় ?

টেসম্যান ॥ সে-ই প্যাকেট। এটা তার সেই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি—যার জোড়া আর নেই। সেইটাকেই সে ফেলে গিয়েছে। আর সেটা সে জানেও না। একবার ভেবে দেখ, হেড্‌ডা ! এইরকম···

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু তুমি তাঁকে তক্ষুনি এটা ফেরৎ দিলে না কেন ?

টেসম্যান ॥ সে যে-অবস্থায় ছিল তাতে ঠিক সাহস করি নি।

হেড্‌ডা ॥ ইলার্ট লভর্গের পাণ্ডুলিপিটা যে তোমার কাছে রয়েছে সেকথা তাহলে আর কেউ জানে না ?

টেসম্যান ॥ না, কেউ তা জানতেও পারবে না।

হেড্‌ডা ॥ পরে তাহলে তাঁকে তুমি কী বললে ?

টেসম্যান ॥ পরে তার সঙ্গে কথা বলার আমি সুযোগ পাই নি। কারণ, আমরা যখন রাস্তায় বেরোলাম তখন তারা দু'-তিন জন আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেল। একবার ভেবে দেখ ব্যাপারটা।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে তারা হয়ত তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছে।

টেসম্যান ॥ আমারও সেইরকমই মনে হচ্ছে। আর ব্র্যাকও চলে গেল।

হেড্‌ডা ॥ তারপর থেকে তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

টেসম্যান ॥ মানে, আমরা জনকয়েক একটি স্ফূর্তিবাজ ছোকরার সঙ্গে তার বাড়ী গিয়ে প্রভাতী কফি খেলাম—অথবা, নৈশ কফি বলাই ভাল। একটু সময় পেলেই, ভেবেছি, বেচারা হয়ত তখন ঘুমিয়ে থাকবে, তার ওখানে এটা নিয়ে যাব।

হেড্‌ডা ॥ [প্যাকেটটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে] না ; ওটা হাতছাড়া করো না। মানে, ওঁর হাতে দিয়ো না। আমাকে ওটা আগে পড়তে দাও।

টেসম্যান ॥ না হেড্‌ডা—উঁহু—তা আমি পারি না—না, না—সত্যিই।

হেড্‌ডা ॥ পার না ?

টেসম্যান ॥ না। ঘুম থেকে উঠে পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে না পেলে সে কীরকম হৈ চৈ করবে তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ ? এর কোন কপি তার নেই। সেকথা সে আমাকে নিজেই বলেছে।

হেড্‌ডা ॥ [কিছু একটা জানার ইচ্ছায় তার দিকে তাকিয়ে] এরকম আর একখানা পাণ্ডুলিপি আবার তৈরি করা যায় না ? মানে আবার লেখা ?

টেসম্যান ॥ না। ঠিক এই রকমটি আবার লেখা যাবে তা আমার মনে হয় না। এটা একটা অনুপ্রেরণার জিনিস—সব সময় মানুষ এরকম লিখতে পারে না।

হেডডা ॥ অবশ্য, আমারও তাই মনে হচ্ছে। [উদ্দেশ্যবিহীনভাবে] হ্যাঁ ; ভাল কথা। তোমার একটা চিঠি আছে।

টেসম্যান ॥ সত্যি ?

হেড্‌ডা ॥ [চিঠিটা তার হাতে দিয়ে] আজ ভোরেই এসেছে।

টেসম্যান ॥ আরে। এ যে জুলি পিসির। [চৌকির ওপরে পাণ্ডুলিপিটা রেখে, খামটা খোলে, তাড়াতাড়ি পড়েই লাফিয়ে ওঠে] ও হেড্‌ডা। জুলি পিসি লিখেছেন বেচারা রীণা মৃত্যুশয্যায়।

হেড্‌ডা ॥ অবশ্য, ওইরকমই কিছু একটা আশা করছিলাম।

টেসম্যান ॥ আর তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করার ইচ্ছে হ'লে আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি এখনই সেখানে দৌড়ে যাচ্ছি।

হেড্‌ডা ॥ [হাসি চেপে] দৌড়ে ?

টেসম্যান ॥ ও হেড্‌ডা, তুমিও যদি আমার সঙ্গে একবার যেতে পারতে। একবার. ভেবে দেখ।

হেড্‌ডা ॥ [উঠে, আর একটা ক্লান্তির সঙ্গে প্রস্তাবটা নাকচ করার ভঙ্গীতে] না—না। ও রকম কিছু করার কথা তুমি আমাকে বলো না। অসুখ বা মৃত্যুর কথা আমি চিন্তা করতে চাইনে। কুৎসিৎ জিনিসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে তুমি কিছুতেই আমাকে অনুরোধ করো না।

টেসম্যান ॥ তাহলে ঠিক আছে। [অস্থির হ'য়ে উঠে] আমার টুপী ? আমার ওভারকোট ? মনে পড়েছে—হলঘরে। খুব দেরি হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে নাকি হেড্‌ডা—অ্যাঁ।

[বির্টি হলঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ায়]

বির্টি ॥ বিচারপতি ব্র্যাক বাইরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি ভেতরে আসবেন ?

টেসম্যান ॥ এখন। না। এখন আমি কিছুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব না—না, সত্যিই।

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু আমি পারি। [বির্টিকে] জাজকে ভেতরে আসতে বল। [বির্টি বেরিয়ে যায়]

হেড্‌ডা ॥ [তাড়াতাড়ি, ফিসফিস ক'রে] ওই প্যাকেটটা ! [চৌকি থেকে ঝট করে তুলে নেয়]

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ। আমাকে দাও।

হেড্‌ডা উঁহু। এখন আমার কাছে থাক। ফিরে এসে নিয়ো।

[লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে সে সেটাকে বুক কেসে রেখে দেয়। খুব তাড়াতাড়ি থাকার জন্যে টেসম্যান তার দস্তানাগুলি নিতে ভুলে যায়। ব্র্যাক হলঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়]

হেড্‌ডা ॥ [মাথা নেড়ে] এত সকালে ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ। তাই না ? [টেসম্যানকে] আপনিও বাইরে যাচ্ছেন নাকি ?

টেসম্যান ॥ হ্যা। যেতেই হবে। পিসিদের সঙ্গে দেখা করাটা খুবই জরুরী। আমার সেই অসুস্থ পিসি, বেচারা. মৃত্যুশয্যায়। বুঝে দেখুন।

ব্র্যাক ॥ তাই বুঝি ? হায়. হায় ! তাহলে আর আপনাকে ধরে রাখাটা আমার নিশ্চয় উচিত হবে না। ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে—

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ। আমাকে যেতেই হবে। গুড বায়. গুড বায় ! [হলঘরের ভেতর দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়]

হেড্‌ডা ॥ [ব্র্যাকের সামনে এসে] মিঃ ব্র্যাক, গত রাত্রিতে শুনছি আপনার ওখানে নাকি আনন্দের মাত্রাটা ছাপিয়ে গিয়েছিল ?

ব্র্যাক ॥ এত ছাপিয়ে গিয়েছিল যে আমি পোশাকটা পর্যন্ত বদলানোর সময় পাই নি, মাদাম হেড্‌ডা।

হেড্‌ডা ॥ আপনিও ?

ব্র্যাক ॥ দেখতেই পাচ্ছেন। গত রাত্রির সেই দুঃসাহসিক হুল্লোড়ের কথা টেসম্যান আপনাকে কী বলেছেন ?

হেডডা ॥ নীরস কাহিনী। বাইরে বেরিয়ে সবাই কোথায় যেন কফি খেয়েছে।

ব্র্যাক ॥ কফি খাবার কথা সব আমি জানি। আশা করি ইলার্ট লভর্গ ওদের সঙ্গে ছিল না।

হেড্‌ডা ॥ না। সেখানে যাবার আগেই তারা তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

ব্র্যাক ॥ টেসম্যান ?

হেড্‌ডা ॥ না। আর সবাই। এই কথাই সে বলল।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] জরগেন টেসম্যান সত্যিই বড় ভালমানুষ, মাদাম হেড্‌ডা।

হেড্‌ডা ॥ হ্যা নিশ্চয়। তাহলে, এর পেছনে অন্য কিছু রয়েছে নাকি ?

ব্র্যাক ॥ আছে। অস্বীকার করে লাভ নেই যে.

হেড্‌ডা। তাহলে, আসুন, আমরা বসি, বন্ধু। তারপরে আপনি আপনার কাহিনী শুরু করবেন।

[টেবিলের বাঁদিকে সে বসল , ব্র্যাক বসলো লম্বা দিকটায়—তার কাছে]

হেড্‌ডা। এখন বলুন।

ব্র্যাক ॥ গত রাত্রির অতিথিরা, অথবা কেউ কেউ. কোথায় গিয়েছিলেন সেই সংবাদ রাখার পেছনে আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

হেড্‌ডা ॥ এবং আমার ধারণা, তাদের ভেতরে ইলার্ট লভর্গ একজন।

ব্র্যাক ॥ আপনার ধারনা সত্যি।

হেড্‌ডা ॥ এর পরে আপনি সত্যিই আমাকে কৌতূহলী করে তুলছেন।

ব্র্যাক ॥ তিনি এবং আর কয়েকজন বাকি রাত্রিটা কোথায় কাটিয়েছেন তা আপনি জানেন ?

হেড্‌ডা ॥ জানার মত হলে বলুন।

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ ; তা বলা যায়। তাঁরা একটি মজলিসকে বেশ প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।

হেড্ডা ॥ স্ফূর্তির মজলিস ?

ব্র্যাক ॥ চরম স্ফূর্তির বলতে পারেন।

হেড্ডা ॥ দয়া করে বলে যান। আমি আরও শুনতে চাই।

ব্র্যাক ॥ লভর্গের একটা জায়গায় যাবার আমন্ত্রণ ছিল। আমি আগেই তা জানতাম। কিন্তু সেখানে যেতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন—কারণ, জীবনে তিনি একটি নতুন অধ্যায় সুরু করেছেন—তা আপনি জানেন।

হেড্ডা ॥ এলভস্তেদদের বাড়ীতে। হ্যাঁ, কিন্তু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ। মাদাম হেড্ডা, আপনি বুঝতেই পারছেন—দুর্ভাগ্যবশতঃ, গত রাত্রিতে একটা প্রেরণাই তাঁকে আমার বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

হেড্ডা ॥ হ্যাঁ। আমার সংবাদ সেখানে গিয়েই তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন।

ব্র্যাক ॥ প্রেরণা ব'লে প্রেরণা। একেবারে উদ্দাম প্রেরণা। যাই হোক, আমার ধারণা, তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। কারণ, আমরা, মানে—মানুষ জাতটাই—নীতির দিক থেকে যতটা দৃঢ় হওয়া উচিত—সবসময় ততটা দৃঢ় হতে পারি নে।

হেড্ডা ॥ মিঃ ব্র্যাক, আপনি যে একমাত্র ব্যতিক্রম সে বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ। কিন্তু লভর্গের কী হ'ল ?

ব্র্যাক ॥ ছোট ক'রে বলতে গেলে বলতে হয় শেষ পর্যন্ত তিনি মাদাময়জেল ডায়নার বাড়ীতে হাজির হয়েছিলেন।

হেড্ডা ॥ মাদামযজেল ডায়নার বাড়ী ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ। উনিই পার্টি দিচ্ছিলেন। তাঁর কয়েকটি বান্ধবী আর গুণমুগ্ধ ভদ্রলোকদের জন্যেই এই পার্টির আয়োজন হয়েছিল।

হেড্ডা ॥ ওই যার চুলগুলো সব লাল ?

ব্র্যাক ॥ অবিকল।

হেড্ডা ॥ ওই যে গানটান করে ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ—আরও অন্য জিনিসের সঙ্গে। সবার ওপরে পুরুষ শিকারে তাঁর দক্ষতা বিরাট। নিশ্চয় আপনি তাঁর নাম শুনেছেন। সুদিনে ইলার্ট লভর্গ ছিলেন তাঁর প্রথম শ্রেণী ভক্ত।

হেড্ডা তারপরে ? সমাপ্তি হল কেমন করে ?

ব্র্যাক ॥ মনে হচ্ছে, বিরোধের মধ্যে। বেশ গরম অভ্যর্থনা দিয়ে শুরু করেছিলেন ডায়না ; শেষ করেছিলেন চরম সংঘর্ষের মধ্যে।

হেড্ডা ॥ লভর্গের সঙ্গে ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ। তিনি তাঁকে আর তাঁর বন্ধুদের চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত

করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর পকেটের বইটি কেউ চুরি করেছে, আর সেই সঙ্গে অন্য জিনিসও। সত্যি কথা বলতে, তিনি একটা হৈ চৈ করে ছেড়েছেন।

হেড্ডা ॥ ফলটা কী হল ?

ব্র্যাক ॥ যুদ্ধ—। সেই যুদ্ধে উপস্থিত ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা যোগ দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত শেষকালে পুলিশ এসে হাজির হয়েছিল।

হেড্ডা ॥ পুলিশও ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ। কিন্তু ইলার্ট লভর্গকে এর জন্যে যথেষ্ট খেসারৎ দিতে হয়েছে— বোকা গাধা কোথাকার !

হেড্ডা ॥ সত্যিই ?

ব্র্যাক ॥ ভদ্রলোক, মনে হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে রাজশক্তিকে বাধা দিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে, একটি কনস্টেবলের মাথায় মুষ্ট্যাঘাত ক'রে তার কোটটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন টুকরো টুকরো ক'রে। তারই পরিণতি হিসাবে থানায় যেতে হয়েছিল তাঁকে।

হেড্ডা ॥ আপনি এত কথা জানলেন কেমন ক'রে ?

ব্র্যাক ॥ পুলিশের কাছ থেকে।

হেড্ডা ॥ [সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে] তাহলে, ব্যাপারটা হল এই ? তাহলে, তার মাথায় আঙুরলতার মালা জড়ানো ছিল না।

ব্র্যাক ॥ কী বললেন, মাদাম ? আঙুরলতা ?

হেড্ডা ॥ [স্বর পরিবর্তন ক'রে] কিন্তু বলুন তো ইলার্ট লভর্গের গতিবিধি আপনি এভাবে লক্ষ্য করছিলেন কেন ?

ব্র্যাক ॥ বুঝতেই পারছেন। বিচারের সময় যদি জানাজানি হয়ে যায় যে তিনি আমার বাড়ী থেকেই সোজা ওখানে গিয়েছিলেন তাহলে আমার দিক থেকে তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

হেড্ডা ॥ তাহলে, বিচারও হবে নাকি ?

ব্র্যাক ॥ অবশ্যই। সেটা না হয় হল।...কিন্তু এ-বাড়ীর বন্ধু হিসাবে আমার কর্তব্য হচ্ছে গত রাত্রিতে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তার পূর্ণ বিবরণ আপনাদের জানানো।

হেড্ডা ॥ কেন বলুন তো ?

ব্র্যাক ॥ আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে উনি আপনাকে শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করতে পারেন।

হেড্ডা ॥ এরকম সন্দেহ আপনাদের হল কেন ?

ব্র্যাক ॥ হায় ঈশ্বর ! আমরা অন্ধ নই, মাদাম হেড্ডা ! আপনি লক্ষ্য করুন। এই যে মিসেস এলভস্তেদ ! ইনি তাড়াতাড়ি শহর ছাড়ছেন না।

হেড্‌ডা ॥ তাদের মধ্যে কিছু একটা রয়েছে এটা যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলেও এমন আরও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে তাদের দেখাসাক্ষাৎ হ'তে পারে।

ব্র্যাক ॥ না ; আর কোন বাড়ী নেই। এখন থেকে সমস্ত ভদ্রবাড়ীর দরজা ইলার্ট লভবর্গের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে।

হেড্‌ডা ॥ অর্থাৎ আপনি বলতে চান আমার দরজাও সেইরকম বন্ধ হওয়া উচিত ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ। ওই লোকটা আবার যদি এ বাড়ীতে শক্ত ঘাঁটি পায় তাহলে ব্যাপারটা আমার কাছে যে খুবই অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়াবে সেকথা বলতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই। এ বাড়ীতে সে অবান্তর ; এখানে প্রবেশ করার ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকার তার নেই। তবু সে যদি জোর ক'রে এখানে ঢোকে···

হেড্‌ডা ॥ এই ত্রিভুজের মধ্যে ?

ব্র্যাক ॥ অবিকল। তাহলে, আমাকে গৃহহীন হ'তে হবে।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে একটু হেসে তাকিয়ে] তাই বটে। আমাদের উঠোনে থাকবে একটি মাত্র মোরগ। এইটাই আপনি বলতে চান।

ব্র্যাক ॥ [ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে, আস্তে আস্তে] হ্যাঁ। এইটাই আমি বলতে চাই। আর তারই জন্যে আমি যথাসাধ্য লড়াই করব।

হেড্‌ডা ॥ [হাসিটা তার মিলিয়ে যায়] প্রয়োজন হ'লে, আপনি বিপজ্জনক হ'তে পারেন।

ব্র্যাক ॥ আপনার কি তাই মনে হচ্ছে ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ। এখন সেইরকমই মনে হচ্ছে আমার। আমার ওপরে আপনি যে কোন প্রভাব বা প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারেন নি তার জন্যে সর্বান্তকরণে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি কোনদিন তা পারবেনও না।

ব্র্যাক ॥ [দ্ব্যর্থসূচকভাবে হেসে] বুঝেছি, বুঝেছি—মাদাম। আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন। সে রকম ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারব না কে বলতে পারে ?

হেড্‌ডা ॥ শুনুন, মিঃ ব্র্যাক। মনে হচ্ছে আপনি আমাকে যেন ভয় দেখাচ্ছেন।

ব্র্যাক ॥ [উঠে] না—না ; মোটেই না! দেখুন, ত্রিভুজকে তৈরি ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে চাই পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা।

হেড্‌ডা ॥ আমিও তাই মনে করি।

ব্র্যাক ॥ ভাল কথা! আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা আমি বলেছি ; এখন আবার বাড়ী ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। গুড বায়, মাদাম। [কাচের দরজার দিকে চলে যায়]

হেড্‌ডা ॥ আপনি কি বাগান দিয়ে যাচ্ছেন ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ। এ পথের দূরত্ব আমার কাছে কম।

হেড্‌ডা ॥ তা বটে ; আর তার চেয়েও বড় কথা—এটা খিড়কীর দরজা।

ব্র্যাক ॥ খুব সত্যি কথা। খিড়কীর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। মাঝে মাঝে ওটা খুবই আকর্ষণীয় হ'তে পারে।

হেড্‌ডা ॥ অর্থাৎ বলতে চান কেউ যখন গুলি ছোঁড়ার অভ্যাস করে ?

ব্র্যাক ॥ [দরজার কাছে, তার দিকে চেয়ে একটু হেসে :] ওঃ ! মানুষ তার পোষা মোরাগকে গুলি করেছে একথা আমার জানা নেই।

হেড্‌ডা ॥ [সেও হেসে] না—বিশেষ ক'রে পোষা মোরগ যখন একটাই থাকে।

[মাথা নেড়ে তাবা পরস্পরকে বিদায় জানায়। ব্র্যাক বেরিয়ে যায়। হেড্‌ডা তার পেছনে বন্ধ করে দেয় দরজা।

গম্ভীরভাবে হেড্‌ডা একটু দাঁড়িয়ে থাকে, বাইরের দিকে তাকায়। তারপরে এগিয়ে গিয়ে মাঝখানের দরজার ওপরে যে পর্দা ঝুলছিল তার ভেতর দিয়ে উঁকি দেয়। সেখান থেকে আসে লেখার টেবিলের কাছে। বুক-কেস থেকে পাণ্ডুলিপিটা টেনে নেয়। পাণ্ডুলিপিটা খুলে একটু চোখ বোলাতে যাবে এমন সময় হলঘরের ভেতরে বির্টির স্বর শোনা গেল। সে জোরে জোরে কী যেন বলছে। হেড্‌ডা ঘুরে তা শোনে ; তারপরে, তাড়াতাড়ি সেই পাণ্ডুলিপিটা ড্রয়ারের ভেতরে বন্ধ ক'রে চাবিটা দোয়াতদানির ওপরে রেখে দেয়।

ওভারকোট গায়ে দিয়ে টুপীটা হাতে নিয়ে ইলার্ট লভর্গ হলঘরের দরজাটা খুলে দেয়। তাকে দেখে বেশ বিব্রত আর উত্তেজিত দেখা গেল।

ইলার্ট ॥ এবং আমি তোমাকে বলছি ভেতরে আমাকে যেতেই হবে ; আর আমি যাবই। চললাম ! [দরজাটা বন্ধ ক'রে ঘুরেই হেড্‌ডাকে দেখতে পায়। দেখেই নিজেকে সংযত ক'রে মাথাটা একটু নোয়ায়]

হেড্‌ডা ॥ [লেখার টেবিলের ধারে] মিঃ লভর্গ, থেয়াকে নিয়ে যেতে এসেছেন ? বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে না ?

ইলার্ট ॥ অথবা, তোমার কাছে খুব তাড়াতাড়িই এসে পড়েছি ? ক্ষমা চাইছি।

হেড্‌ডা ॥ সে যে এখানে রয়েছে তা তুমি কি ক'রে জানলে ?

ইলার্ট ॥ তার বাসাতেই শুনলাম রাত্রিতে সে বাড়ী ফেরে নি।

হেড্‌ডা ॥ [মাঝের টেবিলের কাছে গিয়ে] তারা যখন ওই কথা বলল তখন তাদের মধ্যে কিছু লক্ষ্য করেছিলে কি ?

ইলার্ট ॥ [প্রশ্নাত্মক ভঙ্গীতে তার দিকে চেয়ে] কিছু লক্ষ্য করেছিলাম মানে ?

হেড্‌ডা ॥ অর্থাৎ ব্যাপারটা তাদের কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকেছে—এরকম কিছু ?

ইলার্ট ॥ [হঠাৎ বুঝতে পেরে] ও হ্যাঁ—হ্যাঁ—অবশ্যই। সেকথা সত্যি। আমার সঙ্গে তাকেও আমি নিচে টেনে নিয়ে চলেছি। যদিও কথাটা সত্যি যে ওরকম কিছু আমি লক্ষ্য করি নি। টেসম্যান এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি ?

হেড্‌ডা ॥ না। আমার মনে হয় না সে উঠেছে।

ইলার্ট ॥ সে বাড়ী ফিরল কখন ?

হেড্‌ডা ॥ অনেক দেরী ক'রে।

ইলার্ট ॥ তোমাকে সে কিছু বলেছে ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ! শুনলাম, জজ ব্র্যাকের বাড়ীতে হৈ-হুল্লোড়টা মাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছিল।

ইলার্ট ॥ ব্যস্‌? এর বেশী নয়?

হেড্‌ডা ॥ মনে হয় এর বেশী নয়। তাছাড়া, আমার চোখ দুটো তখন ঘুমে ঢুলে পড়ছিল......

[মাঝখানের দরজার পর্দা তুলে মিসেস এলভস্তেদ ভেতরে ঢুকে আসে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [তার দিকে এগিয়ে গিয়ে] ও ইলার্ট! শেষ পর্যন্ত।

ইলার্ট ॥ হ্যাঁ: শেষ পর্যন্ত। ... তাও বেশ দেরী করে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ 'বেশ দেরী' মানে? [তার দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে

ইলার্ট ॥ সবই এখন বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে। আমার সব শেষ।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ না—না! ওকথা বলো না!

ইলার্ট ॥ সব শুনলে তুমিও তাই বলবে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ আমি কিছুই শুনব না।

হেড্‌ডা ॥ সম্ভবত, আপনি ওর সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে চান? তাহলে আমি নিশ্চয় চলে যাব।

ইলার্ট ॥ না—না। আপনি থাকুন। আমার অনুরোধ.....

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ—থাকো। কিন্তু আমি কিছুই শুনব না। সেকথা আমি বলে দিচ্ছি।

ইলার্ট ॥ গত রাত্রিতে আমি যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছি সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তাহ'লে?

ইলার্ট ॥ আমি শুধু বলতে চাই: আমাদের এখন ছাড়াছাড়ি হতেই হবে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ছাড়াছাড়ি?

হেড্‌ডা ॥ [বলার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও] আমি তা জানতাম।

ইলার্ট ॥ কারণ, তোমাকে আর আমার প্রয়োজন হবে না থেয়া।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কথাটা এইখানে দাঁড়িয়ে তুমি বলতে পারলে! আর আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই! আগের মত এখনও তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি, পারি নে? নিশ্চয়, আমরা আবার একসঙ্গে কাজ করব। তাই না?

ইলার্ট ॥ ভবিষ্যতে আর কিছু করার ইচ্ছে আমার নেই।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [হতাশ হয়ে] তাহলে বেঁচে থেকে আমার আর লাভ কী?

ইলার্ট ॥ আমাকে কোনদিন তুমি চিনতে না এই মনে করেই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কিন্তু তা আমি পারব না।

ইলার্ট ॥ চেষ্টা কর, থেয়া। তোমাকে আবার বাড়ী ফিরে যেতে হবে—

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে] জীবনে আর কোনদিন না।

তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেইখানে থাকবো। এইভাবে তুমি যে আমাকে তাড়িয়ে দেবে তা আমি শুনব না। আমি এইখানেই থাকবো। বইটা প্রকাশিত হবার সময় আমি থাকবো তোমার কাছে।

হেড্‌ডা ॥ [অর্ধোচ্চারিতভাবে, কিছুটা উৎকণ্ঠায়] হ্যাঁ—হ্যাঁ। বইটাই বটে!

ইলার্ট ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] আমার আর থোয়ার বই। বইটা আমাদের দুজনেরই লেখা।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ; আমিও তাই মনে করি। আর সেইজন্যেই, বইটি প্রকাশিত হবার সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার আমার রয়েছে।

ইলার্ট ॥ থোয়া, আমাদের বই কোনদিনই আর প্রকাশিত হবে না!

হেড্‌ডা ॥ আ!

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কোনদিন প্রকাশিত হবে না!

ইলার্ট ॥ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [অমঙ্গলের ভয়ে উদ্বিগ্ন হ'য়ে] ইলার্ট, পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে তুমি কী করেছ?

হেড্‌ডা ॥ [ইলার্টের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে] হ্যাঁ—কী করেছেন?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কোথায় সেটা?

ইলার্ট ॥ ওকথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করো না, থোয়া।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কিন্তু আমি জানতে চাই। জানার অধিকার আমার রয়েছে—এখনই।

ইলার্ট ॥ পাণ্ডুলিপি···ও! তাহলে শোন···সেটাকে আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [আর্তনাদ ক'রে] ও—না—না!

হেড্‌ডা ॥ [হঠাৎ] কিন্তু যা বলছেন তা··।

ইলার্ট ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] সত্যি নয়?

হেড্‌ডা ॥ [নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে] হ্যাঁ—হ্যাঁ; তাহলে, অবশ্য তাই হবে। আপনি নিজেই যখন বলছেন···কিন্তু ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগছে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [যন্ত্রণায় হাত মুচড়ে] ঈশ্বর, ঈশ্বর! হেড্‌ডা নিজের লেখা নিজে ফেলল ছিঁড়ে!

ইলার্ট ॥ নিজের জীবনটাকেই আমি ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে ফেলেছি। সেইসঙ্গে, আমার সারা জীবনের কাজটাকেও আমি ফেলেছি ছিঁড়ে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ আর তা গত রাত্রিতেই?

ইলার্ট ॥ হ্যাঁ; একেবারে টুকরো টুকরো ক'রে। আর সেই টুকরোগুলি ছড়িয়ে দিয়েছি জলের ওপরে। অনেক দূরে। সেখানে অনন্ত পরিচ্ছন্ন সমুদ্রের জল টলটল করছে। সেই স্রোতে তারা ভেসে যাক—বাতাস আর ঢেউ-এর সঙ্গে

ভেসে যাক তারা। কিছুক্ষণ পরেই তারা তলিয়ে যাবে। নিচে—নিচে—অনেক নিচে। ঠিক আমারই মত, থোয়া।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তুমি কি জান ইলার্ট—এই যে কাজটা তুমি করলে—তা কত ভয়ঙ্কর! সারা জীবন ধরে আমার মনে হবে তুমি একটা শিশুকে হত্যা করেছ।

ইলার্ট ॥ তুমি সত্যি কথাই বলেছ। এটা শিশুহত্যারই সামিল।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কিন্তু তুমি পারলে কী ক'রে? যাই বল, ও-শিশুর জন্মে আমারও কিছু ভাগ রয়েছে।

হেড্ডা ॥ [খুব অস্পষ্টভাবে] হায়, শিশুই···

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলে] সব শেষ। তাহলে, আমি এখন যাই, হেড্ডা।

হেড্ডা ॥ কিন্তু তুমি নিশ্চয় শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছ না?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কী যে করব কিছুই জানি নে। আমার চোখে এখন অন্ধকার।

[হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল]

হেড্ডা ॥ [দাঁড়িয়ে, একটু অপেক্ষা ক'রে] তাহলে, মিঃ লভর্গ, আপনি ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে যাচ্ছেন না।

ইলার্ট ॥ আমি? রাস্তার ওপর দিয়ে? আমার সঙ্গে ওকে পাশাপাশি হাঁটতে দেখলে লোকে বলবে কী।

হেড্ডা ॥ অবশ্য গত রাত্রিতে তোমার আর কী হয়েছিল তা আমি জানি নে। যে ক্ষতিটা তোমার হয়েছে তাকে কি একেবারেই পূরণ করা যায় না?

ইলার্ট ॥ মাত্র গত রাত্রিতেই সেটা শেষ হবে না। সেটা আমি ভালভাবেই জানি। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ওভাবে আমি আর বাঁচতে চাই নে। এখন আবার নতুন ক'রে শুরু করতে অপারক আমি। যে সাহস মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে থোয়া সেই সাহস আমার ভেঙে দিয়ে গিয়েছে—যে সাহস জীবনের বিরুদ্ধে মানুষকে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে সে-সাহস এখন আমার আর নেই।

হেড্ডা ॥ [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে] সেই সুন্দরী ক্ষুদে মূর্খ একটা মানুষের কপালে তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। [তার দিকে তাকিয়ে] কিন্তু সে যাই করুক, তুমি তার সঙ্গে ওরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে কেন?

ইলার্ট ॥ এটাকে তুমি নিষ্ঠুরতা বলো না!

হেড্ডা ॥ যেটা তার আত্মাকে এত—এতদিন ধ'রে পূর্ণ ক'রে রেখেছিল সেটাকে তুমি নষ্ট ক'রে ফেললে! এইরকম একটা ব্যবহারকে তুমি নিষ্ঠুরতা বল না?

ইলার্ট ॥ তোমাকে আমি সত্যিকথা বলতে পারি, হেড্ডা।

হেড্ডা ॥ সত্যি?

ইলার্ট ॥ আগে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, তোমার কথা দাও যে আমি তোমাকে যা বলব তার বিন্দু-বিসর্গও থোয়া কোনদিন জানতে পারবে না!

হেড্ডা ॥ কথা দিচ্ছি।

ইলার্ট ॥ ভাল কথা। তাহলে, তোমাকে বলছি যে গল্পটা আমি তোমাকে এইমাত্র বললাম সেটা সত্যি নয়।

হেড্ডা ॥ পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ?

ইলার্ট ॥ হ্যাঁ। আমি সেটাকে ছিঁড়ে ফেলি নি। অথবা, জলে ছুঁড়ে ফেলে দিই নি।

হেড্ডা ॥ তাহলে, সেটা কোথায় ?

ইলার্ট ॥ আমি সেটাকে নষ্ট ক'রে ফেলেছি—একই কথা হল—যাকে বলে একেবারে, সম্পূর্ণরূপে, হেড্ডা।

হেড্ডা ॥ আমি তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি নে।

ইলার্ট ॥ থেয়া আমাকে বলে গেল আমি যা করেছি তা শিশুহত্যার সামিল।

হেড্ডা ॥ হ্যাঁ ; সেই কথা সে বলেছে।

ইলার্ট ॥ কিন্তু নিজের শিশুকে হত্যা করার মত জঘন্য কাজ কোন বাপই করতে পারে না।

হেড্ডা ॥ ওইটাই তাহলে জঘন্যতম কাজ নয় ?

ইলার্ট ॥ থেয়াকে আমি সেই জঘন্যতম কাজের কথাটা শোনাতে চাই নি।

হেড্ডা ॥ তাহলে সেটা কী ?

ইলার্ট ॥ ধর, একটা মানুষ সারারাত উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাটিয়ে সকালের দিকে তার ছেলের মায়ের কাছে ফিরে এসে বলল—শোন। আমি এখানে-ওখানে ঘুরেছি। এবাড়ী-ওবাড়ী আড্ডা দিয়েছি। ছেলেটাকে আমি এখানে-ওখানে নিয়ে গিয়েছি। তারপরে, তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। কোথায় ফেলেছি—কোন্ শয়তানের হাতে সে পড়েছে তা আমি জানি নে।

হেড্ডা ॥ সবই বুঝলাম। কিন্তু ওটা একটা বই মাত্র।

ইলার্ট ॥ থেয়ার আত্মার সবকিছু রয়েছে ওর ভেতরে।

হেড্ডা ॥ তা আমি বুঝতে পেরেছি।

ইলার্ট ॥ সুতরাং এও বুঝতে পারছ যে ভবিষ্যৎ বলে আমাদের আর কিছু নেই—তার আর আমার।

হেড্ডা ॥ তাহলে, তুমি এখন কী করবে ?

ইলার্ট ॥ কিছুই না। শুধু সবকিছু শেষ ক'রে ফেলবো। যত তাড়াতাড়ি পারি ততই ভাল।

হেড্ডা ॥ [এক পা এগিয়ে এসে] ইলার্ট, শোন। শেষই যখন করবে তখন যাতে সেটা সুন্দরভাবে শেষ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাটা কি ভাল নয় ?

ইলার্ট ॥ সুন্দরভাবে ? [হেসে] আঙুরলতার মালা মাথায় জড়িয়ে—এক সময় তুমি যা কল্পনা করতে—

হেড্ডা ॥ না—না। আঙুরলতা নয়। ওসব জিনিস আজকাল আমি আর বিশ্বাস

করি নে। কিন্তু তবুও সুন্দরভাবে। একবার। বিদায়। এখন তোমাকে যেতে হবে। আর এখানে এস না।

ইলার্ট ॥ বিদায়, মাদাম। জরগেন টেসম্যানকে আমার কথা বলো। [চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়]

হেড্‌ডা ॥ একটু দাঁড়াও। তোমাকে একটা স্মারকচিহ্ন দেব। সেটা সঙ্গে নিয়ে যাও।

[লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় ; ড্রয়ার খোলে ; সেই সঙ্গে খোলে পিস্তলের খাপ ; একটা পিস্তল হাতে ক'রে আবার সে ইলার্টের কাছে ফিরে আসে]

ইলার্ট ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] এইটাই কি সেই স্মারকচিহ্ন ?

হেড্‌ডা ॥ [মাথাটা একটু নামিয়ে] চিনতে পারছ ? একদিন এটা তোমার দিকে উঁচানো ছিল।

ইলার্ট ॥ তখনই এটাকে তোমার ব্যবহার করা উচিত ছিল।

হেড্‌ডা ॥ অবিকল। এখন এটা তুমি নিজেই ব্যবহার কর।

ইলার্ট ॥ [পিস্তলটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে] ধন্যবাদ !

হেড্‌ডা ॥ এবং সুন্দরভাবে, ইলার্ট লভর্গ। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর।

ইলার্ট ॥ বিদায়, হেড্‌ডা গ্যাবলার। [হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

[দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হেড্‌ডা একটু কী যেন শোনে। তারপরে সে লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। প্যাকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বার করে। ঢাকনির ভেতরে তাকায়, কয়েকটা কাগজ কিছুটা বার ক'রে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে একটু। তারপরে স্টোভের পাশে পাণ্ডুলিপিটা কোলে নিয়ে একটা ইজিচেয়ারে ব'সে পড়ে। একটু পরে সে স্টোভের ঢাকনাটা খোলে ; তারপরে খোলে পাণ্ডুলিপিটা]

হেড্‌ডা ॥ [কয়েকখানা কাগজ আগুনের মধ্যে গুঁজে দিয়ে নিজের মনেমনে ফিসফিস করতে করতে] থেয়া, এখন আমি তোমার শিশুকে পোড়াচ্ছি। [স্টোভে আরও কিছু কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে] তোমার আর ইলার্ট লভর্গের ছেলে। [বাকি পাতাগুলি পুরে দিয়ে] আমি পোড়াচ্ছি—তোমার ছেলেকে পোড়াচ্ছি।

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

[টেসম্যানের সেই একই ঘর। সময়—সন্ধ্যা। বসার ঘর অন্ধকার। টেবিলের ওপরে একটা ঝোলানো বাতি থেকে আলো বেরিয়ে ভেতরের ঘরটাকে আলোকিত করেছে। কাচের দরজার ওপরে পর্দা ফেলা।

অন্ধকার ঘরে কালো পোশাক প'রে হেড্‌ডা পায়চারি করছে। তারপরে সে ভেতরের ঘরে এল—বাঁদিকে চলে গেল। তারপরেই শোনা গেল পিয়ানোর কয়েকটা সুর। আবার সে ফিরে এল বসার ঘরে।

ডানদিক থেকে ভেতরের ঘরের মধ্যে দিয়ে একটা আলো হাতে নিয়ে বির্টি ঢুকলো। বসার ঘরে কোণের সোফার ওপরে আলোটা সে রাখলো। তার চোখ দুটি লাল; সম্ভবত, সে কাঁদছিল। তার টুপীর ওপরে কালো ফিতে। ধীরে ধীরে আর দূরত্ব বজায় রেখে সে ডানদিকে চলে গেল। হেড্‌ডা কাচের দরজার দিকে এগিয়ে গেল, পর্দাগুলিকে একটু সরিয়ে দিল; তারপরে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে।

অল্পক্ষণ পরে হলঘরের দরজা পেরিয়ে মিস টেসম্যান এসে ঢুকলেন। মাথায় একটা টুপী আর ঘোমটা। পরণে শোকের পোশাক। হেড্‌ডা তাঁর দিকে এগিয়ে যায়—বাড়িয়ে দেয় হাত দুটো]

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হেড্‌ডা; আমি শোকের পোশাক পরেছি—আমার বেচারা বোনের জীবনযন্ত্রণা এতদিনে শেষ হ'ল।

হেড্‌ডা ॥ দেখতেই পাচ্ছেন সংবাদটা আমি আগেই পেয়েছি। আমার স্বামী আমাকে ছোট একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ; পাঠাবে ব'লে সে আমাকে বলেছিল। কিন্তু তবু আমি ভাবলাম যে এখানে—এই জীবন্ত বাড়ীটায় হেড্‌ডাকে সংবাদটা আমি নিজেই দিয়ে আসি।

হেড্‌ডা ॥ ভালই করেছেন।

মিস টেসম্যান ॥ রীণার ঠিক এই সময়ে মারা যাওয়াটা উচিত হয় নি, ঠিক এখনই হেড্‌ডার বাড়ীটিকে বিষণ্ণ করা উচিত নয়।

হেড্‌ডা ॥ [আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন ক'রে] বেশ শান্তিতেই তিনি মারা গিয়েছেন। তাই না, মিস টেসম্যান?

মিস টেসম্যান ॥ আ! কী সুন্দর, কী শান্তিপূর্ণ মুক্তি! তা ছাড়া, জরগেনকে আর একবার দেখে আনন্দে তার মন ভ'রে উঠেছিল; শেষ বিদায় নেবার সুযোগ সে পেয়েছিল। সম্ভবত, এখনও সে ফেরে নি?

হেড্‌ডা ॥ না। সে লিখেছে এখনই সে আসতে পারবে না। কিন্তু আপনি বসুন।

মিস টেসম্যান ॥ না; ধন্যবাদ প্রিয় হেড্‌ডা। বসতে পারলে ভালই হতো; কিন্তু

সে-সময় আমার নেই। তাকে সাজিয়ে তৈরি ক'রে দিতে হবে—মানে, আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব। সুন্দর পোশাক পরেই সে তার কবরে যাবে।

হেড্‌ডা ॥ আমি কোন সাহায্য করতে পারি নে ?

মিস টেসম্যান ॥ না—না ! ওসব কিছু তোমাকে করতে হবে না ! হেড্‌ডা টেস-ম্যানের ওরকম কাজ করার দরকার নেই। ওসব বিষয়ে কিছু চিন্তাও করো না তুমি। ঠিক এই সময়ে না—নিশ্চয় না।

হেড্‌ডা ॥ চিন্তা...চিন্তা...ওগুলিকে অত সহজে কায়দা করা যায় না।

মিস টেসম্যান ॥ [একইভাবে] কী আর বলব বল ! বিশ্বে এইত ঘটছে ! বাড়ীতে রীণার পোশাক সেলাই করব আমরা। আশা করি, এ বাড়ীতেও শীঘ্র সেলাই করবে তোমরা। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে-সেলাই অন্যরকম !

[হল-ঘরের দরজা দিয়ে জরগেন টেসম্যান ভেতরে এসে ঢুকলো]

হেড্‌ডা ॥ শেষকালে তুমি ফিরলে।

টেসম্যান ॥ জুলি পিসী, তুমি এখানে ? হেড্‌ডার কাছে ? ভেবে দেখ ব্যাপারটা !

মিস টেসম্যান ॥ আমি এখনই উঠছিলাম, বাবা। ভাল কথা, যেগুলি তোমার করার কথা ছিল সেগুলি করেছ ?

টেসম্যান ॥ উঁহু। মনে হচ্ছে অর্ধেক কাজই আমি স্রেফ ভুলে গিয়েছি। কাল আমি নিশ্চয় গিয়ে সব ঠিক ক'রে দেব। আজ আমার মাথাটা একেবারে গোলমাল হয়ে গিয়েছে। স্থির হয়ে চিন্তা করতে পারছি নে।

মিস টেসম্যান ॥ কিন্তু প্রিয় জরগেন—এ জিনিসটা নিয়ে তুমি অত বেশী চিন্তা করো না।

টেসম্যান ॥ করব না ? তাহলে কী ভাবে......

মিস টেসম্যান ॥ দুঃখের ভেতরেও তোমার খুশি হওয়া উচিত—যা ঘটেছে তার জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই—ঠিক আমার মত।

টেসম্যান ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি সম্ভবত রীণা পিসীর কথা ভাবছো ?

হেড্‌ডা ॥ মিস টেসম্যান, এখন নিশ্চয় আপনার একলা একলা লাগবে।

মিস টেসম্যান ॥ হ্যাঁ - প্রথম প্রথম তা লাগবে। কিন্তু আশা করি ওটা বেশীদিন থাকবে না। আমি জানি, প্রিয় রীণার ঘর খালি থাকবে না।

টেসম্যান ॥ সত্যিই ? ওঘরে আবার কাকে ঢোকাবে—অ্যাঁ ?

মিস টেসম্যান ॥ দুর্ভাগ্যবশত, অসুস্থ অথবা অসহায় কেউ না কেউ রয়েছে। একটু সেবা, আর যত্নের প্রয়োজন সব সময়েই তাদের থাকে।

হেড্‌ডা ॥ এইরকম আর একটা বোঝা সত্যিসত্যিই কি আপনি নিতে চান নাকি ?

মিস টেসম্যান ॥ বোঝা ! ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, বৎসে। এ জাতীয় কাজ কোনদিনই আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায় নি।

হেড্‌ডা ॥ কিন্তু যদি কোন অপরিচিত লোক এসে পড়ে···

মিস টেসম্যান ॥ ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। অসুস্থ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে

বেশী সময় লাগে না। আর দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি আমারও কাউকে না কাউকে দরকার—মানে, যাকে সেবা ক'রে আমি বেঁচে থাকতে পারি। অবশ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখানেও দু'চারটে এমন কাজ থাকতে পারে যা করার জন্যে আমার মত বুড়ীরও কিছু সাহায্যের দরকার।

হেড্‌ডা ॥ না—না। এখানের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না—

টেসম্যান ॥ একবার ভেবে দেখ আমরা তিনজনে কত সুখে থাকতে পারতাম যদি—

হেড্‌ডা ॥ যদি— ?

টেসম্যান ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] না ; ও কিছু নয়। আশা করা যাক—সব ঠিক হয়ে যাবে—অ্যাঁ ?

মিস টেসম্যান ॥ ওকথা থাক। আশা করি, নিজেদের মধ্যে তোমাদের অনেক কথা বলার রয়েছে। [হেসে] আর সম্ভবত, জরগেন, হেড্‌ডারও কিছু বলার রয়েছে তোমাকে। এখন আমি বাড়ীতে রীণার কাছে চললাম। [দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে] রীণা এখন আমার কাছে রয়েছে ; আর প্রিয় জোকোম-এর কাছেও। হায়রে, ভাবতেও কেমন লাগছে !

টেসম্যান ॥ একথা ভাবতেও কেমন লাগে ; তাই না পিসী জুলি !

[হলঘরের ভেতর দিয়ে মিস টেসম্যান বেরিয়ে যান]

হেড্‌ডা ॥ [তার চোখ দুটো ঠাণ্ডা, আগ্রহী, টেসম্যানকে অনুসরণ করে] মনে হচ্ছে এই মৃত্যু তাঁকে যত আঘাত করেছে তার চেয়ে বেশী আঘাত করেছে তোমাকে।

টসম্যান ॥ করেছে। তবে কেবল রীণা পিসীর মৃত্যুই নয়। ইলার্টেরও। তার জন্যে আমি বেশ ব্যথা পেয়েছে।

হেড্‌ডা ॥ [তাড়াতাড়ি] তার আবার নতুন কিছু হ'ল নাকি ?

টেসম্যান ॥ ভেবেছিলাম বিকেলে তার ওখানে গিয়ে বলে আসব তার পাণ্ডুলিপিটা নিরাপদ জায়গাতেই রয়েছে।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে, তুমি কি তাকে খুঁজে পাওনি ?

টেসম্যান ॥ না। সে বাড়ীতে ছিল না। কিন্তু পরে, মিসেস এলভস্তেদের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর কাছে শুনলাম সে আজ সকালে এখানেই ছিল।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ। তুমি ঠিক যাওয়ার পরেই সে এখানে এসেছিল।

টেসম্যান ॥ সে বোধ হয় বলেছে যে পাণ্ডুলিপিটা সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছে—অ্যাঁ ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ। সেই কথাটাই সে বারবার বলেছে।

টেসম্যান ॥ কিন্তু লোকটার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ! আর সেইজন্যে তুমিও নিশ্চয় সেটা তাকে ফিরিয়ে দিতে সাহস করনি ?

হেড্‌ডা ॥ না। সেটা সে নেয় নি।

টেসম্যান ॥ কিন্তু সেটা যে আমাদের কাছে রয়েছে সেকথা তুমি তাকে বলেছিলে তো ?

হেড্‌ডা ॥ না। [তাড়াতাড়ি] সেকথা তুমি মিসেস এলভস্তেদকে বল নি তো ?

টেসম্যান ॥ না। সেকথা তাঁকে আমি ঠিক বলতে চাই নি। কিন্তু তাকে তোমার বলা উচিত ছিল। ধর, হতাশ হয়ে নিজের কোন ক্ষতি যদি সে ক'রে ফেলে? হেড্‌ডা, আমাকে ওটা দাও। আমি এখনই দৌড়ে যাই। প্যাকেটটা কোথায়?

হেড্‌ডা ॥ [কোনরকম উৎসাহ না দেখিয়ে, কোনরকম ওঠার চেষ্টা না ক'রে, ইজি চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে] আমার কাছেও আর নেই।

টেসম্যান ॥ নেই? নেই মানে?

হেড্‌ডা ॥ পুড়িয়ে ফেলেছি—প্রতিটি পাতা।

টেসম্যান ॥ [ভয়ে চমকে উঠে] পুড়িয়ে ফেলেছ? ইলার্ট লভর্গের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেছ!

হেড্‌ডা ॥ ওভাবে আর্তনাদ করো না। চাকরানীটা শুনতে পাবে।

টেসম্যান ॥ পুড়িয়ে! কিন্তু হায় ঈশ্বর! না, না, না! এ অসম্ভব…অসম্ভব!

হেড্‌ডা ॥ তাহলেও সত্যি।

টেসম্যান ॥ কিন্তু কী করেছ তা কি তুমি জান, হেড্‌ডা? হারানো সম্পত্তি এই-ভাবে নষ্ট করাটা বে-আইনী! ভেবে দেখ! জাজ ব্র্যাককে জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমাকে বলে দেবেন।

হেড্‌ডা ॥ জাজ বা অন্য কাউকে একথা না বলার জন্যে আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।

টেসম্যান ॥ কিন্তু তুমি এরকম অদ্ভুত কাজ করলে কী ক'রে? এইরকম উদ্ভট চিন্তাই বা তোমার মাথায় কী ক'রে ঢুকলো? আমাকে বল।

হেড্‌ডা ॥ [মৃদু হাসি, খুব অস্পষ্ট, চেপে] জরগেন, একাজ আমি তোমারই জন্যে করেছি।

টেসম্যান ॥ আমার জন্যে!

হেড্‌ডা ॥ আজ সকালে বাড়ীতে ফিরে যখন তুমি বললে যে সে তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছিল—

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলেছি। তাতে কী হয়েছে?

হেড্‌ডা ॥ তাকে যে তুমি হিংসে কর সেকথাটা তুমি তখন স্বীকার করেছিলে।

টেসম্যান ॥ হায় ঈশ্বর! কথাটা আমি আক্ষরিক অর্থে বলি নি।

হেড্‌ডা ॥ যাই হোক, তোমাকে কেউ টেক্কা দিয়ে যাবে এটা আমি সহ্য করতে পারি নি।

টেসম্যান ॥ [সন্দেহ আর আনন্দের মিলিত উচ্ছ্বাসে] হেড্‌ডা, তুমি যা বললে তা কি সত্যি? হ্যাঁ; কিন্তু…কিন্তু…আগে তো কোন কোন দিন তোমার ঠিক এই ধরণের ভালবাসার নমুনা পাই নি।

হেড্‌ডা ॥ তাহলে তুমি জেনো যে ঠিক এই মুহূর্তে…[বেশ জোরে, রাগত স্বরে]

না। তুমি জুলি পিসীকে জিজ্ঞাসা করে এস। তিনি এ সম্বন্ধে তোমাকে সব বলবেন।

টেসম্যান ॥ হেড্‌ডা, এখন যেন আমি সব বুঝতে পারছি। [দুটো হাত একসঙ্গে ক'রে] হায় ঈশ্বর! এ কি সম্ভব হ'তে পারে? অ্যাঁ?

হেড্‌ডা ॥ ওরকম চিৎকার করো না। চাকরানীটি শুনতে পাবে।

টেসম্যান ॥ [প্রচণ্ড আবেগে হাসতে হাসতে] চাকরানী। না। তোমার সত্যিই তুলনা নেই, হেড্‌ডা। চাকরানী। না—না। ওতো বির্টি। আমি যাই—বির্টিকে বলে আসি।

হেড্‌ডা ॥ [হতাশায় নিজের হাত দুটোকে মুঠো ক'রে] ওঃ। ওটাই আমাকে শেষ করে ফেলবে। তোমার এই উচ্ছ্বাসই আমার মৃত্যু ডেকে আনবে।

টেসম্যান ॥ কী বললে হেড্‌ডা?

হেড্‌ডা ॥ [বেশ একটা উদাসীন আর সংযতভাবে] তোমার এইসব অদ্ভুত বাচালতা, জরগেন।

টেসম্যান ॥ বাচালতা! আমার এত আনন্দ হয়েছে ব'লে? কিন্তু সে যাই হোক··· বির্টিকে এসব কথা বলা হয়ত আমার উচিত হবে না।

হেড্‌ডা ॥ কেন নয়? যাও।

টেসম্যান ॥ না। এখন থাক। কিন্তু জুলি পিসীর নিশ্চয় জানা উচিত। তারপরে তুমি আমাকে জরগেন বলে ডাকতে শুরু করেছ। ভাব একবার। জুলী পিসী শুনে কী খুশিই হবেন—কী খুশিই হবেন।

হেড্‌ডা ॥ যখন তিনি শুনবেন তোমার জন্যে ইলার্ট লভর্গের পাণ্ডুলিপিটা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

টেসম্যান ॥ না। কথাটা মনে পড়ে গেল। ওই পোড়ানোর ব্যাপারটা কারও জানা উচিত অবশ্যই নয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী জুলি পিসীর নিশ্চয় সেটা জানা উচিত। তবু, এই ধরনের কাজ যুবতী স্ত্রীদের কাছে স্বাভাবিক কিনা সেই কথাটাই আমি জানতে চাই, প্রিয়তমে।

হেড্‌ডা ॥ মনে হয় এই কথাটাও তুমি পিসী জুলিকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

টেসম্যান ॥ সময় পেলে অবশ্যই করব। [চিন্তিত আর আবার সন্দিহান হয়ে] কিন্তু···কিন্তু ওই পাণ্ডুলিপিটা। যাই বল, ওটার কথা যখন ভাবি তখন বেচারা ইলার্টের জন্যে দুঃখ হয়।

[হলঘরের দরজা দিয়ে মিসেস এলভস্তেদ এসে ঢুকলো। টুপী পরা; বাইরে বেরোনোর পোশাক। প্রথম আবির্ভাবে যেরকম পোশাক ছিল সেইরকম]

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা জানিয়ে আর উত্তেজিতভাবে] ও হেড্‌ডা, আবার এলাম ব'লে আশা করি কিছু মনে কর নি।

হেড্‌ডা ॥ কি ব্যাপার, থেয়া?

টেসম্যান ॥ আবার ইলার্টের কিছু হল নাকি—অ্যাঁ।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ। আমার খুব ভয় হচ্ছে নিশ্চয় তার কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে।

হেড্‌ডা ॥ [তার হাত ধরে] ও—তাই বুঝি ?

টেসম্যান ॥ হায় ঈশ্বর ! একথা বলছেন কেন, মিসেস এলভস্তেদ ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ কেন ? আমি যখন আসছি ঠিক সেই সময় বোর্ডিং হাউসের কাছে শুনলাম লোকে তাকে নিয়ে কীসব আলোচনা করছে। ও—হো ! শহরে আজ তাকে ঘিরে ভয়ঙ্কর রকমের অবিশ্বাস্য গুজব ছড়িয়ে পড়েছে।

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ। বুঝেছেন—আমিও তা শুনেছি। তবু আমি দিব্যি করে বলতে পারি সে সোজা বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারপরে এই গুজব। ভেবে দেখুন।

হেড্‌ডা ॥ বোর্ডিং হাউসে তারা কী বলাবলি করছিল ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ঠিক কিছু বলতে পারব না। হয় তারা বিশেষ কিছু জানে না ; অথবা,···আমাকে দেখেই তারা আলোচনা থামিয়ে দিয়েছিল। তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতেও আমার সাহস হয় নি।

টেসম্যান ॥ [অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে] আশা করি···আশা করি··· আপনি ভুল শুনেছেন—মিসেস...

মিসেস এলভস্তেদ ॥ না, না। তারা যে তাকে নিয়ে কথা বলছিল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যা শুনলাম, তারা হাসপাতালের কথা কী যেন বলছিল। অথবা—

টেসম্যান ॥ হাসপাতাল !

হেড্‌ডা ॥ না ! ও কথা সত্যি হতে পারে না।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ও ! তার সম্বন্ধে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছি। সেইজন্যে তার খোঁজে আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম।

হেড্‌ডা ॥ এ কাজ তুমি করতে পারলে, থোয়া ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ, তা পারলাম বই কি। তা ছাড়া আর কী করার ছিল আমার ? তার সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা আর আমি সহ্য করতে পারি নি।

টেসম্যান ॥ আর তাকে আপনি খুঁজেও পান নি, এই ত ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ না, সে যে কোথায় তাও কেউ জানে না। তারা বলল গতকাল বিকেল থেকে সে বাসায় ফেরে নি।

টেসম্যান। গতকাল। তারা একথা বলল !

মিসেস এলভস্তেদ ॥ আমার ধারণা এর উত্তর একটিই হতে পারে। নিশ্চয় তার কোন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটেছে।

টেসম্যান ॥ হেড্‌ডা, আমি বরং বেরিয়ে কিছু সংবাদ নিয়ে আসি, কী বল ?

হেড্‌ডা ॥ যাও ! কিন্তু নিজেকে এ বিষয়ে বেশী জড়িয়ে ফেলো না।

[দরজা খুলল বির্টি। হাতে টুপী নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল ব্র্যাক।

সে আসার পরে দরজাটা বিটি বন্ধ করে দিল। তাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কিছু না ব'লে সে মাথাটা নুইয়ে সকলকে অভিবাদন জানালো]

টেসম্যান ॥ ও ! আপনি জাজ ?

ব্র্যাক ॥ এই সন্ধ্যেবেলায় আপনার সঙ্গে দেখা করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করেছি।

টেসম্যান ॥ জুলি পিসীর সংবাদ আপনি যে পেয়েছেন সেটা বেশ আমি বুঝতে পারছি।

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ ; সেকথা আমিও শুনেছি।

টেসম্যান ॥ খুব দুঃখের সংবাদ নয় ?

ব্র্যাক ॥ প্রিয় টেসম্যান, সবটাই নির্ভর করছে জিনিসটাকে আপনি কীভাবে গ্রহণ করেন তার ওপরে।

টেসম্যান ॥ [সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে] আর কিছু ঘটেছে নাকি মিঃ ব্র্যাক ?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ ; আরও কিছু।

হেড্ডা ॥ [উদ্বিগ্ন হয়ে] মিঃ ব্র্যাক, কোন দুঃসংবাদ ?

ব্র্যাক ॥ মিসেস টেসম্যান, সেটাও নির্ভব করছে আপনার অনুভূতির ওপরে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [কোনরকম না ভেবেচিন্তেই তাড়াতাড়ি] ওঃ ! ইলার্ট লভর্গের সম্বন্ধে !

ব্র্যাক ॥ [তার দিকে চেয়ে] একথা বলার পেছনে আপনার যুক্তি কী, মাদাম ? ইতিমধ্যেই আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [বিভ্রান্ত হয়ে] না—না, মোটেই না ! কিন্তু—

টেসম্যান ॥ ঈশ্বরের দোহাই ! বলুন, মশাই, বলে ফেলুন !

ব্র্যাক ॥ [কাঁধ কুঁচকে] আমি একথা বলতে খুবই দুঃখিত যে ইলার্ট লভর্গকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি তিনি মৃত্যুশয্যায়।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [কেঁদে ফেলে] ঈশ্বর ! ঈশ্বর !

টেসম্যান ॥ হাসপাতালে ? এবং মৃত্যুশয্যায় !

হেড্ডা ॥ [অনিচ্ছাসত্ত্বেও] এত তাড়াতাড়ি !

মসেস এলভস্তেদ ॥ [চিৎকার করে কেঁদে] হেড্ডা, আমি তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চলে গিয়েছিলাম !

হেড্ডা ॥ [ফিসফিস ক'রে] চুপ কর, থোয়া ; শান্ত হও।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [তাকে গ্রাহ্য না ক'রে] আমি তার কাছে যাবই ! জীবিত অবস্থায় তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।

ব্র্যাক ॥ কিছু লাভ হবে না, মিসেস এলভস্তেদ। তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হচ্ছে না।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ তার কী হয়েছে অন্তত সেই কথাটা বলুন। ব্যাপারটা কী ?

টেসম্যান ॥ সে নিজেই এ কাজ নিশ্চয় করে নি—নাকি ?
হেড্‌ডা ॥ আমি নিশ্চিত—এ কাজ সে নিজেই করেছে।
টেসম্যান ॥ একথা কী ক'রে তুমি বলতে পাচ্ছ ?
ব্র্যাক ॥ [হেড্‌ডার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে] দুর্ভাগ্যবশত, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, মিসেস টেসম্যান।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ উঃ ! কী ভীষণ !
টেসম্যান ॥ সুতরাং, এ কাজ সে নিজেই করেছে ! ভেবে দেখ একবার !
হেড্‌ডা ॥ নিজেকে গুলি করেছে !
ব্র্যাক ॥ মিসেস টেসম্যান, আবার আপনি ঠিক কথা বলেছেন।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ [নিজেকে সংযত করার চেষ্টা ক'রে] কখন ঘটলো, মিঃ ব্র্যাক ?
ব্র্যাক ॥ আজই বিকালে। তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।
টেসম্যান ॥ হায়, হায় ! কোথায় এ কাজ সে করল—অ্যাঁ !
ব্র্যাক ॥ [কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তার সঙ্গে] কোথায় ? মনে হচ্ছে, তার বাসায়।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ না। এ সত্যি হ'তে পারে না। কারণ, ছটা থেকে সাতটার মধ্যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।
ব্র্যাক ॥ তাহলে, অন্য কোথাও। আমি ঠিক জানি নে, আমি কেবল জানি তাকে পাওয়া গিয়েছে—নিজের বুকে সে গুলি করেছে।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ ওঃ। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এইভাবে—এইভাবে নিজেকে সে শেষ করল।
হেড্‌ডা ॥ [ব্র্যাককে] বুকে ?
ব্র্যাক ॥ তাইত বললাম।
হেড্‌ডা ॥ মাথায় নয়, তাহলে ?
ব্র্যাক ॥ বুকে, মিসেস টেসম্যান।
হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ !...বুকটাই ভাল জায়গা।
ব্র্যাক ॥ আপনার বক্তব্যটা কী, মিসেস টেসম্যান ?
হেড্‌ডা ॥ [এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে] কিছু নয়—কিছু নয়।
টেসম্যান ॥ আঘাত খুব গুরুতর—তাই বলছেন ?
ব্র্যাক ॥ একেবারে মারাত্মক—নিঃসন্দেহে। সম্ভবত, এতক্ষণ সব শেষ হয়ে গিয়েছে।
মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই। সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সব শেষ...সব শেষ ! হেড্‌ডা, সব শে-ষ !
টেসম্যান ॥ কিন্তু এসব কথা আপনি জানতে পারলেন কী ক'রে বলুন তো ?
ব্র্যাক ॥ [সংক্ষিপ্তভাবে] একটি পুলিশের কাছ থেকে। তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল।

হেড্‌ডা ॥ [ঝংকার তুলে] একটা কাজ হ'ল—অবশেষে !

টেসম্যান ॥ [ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে] হায় ঈশ্বর ! হেড্‌ডা, তুমি কী বলছ ?

হেড্‌ডা ॥ বলছি যে এর ভেতরে একটা সৌন্দর্য রয়েছে ।

ব্র্যাক ॥ হুম ! মিসেস টেসম্যান—

টেসম্যান ॥ সৌন্দর্য ! ভাব একবার !

মিসেস এলভস্তেদ ॥ ও হেড্‌ডা ! এরকম কাজের মধ্যে তুমি সৌন্দর্য দেখতে পেলে কোথায় !

হেড্‌ডা ॥ ইলার্ট লভর্গ নিজের সঙ্গে তার হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে ফেলেছে । এর জন্যে যা করার ছিল......তা করার মত সাহস তার রয়েছে ।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ উঁহু ! ওই মনে ক'রে সে যে কিছু করেছে তা তুমি ভেব না । মুহূর্তের উন্মাদনায় সে ওটা করে ফেলেছে ।

টেসম্যান ॥ হতাশ হয়ে—মরিয়া হয়ে—

হেড্‌ডা ॥ উঁহু । সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত ।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ—মুহূর্তের উত্তেজনায় । ঠিক যেরকম মুহূর্তের উত্তেজনায় সে তার পাণ্ডুলিপিটা ছিঁড়ে ফেলেছিল ।

ব্র্যাক ॥ [অবাক হয়ে] পাণ্ডুলিপি ? অর্থাৎ, বই ? সেটা তিনি ছিঁড়ে ফেলে-ছিলেন ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ গত রাত্রিতে ।

টেসম্যান ॥ [ফিসফিস ক'রে] হায় হেড্‌ডা, ওই ব্যাপারটার সম্বন্ধে কিছুতেই আমরা হাত ধুয়ে ফেলতে পারব না ।

ব্র্যাক ॥ হুম । অদ্ভুত তো !

টেসম্যান ॥ [ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে] ইলার্ট যে এইভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেকথা কেউ ভেবেছে ! এমন কি যে বইটা তাকে অমর ক'রে রাখতো সেই বইটাও সে পেছনে রেখে গেল না ।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হায়রে, বইটাকে যদি আবার নতুন ক'রে লেখা যেত !

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ ; যদি আবার লেখা যেত— ! তাহলে ওর জন্যে আমি কী যে না করতাম···

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হয়ত তা পারা যায়, মিঃ টেসম্যান ।

টেসম্যান ॥ বলছেন কী ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [হাত-ব্যাগের মধ্যে দেখে] শুনুন । যে টুকুরো টুকরো টীকা থেকে সে বইটা লিখেছিল সেগুলি আমার কাছে রয়েছে ।

হেড্‌ডা ॥ [এক পা এগিয়ে] বল কী !

টেসম্যান ॥ আপনি সেগুলি রেখেছেন ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ । সেগুলি আমার কাছেই রয়েছে । চলে আসার সময়

সেগুলি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলাম। সেগুলি আমার এই হাতব্যাগের ভেতরে রয়েছে।

টেসম্যান ॥ দেখি দেখি!

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [এক বাণ্ডিল টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে] কিন্তু কাগজগুলি সব ওলট-পালট হয়ে রয়েছে—যাকে বলে ছত্রাকার।

টেসম্যান ॥ বিবেচনা করুন। এগুলিকে আমরা যদি সাজিয়ে নিতে পারি! আমরা যদি পরস্পরকে সাহায্য......

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ! অন্তত একবার চেষ্টা তো করা যাক।

টেসম্যান ॥ তাহলেই হবে! মানে, হ'তে বাধ্য! এটা তৈরি করার জন্যে আমি জীবন দিয়ে দেব।

হেড্‌ডা ॥ জরগেন? তোমার জীবন?

টেসম্যান ॥ হ্যাঁ, অথবা, আমার সমস্ত বাড়তি সময়। বর্তমানে, আমার নিজের কাজটা মুলতুবী থাক। বুঝতে পারলে, হেড্‌ডা? ইলার্টের স্মৃতির জন্যে এটা আমাকে করতেই হবে।

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ—সে কথা সত্যি।

টেসম্যান ॥ সুতরাং প্রিয় এলভস্তেদ, চলুন—আমরা দুজনে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। ঈশ্বর জানেন, যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রে আর লাভ নেই। কী বলেন? মনকে যতটা সম্ভব শান্ত করার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে; আর—

মিসেস এলভস্তেদ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ—মিঃ টেসম্যান। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো আপনাকে।

টেসম্যান ॥ তাহলে আসুন। এক্ষুণি আমরা নোটগুলি দেখি গে চলুন। বসবো কোথায় বলুন তো? এখানে? না; ওই পেছনের ঘরে। প্রিয় জাজ, আমাকে ক্ষমা করুন। মিসেস এলভস্তেদ, আসুন আমার সঙ্গে।

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হায় ঈশ্বর! সত্যিই যদি তা করা যায়?

[টেসম্যান আর মিসেস এলভস্তেদ দুজনে ভেতরের ঘরে ঢুকে যায়। মিসেস তার টুপী আর কোটটা তুলে নেয়। ঝোলানো আলোর তলায় টেবিলের ধারে তারা বসে; এবং কাগজগুলি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়। হেড্‌ডা স্টোভের কাছে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে। একটু পরেই ব্র্যাক তার কাছে এগিয়ে যায়]

হেড্‌ডা ॥ [কিছু জোরে] আ, মিঃ ব্র্যাক! কী মুক্তি, কী মুক্তি! ইলার্ট লভর্গের ব্যাপারটা আমাকে কী দারুণ মুক্তি দিয়েছে!

ব্র্যাক ॥ কী বললেন মাদাম? মুক্তি? হ্যাঁ, তাই বটে। তার পক্ষে এটা মুক্তি ছাড়া...

হেড্‌ডা ॥ আমি বলছি আমার মুক্তি। পৃথিবীতে যে এইরকম স্বাধীন আর নির্ভীক

কাজ থাকতে পারে এটা জানতে পেরে আমি কী মুক্তির নিঃশ্বাসই না ফেলছি! মনে হচ্ছে, একটা স্বতস্ফূর্ত সৌন্দর্যের আনন্দে এটা ঝলমল করছে।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] হুম। প্রিয় মাদাম হেড্ডা—

হেড্ডা ॥ আপনি কী বলতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার দিক থেকে আপনি পেশাদার মানুষ হওয়ার ফলেও...মানে!

ব্র্যাক ॥ [তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] ইলার্ট লভর্গ ছিলেন আপনার কাছে অনেক—নিজের কাছে যতটা স্বীকার করতে আপনি রাজি রয়েছেন তার চেয়েও বেশী প্রিয়। অথবা, আমার অনুমানে কোথাও কোন কি গলদ রয়েছে?

হেড্ডা ॥ ওরকম কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দিই নে। আমি কেবল এইটুকু জানি যে নিজের ইচ্ছেমত বাঁচার সাহস ইলার্ট লভর্গের ছিল। আর এখন—এই মহান কাজ—সুন্দর, সুন্দর। জীবনের আনন্দ-ভোজ থেকে এইভাবে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার শক্তি আর ইচ্ছে তার যে ছিল...আর এত তাড়াতাড়ি।

ব্র্যাক ॥ মাদাম হেড্ডা, আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু এই সুন্দর মোহ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

হেড্ডা ॥ মোহ?

ব্র্যাক ॥ যাই হোক শীঘ্রিই আপনি সেই বিলাস হারাতে বাধ্য হবেন।

হেড্ডা ॥ কী বিলাস?

ব্র্যাক ॥ ইচ্ছে করে নিজের বুকে তিনি গুলি মারেন নি।

হেড্ডা ॥ ইচ্ছে ক'রে নয়?

ব্র্যাক ॥ না। যেভাবে আমি বর্ণনা করলাম ঘটনাটা সেভাবে ঘটে নি।

হেড্ডা ॥ [উদ্বিগ্ন হয়ে] আপনি কি কিছু লুকোচ্ছেন? কী লুকোচ্ছেন?

ব্র্যাক ॥ বেচারা মিসেস এলভস্তেদের জন্যে আমার কথিকার সামান্য কিছু রদবদল আমি করেছি।

হেড্ডা ॥ সেগুলি কী?

ব্র্যাক ॥ প্রথম কথা হচ্ছে তিনি আগেই মারা গিয়েছেন।

হেড্ডা ॥ হাসপাতালে?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ, এবং জ্ঞান না ফিরে পেয়েই।

হেড্ডা ॥ আর কী আপনি বলেন নি?

ব্র্যাক ॥ ব্যাপারটা তাঁর বাসাতে ঘটে নি।

হেড্ডা ॥ তাতে আর এমন কি হেরফের হয়েছে?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ, হয়েছে। কারণ আপনাকে বলতে আমি বাধ্য যে ইলার্ট লভর্গকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—মাদাময়জেল ডায়নার খাস কামরায়।

হেড্ডা ॥ [অর্ধেকটা উঠে আবার বসে পড়ে ! অ-স-ম্ভ-ব! আজকে আবার সে সেখানে যেতে পারে না!

ব্র্যাক ॥ আজ বিকেলে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। একটা জিনিস তিনি সেখান

থেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, সেইটি সেইখানেই খোয়া গিয়েছিল। তিনি উন্মাদের মত বলেন সেইখানে তাঁর শিশুটি অপহৃত হয়েছে···

হেড্‌ডা ॥ ওঃ! সেইজন্যেই…

ব্র্যাক ॥ আমি ভেবেছিলাম তাঁর পাণ্ডুলিপিটাকে লক্ষ্য করেই হয়ত তিনি ওই কথা বলছেন। কিন্তু আমার সংবাদ, সেটা তিনি নিজেই নষ্ট করেছেন। তাহলে সেই হারানো জিনিসটা হচ্ছে নিশ্চয় তাঁর টাকার ব্যাগ।

হেড্‌ডা ॥ তাই হবে? আর তাহলে তাকে সেইখানেই পাওয়া গিয়েছে?

ব্র্যাক ॥ হ্যাঁ; সেইখানে। তাঁর বুকপকেটে একটি পিস্তল, পিস্তলের গুলির বাক্স খালি। সেই গুলিতেই জখম হয়ে তিনি মারা যান।

হেড্‌ডা ॥ বুকে লেগে—হ্যাঁ।

ব্র্যাক ॥ না। গুলিটা বিঁধেছে তাঁর পেটে।

হেড্‌ডা ॥ [বিরক্তির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে] কোথায়? কী আপদ! যা কিছু ধরতে যাই তাই কেমন যেন হাস্যকর আর বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায়!

ব্র্যাক ॥ আরও কিছু বেশী রয়েছে মাদাম। সেটাকেও আমরা বিশ্রী ব'লে চিহ্নিত করতে পারি।

হেড্‌ডা ॥ সেটা কী?

ব্র্যাক ॥ তাঁর কাছে যে পিস্তল ছিল—

হেড্‌ডা ॥ [দম বন্ধ ক'রে] অ্যাঁ! কী হয়েছে তার?

ব্র্যাক ॥ নিশ্চয় সেটা তিনি চুরি করেছিলেন।

হেড্‌ডা ॥ [লাফিয়ে উঠে] চুরি! সত্যি নয়! চুরি সে করে নি!

ব্র্যাক ॥ আর কোনভাবেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। নিশ্চয় তিনি চুরি করে-ছিলেন···চুপ!

[ভেতরের ঘরের টেবিল থেকে টেসম্যান আর মিসেস এলভস্তেদ উঠে পড়ে। তারপর তারা ড্রয়িংরুমে এসে হাজির হয়]

টেসম্যান ॥ [দুহাতে কাগজগুলি ধ'রে] এই দেখ, হেড্‌ডা। ঝোলানো আলোর নিচে এসব কাগজ পড়ার অসুবিধে হচ্ছে আমার। একবার বিবেচনা কর!

হেড্‌ডা ॥ করছি।

টেসম্যান ॥ তোমার লেখার টেবিলে কিছুক্ষণ আমরা বসলে তোমার কি অসুবিধে হবে?

হেড্‌ডা ॥ না—না। [তাড়াতাড়ি] একটু দাঁড়াও। টেবিলটা আমি পরিষ্কার করে দিই।

টেসম্যান ॥ তার কোন দরকার নেই। অনেক জায়গা আছে এখানে।

হেড্‌ডা ॥ না—না। বলছি, পরিষ্কার ক'রে দিই। আমি এইসব জিনিস তুলে নিয়ে ততক্ষণ পিয়ানো ওপরে রেখে দিচ্ছি। ওইখানে!

[বই-এর র‍্যাকের তলা থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিস সে টেনে বার ক'রে

নিল। আরও কয়েকখানা কাগজ দিয়ে সেটাকে সে মুড়লো। তারপরে সেটা নিয়ে সে ভেতরের ঘরে বাঁ দিকে চলে গেল। আলগা কাগজগুলি বিছিয়ে টেবিলের ধারে বসল টেসম্যান। কোণের টেবিলে যে আলোটা ছিল সেটা সে টেনে আনলো নিজের কাছে। তারপরে সে আর মিসেস এলভস্তেদ দুজনে আবার বসল কাজ করতে। ফিরে এল হেড্‌ডা]

হেড্‌ডা ॥ [মিসেস এলভস্তেদের চেয়ারের পেছনে গিয়ে, তার চুলগুলি আলতো-ভাবে নাড়িয়ে] থোয়া, ইলার্ট লভগের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করার কাজ কীরকম এগোচ্ছে ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [হতাশভাবে তাকিয়ে] হায় ঈশ্বর! এইসব মালমশলা থেকে আসল জিনিসটা খাড়া করা খুবই কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে হচ্ছে।

টেসম্যান ॥ খাড়া আমাদের করতেই হবে। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা নেই। তাছাড়া, অন্য লোকের লেখার সংকলন করাই তো আমার একমাত্র কাজ।

[স্টোভের দিকে এগিয়ে যায় হেড্‌ডা ; একটা চৌকির ওপরে বসে। ইজি চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে ব্র্যাক তার ওপরে ঝুঁকে দাঁড়ায়]

হেড্‌ডা ॥ [ফিসফিস ক'রে] পিস্তল সম্বন্ধে আপনি কী বলছিলেন ?

ব্র্যাক ॥ [আস্তে ক'রে] সেটা নিশ্চয় তিনি চুরি করেছিলেন।

হেড্‌ডা ॥ 'নিশ্চয়' কেন ?

ব্র্যাক ॥ কারণ এর অন্য কোন ব্যাখ্যা অসম্ভব, মাদাম হেড্‌ডা !

হেড্‌ডা ॥ সত্যিই ?

ব্র্যাক ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] অবশ্য ইলার্ট লভর্গ আজ সকালে এখানে এসেছিলেন ; তাই না ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; এসেছিলেন।

ব্র্যাক ॥ আপনি কি তার সঙ্গে একাই ছিলেন ?

হেড্‌ডা ॥ হ্যাঁ ; কিছুটা সময়।

ব্রাক ॥ তাঁকে এখানে রেখে আপনি কি বাইরে যান নি ?

হেড্‌ডা ॥ না।

ব্র্যাক ॥ ভেবে বলুন। একবারও, একটু সময়ের জন্যেও, বাইরে যান নি ?

হেড্‌ডা ॥ বোধ হয় একটু সময়ের জন্যে। ওই হলঘরে।

ব্র্যাক ॥ আর সে-সময় পিস্তলের বাক্সটা কোথায় ছিল ?

হেড্‌ডা ॥ আমি সেটাকে রেখেছিলাম···মানে, চাবির ভেতরে···

ব্র্যাক ॥ মাদাম হেড্‌ডা ? ভেবে বলুন···

হেড্‌ডা ॥ বাক্সটা ছিল লেখার টেবিলের ওপরে।

ব্র্যাক ॥ দুটো পিস্তলই যথাস্থানে রয়েছে কিনা তা দেখার মত সময় কি আপনার তারপরে হয়েছিল ?

হেড্‌ডা ॥ না।

ব্র্যাক ॥ তার কোন প্রয়োজন নেই। লভর্গের কাছে যে পিস্তলটা ছিল তা আমি দেখেছি ; গতকালও যেটা দেখে আমি চিনতে পেরেছিলাম, মানে, এতটুকু দেরি হয় নি। আর অনেক আগে থাকতেই আমি ওটা চিনে আসছি।

হেড্ডা ॥ ওটা কি আপনার কাছে ?

ব্র্যাক ॥ না। পুলিশের কাছে।

হেড্ডা ॥ পিস্তল নিয়ে পুলিশ কী করবে ?

ব্র্যাক ॥ ওটা কার তাই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবে।

হেড্ডা ॥ আপনার কি মনে হয় অনুসন্ধান তারা করতে পারবে ?

ব্র্যাক ॥ [তার ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে ফিসফিস ক'রে] না হেড্ডা গ্যাবলার —যতক্ষণ আমি চুপ ক'রে থাকব।

হেড্ডা ॥ [তার দিকে তেরচা চোখে চেয়ে] আর যদি আপনি চুপ ক'রে না থাকেন—তাহ'লে ?

ব্র্যাক ॥ [কাঁধ কুঁচকে] সব সময় অন্য পথ খোলা রয়েছে ঃ পিস্তল চুরি গিয়েছে।

হেড্ডা ॥ [দৃঢ়ভাবে] তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

ব্র্যাক ॥ [হেসে] ওরকম কথা লোকে মুখে বলে—কাজে করে না।

হেড্ডা ॥ [সেকথার উত্তর না দিয়ে] এবং এখন ধরুন, পিস্তলটা চুরিই গিয়েছে। পিস্তলের মালিককে খুঁজে বার করা হ'ল। তাহ'লে, কী হবে ?

ব্র্যাক ॥ কী হবে ? সাধারণতঃ যা হয়—স্ক্যান্‌ডেল।

হেড্ডা ॥ স্ক্যানডেল !

ব্র্যাক ॥ স্ক্যান্‌ডেল। হ্যাঁ ! যার সম্বন্ধে আপনার ভয় এত বেশী। অবশ্য আপনাকে আদালতে যেতে হবে। আপনি আর মাদাময়জেল ডায়না—দুজনকেই। কী ক'রে ঘটালো তার জবাবদিহি তাকে করতে হবে। এটা একটা নিছক দুর্ঘটনা বা হত্যা···তাকে ভয় দেখানোর জন্যে কি তিনি পকেট থেকে পিস্তলটা বার করেছিলেন ? আর বার করার সময়েই সেটা কি ফেটে গিয়েছিল ? অথবা সে-ই তাঁর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে গুলি ক'রে সেটা আবার তাঁর পকেটে পুরে রেখেছিল ? এরকম কাজ সে করতে পারে। মাদাময়জেল ডায়না বেশ শক্ত সমর্থ যুবতী।

হেড্ডা ॥ কিন্তু ওইসব ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

ব্র্যাক ॥ তা নেই। কিন্তু ইলার্ট লভর্গকে কেন আপনি পিস্তল দিয়েছিলেন তার উত্তর আপনাকে দিতে হবে। আর আপনি যে তাকে পিস্তল দিয়েছিলেন এই কথা শুনে জনসাধারণ যে মন্তব্য করবে তারও কিছু উত্তর দিতে হবে আপনাকে।

হেড্ডা ॥ [মাথা নিচু ক'রে] সেকথা সত্যি। ওকথাটা আমি চিন্তা করি নি।

ব্র্যাক ॥ সৌভাগ্যবশত আপনার কোন বিপদ হবে না—যতক্ষণ আমি মুখ না খুলছি।

হেড্‌ডা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] সুতরাং, মিঃ ব্র্যাক, আমি এখন আপনার কবলে। এখন থেকে আপনি আমার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করবেন।

ব্র্যাক ॥ [ফিসফিস ক'রে] প্রিয়তম হেড্‌ডা, বিশ্বাস কর—সে-অধিকারের অপব্যয় আমি করব না।

হেড্‌ডা ॥ তবুও আপনি আমাকে কুক্ষিগত করবেন। আপনার ইচ্ছে আর নির্দেশের বাঁদী হব আমি। এক কথায় ক্রীতদাসী। [অস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে] না! এরকম কোন চিন্তাও আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই—না, কখনও না।

ব্র্যাক ॥ [কিছুটা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে] কিন্তু তবু অবশ্যম্ভাবীকে মানুষ সাধারণতঃ মেনে নেয়—মানে, নিতে হয়।

হেড্‌ডা ॥ [একইরকম বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে। সম্ভবত তাই। [লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়]

হেড্‌ডা ॥ [অনিচ্ছাকৃত একটা হাসি চেপে আর টেসম্যানের স্বর অনুকরণ ক'রে] কি ব্যাপার জরগেন। কাজকর্ম এগোচ্ছে তো—অ্যাঁ।

টেসম্যান ॥ ঈশ্বর জানেন। যাই হোক, আমাদের অনেক—অনেকদিন ধরে কাজ করতে হবে।

হেড্‌ডা ॥ [আগের মতই] আচ্ছা! ভেবে দেখ একবার। [মিসেস এলভস্তেদের মাথার ওপরে আস্তে আস্তে আঙুল বুলিয়ে] ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত লাগছে না থেয়া? একদিন যেমন ইলার্ট লভবর্গের পাশে বসে তুমি কাজ করতে এখন ঠিক তেমনি তুমি জর্জ টেসম্যানের কাছে বসে কাজ করছো?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ অবশ্য আমি যদি তোমার স্বামীকেও সেইরকমই উৎসাহ যোগাতে পারি—

হেড্‌ডা ॥ সময়ে তা পারবে।

টেসম্যান ॥ বিশ্বাস কর, হেড্‌ডা। এরই মধ্যে আমি সত্যি সত্যিই একটা উৎসাহ বোধ করছি। কিন্তু তুমি এখন জাজ ব্র্যাকের সঙ্গে আবার গল্প করগে যাও।

হেড্‌ডা ॥ তোমাদের দুজনকে সাহায্য করার মত কোন কাজ কি আমার এখানে নেই?

টেসম্যান ॥ না, কিছু নেই। [মাথা ঘুরিয়ে] জাজ ব্র্যাক, আপনি কি দয়া ক'রে একটু হেড্‌ডাকে সঙ্গ দেবেন?

ব্র্যাক ॥ [হেড্‌ডার দিকে চেয়ে] খুব—খুব খুশি মনে।

হেড্‌ডা ॥ ধন্যবাদ। কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত, ভেতরে সোফা রয়েছে। ওখানে আমি একটু শোব।

টেসম্যান ॥ সেই ভাল, প্রিয় হেড্‌ডা।

[হেড্‌ডা ভেতরের ঘরে ঢুকে যায়; ফেলে দেয় পর্দাটা। একটু বিরতি। হঠাৎ শোনা গেল, পিয়ানোতে সে উদ্দাম একটা নাচের বাজনা বাজাচ্ছে]

মিসেস এলভস্তেদ ॥ [চেয়ার থেকে লাফিয়ে] উঃ ! কী হচ্ছে !

টেসম্যান ॥ [দরজার দিকে তাকিয়ে] কিন্তু হেড্‌ডা, প্রিয়তমে—এই সন্ধ্যায় তুমি ওই নাচের বাজনাটা বাজিয়ো না। রীণা পিসী আর ইলার্ট-এর কথাটা ভেবেও।

হেড্‌ডা ॥ [পর্দার ভেতর থেকে মাথাটা বাড়িয়ে] সেই সঙ্গে জুলি পিসী। আর সেই সঙ্গে অন্য সকলের। ভবিষ্যতে আমি চুপ করে থাকবো। [পর্দাটা আবার ফেলে দেয়]

টেসম্যান ॥ [লেখার টেবিলে] অবশ্য এই করুণ কাজ করতে দেখে ও একটু মুষড়ে পড়েছে। মিসেস এলভস্তেদ, এর পরে আমরা কী করব বলছি। আপনি জুলি পিসী বাড়ীতে থাকবেন ; আমি সন্ধ্যেবেলা সেখানে যাব। তখন আমরা দুজনে বসে নির্বিবাদে কাজ করতে পারব। কী বলেন ?

মিসেস এলভস্তেদ ॥ হ্যাঁ ! সেইটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হবে।

হেড্‌ডা ॥ [ভেতরের ঘরে] তোমরা কী বলছ তা আমি খুব ভালই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তাহলে সন্ধ্যেটা আমি কাটাবো কী করে ?

টেসম্যান ॥ [কাগজ ওলটাতে ওলটাতে] এই কথা ? জাজ ব্র্যাক, আশা করি, দয়া করে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করবেন।

ব্র্যাক ॥ [ইজিচেয়ারে বসে আনন্দের সঙ্গে] খুব খুশি হয়ে। প্রতিটি সন্ধ্যায়, মিসেস টেসম্যান ! আমরা দুজনে বেশ আনন্দেই কাটিয়ে দেব।

হেড্‌ডা ॥ [বেশ স্পষ্ট আর পরিষ্কার করে] হ্যাঁ আপনি এই তো চাইছেন। তাই নয়, মিঃ ব্র্যাক ? আপনি, খামারের একমাত্র পোষা মোরগ।

[ভেতরে একটা গুলি ছোড়ার শব্দ হল। টেসম্যান, মিসেস এলভস্তেদ, আর ব্র্যাক লাফিয়ে উঠল]

টেসম্যান। দুত্তোর ! আবার এখন তুমি পিস্তল নিয়ে খেলতে শুরু করলে ?

[পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ছুটে যায়। পেছনে পেছনে মিসেস এলভস্তেদও। সোফার ওপরে লম্বা হয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে হেড্‌ডা। চারপাশে বিভ্রান্তি আর চিৎকার। ডানদিক থেকে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসে বির্টি]

টেসম্যান। [ব্র্যাককে আর্তনাদ করে] নিজেকে গুলি করেছে। নিজের মাথায় ! একবার ভেবে দেখুন।

ব্র্যাক ॥ [ইজি চেয়ারে অবশের মত আধখানা ঢলে প'ড়ে] হায় করুণাময় ঈশ্বর ! মানুষ তো এরকম কাজ করে না—

———

শিশু ইয়োলফ

LITTLE EYOLF

॥ ভূমিকা ॥

১৮৯৪ সালের ১৫ই জুন নতুন একটি নাটক রচনার পরিকল্পনা করেন ইবসেন। ইতিমধ্যে নাট্যকার হিসাবে ইয়োরোপে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর *The Master Builder, A Doll's House, The Wild Duck, Rosmersholm* প্রভৃতি নাটকগুলি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের পেশাদার নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়েছে; অর্থপ্রাপ্তিও হয়েছে তাঁর। ২২শে জুনের মধ্যে নতুন নাটকের সংলাপ তিনি পুরোদমে লিখতে শুরু করেছিলেন। ১০ই জুলাই-এর মধ্যে প্রথম অংকটি শেষ করলেন। পরের দিনই শুরু করলেন দ্বিতীয় অংক, এবং ২৫শে জুলাই তারিখে তিনি Jacob Hegel-কে জানালেন: "Yesterday I completed the second act of my new play, and have already begun to-day work on the third and the last act." ৭ই অগাস্ট তৃতীয় অংকটি শেষ করলেন তিনি। পরিমার্জিত করতে লাগলো আরও দুটি মাস। তারপরে শেষ হলো নাটকটি। ১০ই অক্টোবর নাটকটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন প্রকাশকের কাছে। নাটকটির নাম হচ্ছে *Little Eyolf*।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর নাটকটি একসঙ্গে প্রকাশিত হলো চারটি জায়গা থেকে: কোপেনহেগেন, ক্রীশ্চিনিয়া, লণ্ডন এবং বার্লিন। ক্রীশ্চিনিয়াতে সকাল থেকেই বই-এর দোকানগুলিতে ধর্ণা দিয়ে অপেক্ষা করেছিল ক্রেতারা; কিন্তু কুয়াশার জন্যে মুদ্রিত নাটকগুলি নিয়ে কোপেনহেগেন থেকে জাহাজ বিকালের আগে ক্রীশ্চিনিয়াতে পৌঁছতে পারে নি।

আশ্চর্যের বিষয়, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কাগজগুলি নাটকটির প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে পড়লো। Authors' Society-তে Nils Kjaer তীব্রভাষায় ইবসেনের নাট্যপ্রতিভাকে আক্রমণ করেছিলেন। Dagbladet কাগজে নাটকটির তিনি প্রশংসা করে লিখলেন: 'a new triumph'। সমালোচক Kristofer Randers-ও ইবসেনের কয়েকটি সাম্প্রতিক নাটকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন। তিনিও এই নাটকটির প্রশংসা ক'রে 'Aftenposten' কাগজে লিখলেন: "Had our old poet become young again? Does he wish to put our younger writers to shame, so youthful as he is here, so fresh, immediate and powerful?"

বিক্রীর দিক থেকেও নাটকটি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। প্রথম সংস্করণের

দশ হাজার কপি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিক্রী হয়ে গেল। ২১শে ডিসেম্বর ছাপা হলো দু'হাজার কপি, বিশে জানুয়ারী আরও ২২৫০। স্ক্যান্ডিনেভিয়া ছাড়া তাঁর বহু বই আমেরিকাতে বিক্রী হয়েছিল। পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই ছিল যেখানকার মানুষেরা মূলভাষায় লেখা ইবসেনের নাটক পড়তে চাইতো না, এবং তা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি। তাঁর নাটকগুলির জনপ্রিয়তা কতটা ছিল সেই কথা বলতে গিয়ে কোন একটা পত্রিকা মন্তব্য করেছে : "As soon as a new work by him is announced, orders begin to pour into the publishers, not merely—indeed, perhaps least—from foreign publishets, but from private individuals—in Germany, France, England, Russia, Rumania, Turkey, Greece, Italy……It is no exaggeration to say that myriads of people in foreign countries all over the world have learned Norwegian in order to read Ibsen's works in the original tongue." বিশ্বের ক'জন নাট্যকারের এই সৌভাগ্য হয়েছে ?

লণ্ডনের অনেক পত্রপত্রিকাতেও নাটকটি নিয়ে আলোচা হয়েছিল। The Daily Chronicle লিখলো—সমসাময়িক সাহিত্যে ইবসেন সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক। কিন্তু Daily News পত্রিকাটি বিরুদ্ধ আলোচনা করলো নাটকটির। তাঁর মতে নাটকটির মধ্যে নাট্যগুণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। চরিত্রগুলি আদৌ রক্তমাংসের নয়—অনেকটা বিমূর্ত ; সংলাপ দুর্বোধ্য, সুগ্রথিত নয়, অনেক সময় মনে হয় অবান্তর ("the characters mere abstractions, and the dialogue obscure and pointless.")।

পরিকল্পনার দিক থেকে *Rosmersholm*, *The Master Builder* এবং *John Gabriel Borkman* থেকে এই নাটক কিছুটা পৃথক্। এক বিষয়বস্তু ঠিক স্বাভাবিক ধরণের নয় ; চরিত্রগুলি কেমন যেন অন্য প্রকৃতির—সহজবোধ নয়। এইজন্যেই নাটকটি পাঠকপাঠিকাদের কিছুটা যে বিভ্রান্ত করে সে বিষয়ে অনেকেই একমত, বিশেষ করে নাটকটির তৃতীয় অংক। যারা তৃতীয় অংকটিকে দুর্বোধ্য, বিমূর্ত আর অনেকটা নাট্যকারের ইচ্ছাকৃত মনোবিকলনের প্রচেষ্টা ব'লে ধরে নিয়েছিলেন (সমালোচক Henry James তাঁদের মধ্যে একজন) তাঁদের সেই সমালোচনার উত্তর হিসেবে ইবসেনের জীবনীকার Michael Meyer বলেছেন : "Yet if properly understood and intelligently interpreted, this act is by no means meagre, nor the solution, as James supposed simple. The mistake is to imagine that Ibsen envisaged ending as happy. Surely it is obvious that devoting themselves to charity, sharing their 'gold and their green forests' with the poor, will not ultimately provide the answer and the peace with Alfred and Rita are seeking. They have reached the rock-bottom ; but unless they can prove that they have undergone a geniune change of heart, and are

prepared with the realities of life, this will be no solution, but another, more plausible but equally insidious 'life-lie'. They are only at the beginning of their long climb to salvation."

কেবল তৃতীয় অংক কেন, সমস্ত নাটকটির মধ্যে আলফ্রেড অলমারস সত্যিকার একটি দুর্বোধ্য চরিত্র। এই চরিত্রটি আমাদের মনে যে আগ্রহের সৃষ্টি করে না তা নয়; কিন্তু সেই আগ্রহটাকে বেশীক্ষণ সজীব রাখা কষ্টকর; কারণ, অলমারসকে কখনোই আমরা বাস্তব জগতের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি নে। না তিনি মানবিক, না তিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। তাঁর মত যত প্রবল, পথ তত পরিষ্কার নয়; ত্রিশঙ্কুর মত দু'ই-এর মাঝখানে তিনি দুলছেন। তাঁর মধ্যে দিয়ে তাঁর চারপাশের চরিত্রগুলিকেই আমরা যে বুঝতে পারি তা নয়, তাঁর বংশের কিছু পরিচয় আমরা পাই। পিতৃপুরুষের বৈশিষ্ট্যই অলমারস আর আস্‌তাকে একসঙ্গে নিয়ে এসেছে, বরঘেম আর রীতাকে নিয়ে গিয়েছে অন্য একটি দলে। রীতাকে আমরা বুঝতে পারি। উচ্ছল জীবনমদিরাকে সে পান করতে চেয়েছিল; তাই অলমারস আর তার নিজের মধ্যে কোন বাধাকেই সে বরদাস্ত করতে পারে নি, এমনকি একমাত্র পুত্র ইয়োলফকেও। তার এই আত্মভোগলিপ্সাকে আমরা যত বাস্তব দৃষ্টি দিয়েই দেখি না কেন, তার মধ্যে ছিল না কোন মিথ্যাচার। যা সে জানে না, যা সে বোঝে না তাই সে জানে, তাই সে বোঝে ব'লে মিথ্যা দম্ভের হুমকি সে দেয় নি। এদিক থেকে অলমারস আর আস্‌তা দাম্ভিক; রীতা আর বরঘেমের মত সহজ, সরল নয়।

অলমারসের প্রথম মিথ্যাচার হচ্ছে, আর সেইটিই তাঁর আত্মাকে যতখানি ক্ষতবিক্ষত করেছে সেইরকম ক্ষতবিক্ষত করেছে অন্য চরিত্রগুলিকে, নিজের ক্ষমতার সম্বন্ধে অতিরিক্ত একটা ধারণা। যা তাঁর ছিল না তাই রয়েছে ব'লে একটা বিভ্রান্তি। এরই ফলে তিনি কেবল আত্মপ্রতারণাই করেন নি, এমন কয়েকটি মিথ্যাচারের শিকার তিনি হয়েছিলেন যার ফলে ইয়োলফ-এর মৃত্যু হ'য়েছিল এবং পঙ্গু হয়ে প'ড়েছিল অন্য তিনটি চরিত্র। ভাগ্য বা দুর্ঘটনা তাঁকে এই পথে এনে দাঁড় করিয়েছিল। প্রথমে তিনি পেয়েছিলেন ছোট বোনের সশ্রদ্ধ আন্তরিক ভালবাসা এবং তাঁর শক্তির ওপরে অগাধ বিশ্বাস। তার সঙ্গে পেয়েছিলেন তিনি প্রাণোচ্ছলা সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্না, 'স্বর্ণ এবং সবুজ বনানীর' অধিকারিণী রীতাকে পত্নী হিসাবে। এই দু'টি সম্পত্তির মালিক হ'য়ে অলমারস বসেছিলেন 'মানবিক দায়িত্ব' (Human Responsibility) শীর্ষক একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ লিখতে। এই গ্রন্থটি রচনা ক'রে তিনি যে মনুষ্য সমাজের বিরাট একটি মঙ্গলকর কাজ করছেন এ ধারণা আস্‌তার ছিল, ধারণা নয়, বিশ্বাস; এবং আস্‌তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছিল শিশু ইয়োলফ। তারপরে গ্রন্থটিকে অসমাপ্ত রেখে অলমারস গেলেন জনসমাজ থেকে দূরে পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় সীমাহীন নিঃস্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে; সেখানে তিনি নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এলেন তিনি অন্য মানুষ হয়ে। পুরাতন 'মানবিক দায়িত্বের' পাণ্ডুলিপিটি অসমাপ্ত রেখে তিনি মেতে উঠলেন

নবমানবতাবোধে—পুত্রকে নতুন যুগের মানুষে পরিণত ক'রে অলমারস বংশের (House of Allmers) দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টায়। আগের মত এটিও ছিল তাঁর একরকমের বিশ্বাস। পাহাড়ের চূড়ায় নিজেকে আবিষ্কার ক'রে (অন্তত তাই তিনি মনে করেছিলেন) বাড়ীতে ফিরে এলেন তিনি নতুন উদ্দীপনায়; সেই উদ্দীপনা তাঁর নিবে গেল ইয়োলফের হঠাৎ মৃত্যুতে। শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি; বুঝতে পারলেন যে ইয়োলফের ব্যাপারেই তিনি যে কেবল ব্যর্থ হয়েছেন তা নয়, মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনেই তিনি যে কেবল ব্যর্থ হয়েছেন.তা নয়, রীতা আর আস্‌তার ওপরে তাঁর যা দায়িত্ব ছিল তাও তিনি সম্পন্ন করতে পারেন নি। মনোজগতে নিজের জন্যে তিনি যে স্বর্ণসৌধ গড়ে তুলেছিলেন বাস্তবের কঠোর ধাক্কায় তা ঝুরঝুর ক'রে বালির ওপরে তৈরি প্রাসাদের মত ঝরে পড়েছে। Ellis-Fermour সত্যি কথাই বলেছেন: "In the interval, during the course of the play, he has revealed some strange and unlovable features which are yet hardly the essentials of the man. He has become an egoist, Something of a prig, a sentimentalist with easy surface feelings and with the emotional callousness of a spoilt child or an intellectual half-god."

কথাটা সত্যি যে ট্র্যাজিক চরিত্রের বিশালতা আর গভীরতা অলমারসের নেই; এবং নিজেকে যে তিনি প্রতারণাই করেছিলেন সে কথাও মিথ্যা নয়; তবু, তিনি মুর্খ ছিলেন না, ঘৃণ্য কাজও তিনি কিছু করেন নি। তাঁর এই আত্মপ্রবঞ্চনার উৎস হচ্ছে তাঁরই চরিত্রের একটি দুর্বলতা; আর সেই দুর্বলতার জন্ম হচ্ছে জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসার অভাব থেকে, এবং নিজেকে আর অপরকে বাঁচানোর শক্তির অপ্রতুলতা থেকে। তারই ফলে, বাস্তব জগতের সঙ্গে তিনি মোকাবিলা করতে পারেন নি; তারই ফলে একটি সুরক্ষিত আশ্রয়দুর্গের জন্যে তাঁর মনের অগোচরে লুকিয়ে ছিল একটি দুর্বল কামনা। এই স্থবির, অন্তর্মুখী মানুষটির চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে একদল আবেগময় চরিত্র। এই দুটিরই ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকটি এগিয়ে চলেছে শেষ পরিণতির দিকে। অথবা বলা যায় নাটকটি সমাপ্ত যেখানে সেইখানেই হয়েছে আর একটি নতুন নাটকের শুরু। এক পুত্র হারিয়ে শত পুত্রের সম্ভাব্য জনক-জননী পুনরুজ্জীবিত অলমারস-রীতার কাহিনী। 'অবশ্য অন্তর্জীবন পরিত্যাগ ক'রে, নিজেদের ভোগবিলাসকে পেছনে ফেলে রেখে তাঁরা নতুন বাস্তব জগতের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারবেন কিনা সে কথা স্বতন্ত্র; বর্তমান নাটকের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই; এই খানেই নাট্যকারের কাজ শেষ;' এইখানেই অলমারস-রীতার ট্র্যাজিক redemption। তৃতীয় অংকটিতেই এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে ইবসেনকে। এই অংকটির উৎকর্ষতার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Michael Meyer বলেছেন: "My own belief is that the third act of *Little Eyolf*, like the two that precede it, is among the greatest that Ibsen ever wrote, and that in it he achieved exactly what he set out to achieve, namely, to reveal

the interior of what, in *Brand*, thirty years before, he had called 'the Ice Church'—the interior of a human soul in which love has died—so that, in Rita's words, all that is left to her and Alfred is to 'try to fill that emptiness with somethings resembling love'—আত্মপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমে উত্তরণ, মনোজগাতর অচলায়তেনর বেড়া ভেঙে উন্মুক্ত আকাশের নিচে সকলের সঙ্গে ঘর বাঁধা।

সুনীলকুমার ঘোষ

।। চরিত্রাবলী ।।

অ্যালফ্রেড আলমারস, ভূম্যধিকারী, শিক্ষিত মানুষ, ভূতপূর্ব একজন শিক্ষক

রীতা অলমারস, স্ত্রী

ইয়োলফ, শিশুপুত্র ; বয়স, নয়

আস্তা অলমারস, আলফ্রেডের ছোট, বৈমাত্রেয় বোন ।

বরঘেম, একজন ইন্‌জিনিয়র

ডাইনী, [ইঁদুরের বউ]

স্থান : শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে, অন্তরীপের কাছে, অলমারস-এর জমিদারীতে ।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

বাগানবাড়ীর একটি ঘর ; মনোরম আর ভারি সুন্দর করে, নানারকম আসবাব-পত্র, ফুল আর উদ্ভিদে সাজানো ঘরটি। পেছনদিকে কাচের দরজা, খোলা। সেখান দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়। সেখানে দাঁড়ালে অন্তরীপের দৃশ্যটি বেশ ভালভাবে দেখতে পাওয়া যাবে, দূরে বনশ্রেণী উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে গিয়েছে। পাশের প্রতিটি দেওয়ালের গায়ে একটি করে দরজা। ডানদিকে দুটি দরজা ; পেছনের দিকেও তাই, স্টেজের পেছনে একটা সোফা। তার গদিগুলি ছড়ানো। সোফার এক কোণে কয়েকটি চেয়ার আর একটি ছোট টেবিল, স্টেজের পেছনে বাঁদিকে একটা অপেক্ষাকৃত বড় টেবিল ; তার চারপাশে হাতলওয়ালা কয়েকটি চেয়ার। টেবিলের ওপরে খোলা একটা বেড়ানোর ব্যাগ পড়ে রয়েছে। সময়, একটি গ্রীষ্মের প্রভাত , বেশ গরম। আবহাওয়াটি রৌদ্রোজ্জ্বল।

ডানদিকের দেওয়ালের দিকে পেছন ক'রে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে রীতা অলমারস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে জিনিসপত্র বার করছে। দেখতে ভালোই , রঙ ফর্সা। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। একটু লম্বা ; প্রাণ চঞ্চলা। পরনে তার ফিকে রঙের প্রভাতী পোষাক।

একটু পরে, ডানদিকের দরজা দিয়ে আসতা আলমারস্ ভেতরে এসে ঢুকলো। পরনে তার হাল্কা গোলাপী রঙের গ্রীষ্মকালীন 'সুট', মাথায় টুপী, গায়ে কোট, হাতে মহিলাদের ছাতা , বগলে মোটামুটি রকমের বড় একটা চাবি দেওয়া 'ব্রিফকেশ'। রোগাটে, মাঝারি চেহারা , কালো একমাথা ঘন চুল ; চোখ দুটি বেশ গম্ভীর। বয়স পঁচিশ।

আস্তা ॥ [দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] সুপ্রভাত, রীতা।

রীতা ॥ [মাথাটা ঘুরিয়ে, এবং প্রতি-অভিবাদন করে] ওঃ ! আস্তা—তুমি। শহর থেকে এত সকালে ? সোজা এইখানেই আসছ বুঝি ?

আসতা ॥ [দরজার কাছে একটা চেয়ারের ওপরে তার জিনিসপত্রগুলি রেখে] হ্যাঁ , শান্তি পাচ্ছিলাম না আমি। মনটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। ভাবলাম, আমাদের ক্ষুদে ইয়োলফকে একবার দেখার জন্যে আমাকে আজ এখানে আসতেই হবে। আর সেইসঙ্গে তোমাকেও। [সোফার পাশে টেবিলের ওপরে ব্রিফ-কেশটা নামিয়ে রেখে] এই ভেবে স্টীমারে চেপে এখানে এসে পড়লাম।

রীতা ॥ [তার দিকে চেয়ে একটু হেসে] সম্ভবত, স্টীমারের ওপরে কোন প্রিয়দর্শন বন্ধু বা আর কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ? অবশ্য, হঠাৎ আর কি !

আস্তা ॥ [ধীর, নম্রভাবে] না। পরিচিত কারও সঙ্গেই দেখা হয় নি—না, কারও সঙ্গেই না। [ব্যাগটা দেখে] ব্যাপার কী রীতা—ওটা কী ?

রীতা ॥ [ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র তুলতে তুলতে] আলফ্রেডের বেড়াতে যাবার ব্যাগ। তুমি চেনো না ?

আস্তা ॥ [খুশি হয়ে, সামনে এগিয়ে গিয়ে] কী বললে ! আলফ্রেড ফিরে এসেছে ?

রীতা ॥ বোঝ ব্যাপারটা ! অপ্রত্যাশিতভাবেই গতকাল রাত্রির ট্রেনে সে ফিরে এসেছে।

আস্তা ॥ ও ! তাই বল ! আমারও যেন সেইরকমই মনে হচ্ছিল। সেইজন্যেই তো আমি এখানে এসেছি। এবং আগে তো কিছুই জানায় নি তোমাকে ? এমনকি একটা পোস্টকার্ডও লেখে নি ?

রীতা ॥ একটি কথাও না।

আস্তা ॥ টেলিগ্রামও করে নি ?

রীতা ॥ ও, হ্যাঁ ! এখানে পৌঁছানোর ঘণ্টাখানেক আগে। খুব চুটকি একটা টেলিগ্রাম ; ওই, কোনরকমে একটা আর কি। [হেসে] ঠিক মানুষটার মতই। তাই না, আস্তা ?

আস্তা ॥ হ্যাঁ ; ঠিকই বলেছ। সব বিষয়েই ও বড় চুপচাপ।

রীতা ॥ যাই হোক, তাকে যে আমি ফিরে পেয়েছি এতেই আমি খুশি।

আস্তা ॥ তা তো বটেই। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রীতা ॥ এবং, তার যেদিন আসার কথা তার পনের দিনই আগেই।

আস্তা ॥ এখন সে ভাল আছে তো ? মনটন খারাপ নেই ?

রীতা ॥ [ঝপাং ক'রে ব্যাগের ঢাকনিটা ফেলে দিয়ে, হেসে] মানে, একেবারে যাকে বলে অলৌকিক পরিবর্তন—দরজার কাছে যখন সে এসে দাঁড়ালো।

আস্তা ॥ কোনরকম ক্লান্তিবোধ করে নি ?

রীতা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, সে বেশ ক্লান্তই হয়েছিল—খুব ক্লান্ত। কিন্তু আহা, বেচারা সারা পথটা পায়ে হেঁটে এসেছে কি না।

আস্তা ॥ তারপরে এই পাহাড়ের হাওয়া—ঠাণ্ডা লেগেছিল হয়ত।

রীতা ॥ না—না। সেরকম কিছু একবারও মনে হয় নি আমার। তাকে কাশতে আমি শুনি নি ; উঁহু, একবারও না।

আস্তা ॥ তাহলেই দেখ ! যাই হোক, এতে তার ভালই হয়েছে—ওইখানে বেড়াতে যাবার জন্যে ডাক্তারবাবু তাকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন।

রীতা ॥ হ্যাঁ ; সে-সব ব্যাপার এখন ভালভাবেই মিটে গিয়েছে। কিন্তু তোমাকে বলছি আস্তা, বাড়ীটা আমার কাছে কী খারাপই না লাগতো। বাড়ীর কথা তুলতেই খারাপ লাগতো আমার। মাঝে, ইচ্ছেই হতো না। আর তাছাড়া, আমাকে দেখতে তুমিও খুব একটা আসতে না—

আস্তা ॥ বুঝতে পেরেছি। না আসাটা আমার দিকে থেকে খুব খারাপহয়েছিল। কিন্তু—

রীতা ॥ না—না ; তেমন কিছু নয়। শহরে তোমার স্কুলের কাজ ছিল। [হেসে] এবং আমাদের রাস্তার ইন্‌জিনিয়র—তিনিও চলে গিয়েছেন।

আস্‌তা ॥ আ ! ওসব কথা বন্ধ কর, রীতা !

রীতা ॥ আচ্ছা, আচ্ছা ; করলাম। ইন্‌জিনিয়রের কথা থাক। কিন্তু আস্‌তা, আলফ্রেডের জন্যে সত্যিই আমার বড় কষ্ট হতো ! বাড়ীটা কেমন যেন খালি হয়ে গিয়েছিল। একেবারে নির্জন। খাঁ-খাঁ করতো ! মনে হচ্ছিল, বাড়ীটা যেন শ্মশানপুরী হয়ে গিয়েছে।

আস্‌তা ॥ সে কী গো !—মাত্র ছ'-সাত সপ্তাহ—!

রীতা ॥ তা বটে। কিন্তু মনে রেখো, এর আগে আলফ্রেড কোনদিনই আমাকে ছেড়ে একলা কোথাও যায় নি। একটা দিন, একটা রাতের জন্যেও—গত দশ বছরের মধ্যে একবারও নয়—

আস্‌তা ॥ তা যায় নি। ঠিক সেইজন্যেই তো মনে হয় এ-বছর একটু বাইরে গিয়ে সে ভালই করেছে। প্রত্যেক গ্রীষ্মে একবার ক'রে পাহড়ের ওপরে হেঁটে বেড়ানো তার উচিত ছিল। হ্যাঁ, তাই।

রীতা ॥ [একটু হাসির ভান ক'রে] তা বটে। কথাটা ব'লে তুমি ভালই করেছ ভাই। তোমার মত ক'রে ভাবতে পারলে, আমি তাকে আগেই ছেড়ে দিতাম। সম্ভবত। কিন্তু আস্‌তা, যে-ভাবে চিন্তা করা আমার উচিত ছিল সেভাবে চিন্তা করি নি। আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম তাকে আর কোনদিনই আমি ফিরে পাব না। আমার 'কথাটা' নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ ?

আস্‌তা ॥ না ; কিন্তু সম্ভবত, আমার দিক থেকে কাউকে হারানোর ভয় নেই বলেই।

রীতা ॥ [একটু খোঁচা দেবার চেষ্টায় হেসে] তাই বুঝি ? কেউ নেই—কে-উ।

আস্‌তা ॥ তেমন কাউকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না। [আলোচনা পরিত্যাগ করে] কিন্তু অ্যালফ্রেড কোথায় ?

রীতা ॥ ঘুমোচ্ছে বোধ হয়।

রীতা ॥ একটু না। রোজগার মত আজও সে খুব সকালেই উঠেছে।

আস্‌তা ॥ তাহলে, বোঝা যাচ্ছে সে বেশী ক্লান্ত হয় নি।

রীতা ॥ হ্যাঁ ; গত রাত্রিতে হয়েছিল। বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলো তখন সে খুবই ক্লান্ত ছিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক হলো ইয়োলোফকে নিয়ে সে ভেতরে রয়েছে।

আস্‌তা ॥ সেই বেচারা দুর্বল শিশুটা ! তাকে কি বারবার লেখাপড়া শিখতে হচ্ছে নাকি ?

রীতা ॥ [কাঁধ দুটো কুঁচকে] আলফ্রেড যে তাই চায় তা তুমি জান।

আস্‌তা ॥ জানি। কিন্তু মনে হয়, তোমার সেটা বন্ধ করা উচিত, রীতা।

রীতা ॥ [একটু অধৈর্যের সঙ্গে] না। ওই ব্যাপারে সত্যিই আমি নাক গলাতে

পারি নে। এসব ব্যাপারে আলফ্রেডের জ্ঞান আমার চেয়ে বেশী। আর ভবিষ্যতে ইয়োলফই বা কী করবে—অন্য ছেলেদের মত কেবল ছোটাছুটি ক'রে সে খেলে বেড়াতে পারে না।

আস্‌তা ॥ [বেশ দৃঢ়ভাবে] এ বিষয়ে আলফ্রেডের সঙ্গে আমি কথা বলবো—নিশ্চয়।

রীতা ॥ তাই করো ভাই। ওই তো—ও আসছে।

[বাঁদিকের দরজা দিয়ে অ্যালফ্রেড আলমারস ভেতরে ঢুকলো। পরনে তার গ্রীষ্মকালীন পোষাক। ইয়োলফকে হাতে ধরে নিয়ে এলেন। রোগাটে চেহারার মানুষ; একটু দুর্বল বলে মনে হলো, বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের মত। চোখ দুটি শান্ত। কটা রঙের পাতলা চুল মাথায়; কটা দাড়ি, মুখের চেহারা গম্ভীর, চিন্তাশীল, ইয়োলফের পরনে 'সুট', অনেকটা উর্দির মত; তার ওপরে সোনালি ব্যাঙ আঁকা, বোতামগুলি তার সামরিক পোষাকের বোতামের মত। খোঁড়া; বাঁ হাতের নিচে একটা 'ক্রাচ' বা খঞ্জের যষ্ঠি; কারণ, বাঁ পাটা তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বয়সের তুলনায় ছোট চেহারা; দেখতে রুগ্ন; কিন্তু চোখ দুটি সুন্দর আর তীক্ষ্ণ]

অলমারস ॥ [ইয়োলফের হাত ছেড়ে দিয়ে, আস্‌তার দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে] আস্‌তা! তুমি! তুমি এসেছ! এত শীঘ্র যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেও কেমন লাগে।

আস্‌তা ॥ না এসে পারলাম না।—বাড়ী ফিরে এসেছ আবার। আমরা খুবই খুশি হয়েছি।

অলমারস ॥ [করমর্দন করে] ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!

রীতা ॥ ওর চেহারাটা বেশ ফিরেছে না?

আস্‌তা ॥ [ভাই-এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] অদ্ভুত! সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। ওর চোখ দুটো কীরকম চকচকে হয়েছে দেখ। হ্যাঁ। বাইরে থাকার সময় নিশ্চয় তুমি অনেক কিছু লিখেছ। [বেশ আনন্দের সঙ্গে চেঁচিয়ে] সম্ভবত, একখানা বই-ই শেষ ক'রে ফেলেছে; তাই না, আলফ্রেড?

আলমারস ॥ [কাঁধ দুটো কুঁচকে] বই? মানে, সেই—

আসতা ॥ হ্যাঁ। ভেবেছিলাম, একবার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বইটা সহজেই শেষ করে ফেলবে।

অলমারস ॥ আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু বুঝেছ আস্‌তা, ব্যাপারটা ঠিক উলটো হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, বইটার একটা লাইনও আমি লিখি নি।

আসতা ॥ লেখ নি—!

রীতা ॥ ও, তাই বুঝি। ব্যাগের মধ্যে যেসব কাগজ রয়েছে তার একটাতেও কালির আঁচড় পড়ে নি কেন তা আমি বুঝতে পারি নি।

আসতা ॥ কিন্তু প্রিয় অলমারস, তাহলে বাইরে বেরিয়ে এতদিন তুমি করলে কী?

অলমারস ॥ [হেসে] শুধু ভেবেছি, ভেবেছি আর ভেবেছি।

রীতা ॥ [তাঁর কাঁধটাকে একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে] বাড়ীতে যারা ছিল তাদের জন্যেও একটু ভেবেছিলে, তাই না ?

অলমারস। নিশ্চয়। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। অনেক ভেবেছি—প্রতিদিন।

রীতা ॥ [ছেড়ে দিয়ে] তাহলে, আর কিছু ভাববার নেই।

আস্তা ॥ কিন্তু একটা বই-ও তুমি লেখ নি ? তবু তোমাকে এত প্রফুল্ল আর শান্ত দেখাচ্ছে ? তুমি তো সাধারণতঃ এরকম প্রকৃতির নও। অর্থাৎ, ভালভাবে লিখতে যখন না পার।

আলমারস ॥ তুমি ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা কী জান ? এতদিন পর্যন্ত আমি নির্বোধ ছিলাম। এই চিন্তা করার ব্যাপারটাই—অর্থাৎ, তোমার যেটা শ্রেষ্ঠ চিন্তা সেইটাই তোমার লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কাগজে যেটা লেখা হয় সেটা কিছু নয়।

আস্তা ॥ [প্রতিবাদের চিৎকার করে] কিছু নয়।

রীতা ॥ [হেসে] কী বলছো আলফ্রেড ? পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

ইয়োলফ ॥ [বিশ্বস্ত চোখে বাবার দিকে তাকিযে] কিন্তু বাপি, তুমি যা 'লেখো' তার দাম অনেক।

অলমারস ॥ [হেসে, তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে। অবশ্য, তুমি যদি বল, তাহলে—কিন্তু বিশ্বাস কর—এমন একজন শীঘ্রই আসছে যে আমার চেয়ে ভালো লিখবে।

ইয়োলফ ॥ কে বাপি ? বল, বল।

অলমারস ॥ তাকে একটু সময় দাও। ঠিক সময়ে সে এসে নিজেকে ঘোষণা করবে।

ইয়োলফ ॥ তখন তুমি কী করবে ?

অলমারস ॥ [গম্ভীরভাবে] তখন আমি আবার পাহাড়ে চলে যাব—

রীতা ॥ ও আলফ্রেড, তুমি একলা বলছ ? তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।

অলমারস ॥ আমি চলে যাব উঁচু পাহাড়ের ওপরে—বিরাট সেই নির্জন প্রান্তরে প্রান্তরে।

ইয়োলফ ॥ বাপি, তোমার কি মনে হয় না আমিও খুব শক্ত হযে তোমার সঙ্গে যেতে পারব—খুব শীঘ্র ?

অলমারস ॥ [বেশ অভিভূত হয়ে] সম্ভবত, পারবে বাছা।

ইয়োলফ ॥ পাহাড়ের ওপরে যদি উঠতে পারি তাহলেও বেশ মজার হবে।

আস্তা ॥ [প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করার জন্যে] ইয়োলফ, আজ তোমাকে কী সুন্দর আর চটপটই না দেখাচ্ছে !

ইয়োলফ ॥ দেখাচ্ছে। তাই না, আন্টি ?

আস্তা ॥ নিশ্চয়। বাপির জন্যেই তুমি এই নতুন পোষাক পরেছো, তাই না ?

ইয়োলফ ॥ হ্যাঁ। মাকে পরিয়ে দিতে বললাম। এই পোষাকে বাপি আমাকে দেখবে তাই আমি চেয়েছিলাম।

অলমারস ॥ [শান্তভাবে রীতাকে] ওকে ওরকম 'সুট' তোমার দেওয়া উচিত ছিল না।

রীতা ॥ [স্বরটা নামিয়ে] ঠিক বলেছ। কিন্তু ও বড় বায়না ধরেছিল। কেবল ঘ্যান-ঘ্যান করছিল। যতক্ষণ না দিলাম ততক্ষণ ও আমাকে শান্তি দেয় নি।

ইয়োলফ ॥ ব্যাপারটা কী, বাপি, তোমাকে আমি বলছি। মিঃ বরঘেম আমার জন্যে একটা ধনুক নিয়ে এসেছিলেন। কী করে তীর ছুঁড়তে হয় তাও তিনি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

অলমারস ॥ খুব ভাল, ইয়োলফ ; ওইরকম কাজই তোমার উপযুক্ত।

ইয়োলফ ॥ এবার যখন তিনি আসবেন, তখন তাঁকে বলবো আমাকে সাঁতারও শিখিয়ে দিতে।

অলমারস ॥ সাঁতার ! কিন্তু সাঁতার শিখতে চাও কেন ?

ইয়োলফ ॥ কেন ? সমুদ্রের তীরে যে-সব ছেলেরা যায় তারা সব যে সাঁতার কাটতে পারে। কেবল আমিই পারি নে।

অলমারস ॥ [খুব কষ্ট পেয়ে, দুটো হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে] যা ইচ্ছে যায় সব তুমি শিখবে--যা কিছু তুমি চাও।

ইয়োলফ ॥ বাপি, আমি সবচেয়ে কোন্ জিনিসটা চাই তা কি তুমি জান ?

অলমারস ॥ কোন্‌টা ? বল, বল। আমাকে বল।

ইয়োলফ ॥ সবচেয়ে চাই কী ক'রে সেনানী হ'তে হয় তাই শিখতে।

অলমারস ॥ সে কী ইয়োলফ ? ওর চেয়ে ভালো জিনিস কত আছে যে।

ইয়োলফ ॥ তা আছে কিন্তু বড় হয়ে সেনানী আমাকে হ'তেই হবে। বুঝেছো।

অলমারস ॥ [নিজের হাত মুচড়ে] ভাল, ভাল, ভাল। দেখা যাক—

আস্‌তা ॥ [বাঁদিকের টেবিলের পাশে ব'সে] ইয়োলফ ! আমার কাছে এস। তোমাকে আমি কিছু বলবো।

ইয়োলফ ॥ [কাছে গিয়ে] কী বলবে, আন্টি ?

আস্‌তা ॥ ইয়োলফ, আমি সেই 'ইঁদুরের বৌটাকে' দেখেছি—ভেবে দেখো একবার।

ইয়োলফ ॥ কী বললে ! ইঁদুরের বৌকে তুমি দেখেছো ? দূর ! আমাকে তুমি কেবল ঠাট্টা করছো।

আস্‌তা ॥ না ; সত্যি কথাই বলছি। গতকাল তাকে আমি দেখেছি।

ইয়োলফ ॥ কোথায় দেখলে ?

আস্‌তা ॥ রাস্তায়, শহরের ঠিক বাইরে।

অলমারস ॥ আমিও তাকে দেখেছি শহরাঞ্চলের কোথাও হবে।

রীতা ॥ [সে সোফার ওপরে বসেছিল] তাহলে সম্ভবত, তাকে আমরাও দেখতে পাব, ইয়োলফ।

ইয়োলফ ॥ আণ্টি, তাকে 'ইঁদুরের বৌ' ব'লে লোকে ডাকে কেন? ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগছে না?

আস্তা ॥ সে সব জায়গায় ইঁদুর তাড়িয়ে বেড়ায় ব'লে লোকে তাকে ওই নামে ডাকে।

অলমারস ॥ মনে হচ্ছে তার আসল নাম মিস ওয়ের।

ইয়োলফ ॥ 'ওয়্যার'? তার মানে তো নেকড়ে বাঘ। হ্যাঁ, নিশ্চয়।

অলমারস ॥ [তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে] তাহলে, তুমি তা জানো, ইয়োলফ? তাই না?

ইয়োলফ ॥ [বেশ চিন্তা করে] তাহ'লে হয়ত রাত্রিতে সে সত্যি সত্যি নেকড়ে বাঘ হয়ে যায়। বাপি, তুমি কি তা বিশ্বাস কর?

অলমারস ॥ আরে না, না। আমি তা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এখন তুমি যাও; বাগানে একটু খেলা কর গে।

ইয়োলফ ॥ তার চেয়ে খানকয়েক বই দিয়ে গেল ভাল হতো না?

অলমারস ॥ উঁহু! ভবিষ্যতে আর কোন বই নয়। বরং সমুদ্রের তীরে যেখানে অন্য সব ছেলেরা রয়েছে সেইখানে যাও।

ইয়োলফ ॥ [একটু অস্বস্তিবোধ করে] না বাপি। আজ আর ছেলেদের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

অলমারস ॥ কেন?

ইয়োলফ ॥ এইরকম পোষাক পরেছি যে।

অলমারস ॥ [ভ্রূকুটি ক'রে] এইরকম পোষাক পরেছ ব'লে তারা তোমাকে ঠাট্টা করে—এইজন্যে?

ইয়োলফ ॥ [প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে] না; ঠাট্টা করার সাহস তাদের নেই। করলে, আমি তাদের মাথা উড়িয়ে দেব না!

অলমারস ॥ তাহলে, যাবে না কেন?

ইয়োলফ ॥ কারণ, ছেলেগুলো ভীষণ বদমাস। তাছাড়া, তারা বলে আমি কোনদিন নাকি সৈনিক হ'তে পারবো না।

অলমারস ॥ [রাগটা চেপে] কেন বলে ব'লে তোমার মনে হচ্ছে?

ইয়োলফ ॥ আমার ধারণা তারা আমাকে হিংসে করে। বুঝেছ বাপি, তারা এত গরীব যে খালি পায়ে তারা ঘুরে বেড়ায়।

অলমারস ॥ [নিচু, তিক্ত স্বরে] হায় রীতা,—এইসব শুনে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

রীতা ॥ [সান্ত্বনা দিয়ে, উঠে] থাক—থাক। ওসব কথা এখন থাক।

অলমারস ॥ [ভয় দেখানোর ভঙ্গীতে] কিন্তু ওই সমুদ্রতীরের প্রভু কে সে-কথাটা ওইসব ছেলেরা শীঘ্রই একদিন বুঝতে পারবে।

আস্তা ॥ [কান পেতে শুনে] কে যে বাইরের দরজায় নাড়া দিচ্ছে।

ইয়োলফ ॥ নিশ্চয় মিঃ বরঘেম।

রীতা ॥ ভেতরে আসুন।

[ডানদিকের দরজা দিয়ে 'ইঁদুর বউ' ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে এলো। দেখতে ছোট-খাটো, রোগাটে শরীর তার। শরীরের চামড়া কোঁচকানো। বৃদ্ধা, পক্ককেশা। গভীর, তীক্ষ্ণ দুটি চোখ। পুরানো রীতির ফুল-আঁকা পোষাক তার পরিধানে। মাথার ওপরে কালো চাদর ; পরণে কালো আল-খাল্লা। হাতে বেশ বড় একটা লাল ছাতা। বাঁ হাতের ওপরে ফাঁশ দিয়ে বাঁধা একটা কালো ব্যাগ।]

ইয়োলফ ॥ [নিচু গলায়, আস্তার পোষাক ঝাপটে ধ'রে] আণ্টি ; এ নিশ্চয় সে-ই।

ইঁদুর-বউ ॥ [দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবে] আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন : কিন্তু এ-বাড়ীতে এমন কিছু কি রয়েছে যার জন্যে ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক বিব্রত বোধ করছেন ?

অলমারস ॥ আমরা ? না। আমার সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।

ইঁদুর বউ ॥ কারণ, সেরকম যদি কিছু থাকে তাহলে তার হাত থেকে যাতে আপনারা নিষ্কৃতি পান সেইজন্যে খুশি হয়েই আমি আপনাদের সাহায্য করবো।

রীতা। তোমার কথা আমরা ভালো করেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের ঘরে ওরকম কিছু নেই।

ইঁদুর-বউ ॥ নেই ? খুবই দুঃখের কথা ! কারণ, আমি এখনই এ-অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে আবার এখানে এসে কবে যে পৌঁছবো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। উঃ ! কী ক্লান্ত আমি !

অলমারস ॥ [একটা চেয়ারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে] দেখে তাই মনে হচ্ছে।

ইঁদুর-বউ ॥ লোকে যাদের অত ঘৃণা করে, যাদের ওপর অমন নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করে সেইসব বেচারাদের ওপরে দয়া দেখাতে কারও ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। অবশ্য এইরকম বেচারাদের সংখ্যা এত বেশী যে দয়া দেখাতে দেখাতেই মানুষে নিঃস্ব হয়ে যায়।

রীতা ॥ একটু ব'সে বিশ্রাম নেবে না ?

ইঁদুর-বউ ॥ ধন্যবাদ। [দরজা আর সোফার মাঝখানে যে চেয়ার ছিল তার ওপরে ব'সে] সারা রাত ধরেই আমি কাজ করছি কি না।

অলমারস ॥ তাই বুঝি ?

ইঁদুর-বউ ॥ হ্যাঁ ; সারা দ্বীপে ঘুরে ঘুরে। [চুক চুক শব্দ ক'রে] লোকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ; হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমাকে ডেকে পাঠাতে তাদের ঘৃণা হয়েছিল। কিন্তু আর কিছু করার ছিল না তাদের। সেই অবস্থায় যতটুকু সাধ্য তা তারা করেছিল ; এবং টক আপেলে দাঁত বসাতে হয়েছিল তাদের। [ইয়োলফের দিকে তাকিয়ে, এবং ঘাড় নেড়ে] খোকনবাবু, টক আপেল—টক আপেল !

ইয়োলোফ ॥ [অনিচ্ছাকৃত এবং একটু ভয়ের সঙ্গে। কেন—তাদের হয়েছিল কেন— ?
ইঁদুর-বউ ॥ কী হয়েছিল কেন ?
ইয়োলফ ॥ দাঁত বসাতে ?
ইঁদুর-বউ ॥ কেন ? খেয়ে বেঁচে থাকার মত তাদের যে কোন খাবার জিনিস আর ছিল না। বুঝলে খোকনবাবু, যা ছিল সব স-ব ইঁদুরে খেয়ে লোপাট ক'রে দিয়েছিল—সব নেংটি ইঁদুরে !
রীতা ॥ তাই বুঝি ! হায় হায়, বেচারা ! অত ইঁদুর ছিল ?
ইঁদুর-বউ ॥ হ্যাঁ ! শ'য়ে-শ'য়ে, ঝাঁকে-ঝাঁকে। [শান্ত আনন্দে একটু হেসে] বিছানার ওপরে উঠে সারা রাত্রি ধরে তারা ছুটাছুটি, কিলবিল করে বেড়াতো। দুধের কড়াই-এর মধ্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো ; আর মেঝের ওপরে তারা লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, কিচমিচ ক'রে অস্থির ক'রে তুলতো তাদের।
ইয়োলফ ॥ [আসতাকে, নিচু স্বরে] আমি কোনদিন আর সেখানে যাব না, পিসী !
ইঁদুর-বউ ॥ তারপরে, আমি এলুম—এবং আমার সঙ্গে আর একজন। আমরা দুজনে তাদের সব সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলে গেলাম। সেইসব আদরের ছোট ছোট জীবগুলি, সব ধরে নিয়ে গেলাম তাদের।
ইয়োলফ ॥ [চিৎকার ক'রে] বাপি—দেখ, দেখ !
রীতা ॥ হায় ভগবান ! কী হলো, ইয়োলফ !
অলমারস ॥ ওরকম করছো কেন ?
ইয়োলফ ॥ [আঙুল দিয়ে দেখিয়ে] ওই ব্যাগটার মধ্যে একটা কিছু নড়ছে !
রীতা ॥ [বাঁদিকে সরে গিয়ে, চিৎকার ক'রে] ওঃ ! অ্যালফ্রেড, তাড়িয়ে দাও ওঁকে।
ইঁদুর-বউ ॥ [হেসে] ভদ্রমহোদয়া, ওর মত একটা বাচ্চা জীবকে অত ভয় করাটা আপনার উচিত নয়।
অলমারস ॥ কিন্তু বস্তুটা কী ?
ইঁদুর-বউ ॥ বস্তুটা হচ্ছে শুধু একটা বাচ্চা কুকুর, 'মপসম্যানড'। [ব্যাগের দড়িটা আলগা ক'রে দেয়] আমার ক্ষুদে প্রিয় বন্ধু, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এস। [ব্যাগের ভেতর থেকে একটা বাচ্চা কুকুর তার চওড়া লোমশ মাথাটাকে একটু বার করলো]
ইঁদুর-বউ ॥ [ইয়োলফের দিকে ঘাড় নেড়ে] কাছে এস, ক্ষুদে আহত সৈনিক ; ভয় পেয়ো না। ও কামড়াবে না। এগিয়ে এস ! এগিয়ে এস !
ইয়োলফ ॥ [আস্তাকে ধ'রে] না ; আমার ভয় করছে।
ইঁদুর-বউ ॥ দেখ, দেখ খোকনবাবু ; এ দেখতে বেশ সুন্দর নয় ? মুখের ওপরে একটুও রাগের চিহ্ন নেই। আছে ?
ইয়োলফ ॥ [অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে] ওই—ও জিনিসটার ?

ইঁদুর-বউ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ইয়োলফ ॥ [কুকুরটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, কতকটা নিজের মনে মনেই] মনে হচ্ছে···কুকুরটা দেখতে বড় ভয়ঙ্কর···ওরকম কুকুর জীবনে আর কখনও আমি দেখি নি।

ইঁদুর-বউ ॥ [কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে] না, না ; খোকনবাবু আর ভয় পাবে না। এক্ষুণি ভয় ভেঙে যাবে।

ইয়োলফ ॥ [অনিচ্ছাসত্ত্বে ঘরের মেঝে পেরিয়ে গিয়ে ব্যাগের ওপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে] হ্যাঁ ; তবু, সুন্দর, সুন্দরই বটে।

ইঁদুর-বউ ॥ [সাবধান ক'রে দিয়ে] কিন্তু এখন ও বড় ক্লান্ত ; বেচারা একটু বিরক্ত হয়েও রয়েছে। খেটে খেটে দম একেবারে নিক্‌লে গেছে ওর। [অলমারসের দিকে তাকিয়ে] কারণ, বিশ্বাস করুন স্যার, এইরকম খেলায় মানুষ একেবারে জেরবার হয়ে যায়। শান্তি ব'লে তার শরীরে আর কিছুই থাকে না।

অলমারস ॥ কী খেলার কথা তুমি বলছো ?

ইঁদুর-বউ ॥ মন্ত্র দিয়ে বশ করার খেলা।

অলমারস ॥ বুঝতে পেরেছি। ওই কুকুরটাই বুঝি মন্ত্র দিয়ে ইঁদুরদের বশীভূত করে ?

ইঁদুর-বউ ॥ [ঘাড় নেড়ে] 'মপসম্যানড' আর আমি দুজনেই। আমরা দুজনেই এই কাজ করি। এবং সব কাজ বাইরে থেকে দেখতে, কী মসৃণভাবেই না হয়ে যায় ? ওর বগলেশের ভেতরে কেবল একটা দড়ি ঢুকিয়ে দিই আমি। তারপরে ওকে নিয়ে তিনবার আমি বাড়ীর চারপাশে ঘুরি। ঘুরতে ঘুরতে বাঁশী বাজাই। তারা মাটির অনেক নীচেই থাক, গর্তেই থাক, অথবা চিলে-কোঠাতেই থাক—সেই বাঁশীর শব্দ শুনে বেরিয়ে তাদের আসতে হবেই। সবাই, সবাইকে।

ইয়োলফ ॥ তারপরে, ও কি তাদের কামড়ে মেরে ফেলে ?

ইঁদুর-বউ ॥ একটুও না ! আমরা নৌকায় নেমে যাই—ও আর আমি। তারা আসে আমাদের পিছু পিছু—ধেড়ে আর বাচ্চা—সব ইঁদুরই।

ইয়োলফ ॥ [শিহরিত হয়ে] তারপরে, তারপরে—বল, আমাকে বল !

ইঁদুর-বউ ॥ তারপরে আমরা ডাঙ্গা থেকে জলে নামি। আমি দাঁড় টানি আর বাঁশী বাজাই। আর মপসম্যানড পেছনে পেছনে সাঁতার কাটে। [চোখের ঝাঁকানি দিয়ে] আর সেই সব ক্ষুদে জানোয়াররা কিচির-মিচির করতে করতে আমাদের পিছু-পিছু গিয়ে নেমে পড়ে একেবারে গভীর জলে। নেমে না পড়া ছাড়া উপায় থাকে না তাদের।

ইয়োলফ ॥ কেন ?

ইঁদুর-বউ ॥ তারা তা চায় না ব'লে। কারণ, জলকে তারা ভীষণ ভয় করে ব'লে। সেইজন্যেই তাদের জলের তলায় চলে যেতে হয়।

ইয়োলফ ॥ সেইখানে তারা ডুবে মারা যায় ?

ইঁদুর-বউ ॥ প্রতিটি—প্রতিটি। [স্বর নিচু ক'রে] তারপরে সব শান্ত, সুন্দর, অন্ধকার—যা তারা চায়—ওইসব সুন্দর প্রাণীগুলি—সবই তারা পেয়ে যায়। জলের নীচে তারা ঘুমায়—মিষ্টি ঘুম—সে-ঘুম আর তাদের ভাঙে না। সবাই, তাদের সবাই—মানুষ যাদের ওপরে অত্যাচার করে তারা সবাই। [দাঁড়িয়ে] এক সময় আমার কাছে কোন মপসম্যানড থাকতো না। নিজের মন্ত্র আমি নিজেই পড়তাম—একেবারে একা।

ইয়োলফ ॥ কোন্ জাতীয় জিনিসকে মন্ত্র দিয়ে তুমি মুগ্ধ করেছিলে ?

ইঁদুর-বউ ॥ মানুষকে। সবচেয়ে বেশী করেছিলাম একজনকে।

ইয়োলফ ॥ [বেশি উত্তেজিত হয়ে] সে কে আমাকে বল !

ইঁদুর-বৌ ॥ [হেসে] সে ছিল আমার ভালবাসার মানুষ ; হ্যাঁ, তাই। বেচারা মেয়েদের হৃদয় ভেঙে বেড়াতো।

ইয়োলফ ॥ সে এখন কোথায় ?

ইঁদুর-বৌ ॥ [রুক্ষ স্বরে] সমুদ্রের তলায়—ওইসব ইঁদুরদের সঙ্গে। [স্বর পরিবর্তন ক'রে ভদ্রভাবে] কিন্তু এখন আমাকে উঠতে হবে। আবার বেরোতে হবে কাজে। সব সময়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। [রীতাকে] তাহলে, আপনাদের এখানে এমন কোন কাজ নেই যা আমি আজ করতে পারি ? থাকলে, আমি তা ক'রে দিয়ে যেতে পারি—মানে, এখানে থাকতে থাকতে।

রীতা ॥ না, ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে না কিছু আছে।

ইঁদুর-বৌ ॥ ভাল, ভাল। তবে কী জানেন ? এসব ব্যাপারে মানুষ সব সময় বুঝতে পারে না। যাই হোক, যদি কোন সময় মনে হয় এখানে কোন কিছু কাপড়-চোপড় কাটছে, খুটখাট, কিলবিল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাহলে, আমাদের ডেকে পাঠাবেন—আমাকে আর মপসম্যান্‌ডকে। বিদায়, বিদায়।

[ডানদিকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

ইয়োলফ ॥ [আস্তে আস্তে, কিন্তু বেশ বিজয়গর্বে, আস্‌তাকে] ভেবে দেখ, পিসী ! আমি ইঁদুর-বৌকেও দেখেছি !

[বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে রীতা তার রুমাল নেড়ে হাওয়া খায়। একটু পরে ডানদিকের দরজা দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে যায় ইয়োলফ। কিন্তু কেউ সেদিকে লক্ষ্য রাখে নি]

অলমারস ॥ [সোফার পাশে টেবিলের ওপর থেকে ব্রিফ-কেশটা নিয়ে] আস্‌তা, এটা কি তোমার ?

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, কয়েকটা পুরানো চিঠি ওর মধ্যে আমি রেখেছি।

অলমারস ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়ীর চিঠিপত্র।

আস্‌তা ॥ তুমি আমাকে বলেছিলে তোমার বাইরে থাকার সময় ওগুলি আমি যেন গুছিয়ে রাখি। তুমি এসে দেখবে। সেকথা তোমার মনে রয়েছে বোধ হয় ?

অলমারস ॥ [আস্‌তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে] বা ! ওকাজটা করার মতও সময় তাহলে তুমি পেয়েছিলে !

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। কতগুলি এখানে থাকতেই করেছি ; কয়েকটা করেছি শহরে, বাড়ীতে ব'সে।

অলমারস ॥ ভাল—ভাল। কী দেখলে ? মানে, প্রয়োজনীয় কিছু ?

আস্‌তা ॥ [সাধারণভাবে] এইরকম পুরানো কাগজপত্রে দু'একটা পড়ার মত জিনিস সবসময়েই খুঁজে পাওয়া যায়। [স্বর নিচু ক'রে গম্ভীরভাবে] মাকে লেখা চিঠিও ওখানে রয়েছে।

অলমারস ॥ ওগুলি অবশ্য তোমাকেই রেখে দিতে হবে।

আস্‌তা ॥ [কিছুটা জোর ক'রে] না, অ্যালফ্রেড। আমার ইচ্ছা ওগুলি তুমিও পড়। আজই যে পড়তে হবে সেকথা বলছি নে—পরে, যে-কোন সময়ে। কিন্তু আজকে ওটার চাবি আমার কাছে নেই।

অলমারস ॥ তাতে কিছু আসে যায় না আস্‌তা।—কারণ, তোমার মায়ের চিঠি আমি কিছুতেই পড়ছি না।

আস্‌তা ॥ [অলমারসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] তাহলে, কোন সময়, কোন শান্ত সন্ধ্যায় ওগুলিতে কী রয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু কথা আমি তোমাকে বলবো।

অলমারস ॥ তাই বরং বলো। কিন্তু তোমার মায়ের চিঠিগুলি তোমার কাছেই থাক। তোমার মায়ের বেশী কিছু স্মৃতি তোমার কাছে নেই। [ব্রিফ-কেসটা আসতার হাতে তুলে দেন তিনি ; আস্‌তা সেটিকে চেয়ারের ওপরে নিজের কোটের নিচে রেখে দেয়]

[রীতা আবার ঘরে ফিরে আসে]

রীতা ॥ উঃ ! মনে হচ্ছে, ওই বিদঘুটে ভয়ঙ্কর মেয়েটা মড়ার গন্ধ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

অলমারস ॥ *হ্যাঁ ; তোমার সঙ্গে আমি এ-বিষয়ে একমত। মেয়েটাকে দেখলে সত্যিই ভয় করে।*

রীতা ॥ মেয়েটা যতক্ষণ ঘরে ছিল ততক্ষণই আমি যেন প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

অলমারস ॥ সে যাই হোক, সে যে ভাষায় কথা বলছিল তাতে মনে হচ্ছে তার শক্তিটা *আমি বুঝতে পারছি। দুর্বার তার আকর্ষণ করার* ক্ষমতা। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আর নির্জন মরুভূমিতে যে নিঃসঙ্গতা বিরাজ করে তার শক্তিও এইরকমই দুর্নিবার।

আস্‌তা ॥ [অভিনিবিষ্টভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে] অ্যালফ্রেড, তোমার হলো কী ?

অলমারস ॥ *[হেসে] আমার ?*

আস্তা ॥ হ্যাঁ, কিছু হয়েছে। একেবারে বদলে গিয়েছে যেন। রীতার চোখেও তা ধরা পড়েছে।

রীতা ॥ হ্যাঁ ড়ীতে ঢোকামাত্রই আমি তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এটা কেবল—মানে, এটা তোমার আত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করেছে, তাই না অ্যালফ্রেড ?

অলমারস ॥ তাই করা উচিত—যা কিছু ঘটেছে সবই ভালোর জন্যে। এবং নিশ্চয় তাই, আর ভবিষ্যতেও তাই হবে।

রীতা ॥ [চেঁচিয়ে] তুমি যখন বাইরে ছিলে তখন নিশ্চয় তোমার কিছু হয়েছিল। হয় নি—সে কথা বলো না। কারণ, তোমার চাহনি দেখেই আমি তা বুঝতে পারছি।

অলমারস ॥ [মাথা নেড়ে] কিছু না, কিছু না। বাইরের দিক থেকে কিছু হয় নি। কিন্তু—

রীতা ॥ [উত্তেজিতভাবে] কিন্তু—?

অলমারস ॥ কিন্তু ভেতরে—হ্যাঁ, ভেতরে কিছু বিপ্লব ঘটেছে—তবে সে সামান্যই।

রীতা ॥ হায় ভগবান।

অলমারস ॥ [তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, আর হাতে হাত বুলিয়ে] প্রিয় রীতা, ভাল—ভাল পরিবর্তন, খারাপ কিছু নয়। সে দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

রীতা ॥ [সোফার ওপরে ব'সে] কী হয়েছে আমাদের ব'লো—এখনই—সবকিছু।

অলমারস ॥ [আস্তার দিকে ঘুরে] ঠিক আছে। এস, আমরাও সবাই বসি। তারপরে সে কথা বলতে আমি চেষ্টা করবো। মানে, যতটা আমার পক্ষে সম্ভব।

[তিনি সোফার ওপরে রীতার পাশে বসলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আস্তা বসলো অলমারসের পাশে। এক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বললো না]।

রীতা ॥ [অলমারস কিছু বলবেন এই প্রত্যাশায় তাঁর দিকে তাকিয়ে] কী হলো ? —এবার শুরু কর—?

অলমারস ॥ [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে] গত দশ ব. এগারো বছর আমার জীবনের দিকে আমি যখন ঘুরে তাকাই—আর, সেই সঙ্গে ভাগ্যের ওপরেও—তখন সেটা আমার কাছে একটা রূপকথা বা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। আস্তা, তোমারও কি তা মনে হয় ?

আস্তা ॥ হ্যাঁ ; অনেকদিক থেকে আমারও তা মনে হয়।

অলমারস ॥ [কথার জের টেনে] আস্তা, তার আগে আমরা দুজনে যা ছিলাম—আমরা দুটি দরিদ্র, অনাথ-অনাথা—সে কথা আমি যখন ভাবি—

রীতা ॥ [অস্থিরভাবে] ওঃ ! কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা।

অলমারস ॥ [সেদিকে কান না দিয়ে] আর এখন আমি কী ? আজ আর আমার কোন অভাব নেই, সম্পদও আমার যথেষ্ট। আমার যা পেশা তা চালিয়ে যাওয়ার মত সামর্থ্য আমার রয়েছে ; ক্ষমতা রয়েছে কাজ করার আর পড়ার—ঠিক যে রকমটি আমি চেয়েছিলাম। [একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে]

এই যে আমার বিরাট সম্পত্তি, অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য—এ-সবের জন্যে, প্রিয় রীতা, তোমার কাছে আমরা ঋণী।

রীতা ॥ [কিছুটা ঠাট্টার ছলে, কিছুটা প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে, তাঁর হাতের ওপরে একটি চপেটাঘাত ক'রে] এইরকম সব আবোল-তাবোল বলাটা এখন তুমি থামাবে !

অলমারস ॥ প্রস্তাবনা হিসাবেই কেবল আমি এটার উল্লেখ করছি।

রীতা ॥ তাহলে, ওই প্রস্তাবনাটুকুকে বাদ দাও !

অলমারস ॥ রীতা, ডাক্তারের নির্দেশেই আমি যে পাহাড়ে গিয়েছিলাম সেকথা তুমি কিন্তু আদৌ ভেবো না।

আস্‌তা ॥ সেইজন্যেই না, অ্যালফ্রেড ?

রীতা ॥ তাহলে, কিসের জন্যে যেতে বাধ্য হয়েছিলে তুমি ?

অলমারস ॥ তার কারণ, কাজের মধ্যে আমি আর শান্তি পাচ্ছিলাম না।

রীতা ॥ শান্তি পাচ্ছিলে না ! কিন্তু, তোমাকে কে বিরক্ত করছিল ?

অলমারস ॥ [মাথা নাড়িয়ে] বাইরে থেকে কেউ করে নি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তার সত্যিই আমি অপব্যবহার করছি—মানে, না, অবহেলা করছি তাকে। মনে হচ্ছিল, আমার সময়টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।

আস্‌তা ॥ [চোখ বড় বড় ক'রে] ব'সে-ব'সে বই লেখার কাজ করতে করতে ?

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] কারণ, কেবল লেখার দক্ষতাই যে আমার ছিল তা নয় ; আরও দু'একটা জিনিস করার মত ক্ষমতা আমার অবশ্যই থাকা চাই।

রীতা ॥ ওই কথাটা ভেবে ভেবেই কি তুমি অত দুশ্চিন্তা করছিলে ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ ; আমার দুশ্চিন্তার বেশী কারণ ছিল ওইটাই।

রীতা ॥ আর সেইজন্যেই কি সম্প্রতি নিজেকে নিয়ে তুমি অতটা বিব্রত হয়ে পড়েছ ? আর সেইসঙ্গে আমাদের সকলকে নিয়েও ! হ্যাঁ ; তাই তুমি হয়েছিলে, অ্যালফ্রেড !

অলমারস ॥ [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে থেকে] ওইখানে আমি বসে থাকতাম, টেবিলের ওপরে ঝুঁকে, দিনের পর দিন বই লিখতাম। এমন অনেক দিনই গিয়েছে যখন লিখতে লিখতে অর্ধেক রাত কেটে গিয়েছে। বসে বসে লিখতাম সেই মহান আদর্শের, ভারিক্কী বই—নাম তার 'মানবিক দায়িত্ব'। হুম !

আস্‌তা ॥ [তাঁর বাহুর ওপরে একটা হাত রেখে] কিন্তু ভাই,—ওই বইটাই তো তোমার সারা জীবনের কাজ হবার কথা।

রীতা ॥ হ্যাঁ ; ওই কথাটাই তো তুমি প্রায়ই বলতে।

অলমারস ॥ তাই আমি ভাবতাম। যখন থেকে আমি বড় হতে শুরু করেছি তখন থেকেই। [চোখের ওপরে ভাবের আবেগ বুলিয়ে] তারপরে, প্রিয় রীতা, তোমার জন্যেই এক মনে সেকাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

রীতা ॥ বোকার মত কথা বলো না !

অলমারস ॥ [তার দিকে চেয়ে হেসে] তুমি, আর 'তোমার সোনা আর সবুজ বনানী'......

রীতা ॥ [কিছু হেসে, কিছুটা বিরক্ত হয়ে] ওইসব আবোল-তাবোল বকতে শুরু করলে তোমাকে আমি ঘুষি মারবো।

আস্তা ॥ [তাঁর দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে] কিন্তু তোমার বই, অ্যালফ্রেড ?

অলমারস ॥ মনে হলো, সেটা আমার হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে ; মানে, শুরু হলো ওইভাবেই। কিন্তু আরও বড় কর্তব্য আর দায়িত্ববোধ—এতদিন যারা আমার ওপরে চাপ সৃষ্টি করেছিল, সেই সুযোগে তারা আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো।

রীতা ॥ [চকচক ক'রে উঠলো তার চোখ দুটি ; অলমারসের একটা হাত ধ'রে] অ্যালফ্রেড !

অলমারস ॥ ইয়োল্‌ফের চিন্তা, প্রিয় রীতা।

রীতা ॥ [আহত হয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে] ওঃ—ইয়োলফের !

অলমারস ॥ বেচারা ইয়োলফ আমার ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই সে-প্রভাব বাড়ছে। সেই যেদিন বেচারা টেবিল থেকে পড়ে গেল—তার সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে তার অসুখ যে আর কোনদিন সারবে না সেটা যেদিন থেকে আমরা জানতে পারলাম—

রীতা ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] কিন্তু তুমি তো তার দিকে নজর রেখেছো অ্যালফ্রেড, মানে যথাসাধ্য।

অলমারস ॥ স্কুলের শিক্ষক হিসাবে, হ্যাঁ, সেকথা তুমি বলতে পার ; কিন্তু বাবার মত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে, আমি ইয়োলফের বাবা হতে চাই।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে এবং নিজের ঘাড় নেড়ে] তুমি কী বলছো আমার মাথায় তা ঠিক ঢুকছে না।

অলমারস ॥ যে-রোগটাক সারানো যাবে না সেই রোগটাকে তার কাছে যতটা সম্ভব হাল্‌কা আর সহজ করা যায় সেই চেষ্টাই আমি যথাসাধ্য করতে চাই। এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি।

রীতা ॥ কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই রোগটা নিয়ে সে যে খুব একটা দুশ্চিন্তা করে তা আমার মনে হয় না।

আস্তা ॥ [সমবেদনার স্বরে] হ্যাঁ, রীতা ; ও [illegible] করে।

অলমারস ॥ আমারও তাই মনে হয়—করে, বেশ করে।

রীতা ॥ [ধৈর্য হারিয়ে] কিন্তু, তার জন্যে আর কী তুমি করতে পার ?

অলমারস ॥ তার শিশুমনের মধ্যে যেসব ঐশ্বর্যপূর্ণ সম্ভাবনাগুলির উন্মেষ হচ্ছে সেগুলির যাতে বিকাশ হয় সেই চেষ্টাই আমি করতে যাচ্ছি। তার মধ্যে যেসব মহত্ত্বের বীজগুলি ছড়ানো রয়েছে সেগুলি যাতে অঙ্কুরিত হয়ে ফুলে-ফলে ভরে ওঠে সেই কাজই আমি করতে চাই। [দাঁড়িয়ে ওঠেন, কথা বলতে বলতে বেশ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন তিনি] এবং তার চেয়েও বেশী কিছু আমি করবো।

তার আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু রয়েছে তার সঙ্গে তার বাসনাকামনাগুলি যাতে সমতা রেখে চলতে পারে সেদিক থেকে তাকে আমি সাহায্য করবো। করবো এইজন্যে যে এ কাজটা নিজের শক্তিতে সে করতে পারছে না। যেসব কাজ সারা জীবনে তার পক্ষে করা অসম্ভব সেইসব কাজ করার দিকেই তার ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু সুখী হওয়ার প্রবৃত্তিটাকে তার মনের মধ্যে আমি গড়ে তুলবো। [মেঝের এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি করেন। আস্‌তা আর রীতা তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে]

রীতা ॥ অ্যালফ্রেড, এ নিয়ে অত চিন্তা করা তোমার উচিত নয়।

অলমারস ॥ [বাঁদিকে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে এবং তাদের দিকে তাকিয়ে] আমার জীবনের আরব্ধ কাজ ইয়োলফই তুলে নেবে ; অবশ্য যদি সে চায়। অথবা, যেটা তার একেবারে নিজস্ব কাজ তাও সে করতে পারে ; সম্ভবত, সেই কাজটাকে সে আমার চেয়েও ভালভাবে করতে পারবে। কিন্তু সে যাই হোক, আমার কাজটাকে আমি একপাশে সরিয়ে রাখবো।

রীতা ॥ [উঠে] কিন্তু, প্রিয় অ্যালফ্রেড, দুজনের জন্যেই তুমি কি কাজ করতে পারো না—তোমার আর ইয়োলফের ?

অলমারস ॥ না, পারি না। পারা অসম্ভব। এই নিয়ে নিজের শক্তিকে আমি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি না। আর সেইজন্যেই নিজের চাহিদাকে আমি বিসর্জন দেব। ইয়োলফ হবে আমাদের বংশের রত্ন। এবং তাকে সেই রত্নে পরিণত করার জন্যে আমি এমন একটি কাজ খুঁজে নেব যেটি হবে আমার নতুন জীবনের একমাত্র কাজ।

আস্‌তা ॥ [উঠে, তাঁর কাছে গিয়ে] অ্যালফ্রেড, এইসবই তোমাকে কঠোর একটি সংগ্রামের পথে নামিয়েছে। সেই সংগ্রাম ভয়ঙ্কর।

অলমারস ॥ হ্যাঁ, নামিয়েছে! এখানে, বাড়ীতে থাকলে নিজেকে আমি কোনদিনই জয় করতে পারতাম না। আত্মত্যাগের কাছে কোনদিনই আমি নিজেকে অবনত করতে পারতাম না। না, বাড়ীতে থাকলে, কোনদিনই আমার পক্ষে তা সম্ভব হতো না।

রীতা ॥ সেইজন্যেই এই গ্রীষ্মকালে তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলে ?

অলমারস ॥ [চোখ দুটি চকচক করে উঠলো] হ্যাঁ ; ঠিক এই কারণেই আমি চলে গিয়েছিলাম সেই আদিগন্ত নিঃসঙ্গতার মাঝখানে। সেখানে গিয়ে দেখলাম প্রভাত সূর্যের রশ্মি উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলিকে আলোতে ভরিয়ে দিয়েছে। মনে হলো, আমি নিজে গিয়ে পৌঁচেছি নক্ষত্রদের কাছাকাছি। মনে হলো, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলছি ; বুঝতে পারছি তাদের। এবং তারপরেই, এ কাজ আমি করতে পারলাম।

আস্‌তা ॥ [তাঁর দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে] কিন্তু 'মানবিক দায়িত্বে'র ওপরে আর কোনদিনই কোন বই তুমি কি লিখবে না ?

অলমারস ॥ না, কোনদিনই লিখবো না, আস্‌তা। আমি তোমাকে বলছি, নিজেকে আমি দ্বিধাবিভক্ত করতে পারি নে। কিন্তু মানবিক দায়িত্ব বলতে যা বোঝায় তা আমি পালন করবো—আমার জীবনে।

রীতা ॥ [হেসে] এখানে, এই বাড়ীতে এত উঁচু আদর্শকে তুমি ধরে রাখতে পারবে বলে কি তোমার মনে হয় ?

অলমারস ॥ [তার হাতটা নিজের হাতে ধরে] তোমার সঙ্গে অংশীদার হয়ে, তা আমি পারবো। [আর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে] আর তোমার সঙ্গেও, আস্‌তা।

রীতা ॥ [নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে] তাহলে, দুজনের সঙ্গে। তাহলে মোটের ওপরে, নিজেকে তুমি দ্বিধাবিভক্ত করতে পার।

অলমারস ॥ কিন্তু প্রিয় রীতা—! [রীতা তাঁর কাছ থেকে সরে যায় ; তারপরে, বাগানে যাবার দরজার কাছে দাঁড়ায়। ডানদিকে দরজার ওপরে কার যেন আলতো টোকা পড়ে, বেশ দ্রুতই। ইনজিনিয়র বরঘেম তাড়াতাড়ি ঢুকে আসে। যুবক, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। দেখলেই মনে হবে মানুষটি বেশ সুখী আর স্ফূর্তিবাজ। গঠনভঙ্গিমাটিও বেশ ঋজু]

বরঘেম ॥ সুপ্রভাত মিসেস অলমারস, সুপ্রভাত। [অলমারসকে দেখে খুশী হয়ে থেমে যায়] কী ব্যাপার! কী দেখছি ? মিঃ অলমারস, এরই মধ্যে বাড়ী ফিরে এসেছেন ?

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ ; গত রাত্রিতে ফিরেছি।

রীতা ॥ [খুশী হয়ে] আরও বেশী দিন বাইরে থাকার অনুমতি ও পায় নি, মিঃ বরঘেম।

অলমারস ॥ মানে, না ; কথাটা ঠিক সত্যি নয়, রীতা—

রীতা ॥ [আরও কাছে এসে] হ্যাঁ, খুবই সত্যি। ওর ছুটি শেষ হয়েছে।

বরঘেম ॥ মিসেস অলমারস, স্বামীকে আপনি এত শক্ত লাগাম দিয়ে টেনে রাখেন বুঝি ?

রীতা ॥ আমার দাবীগুলিকে আমি শক্ত করেই ধরে রাখি, আর তাছাড়া, সবকিছুরই শেষ একটা হওয়া চাই।

বরঘেম ॥ না, না ; আমার ধারণা, সব জিনিসের শেষ হয় না।—মিস অলমারস, সুপ্রভাত।

আস্‌তা ॥ [গম্ভীরভাবে] সুপ্রভাত।

রীতা ॥ [বরঘেমের দিকে তাকিয়ে] কী বললেন ? সব জিনিসের শেষ হয় না ?

বরঘেম ॥ নিশ্চয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে অন্ততপক্ষে এমন একটি জিনিস রয়েছে যার শেষ কোনদিন হয় না।

রীতা ॥ মনে হচ্ছে, আপনি প্রেমের কথা বলছেন—অথবা ওইজাতীয় কিছু।

বরঘেম ॥ [আন্তরিকতার সঙ্গে] বিশ্বে যা কিছু সুন্দর, রমণীয় তার কথা ভেবেই বলছি।

রীতা ॥ এবং তার কোনদিন শেষ হয় না। হ্যাঁ ; আমরা সেই কথাই ভাবি আসুন—আমরা সবাই।

অলমারস ॥ [মেঝে পেরিয়ে সকলের কাছে এসে] এখানে যে রাস্তা তৈরী করার কাজ নিয়েছেন তা শীঘ্রই আপনার শেষ হয়ে যাবে, তাই না ?

বরঘেম ॥ সে কাজ আমার ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। গতকাল। অনেকদিন ধরেই চলছিল কাজটা। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে কাজ শেষ হয়েছে।

রীতা ॥ এবং তার জন্যে আপনি খুশীই হয়েছেন ?

বরঘেম ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয় !

রীতা ॥ অবশ্য আমাকে বলতেই হবে—

বরঘেম ॥ কী, মিসেস অলমারস ?

রীতা ॥ ব্যাপারটা আপনার দিক থেকে বেশ শোভনীয় হচ্ছে না, মিঃ বরঘেম !

বরঘেম ॥ হচ্ছে না ? কেন বলুন তো ?

রীতা ॥ না। কারণ, ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে আপনি খুব একটা বেশী আসবেন না।

বরঘেম ॥ না : সে কথা সত্যি। এখানে আসার কথা আমি ভাবি নি।

রীতা ॥ ওসব কথা থাক থাক। মাঝে-মাঝে অবশ্যই আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

বরঘেম ॥ না। কিছুদিন আসা তো আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কথাটা আমি দুঃখের সঙ্গেই বলছি।

অলমারস ॥ তাই বুঝি ? কেন অসম্ভব ?

বরঘেম ॥ কারণ, আমার হাতে একটা বড়ো কাজ এসেছে, নতুন কাজ। সেই কাজে আমাকে এখনই হাত দিতে হবে।

অলমারস ॥ তাই বুঝি ? কাজ পেয়েছেন ? [হাততালি দিয়ে] শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।

রীতা ॥ শুভেচ্ছা ! আমার অভিনন্দন, মিঃ বরঘেম !

বরঘেম ॥ চুপ—চুপ—সত্যি বলতে কি প্রকাশ্যে বলার মত কোন কাজ এখনও আমার হাতে আসে নি ! কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারছি নে। বিরাট একটা রাস্তা তৈরীর কাজ—সেই উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত। মাঝখানে আবার অনেকগুলি পাহাড় পড়েছে ; রাস্তাটি যাবে সেগুলি পেরিয়ে—আর অসুবিধে রয়েছে অজস্র ! [উচ্ছ্বাসে ভেঙে প'ড়ে] ওঃ ! কী বিরাট, গৌরবোজ্জ্বল এই পৃথিবী ! আর অদ্ভুত সুন্দর কাজ—এই রাস্তা তৈরী করার !

রীতা ॥ [হেসে, আর তার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা ক'রে] এই রাস্তা তৈরীর ব্যাপারটার জন্যেই কি আপনি আজ এমন আনন্দের সঙ্গে এখানে এসেছেন ?

বরঘেম ॥ না—না—কেবল সেইজন্যেই নয় ; এসেছি আমার সামনে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা খুলে গিয়েছে সেইজন্যে।

রীতা ॥ [আগের সুরেই] বটে, বটে ! সম্ভবত আর কিছু সুন্দর জিনিসের কথা এর পরে আপনি বলবেন ?

বরঘেম ॥ [আস্তার দিকে তাকিয়ে] কে জানে ? সৌভাগ্য আসতে শুরু করলে বসন্তে বন্যার মত সাধারণত তা আসে। [আস্তার দিকে ঘুরে] মিস আলমারস, আমরা দুজনে একটু বেড়াতে যেতে পারি নে ? যেমন সাধারণতঃ আমরা গিয়ে থাকি ?

আস্তা ॥ [তাড়াতাড়ি] না, না ; ধন্যবাদ। এখন নয়। আজ নয়।

বরঘেম ॥ আসুন, আসুন ! এই—একটু ঘুরে আসি ! এখান থেকে চলে যাবার আগে মনে হচ্ছে আপনাকে অনেক কথা বলার রয়েছে আমার।

রীতা ॥ মনে হচ্ছে, কথাগুলি এমন যে সেগুলি সকলের সামনে এখনও আপনি বলতে পারছেন না ?

বরঘেম ॥ মানে, সবকিছুই নির্ভর করছে……

রীতা ॥ কারণ, আপনি জানেন সেই কথাটা আপনি ফিসফিস ক'রে বলতে পারেন। [স্বরটাকে নিচু ক'রে] আস্তা, তোমার নিশ্চয় ওঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত।

আস্তা ॥ কিন্তু রীতা—

বরঘেম ॥ [অনুনয়ের স্বরে] মিস আস্তা, মনে রাখবেন এই আমাদের শেষ বেড়ানো—অনেক অনেক দিনের জন্যে।

আস্তা ॥ [টুপী আর ছাতাটা তুলে নিয়ে] ঠিক আছে। তাহলে, চলুন—বাগানে একটু ঘুরে আসা যাক।

বরঘেম ॥ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ !

অলমারস ॥ সেই সঙ্গে ইয়োলফের দিকেও একটু নজর রেখো।

বরঘেম ॥ ইয়োলফ ; অবশ্যই ! আজ সে কোথায় গিয়েছে ? তার জন্যে আমি একটা জিনিস এনেছি।

অলমারস ॥ ওই ওখানে কোথাও খেলছে বোধ হয়।

বরঘেম ॥ বলেন কি ? সত্যিই ? তাহলে, এখন সে খেলতে শুরু করেছে ? সাধারণতঃ সে ঘরের মধ্যে বসে বসে বই পড়ে !

অলমারস ॥ সে-অভ্যাসটা এবার তাকে ছাড়তে হবে। এখন তাকে সত্যিকার বাইরে বেরোতে হবে।

বরঘেম ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ঠিক কথাই আপনি বলেছেন। বেচারা শিশু ! তার সঙ্গে এখন ফাঁকা যায়গায় বেরোতে হবে। হায় ভগবান, এই দুনিয়ায় খেলার চেয়ে ভাল কাজ কারও নেই। আমার কাছে সারা জীবনটা মনে হয় একটা খেলা। আসুন, মিস আস্তা।

[তারা দুজনে বারান্দার ওপর দিয়ে বাগানে নেমে যায়]

অলমারস ॥ [তাদের দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা রীতা—ওদের মধ্যে কিছু একটা রয়েছে নাকি ? কী মনে হয় তোমার ?

রীতা ॥ এর উত্তর কী দেব জানি নে। সেইরকমই ভাবতাম আমি। কিন্তু সম্প্রতি আমার সঙ্গে আস্তা কেমন যেন ব্যবহার করছিল। তাকে বোঝা কেমন যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার পক্ষে।

অলমারস ॥ সত্যিই ? আমি যখন ছিলাম না ?

রীতা ॥ হ্যাঁ ; এই দু'-এক সপ্তাহ ধরে—আমার তাই মনে হচ্ছে।

অলমারস ॥ তোমার কী ধারণা, ওর সম্বন্ধে আস্তার আর কোন আগ্রহ নেই।

রীতা ॥ থাকলেও, সেটা এমন কিছু নয়। আমার তা মনে হয় না। [তাঁর দিকে অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] থাকলে, তোমার কি তা ভালো লাগতো না ?

অলমারস ॥ না ; ঠিক তা নয়। তবে যে কিছুটা উদ্বিগ্ন হতাম সেকথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।

রীতা ॥ উদ্বিগ্ন ?

অলমারস ॥ কারণ, তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে আস্তার দায়িত্ব আমার—তার জীবনে সুখের জন্যে।

রীতা ॥ থামো, থামো ! দায়িত্ব ! আস্তা এখন সাবালিকা—তাই না ? আমার মনে হয়, নিজের ব্যাপারে কী ভালো তা বাছাই করে নেবার জ্ঞান তার ভালোভাবেই রয়েছে।

অলমারস ॥ হ্যাঁ। আমরা সবাই তাই আশা করি, রীতা।

রীতা ॥ আমার তো মনে হয় না বরঘেমের দিক থেকে কোনরকম ত্রুটি রয়েছে।

অলমারস ॥ না, না। আমারও সে-রকম কিছু মনে হয় না। মনে হয়, ঠিক উল্টো। কিন্তু তবুও···

রীতা ॥ [নিজের কথার জের টেনে] আমি চাই ওদের বিয়ে হোক।

অলমারস ॥ [বিরক্ত হয়ে] কেন, কেন—ঠিক কেন একথা তুমি বলছো ?

রীতা ॥ [ভাবাবেগে] তাহলে ওকে তার সঙ্গে অনেক দূরে চলে যেতে হবে ! তার ফলে, এখনকার মত সে আর এ বাড়ীতে বেশী আসা-যাওয়া করতে পারবে না।

অলমারস ॥ [অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে] কী বললে ! আস্তাকে তুমি সত্যিই বিদায় করতে চাও নাকি ?

রীতা ॥ তোমার অনুমান সত্যি, অ্যালফ্রেড !

অলমারস ॥ কিন্তু...কিন্তু···কেন···

রীত ॥ [আবেগের সঙ্গে দুটো হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধ'রে] কেন ? তাহলে, তোমাকে আমি একেবারে নিজের ক'রে পাব ! না—না ! তাহলেও না।

একেবারে নিজের করে তোমাকে আমি পাব না। [ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে] ও, অ্যালফ্রেড, অ্যালফ্রেড! তোমাকে আমি সরে যেতে দেব না!

অলমারস ॥ [ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে] কিন্তু রীতা, প্রিয়তমে, একটু বিবেচক হও।

রীতা ॥ বিবেচক হবার জন্যে আমার তো ঘুম ধরছে না। আমার সত্যিকার ঘুম ধরছে না কেবল তোমার জন্যে। এই বিশ্বে কেবল তোমারই জন্যে। [আবার তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে] তুমি। তুমি। তুমি!

অলমারস ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! তুমি আমার দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছ!

রীতা ॥ [ছেড়ে দিয়ে] ঈশ্বর যদি আমাকে সেই শক্তি দিতেন। [তাঁর দিকে কটকট ক'রে তাকিয়ে] হায়রে, তোমাকে আমি যে কত ঘৃণা করে এসেছি তা যদি তুমি জানতে!

অলমারস ॥ ঘৃণা—আমাকে—!

রীতা ॥ হ্যাঁ। যখন তুমি একা একা ওইখানে বসে থাকতে, আর নিজের কাজের চাপে গলদঘর্ম হয়ে পড়তে। অনেক—অনেক রাত্রি পর্যন্ত। [আর্তনাদ ক'রে] অনেক রাত্রি অনেকক্ষণ পর্যন্ত, অ্যালফ্রেড। উঃ! তোমার কাজকে কী ঘৃণাই না আমি করতাম।

অলমারস ॥ কিন্তু এখন তো সে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

রীতা ॥ [তিক্তভাবে হেসে] তাই বটে। এখন তুমি আরও খারাপ জিনিসে ডুবে রয়েছ।

অলমারস ॥ [মর্মাহত হয়ে] আরও খারাপ! শিশুটাকে তুমি আরও খারাপ বলছো?

রীতা ॥ [বেশ জোরে] হ্যাঁ; তাই আমি বলছি। আমাদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক সেইদিক থেকে আমি একে আরো খারাপই বলছি। কারণ শিশুটি— শিশু হচ্ছে একটা জীবন্ত মানুষ—বাড়াত অসুবিধে। [বেশী উত্তেজিত হয়ে] অ্যালফ্রেড, তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলছি—এ আমি সহ্য করবো না।

অলমারস ॥ [তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, এবং স্বর নিচু ক'রে] রীতা, মাঝে মাঝে তোমাকে আমার খুবই ভয় করে।

রীতা ॥ [গম্ভীরভাবে] মাঝে মাঝে নিজেকেই আমার ভয় করে; আর সেইজন্যে, আমার মধ্যে যে শয়তানটা রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোল না।—না, কোনমতেই না।

অলমারস ॥ মানে,...কিন্তু...কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই—আমি কি তা করি?

রীতা ॥ কর; হ্যাঁ, কর। আমাদের দুজনের মধ্যে যে সবচেয়ে পবিত্র বাঁধন রয়েছে সেটাকে যখন তুমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলো!

অলমারস ॥ [দরদের সঙ্গে] কিন্তু রীতা, ভেবে দেখো, ভেবে দেখো। ও হচ্ছে তোমার নিজের ছেলে, আমাদের একমাত্র সন্তান, তারই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি।

রীতা ॥ সন্তান আমার একার নয় ; [আর একবার ফেটে প'ড়ে] কিন্তু তুমি আমার একারই হবে ! একেবারে আমার নিজস্ব, ভাগীদারহীন ! তোমার কাছ থেকে সেটা পাবার দাবি আমার রয়েছে ।

অলমারস ॥ [বিরক্তির সঙ্গে কাঁধ কুঁচকে] শোনো রীতা, দাবি-দাওয়া ক'রে কোন লাভ নেই । মানুষ যা দেয় তা তার স্বাধীন ইচ্ছেতেই, জোর জুলুমের চাপে নয়—অবশ্যই নয় ।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, ভবিষ্যতে নিজেকে তুমি শর্তহীনভাবে আমাকে দিতে পারবে না !

অলমারস ॥ না । পারবো না । ইয়োলফ আর তোমার মধ্যে নিজেকে আমি ভাগ করে দেব ; দিতেই হবে আমাকে ।

রীতা ॥ কিন্তু ইয়োলফ যদি না জন্মাতো—তাহলে ?

অলমারস ॥ [প্রশ্নটাকে আমল না দিয়ে] সেটা অবশ্য অন্য কথা । তখন একমাত্র তুমিই আমার ভালবাসার বস্তু থাকতে ।

রীতা ॥ [নিচু স্বরে, কাঁপতে কাঁপতে] এমন জানলে, ওকে আমি কোনদিনই গর্ভে ধরতাম না ।

অলমারস ॥ [উত্তেজিত হয়ে] রীতা ! কী বলছো তা তুমি জানো না !

রীতা ॥ [ভাবাবেগে কাঁপতে কাঁপতে] এই বিশ্বে তাকে আমি এনেছিলাম অজস্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে । কিন্তু সে-সব যন্ত্রণা আমি আনন্দের সঙ্গে সহ্য করেছিলাম তোমার জন্যে ।

অলমারস ॥ [দরদ দিয়ে] ঠিক ঠিক । সব আমি জানি—ভাল করেই ।

রীতা ॥ [শক্ত হয়ে] কিন্তু সেই শেষ । এবারে আমি বাঁচবো আমার নিজের জন্যে । তোমার পাশে—তোমাকে নিয়ে—তোমার সবটা । ইয়োলফের মা হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই নে । মাত্র মা ! তার চেয়ে বেশী কিছু নয় । না, না—কিছুতেই নয় । আমি তোমাকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি । তা আমি পারবো না, পারবো না । তোমার সবটুকু আমি হ'তে চাই—তোমার, অ্যালফ্রেড ।

অলমারস ॥ কিন্তু রীতা, তাই তো তুমি আছ । আমাদের সন্তানের ভেতর দিয়ে···

রীতা ॥ উঃ ! থামো, থামো । ওসব হচ্ছে তোমার আবেগের কথা । তার বেশী কিছু নয় । না, অ্যালফ্রেড, ওসব কথার কোন দাম আমার কাছে নেই । সন্তানের জন্ম দেবার জন্যে আমি জন্মেছি, কিন্তু তার মা হওয়ার জন্যে নয় । আমি যা সেইভাবে আমাকে তোমায় নিতে হবে—হ্যাঁ, অবশ্যই ।

অলমারস । ইয়োলফকে তুমিও তো খুবই ভালবাসতে ।

রীতা ॥ তার জন্যে আমার খুবই দুঃখ হতো ; কারণ, তার অসুখকে তুমি কোন আমল দাও নি । তুমি কেবল তাকে লেখাপড়া করতে বাধ্য করেছিলে । কোনদিন তার দিকে ফিরেও তাকাও নি ।

অলমারস ॥ [মাথা নেড়ে] সেকথা সত্যি। আমি তখন অন্ধ ছিলাম। তখনও দেখার মত সময় আমার ছিল না।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] কিন্তু এখন সে-সময় এসেছে—তাই না ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ, অবশেষে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি এ-জগতে আমার সব-চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ইয়োলফের সত্যিকার বাবা হওয়া।

রীতা ॥ আর আমার কাছে ? আমার কাছে তুমি কী হতে যাচ্ছো ?

অলমারস ॥ [ধীরে ধীরে] তোমাকে আমি ভালোবাসতে চাই—গভীর আর শান্তভাবে [তার দুটো হাত ধরার চেষ্টা করেন]

রীতা ॥ [এড়িয়ে] তোমার ওই শান্ত ভালোবাসার ওপরে আমার কোন লোভ নেই। আমি চাই তোমাকে, তোমার সমস্ত সত্তাকে—একা, কেবল আমিই তোমাকে ভোগ করতে চাই। ঠিক যেমন ক'রে প্রথম দিক্‌কার সুন্দর, উজ্জ্বল দিনগুলিতে তোমাকে আমি একবারে নিজস্ব ক'রে পেয়েছিলাম। [বেশ শক্ত ভাষায়] ফেলে দেওয়া টুকরো জঞ্জালের মত পরিত্যক্তা হ'তে আমি চাই নে, অ্যালফ্রেড—না, না—কখনই না !

অলমারস ॥ [শান্তভাবে] আমার ধারণা এই পৃথিবীতে আমাদের তিনজনের সুখে বাস করার মত যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, রীতা।

রীতা ॥ [ঘৃণার সঙ্গে] বুঝতে পারছি, অল্পেই তুমি সন্তুষ্ট হও। [বাঁদিকে টেবিলের ওপরে ব'সে] এখন শোন।

অলমারস ॥ [কাছে এসে] কী—কী বলবে ?

রীতা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে ; চোখের ভেতরে আনন্দের ঝিলিক চেপে রেখে] গতকাল সন্ধ্যের সময় আমি যখন তোমার টেলিগ্রাম পেলাম—

অলমারস ॥ বল ? যখন পেলে ?

রীতা ॥ —পেয়ে, আমি একটা সাদা পোশাক পরলাম—

অলমারস ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; দেখলাম বটে—ফিরে এসে দেখলাম সাদা পোশাক প'রে রয়েছ তুমি।

রীতা ॥ ঝুলিয়ে দিলাম আমার চুল—

অলমারস ॥ মেঘের মত কালো একরাশ সুগন্ধ চুল—

রীতা ॥ এমনভাবে ছড়িয়ে দিলাম যাতে সেগুলি আমার কাঁধ আর ঘাড়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ে—

অলমারস ॥ আমি দেখেছিলাম ; তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তখন তোমাকে দেখতে কী সুন্দরই লাগছিল, রীতা !

রীতা ॥ দুটি বাতিদানের ওপরে ঢাকা দিয়েছিলাম ফিকে গোলাপী রঙের ঢাকনা ; এবং আমরা বসেছিলাম দু'জন—একেবারে একা। সারা বাড়ীতে কেবল আমরা দুজনেই ছিলাম জেগে ; আর টেবিলের ওপরে ছিল শ্যাম্পেনের বোতল।

অলমারস ॥ আমি একটুও খাই নি।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে কটকট ক'রে তাকিয়ে] না, খাওনি ; সেকথা সত্যি। [খিলখিল ক'রে হেসে উঠে] 'তোমার জন্যে শ্যাম্‌পেনের বোতল ছিল ; কিন্তু তা তুমি স্পর্শ কর নি'—কোন একটি কবিতায় এইরকম একটা কথাই বলা হয়েছে। [এই বলে সে আরামকদারা থেকে উঠে ঘরের অন্যপাশে গেল ; মনে হচ্ছিল এক জায়গায় বসে থাকতে তার খারাপ লাগছিল। তারপরে একটা সোফার ওপরে বসে সে তার গাটাকে এলিয়ে দিল]

অলমারস ॥ [মেঝেটা পেরিয়ে রীতার সামনে এসে দাঁড়ালেন] আমি তখন অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় মসগুল হয়ে ছিলাম। ঠিক করেছিলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো, রীতা ! আর সেই আলোচনার প্রথম আর প্রধান বিষয় হচ্ছে ইয়োলফ।

রীতা ॥ [হেসে] আর তাইতো তুমি করেছিলে ।

অলমারস ॥ না ; তার আলোচনা শুরু করতে পারি নি ; কারণ, সেই সময় তুমি তোমার গায়ের জামাকাপড় খুলতে শুরু করেছিলে।

রীতা ॥ সেকথা সত্যি ; তুমি তো সারাক্ষণই ইয়োলফের কথাই বলছিলে ; মনে নেই তোমার ? জিজ্ঞাসা করছিলে ইয়োলফের এখন ক্ষিদেটিদে কেমন হচ্ছে।

অলমারস ॥ [তার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে] রীতা—!

রীতা ॥ তারপরে, তুমি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লে। তারপরে টেঁশে একটা ঘুম দিলে।

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] রীতা, রীতা—।

রীতা ॥ [পিঠটাকে আরও এলিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে] কী ? অ্যালফ্রেড ?

অলমারস ॥ মানে ?

রীতা ॥ 'তোমার কাছে শ্যাম্‌পেন ছিল, কিন্তু তুমি তা স্পর্শ কর নি।'

অলমারস ॥ [প্রায় কঠোর স্বরে] না, আমি তা স্পর্শ করি নি। [রীতার কাছ থেকে সরে বাগানের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ দুটি বন্ধ ক'রে কয়েকটি মুহূর্ত রীতা চুপচাপ প'ড়ে রইলো]

রীতা ॥ [হঠাৎ লাফিয়ে উঠে] কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমার বলতেই হবে অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কী কথা ?

রীতা ॥ নিজেকে তুমি অত নিরাপদ ভেবো না, প্রিয়তম।

অলমারস ॥ নিরাপদ ভাববো না ?

রীতা ॥ না। অতটা আত্মপ্রসাদ তোমার না থাকাই ভাল ! তুমি যে আমাকে পেয়েছ সে-বিষয়ে তুমি অত নিশ্চিত নাও হতে পার।

অলমারস ॥ [রীতার কাছে এগিয়ে এসে] এ কথার অর্থ ?

রীতা ॥ [ঠোঁট দুটো কাঁপাতে কাঁপাতে] অ্যালফ্রেড, তোমার কাছে কোনদিনই

আমি অবিশ্বাসিনী হইনি—না, এমন কি মনে মনেও না। এক মুহূর্তের জন্যেও না!

অলমারস ॥ না, রীতা। আমি তা জানি। আমি তা খুব ভালোভাবেই জানি।

রীতা ॥ [চোখ দুটোকে ঝাঁকানি দিয়ে] কিন্তু যদি আমাকে তুমি একধারে সরিয়ে রাখো— !

অলমারস ॥ একধারে সরিয়ে রাখো! তুমি কী বলতে চাইছো তা আমার মাথায় 'ঢুকছে না।

রীতা ॥ আমার ভেতরে কত কী যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে তা তুমি জান না, যদি—

অলমারস ॥ যদি—

রীতা ॥ কোনদিন আমি যদি বুঝতে পারি তুমি আর আমাকে গ্রাহ্য করছো না। আমাকে যেমনভাবে আগে ভালোবাসতে এখন আর তেমনি ভালোবাসছো না…

অলমারস ॥ কিন্তু রীতা, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সব মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে একদিন আমাদের জীবনেও তা অবশ্যই আসবে। যেমন অন্য লোকদের এসেছে।

রীতা ॥ আমার জীবনে কোনদিনই তা আসবে না। আর তোমার জীবনেও যে কোন পরিবর্তন এসেছে সেকথাও আমি শুনতে রাজি নই। অ্যালফ্রেড, ওরকম কিছু আমি সহ্য করতে পারবো না। একমাত্র আমার সম্পত্তি হিসাবেই তোমাকে আমি রাখতে চাই।

অলমারস ॥ [বিষণ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] তোমার চরিত্রটা হিংসুটে—মারাত্মক ধরনের হিংসুটে।

রীতা ॥ আমি যা তা ছাড়া অন্য কিছু আমি হ'তে পারি নে। [একটা মরিয়ার মত হাবভাব দেখিয়ে] আমার, আর অন্য কারও মধ্যে তুমি যদি নিজেকে ভাগ ক'রে দাও—

অলমারস ॥ বল, বলে যাও—তাহ'লে ?

রীতা ॥ তাহলে, অ্যালফ্রেড, তোমার ওপরে প্রতিশোধ নিতে আমি পিছুপাও হবো না!

অলমারস ॥ কী ভাবে নেবে ?

রীতা ॥ জানি নে। না, না, জানি, নিশ্চয় জানি।

অলমারস ॥ শুনি।

রীতা ॥ ঘর থেকে বেরিয়ে যাব, তারপরে নিজেকে ছুঁড়ে দেব—

অলমারস ॥ ছুঁড়ে দেবে ? নিজেকে!

রীতা ॥ হ্যাঁ, দেব, দেব। আমি নিজেকে ছুঁড়ে দেব—ছুঁড়ে দেব—আমার দিকে প্রথম যে মানুষটি এগিয়ে আসবে তার দুটি বাহুর মধ্যে!

অলমারস ॥ [তার দিকে সহৃদয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ; নিজের মাথায় একটা ঝাঁকানি

দিয়ে] তা তুমি 'কোনদিনই করবে না ;' কিছুতেই না—আমার সম্ভ্রান্ত, উদার, গর্বিতা বিশ্বাসিনী রীতা।

রীতা ॥ [ওঁর ঘাড়ের ওপরে নিজের হাত দুটো রেখে] আমি যে কী হবো তার তুমি কিছুই জানো না, যদি তুমি—আমার সঙ্গে আর কোনরকম সংস্রব রাখতে না চাও তাহলে।

অলমারস ॥ তোমার সংগে আর কোন সংস্রব, রীতা! এরকম কথা তুমি বলতে পারলে কী করে!

রীতা ॥ [একটু হেসে, হাত ছেড়ে দিয়ে] আমি তাকে এমনকি প্রলুব্ধও করতে পারি—ওই সেই কনট্রাক্‌টারকে—এখানে যে আছে।

অলমারস ॥ [অস্বস্তি কাটিয়ে] যাক ; তুমি তাহলে ঠাট্টা করছো।

রীতা ॥ মোটেই না। অন্য লোককে যদি নিতে পারি তাকে পারবো না কেন ?

অলমারস ॥ কারণ, আমার ধারণা, ইতিমধ্যেই অন্য জায়গায় সে তার মনটাকে শক্ত ক'রে বসিয়ে দিয়েছে।

রীতা ॥ আরও ভালো! তাহলে, সেই অন্য জায়গা থেকে তাকে আমার সরিয়ে আনা উচিত। ঠিক এই কাজই আমার ক্ষেত্রে ইয়োলোফ করেছে।

অলমারস ॥ তুমি বলতে চাও আমাদের ওই বাচ্চা ইয়োলোফ এই কাজ করেছে ?

রীতা ॥ [তাঁর দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে] ওই—ওই দেখো! ইয়োলোফের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সংগে তোমার মনটা কেমন গলে যাচ্ছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে তোমার স্বর। [কথাগুলি বলার সংগে সংগে কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠলো রীতা ; নিজের হাত দুটো নিয়ে মোচড়াতে লাগলো] উঃ! আমার মনে হচ্ছে, মনে···

অলমারস ॥ [উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] কী মনে হচ্ছে, রীতা ?

রীতা ॥ [রেগে তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে] না—না—না—সেকথা আমি তোমাকে বলবো না—না—না—কক্ষনো না!

অলমারস ॥ [তার কাছে এগিয়ে গিয়ে] রীতা! আমার অনুরোধ—তোমার স্বার্থে আর আমার স্বার্থে—কোন অমঙ্গলজনক কাজ করতে প্রলুব্ধ হয়ো না।

[বাগান থেকে বরঘেম আর আস্‌তা বেরিয়ে আসে। মনে হলো, তারা দুজনেই কষ্ট ক'রে নিজেদের মনের আবেগকে সংযত ক'রে রেখেছে। বাইরে থেকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাদের, সেই সঙ্গে মনমরাও। বাইরে বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে রইলো আস্‌তা ; ঘরে ঢুকে এলো বরঘেম]

বরঘেম ॥ ব্যাপারটা চুকে-বুকে গেল। মিস অলমারস আর আমি শেষবারের মত বেড়িয়ে এলাম।

রীতা ॥ [কিছুটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে] তাই বুঝি! এবং এই বেড়ানোর পরে কোন দীর্ঘ ভ্রমণ নেই ?

বরঘেম ॥ আছে ; তবে সে আমার।

রীতা ॥ আপনার একার ?

বরঘেম ॥ হ্যাঁ ; কেবল আমার একার ।

রীতা ॥ [অলমারসের দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে] অ্যালফ্রেড, শুনলে ? [বরঘেমের দিকে ঘুরে] আমি বাজি রেখে বলতে পারি কু দৃষ্টিই আপনার সঙ্গে এই ছলনা করেছে ।

বরঘেম ॥ [তার দিকে চেয়ে] কু-দৃষ্টি ?

রীতা ॥ [ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ ; কু দৃষ্টি । কারও কু-দৃষ্টি ।

বরঘেম ॥ আপনি এসব বিশ্বাস করেন ?

রীতা ॥ হ্যাঁ ; সম্প্রতি করতে শুরু করেছি । সবচেয়ে বেশী করতে শুরু করেছি শিশুর কু-দৃষ্টির ওপরে ।

অলমারস ॥ [মর্মাহত হয়ে ফিসফিস ক'রে] রীতা !—এ কথা তুমি কী ক'রে— !

রীতা ॥ [দাঁতে দাঁত চিপে] তুমিই আমাকে শয়তান করেছ, অ্যালফ্রেড, করেছ কুৎসিৎ ।

[দূরে কিছু মানুষের বিভ্রান্ত চিৎকার আর হট্টগোল শোনা গেল জলের ধার থেকে]

বরঘেম ॥ [কাচের দরজার কাছে গিয়ে] কিসের হট্টগোল—?

আস্তা ॥ [দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] দেখো দেখো ; লোকগুলি সব জেটির দিকে দৌড়ে যাচ্ছে ।

অলমারস ॥ ব্যাপারটা কী হ'তে পারে ? [বাইরের দিকে তাকিয়ে] মনে হচ্ছে, এইসব ছোকরারা আবার কোন গোলমাল শুরু করেছে ।

বরঘেম ॥ [রেলিঙের পাশ থেকে চিৎকার ক'রে] ওহে, ওহে ! কী হয়েছে ?

[তাদের মধ্যে অনেকেই একসঙ্গে মিলে যা বললো তার অর্থ বোঝা গেল না]

রীতা ॥ কী বলছে ওরা ?

বরঘেম ॥ ওরা বলছে, একটা বাচ্চা ডুবে গিয়েছে ।

অলমারস ॥ বাচ্চা ! ডুবে গিয়েছে !

আস্তা ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] তারা বলছে, একটা বাচ্চা ।

অলমারস ॥ তাতে কী হয়েছে ? তারা সবাই সাঁতার কাটতে জানে—তাদের মধ্যে অনেকেই ।

রীতা । [আতঙ্কে চিৎকার ক'রে] ইয়োলফ কোথায় গেল ?

অলমারস ॥ চুপ কর ! চুপ কর ! ইয়োলফ বাগানে খেলছে ।

আস্তা ॥ না ; সে তো বাগানে ছিল না ।

রীতা ॥ [হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে] হায় ঈশ্বর, ছেলেটা যদি কেবল ও ছাড়া অন্য কেউ হয় !

বরঘেম ॥ [কান পেতে শোনে, তারপরে চিৎকার করে] কার ছেলে বললে ?

[উত্তরে কেবল তালগোল পাকানো একটা শব্দ শোনা গেল । আস্তা চাপা একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো ; তারপরে বাগানের দিকে গেল দৌড়ে]

অলমারস ॥ [আতঙ্কিত হয়ে] ছেলেটি ইয়োলফ নয়। ইয়োলফ নয়, রীতা।

রীতা ॥ [বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে, কান পেতে শুনে] চুপ! চুপ! ওরা কী বলছে শুনতে দাও।

[একটা আর্ত তীব্র চিৎকার ক'রে তারপরেই সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে]

অলমারস ॥ [তার পিছু পিছু গিয়ে] কী বলছে ওরা—অ্যাঁ!

রীতা ॥ [বাঁপাশে একটা আরামকেদারার ওপরে টলে প'ড়ে] ওরা বলছে, একটা ক্রাচ জলের ওপরে ভাসছে।

অলমারস ॥ [পাথরের মত হয়ে] না! না! না!

রীতা ॥ [ধরা গলায়] ইয়োলফ! ইয়োলফ! কিন্তু নিশ্চয় ওরা তাকে উদ্ধার করেছে!

অলমারস ॥ [কিছুটা অপ্রকৃতিস্থভাবে] অবশ্যই উদ্ধার করবে। এইরকম মূল্যবান জীবন! এইরকম একটা মূল্যবান জীবন!

[বাগানের ভেতর দিয়ে দৌড়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন]

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

অন্তরীপের পাশে নিচে অলমারের বনভূমির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ উপত্যকা। বাঁদিকে দীর্ঘ পুরানো গাছগুলি জায়গাটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। পাহাড়ের গায়ে নিচে, পেছনদিকে একটা ছোট নদী। নদীটি বনের ধারে পাথরের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সেই নদীব পাশ দিয়ে একটা পথ এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে। ডানদিকে ছড়ানো-ছিটানো গাছের বন। তাদের ভেতর থেকে অন্তরীপটিকে দেখা যাচ্ছে। সামনেব দিকে একটা 'বোট হাউস'। তার গায়ে একটা নৌকো বাঁধা। বাঁদিকে পুবানো গাছগুলির নিচে একটা টেবিল পাতা; তার পাশে একটা বেঞ্চ আর কয়েকটা চেয়ার। সবগুলিই বার্চ-গাছেব গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করা। আকাশ মেঘে ভারি হয়ে উঠেছে। দিনটি ভিজে ভিজে, মেঘ চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যালফ্রেড অলমারস্ একটা বেঞ্চের ওপরে বসে আছেন; আগের মত পোশাক তাঁর। তাঁর হাত দুটি টেবিলের ওপরে। সামনে পড়ে আছে টুপীটা। সামনে জলস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি—চুপচাপ—বিভ্রান্ত। সামান্য কয়েক সেকেণ্ড পরে আস্‌তা অলমারস বুনো পথ দিয়ে এগিয়ে আসে। মাথায় তার খোলা ছাতা।]

আস্‌তা ॥ [শান্তভাবে এবং ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে] এই বিশ্রী আবহাওয়ায় তোমার এখানে বসে থাকাটা উচিত নয়, অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ [কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন]

আস্‌তা ॥ [ছাতাটা বন্ধ ক'রে] এতক্ষণ ধ'রে তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

অলমারস ॥ [মুখের ওপরে কোন ভাবান্তর না দেখিয়ে] ধন্যবাদ।

আস্‌তা ॥ [একটা চেয়ার তুলে নিয়ে তাঁর পাশে বসিয়ে] তুমি কি এখানে অনেক-ক্ষণ বসে রয়েছ? সারাক্ষণ?

অলমারস ॥ [কোন উত্তর দেন না। কিছুক্ষণ পরে বললেন] না; আমি এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি নে। অসম্ভব, অসম্ভব—একেবারে অকল্পনীয়।

আস্‌তা ॥ [সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর হাতের ওপরে হাত দিয়ে] বেচারা অ্যালফ্রেড!

অলমারস ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] আস্‌তা, ব্যাপারটা তাহ'লে সত্যি? উঃ! আমি কি পাগল হ'য়ে গিয়েছি? না, শুধু স্বপ্ন দেখেছি? হায়রে, যদি স্বপ্ন হতো! ভেবে দেখো—কী চমৎকার—আমি যদি এখন জেগে উঠতে পারতাম!

আস্‌তা ॥ তোমাকে আমি যদি সত্যিই জাগাতে পারতাম!

অলমারস ॥ [জলের ওপর দিয়ে তাকিয়ে] অন্তরীপটাকে আজ কী নিষ্করুণই না দেখাচ্ছে! পড়ে রয়েছে—ভারি—থমথমে—নিরানন্দ। সীসের মত ধূসর—বেগনে আভা ছিটকে পড়ছে ওর বুক থেকে—জলভরা মেঘের ছায়া পড়েছে ওর ভেতরে।

॥ [অনুরোধ করার ভঙ্গীতে] উঃ, অ্যালফ্রেড, এইভাবে অন্তরীপের দিকে তাকিয়ে ব'সে থেকো না !

অলমারস ॥ [তার কথায় কান না দিয়ে] এসব খেলা অবশ্য চলছে ওপরে ; কিন্তু ওর নিচে রয়েছে শক্তিশালী একটা স্রোত !

আস্‌তা ॥ [ভয় পেয়ে] ঈশ্বরের দোহাই, নীচের কথা চিন্তা করো না !

অলমারস ॥ [শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে] তোমার ধারণা সে ঠিক এরই নিচে শুয়ে রয়েছে ; তাই না ? কিন্তু তা নয়, আস্‌তা ! সেকথা বিশ্বাস করো না তুমি। মনে রেখো, এখানে স্রোত বড় তীব্র, যে-কোন জিনিসকেই ও দ্রুত টেনে নিয়ে চলে যায়। একেবারে সমুদ্রের মধ্যে।

আস্‌তা ॥ [টেবিলের ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে] ঈশ্বর ! ঈশ্বর !

অলমারস ॥ [খুবই দুঃখের সঙ্গে] সুতরাং শিশু ইয়োলফ এখন অত দূরে চলে গিয়েছে—আমাদের সকলের কাছ থেকে দূরে—দূরে—অনেক দূরে।

আস্‌তা ॥ [অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে] ও অ্যালফ্রেড, ওরকম কথা বলো না।

অলমারস ॥ বেশ, বলবো না। কিন্তু তুমি নিজেই তা হিসেব ক'রে দেখতে পার। তুমি তো খুব চালাক-চতুর মেয়ে। আঠাশ—ঊনত্রিশ ঘণ্টায়—থামো থামো—হিসেব—

আস্‌তা ॥ [কেঁদে উঠে দুটো কানে হাত চাপা দিয়ে] অ্যালফ্রেড !

অলমারস ॥ [টেবিলটাকে শক্ত ক'রে হাত দিয়ে ধ'রে] কিন্তু এইরকম একটা ঘটনার মধ্যে তুমি নিজে কোন অর্থ খুঁজে পাও কি ?

আস্‌তা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] কীরকম ঘটনা ?

অলমারস ॥ এই আমার আর রীতার যা ঘটেছে।

আস্‌তা ॥ এর অর্থ ?

অলমারস ॥ [অস্থিরভাবে] হ্যাঁ, অর্থ। সেই কথাই তো বলছি। কারণ, এর মধ্যে নিশ্চয় একটা কোন অর্থ রয়েছে—জীবন, অস্তিত্ব এবং ভাগ্য—এরা নিশ্চয় অতটা অর্থহীন—অকারণ হ'তে পারে না।

আস্‌তা ॥ হায় ভাই, অ্যালফ্রেড, এসব ব্যাপারে নিশ্চয় ক'রে কে কী বলতে পারে ?

অলমারস ॥ [তিক্ত হাসি হেসে] না ; তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ। হয়ত, সব জিনিসই হঠাৎ হঠাৎ ঘটে থাকে। হালভাঙা স্রোতের টানে ভেসে-যাওয়া বিধ্বস্ত জাহাজের মত ঘটনাগুলি নিজেদের আবেগেই ঘটে যায়। তাই হবে। যাই হোক, ব্যাপারটা একরকম তাই।

আস্‌তা ॥ [চিন্তান্বিতভাবে] ধর এটা হচ্ছে কেবল— ?

অলমারস ॥ [রাগ ক'রে] কেবল ? সম্ভবত, এর মধ্যে কী রহস্য রয়েছে তা তুমি আমার কাছে খুলে বলতে পার ? কারণ, এ রহস্য আমি ভেদ করতে

পারছি না। [শান্তভাবে] ইয়োলফ সবেমাত্র জীবন শুরু করেছিল—সত্যিকার চেতনাসম্পন্ন মানুষ বলতে যা বোঝা যায়। অনন্ত সম্ভাবনাময় ছিল তার জীবন। হয়ত, ভবিষ্যৎ তার উজ্জ্বল হতো। আমার জীবন আনন্দ আর গর্বে ভরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল তার। সব ভণ্ডুল করে দিল সেই উন্মাদিনী বুড়ীটা। সে এল আর আমাদের দেখিয়ে গেল থলির ভেতরে কুকুরটাকে—

আস্‌তা ॥ কিন্তু আসল ঘটনাটা কী ক'রে ঘটলো সে-সম্বন্ধে আমরা আদৌ কিছু জানি নে।

অলমারস ॥ জানি, জানি। নিশ্চয় জানি। ছেলেরা অন্তরীপের ওপরে বাইচ খেলছিল তখন। তারা নিশ্চয় মেয়েটাকে দেখে থাকবে। জেটির ধারে ইযোলফকে দাঁড়িয়ে থাকতে তারা দেখেছিল। বুড়ীটাব দিকে তাকিয়েছিল সে। তারপরেই বোধ হয় তার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। [ভেঙে প'ড়ে] এবং সেইজন্যে সে জলে প'ড়ে গিয়েছিল—এবং গিয়েছিল ডুবে।

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তাই হবে। কিন্তু যাই বলো—

অলমারস ॥ সেই বুড়ীটা তাকে জলের নিচে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিৎ হ'তে পাব, আস্‌তা।

আস্‌তা ॥ কিন্তু কেন, কেন ?

অলমারস ॥ সেইটাই তো প্রশ্ন। কেন সে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ? এর পেছনে প্রতিশোধ প্রবৃত্তির কোন কারণ ছিল না। অর্থাৎ যাকে আমরা বলি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ইয়োলফ কোনদিন তার কোন ক্ষতি করে নি। কোনদিন তাকে দেখে চিৎকার করে নি। কোনদিন তার কুকুরের দিকে ঢিল ছুঁড়ে নি। গতকালের আগে তাকে আর আর কুকুরকে এমনকি সে চোখেও দেখে নি। সুতরাং তার ওপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করার কোন কারণই বুড়ীর ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। একেবারে অর্থহীন, আস্‌তা। তবু, বিশ্বের বিধানে এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

আস্‌তা ॥ এইসব ব্যাপার নিয়ে রীতার সঙ্গে তুমি আলোচনা করেছ ?

অলমাবস ॥ [মাথা নেড়ে] আমার ধারণা এসব ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলাই ভাল। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] আর তাছাড়া অন্যান্য বিষয়েও।

[আস্‌তা তার সেলাই-এর সরঞ্জামগুলি তুলে নিল, সেইসঙ্গে তার পকেট থেকে বার করলো একটা ছোট কাগজের প্যাকেট। অলমারস অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে বসে থাকেন]

অলমারস ॥ ওটা কী, আস্‌তা ?

আস্‌তা ॥ [অলমারসের টুপীটা নিয়ে] একটা ছোট কালো ফিতে।

অলমারস ॥ ওটা কী হবে ?

আস্‌তা ॥ রীতা আমাকে এটা পরতে বলেছে। পরবো ?

অলমারস ॥ পরতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই।

[টুপীর চারপাশে সে ফিতেটা সেলাই করতে থাকে]

অলমারস ॥ [তার দিকে চেয়ে থেকে] রীতা কোথায় ?

আস্তা ॥ মনে হচ্ছে, সে এখন বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরঘেম তার সঙ্গে আছেন।

অলমারস ॥ [একটু অবাক হয়ে] তাই নাকি ? বরঘেম আজও এখানে এসেছেন ?

আস্তা ॥ হ্যাঁ। দুপুরের ট্রেনে তিনি এসেছেন।

অলমারস ॥ আমি তা আশা করি নি।

আস্তা ॥ [বুনতে বুনতে] ইয়োলফকে খুব ভালোবাসতেন তিনি।

অলমারস ॥ বরঘেম বিশ্বাসী মানুষ, আসতা।

আস্তা ॥ [শান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে] হ্যাঁ, যথেষ্ট বিশ্বাসী। সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অলমারস ॥ [তার ওপরে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে] তুমি তাঁকে পছন্দ কর, তাই না ?

আস্তা ॥ হ্যাঁ।

অলমারস ॥ কিন্তু, তা সত্ত্বেও, তুমি মন ঠিক করতে পার নি— ?

আস্তা ॥ [বাধা দিয়ে] থাক, থাক অ্যালফ্রেড—ওকথা থাক !

অলমারস ॥ তা না হয় রইলো ; কিন্তু আমাকে বল দেখি কেন তুমি—

আস্তা ॥ না—না ! দয়া করে জিজ্ঞাসা করো না। সত্যিই জিজ্ঞাসা করো না। তুমি জান, ব্যাপারটা ভাবাই আমার কাছে বেশ কষ্টকর। যাক। টুপীর কাজটা শেষ হলো।

অলমারস ॥ ধন্যবাদ।

আস্তা ॥ কিন্তু বাঁ-হাতটা'ও বাকি রয়েছে।

অলমারস ॥ ওটার ওপরেও ফিতে লাগাতে হবে নাকি ?

আস্তা ॥ হ্যাঁ ; সাধারণতঃ তাই লাগাতে হয়।

অলমারস ॥ ঠিক আছে—তুমি যা ভালো বোঝ।

[সে কাছে এগিয়ে সেলাই করতে শুরু করে]

আস্তা ॥ হাতটা নাড়িও না—ছুঁচ ফুটে যাবে।

অলমারস ॥ [একটু হেসে] মনে হচ্ছে আমরা সেই পুরানো দিনে ফিরে গিয়েছি।

আস্তা ॥ হ্যাঁ ; সেইরকমই মনে হচ্ছে।

অলমারস ॥ তখন তুমি খুব ছোট্ট ছিলে ; আমার পাশে এইরকমভাবে বসে তুমি আমার পোশাক সেলাই করতে।

আস্তা ॥ অবশ্য যতটা আমার পক্ষে সম্ভব হতো।

অলমারস ॥ প্রথম যেটা তুমি আমার জন্যে সেলাই করেছিলে—সেটাও ছিল একটা কালো ফিতে।

আস্‌তা ॥ তাই বুঝি ?

অলমারস ॥ আমার কলেজে-পরা টুপীর চারপাশে। সেই সময় বাবা মারা গিয়েছিলেন।

আস্‌তা ॥ করেছিলাম, বুঝি—সেই সময় কে মারা— ? বোঝ একবার—সেকথা আমার মনে নেই।

অলমারস ॥ কী ক'রে মনে থাকবে ? তুমি তখন কত ছোট।

আস্‌তা ॥ ঠিক বলেছ। আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম।

অলমারস ॥ তার দু'বছর পরে—যখন আমাদের মা মারা গেলেন—তুমি আমার হাতের জন্যে একটা লম্বা ফিতে সেলাই করেছিলে।

আস্‌তা ॥ ভেবেছিলাম, সেইটাই ঠিক কাজ ছিল।

অলমারস ॥ [তার হাতের ওপরে হাত বুলিয়ে] ঠিক, ঠিক। তুমি ঠিকই বলেছো, আস্‌তা। এবং তারপরে এই বিশ্বে আমরা যখন অনাথ হয়ে পড়ে রইলাম, আমরা দুজনে—। তোমার শেষ হলো ?

আস্‌তা ॥ হয়েছে। [সেলাই করার সাজ-সরঞ্জামগুলি একসঙ্গে রেখে] সে দিনগুলি আমাদের সুখেরই ছিল, অ্যালফ্রেড—হ্যাঁ ; সত্যিই সুখের ছিল। আমরা দুজনে একা।

অলমারস ॥ হ্যাঁ, তাই। একেবারে একা। কী পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল আমাদের !

আস্‌তা ॥ পরিশ্রম করতে তুমিই।

অলমারস ॥ [ঝিমিয়ে-পড়া ভাব কিছুটা কাটিয়ে] না ; না—তুমিও করতে—তোমার মত ক'রে—যতটা সম্ভব [হেসে] তুমি—আমার বিশ্বস্ত বন্ধু—ইয়োলফ।

আস্‌তা ॥ থাম, থাম। ওই নামটা উচ্চারণ ক'রে আমার দুঃখ আর বাড়িয়ে দিয়ো না।

অলমারস ॥ মানে, তুমি যদি ছেলে হ'তে, তাহ'লে তোমাকে ইয়োলফ বলে ডাকা যেতো।

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, যদি ছেলে হতাম। কিন্তু যখন তুমি ছাত্র ছিলে—[নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু হেসে] তখনও তুমি কী ছেলেমানুষই না ছিলে ?

অলমারস ॥ আমি !

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ ; তখনকার কথা ভাবলে তাই মনে হয় আমার। তোমার কোন ভাই ছিল না বলে তুমি খুবই লজ্জা পেতে—ছিল মাত্র একটি বোন।

অলমারস ॥ না, না—লজ্জা বরং তুমিই পেতে।

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, হয়ত তাই—আমিও—একটু। কিন্তু তারপরে তোমার জন্যেই আমার দুঃখ হতো—

অলমারস ॥ হ্যাঁ, তা তোমার হতো। আর সেইজন্যেই আমার ছেলেবেলার পুরানো পোশাকগুলো তুমি খুঁজে বেড়াতে।

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, রোববারে পরার জন্যে তোমার সবচেয়ে ভাল 'সুট'। সেই নীল রঙের ব্লাউজ আর প্যান্টের কথা তোমার মনে রয়েছে ?

অলমারস ॥ [আস্‌তার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে] সেই পোশাক যখন তুমি পরতে তখনকার কথা আমার খুব মনে রয়েছে।

আস্‌তা ॥ তা বটে ; তবে সেগুলি আমি পরতাম বাড়ীতে—আমরা দুজনে যখন একা থাকতাম।

অলমারস ॥ তখন আমরা নিজেদের কত অভিজাতই না মনে করতাম ! তখন আমি সবসময় তোমাকে ইয়োলফ ব'লে ডাকতাম।

আস্‌তা ॥ কিন্তু অ্যালফ্রেড, রীতাকে এসব কথা কোনদিনই তুমি বল নি ; বলেছ কি ?

অলমারস ॥ বলেছি, বলেছি। মনে হচ্ছে, একবার বলেছি।

আস্‌তা ॥ ছি—ছি, অ্যালফ্রেড ; এসব কথা তাকে তুমি বললে কী ক'রে ?

অলমারস ॥ মানে, স্ত্রীকে তো মানুষ সবকথাই বলে—কিছু কম আর বেশী।

আস্‌তা ॥ তা অবশ্য বলে।

অলমারস ॥ [হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভেঙে গেল ; কপালের ওপরে একটা হাত রেখে, লাফিয়ে উঠে] এইভাবে আমি এখানে চুপচাপ বসে রয়েছি কি ক'রে, আর— !

আস্‌তা ॥ [দাঁড়িয়ে আর তাঁর দিকে ম্লানভাবে তাকিয়ে] —কী হলো তোমার ?

অলমারস ॥ সে আমার মন থেকে প্রায় সরে পড়েছে—তাকে আমি একেবারে ভুলে গিয়েছি।

আস্‌তা ॥ ইয়োলফ !

অলমারস ॥ এখানে আমি পুরানো স্মৃতিগুলির মধ্যেই বেঁচেছিলাম। সেগুলির মধ্যে সে ছিল না।

আস্‌তা ॥ ছিল। শিশু ইয়োলফ সেগুলির পেছন থেকে সব সময়েই উঁকি দিচ্ছিল।

অলমারস ॥ না। সে আমার স্মৃতিচারণার জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল—চলে গিয়েছিল আমার মনের বাইরে। আমরা এখানে বসে যতক্ষণ গল্প করছিলাম তখন তার কথা আমার একেবারেই মনে ছিল না। তাকে আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

আস্‌তা ॥ তা খারাপটা কী হয়েছে। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে কিছুটা মুক্তি তো তোমার চাই—অবশ্যই।

অলমারস ॥ না—না ! ও কাজ কখনই আমার করা চলবে না। ও কাজ করার অধিকার আমার নেই। কিছুতেই না। তাছাড়া, করার মত সাহসও আমার নেই। [বেশ অস্থির হয়ে ডানদিকে হেঁটে গেলেন তিনি] করার মত একটি কাজই আমার আছে—ওই—ওইখানে—সে যেখানে শুয়ে রয়েছে—যে গভীর অতলে সে তলিয়ে যাচ্ছে—সেইখানে সে কী অবস্থায় রয়েছে তার কথা চিন্তা করা।

আস্তা ॥ [ওঁর পিছু পিছু গিয়ে তাঁকে শক্ত করে ধরে] অ্যালফ্রেড, অ্যালফ্রেড, অন্তরীপের দিকে যেয়ো না।

অলমারস ॥ তার কাছে আমাকে যেতেই হবে। আমাকে ছেড়ে দাও আস্তা। আমি একটা নৌকা দেখি।

আস্তা ॥ [জোরে কেঁদে] তোমাকে বলছি—জলের দিকে তুমি যেয়ো না।

অলমারস ॥ [হাল ছেড়ে দিয়ে] বেশ যাব না। এখানেই থাকবো।

আস্তা ॥ [টেবিলের কাছে টেনে এনে] অ্যালফ্রেড, ও-সব চিন্তা একটু ছাড়ো। এস, এখানে বসো।

অলমারস ॥ [বেঞ্চের ওপরে বসতে বসতে] ঠিক আছে। তুমি যা বলছো তাই করছি।

আস্তা ॥ না, ওখানে নয়।

অলমারস ॥ না—না, এখানেই বসি।

আস্তা ॥ না, ওখানে নয়। ওখানে বসলে তুমি কেবল জলের দিকে তাকিয়ে থাকবে। [ডানদিক থেকে অন্য পাশে মুখ-ঘোরানো একটা চেয়ারের ওপরে তাঁকে জোর করে বসিয়ে] হ্যাঁ; এইখানে বসো। হ্যাঁ, এইখানে [বেঞ্চের ওপরে নিজে ব'সে] এখন আমরা একটু গল্প করি এস।

অলমারস ॥ [জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে] ক্ষতি আর দুঃখকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে যাওয়ার ফলে আমার উপকার হয়েছিল।

আস্তা ॥ তোমাকে ভুলে যেতে হবে অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ কিন্তু তোমার কি মনে হয় না তাকে এইভাবে ভুলে যাওয়াটা আমার পক্ষে সাংঘাতিক রকমের নিষ্ঠুরতা হবে, দেখানো হবে দুর্বলতা?

আস্তা ॥ না; মোটেই তা হবে না। একটা কথা নিয়ে বারবার চিন্তা করে জীবন কাটানো সম্ভব নয়।

অলমারস ॥ সেকথা সত্যি; সম্ভব নয়। তুমি আমার কাছে এখানে আসার আগে, আমি এখানে চুপচাপ বসেছিলাম—যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছিলাম—সেই মর্মান্তিক দুঃখ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল—

আস্তা ॥ বল কী?

অলমারস ॥ আর, বিশ্বাস করবে, আস্তা—? হুম—

আস্তা ॥ কী কথা?

অলমারস ॥ সেই দুঃখের মধ্যেও আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম আজ দুপুরে কী খাবো সেই কথা।

আস্তা ॥ [মিষ্টি করে] অবশ্য, এই চিন্তা থেকে যতক্ষণ মুক্তি পাওয়া যাবে—

অলমারস ॥ তাই বটে। জানো, আমার মনে হয়েছিল এর মধ্যে অবিরাম চিন্তা করার হাত থেকে আমি কিছুটা শান্তি পেয়েছিলাম। [টেবিলের ওপাশ থেকে আস্তার দিকে নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে] আস্তা, তোমাকে কাছে

পেয়ে আমার কী উপকারই না হয়েছে। এই দুঃখের মধ্যে—আমি খুশী হয়েছি—বেশ খুশী হয়েছি।

আস্‌তা ॥ [তাঁর দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে] তুমি যে রীতাকে পেয়েছ সেইজন্যেই তোমার খুশী হওয়া উচিত ছিল সকলের আগে।

অলমারস ॥ অবশ্যই। সেকথা অবশ্যই আমাকে স্বীকার করতে হবে; না ক'রে উপায় নেই। তবে কি জান? রীতা আর আমি এক পরিবারের মানুষ নই। রীতাকে পাওয়া আর বোনকে পাওয়া এক কথা নয়।

আস্‌তা ॥ [দরদের সঙ্গে] অ্যালফ্রেড, তাই কি তুমি মনে কর?

অলমারস ॥ তাইতো! আমাদের পরিবার সাধারণের একটু বাইরে। [ঠাট্টার সুরে] আমাদের সব নামই শুরু হয়েছে স্বরবর্ণ দিয়ে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কত গল্প করতাম তা কি তোমার মনে রয়েছে? আর আমাদের আত্মীয়-স্বজন—তারা সবাই দরিদ্র—একরকম দরিদ্র। আর আমাদের চোখ - সেগুলিও একই রকমের।

আস্‌তা ॥ তোমার কি মনে হয় আমারও—

অলমারস ॥ না; তোমার চেহারাটা হুবহু আমার মায়ের মত। আমাদের কারও সঙ্গেই তোমার চেহারার মিল নেই—এমন কি বাবার সঙ্গেও না। কিন্তু সে যাই হোক—

আস্‌তা ॥ যাই হোক— ?

অলমারস ॥ যাই হোক—একসঙ্গে থাকার ফলে আমরা দুজনেই দুজনের মত হয়ে গিয়েছি—অন্তত, তাই আমার ধারণা—মনের দিক থেকে।

আস্‌তা ॥ [বেশ দরদ দিয়ে] না, না—অ্যালফ্রেড, ওকথা বলো না। কেবল আমিই তোমার মনের মত হয়েছি। এবং একমাত্র তোমার কাছেই আমি ঋণী—বিশ্বে যত কিছু ভাল জিনিস আমি পেয়েছি সে-সমস্তর জন্যে।

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] আমার কছে তোমার কোন ঋণ নেই, আস্‌তা। ঠিক উলটো—

আস্‌তা ॥ সবকিছুর জন্যেই আমি তোমার কাছে ঋণী। সেটা তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এমন কোন আত্মত্যাগ নেই যা তুমি কর নি—

অলমারস ॥ [বাধা দিয়ে] কী বললে! আত্মত্যাগ! ওরকম কথা বলো না! আমি কেবল তোমাকে স্নেহ করি আস্‌তা। সেই যখন তুমি একেবারে কচি ছিলে। [সামান্য একটু থেমে] এবং তাছাড়া, সবসময় আমার মনে হয়েছে তোমার ওপরে আমি এত অন্যায় করেছি যে তাকে আর শোধরানো যাবে না।

আস্‌তা ॥ [অবাক হয়ে] অন্যায়! তুমি?

অলমারস ॥ না, ঠিক আমি করি নি। কিন্তু—

আস্‌তা ॥ [উদ্‌গ্রীব হয়ে] কিন্তু— ?

অলমারস ॥ বাবার কথা বলছি।

আস্‌তা ॥ [চমকে বেঞ্চের ওপরে প্রায় আধখানা উঠে] বা—বা—র ! [আবার ব'সে] কী বলতে চাইছো, অ্যালফ্রেড ?

অলমারস ॥ তোমার সঙ্গে বাবা খুব একটা ভাল ব্যবহার করেন নি।

আস্‌তা [জোরে] না, না—ওকথা বলো না !

অলমারস ॥ বলছি—কারণ, কথাটা সত্যি। তিনি তোমাকে স্নেহ করতেন না—অর্থাৎ, ঠিক যেরকম করা উচিত ছিল তাঁর।

আস্‌তা ॥ [প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায়] অবশ্য তোমাকে যতটা স্নেহ করতেন ততটা নয়। তবে তার কারণটা বোঝা যায়।

অলমারস ॥ [জের টেনে] এবং তিনি তোমার মায়ের সংগের প্রায় দুর্ব্যবহার করতেন। অন্তত, শেষ ক'বছর।

আস্‌তা ॥ [শান্তভাবে] মনে রেখো ; মা বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন।

অলমারস ॥ তোমার কি ধারণা তাঁদের দুজনের মধ্যে মনের বেশ মিল ছিল না ?

আস্‌তা ॥ সম্ভবত।

অলমারস ॥ কারণ যাই হোক কথাটা সত্যি—যে বাবা অন্যান্য বিষয়ে অত শান্ত আর দয়ালু ছিলেন—সবার সংগে যিনি অত বন্ধুর মত মিশতেন—

আস্‌তা ॥ [শান্তভাবে] যে-রকম হওয়া উচিত ছিল মা-ও সবসময় সেরকম হতে পারতেন না।

অলমারস ॥ পারতেন না ?

আস্‌তা ॥ হয়ত, সবসময় নয়।

অলমারস ॥ বাবার কাছে, বলতে চাও ?

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ।

অলমারস ॥ আমার চোখে কোনদিন সেরকম কিছু ধরা পড়ে নি।

আস্‌তা ॥ [উঠে পড়ে, কান্নার আবেগকে রুদ্ধ ক'রে] থাক, থাক, অ্যালফ্রেড—ভাই। যাঁরা চলে গিয়েছেন তাঁদের শান্তিতে থাকতে দাও। [ডানদিকে চলে যায়]

অলমারস ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে] হ্যাঁ। তাঁদের শান্তিতে থাকতে দাও। [নিজের হাত মোচড়াতে মোচড়াতে] কিন্তু যারা চলে গিয়েছে তারা যে আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয় না, আস্‌তা—দিনেও না, রাতেও না।

আস্‌তা ॥ [স্নেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে] কিন্তু সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে, অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ [আস্‌তার দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে] তাই হবে, তুমিও তাই মনে কর না ? কিন্তু এই প্রথম কটা মারাত্মক দিন আমি কাটাবো কেমন ক'রে ? [ভারি গলায়] না—না। আমি কোন পথ দেখতে পাচ্ছি নে।

আস্‌তা ॥ [তাঁর কাঁধে দুটো হাত রেখে অনুনয় ক'রে] রীতার কাছে যাও—যাও ; অনুরোধ করছি।

অলমারস ॥ [উত্তেজিত হয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে] না—না—না। ওকথা আমাকে বলো না। তোমাকে বলছি—তা আমি করতে পারবো না। [শান্ত-ভাবে] তার চেয়ে এখানে তোমার কাছে বরং বসে থাকি।

আস্‌তা ॥ থাকো। তোমাকে আমি ছেড়ে যাব না।

অলমারস ॥ [আস্‌তার একটা হাত শক্ত ক'রে ধ'রে] ধন্যবাদ। [অন্তরীপের দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে] আমার সেই শিশু সন্তানটি এখন কোথায়? আমার সেই ইয়োলফ। [আস্‌তার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে] আমার চতুর বড় ইয়োলফ—তুমি তা বলতে পারো? [মাথা নেড়ে] না; বিশ্বের একজনও সে কথা বলতে পারবে না আমি কেবল এই ভয়ঙ্কর কথাই জানি—আর তাকে আমি কোনদিনই পাবো না।

আস্‌তা ॥ [বাঁদিকে তাকিয়ে এবং হাতটা টেনে নিয়ে] ওই ওরা আসছে।

[মিসেস অলমারস আর বরঘেম প্রবেশ করে। বনের ওপাশ থেকে রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসে তারা। সামনে রীতা; পেছনে বরঘেম। রীতার পরনে কালো পোশাক, মাথার ওপরে কালো ঘোমটা। বরঘেমের বগলে একটি ছাতা]

অলমারস ॥ [রীতার কাছে এগিয়ে গিয়ে] তোমার মনের অবস্থা কী, রীতা?

রীতা ॥ [তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে] ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।

অলমারস ॥ তুমি এখানে এলে কেন?

রীতা ॥ শুধু তোমাকে খুঁজতে। কী করছো তুমি?

অলমারস ॥ কিছু না। আস্‌তা আমার কাছে এসে বসেছিল।

রীতা ॥ তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আস্‌তা আসার আগে। সারা সকালটাই তো তুমি বাইরে আছ।

অলমারস ॥ জলের দিকে তাকিয়ে আমি এখানে বসেছিলাম।

রীতা ॥ তাই বুঝি! কী সর্বনাশ!

অলমারস ॥ [অস্থিরভাবে] এখনও আমার একলা থাকতে ভাল লাগছে।

রীতা ॥ [অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে] এক ভাবে চুপচাপ বসে থাকতে—একই জায়গায়!

অলমারস ॥ কিন্তু এই বিশ্বে আর কোথাও আমার কোন কাজ নেই।

রীতা ॥ কোন জায়গায় আমি স্থির হয়ে থাকতে পারছি না। এখানে তো নয়ই—ওই অন্তরীপকে পাশে রেখে।

অলমারস ॥ কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ—অন্তরীপকে পাশে রেখে।

রীতা ॥ [বরঘেমকে] আপনার কি মনে হয় না আমাদের সঙ্গে আসাই ওর পক্ষে ভাল হবে?

বরঘেম ॥ [অলমারসকে] আমার ধারণা, আপনার পক্ষে সেইটাই ভাল হবে।

অলমারস ॥ না—না। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানে থাকাই ভাল হবে।

রীতা ॥ আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো, অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ তাহলে, থাকো। আস্‌তা, তুমিও।

আস্‌তা ॥ [বরঘেমকে ফিস ফিস করে] ওরা একা থাক।

বরঘেম ॥ [ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, আস্‌তাকে] মিস অলমারস, আমরা একটু বেড়িয়ে আসবো কি—উপকূলের পাশে? এই শেষবারের মত?

আস্‌তা ॥ [ছাতাটা তুলে নিয়ে] হ্যাঁ, চলুন। আমরা একটু দূরেই বেড়িয়ে আসি।

[বোট হাউসের পেছনদিকে আস্‌তা আর বরঘেম অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পায়চারি করেন অলমারস; তারপরে বাঁদিকে গাছের তলায় একটা পাথরের ওপরে বসে পড়েন]

রীতা ॥ [কাছে এসে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, হাত দু'টো মুঠো করে সামনে ঝুলিয়ে] অ্যালফ্রেড, ইয়োলফকে আমরা যে হারিয়েছি একথা কি তুমি মেনে নিতে পেরেছো?

অলমারস ॥ [মাটির দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আমাদের তা মেনে নিতে হবেই।

রীতা ॥ তা আমি পারবো না, পারবো না। তাছাড়া, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা আমার মনে চিরকাল জেগে থাকবে।

অলমারস ॥ [ওপরের দিকে তাকিয়ে] কোন্ দৃশ্য! কী দেখলে তুমি?

রীতা ॥ নিজে আমি কিছুই দেখিনি। শুধু লোকের মুখে শুনেছি। উঃ—!

অলমারস ॥ বল বল!

রীতা ॥ বরঘেমকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘাটে গিয়েছিলাম।

অলমারস ॥ সেখানে কী করতে গিয়েছিলে?

রীতা ॥ কী ক'রে ব্যাপারটা ঘটলো ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে।

অলমারস ॥ সে কথা আমরা ভালই জানি।

রীতা ॥ আমরা আরও কিছু জানতে পারলাম।

অলমারস ॥ যথা?

রীতা ॥ সে যে প'ড়ে যাওয়া মাত্রই স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিল সেকথা সত্যি নয়।

অলমারস ॥ এ কথা তারা বলেছে?

রীতা ॥ হ্যাঁ; জলের তলায়—পরিষ্কার জলের নীচে—অনেক নীচে প'ড়ে থাকতে তারা তাকে দেখেছিল।

অলমারস ॥ [দাঁত কিড়মিড় ক'রে] তা সত্ত্বেও, তারা তাকে বাঁচালো না!

রীতা ॥ সম্ভবত তারা তা পারতো না।

অলমারস ॥ তারা সাঁতার জানতো—তাদের মধ্যে সকলেই। কীভাবে প'ড়ে থাকতে তারা তাকে দেখেছিল সে কথা তারা কি তোমাকে বলেছে?

রীতা ॥ বলেছে। সে ওপরদিকে মুখ তুলে পড়েছিল—দুটো চোখ খুলে।
অলমারস ॥ দুটো চোখ খুলে! না ন'ড়ে-চড়ে?
রীতা ॥ হ্যাঁ, চুপচাপ। তারপরে, কী যেন একটা এসে তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল—সেটাকে তারা বললো জলের নীচেকার স্রোত।
অলমারস ॥ [ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে] এরপরে আর তারা তাকে দেখতে পায় নি।
রীতা ॥ [কান্নার গলায় স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে] না।
অলমারস ॥ [বিকৃত কণ্ঠে] আর কোনদিন—কোনদিন—কেউ তাকে দেখতে পাবে না।
রীতা ॥ [বিলাপ করার সুরে] দিনরাত্রি সে আমার চোখের ওপরে ভাসবে—জলের মধ্যে ওইভাবে প'ড়ে থাকার দৃশ্যটা কোনদিনই আমি ভুলতে পারবো না।
অলমারস ॥ চোখ দুটো খুলে রেখে।
রীতা ॥ [আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে] হ্যাঁ; সেই চোখ দুটো খুলে রেখে। আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি! চোখের সামনেই তাদের আমি দেখতে পাচ্ছি।
অলমারস ॥ [ধীরে ধীরে উঠে শান্তভাবে রীতার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে] রীতা, সেগুলি কি শয়তানের ছিল—সেই চোখগুলি!
রীতা ॥ [কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে] শয়তানের—!
অলমারস ॥ [তার কাছে গিয়ে] যে চোখগুলি তাকিয়ে ছিল সেগুলি কি শয়তানের চোখ ছিল—সেইখানে—অনেক নীচে—জলের তলা থেকে?
রীতা ॥ [ভয়ে পিছু হ'টে] অ্যালফ্রেড।
অলমারস ॥ [রীতার পিছু পিছু যেতে যেতে] আমার প্রশ্নের উত্তর দাও! সেগুলি কি শিশুর অমঙ্গলকর চাহনি ছিল?
রীতা ॥ [চিৎকার ক'রে] অ্যালফ্রেড! অ্যালফ্রেড!
অলমারস ॥ এখন আমরা বুঝতে পেরেছি—ওইটাই তুমি চেয়েছিলে, রীতা।
রীতা ॥ আমি! আমি কী চেয়েছিলাম?
অলমারস ॥ ইয়োলফ যেন আমাদের মধ্যে না থাকে।
রীতা ॥ না—না—কোনদিনই আমি তা চাই নি! আমি চেয়েছিলাম ইয়োলফ আমাদের মাঝখানে যেন না দাঁড়ায়—তাই আমি চেয়েছিলাম।
অলমারস ॥ ভবিষ্যতে আর কোনদিন সে ও কাজ করবে না।
রীতা ॥ [নিচু স্বরে, তার সামনের দিকে তাকিয়ে] ভবিষ্যতে সম্ভবত তাই হবে। [চমকে] উঃ! সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য!
অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] শিশুর অমঙ্গলকামী দৃষ্টি—হ্যাঁ, তাই।
রীতা ॥ [ভয়ে, পিছিয়ে] আমাকে ছেড়ে দাও, অ্যালফ্রেড! তোমাকে আমার ভয় করছে! তোমার এরকম মূর্তি আর কোনদিন আমি দেখি নি।
অলমারস ॥ [কঠোর দৃষ্টিতে আর নিষ্করুণভাবে] দুঃখ মানুষকে অমঙ্গলকামী করে, করে কুৎসিৎ।

রীতা ॥ [ভয় পেয়ে, কিন্তু তবুও বেপরোয়াভাবে] হ্যাঁ ; আমারও তাই মনে হয় ।

[ডানদিকে গিয়ে অলমারস অন্তরীপের দিকে তাকিয়ে থাকেন । রীতা বসে টেবিলের পাশে । একটু বিরতি ।]

অলমারস ॥ [রীতার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে] তুমি সত্যি-সত্যিই কোনদিন তাকে ভালোবাসো নি—না, কোনদিন না !

রীতা ॥ [নিরুত্তাপ এবং সংযতভাবে] সত্যিই ইয়োলোফ কোনদিনই আমার মনকে অধিকার করতে পারতো না ।

অলমারস্ ॥ তার কারণ, তুমি তা চাইতে না ।

রীতা ॥ না ! আমি চেয়েছিলাম—খুবই চেয়েছিলাম । কিন্তু একজন আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল । সেই গোড়া থেকে ।

অলমারস ॥ [একেবারে ঘুরে দাঁড়িয়ে] অর্থাৎ বলতে চাও—আমি ?

রীতা ॥ উঁহু ! তুমি গোড়া থেকে নয় ।

অলমারস ॥ [আরও কাছে নিয়ে] তাহ'লে কে ?

রীতা ॥ তার পিসী ।

অলমারস ॥ আস্তা ?

রীতা ॥ হ্যাঁ আস্তা ! আস্তা আমাদের দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার কাছে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করেছিল ।

অলমারস ॥ একথা তুমি বলতে পারলে, রীতা ?

রীতা ॥ হ্যাঁ, আস্তা । সে-ই তাকে নয়নের মণি ক'রে রেখেছিল—সেই ঘটনা ঘটনার সময় পর্যন্ত—সেই মারাত্মক পতন ।

অলমারস ॥ সে যদি তাই ক'রে থাকে তা'হলে, তাকে ভালোবাসতো বলেই করেছে ।

রীতা ॥ [চ'টে] ঠিক তাই ! কারও সঙ্গে কোন জিনিস আমি ভাগ ক'রে নিতে পারি নে ! সে জিনিসটা যখন ভালোবাসা হয় ।

অলমারস ॥ ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে তাকে আমাদের ভাগ ক'রে নেওয়া উচিত ছিল ।

রীতা ॥ [ঘৃণার সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে] আমরা ? হায়রে, তাকেও তুমি কোনদিন ভালোবাসতে পারো নি—যাকে সত্যিকার ভালোবাসা বলে ।

অলমারস ॥ [তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে] পারি নি— !

রীতা ॥ না । তুমি পারো নি । প্রথমে তুমি বিভোর হয়েছিলে সেই বই-এ—দায়িত্বের ওপরে ।

অলমারস ॥ [দৃঢ়ভাবে] হ্যাঁ, ছিলাম । কিন্তু তুমি জানো ইয়োলফের জন্যে সেই জিনিসটাকেই আমি পরিত্যাগ করেছিলাম ।

রীতা ॥ তাকে ভালোবাসতে ব'লে নয় ।

অলমারস ॥ তাহ'লে, কেন ? কী মনে হচ্ছে তোমার ?

রীতা ॥ কারণ, নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে তুমি জ্বলেপুড়ে মরছিলে । কারণ,

বেঁচে থাকার জন্যে বিশ্বে কোন মহৎ কাজ তোমার রয়েছে কিনা সে বিষয়ে তুমি সন্দেহ করতে শুরু করেছিলে।

অলমারস ॥ [নিজের হৃদয়কে অনুসন্ধান ক'রে] আমার মধ্যে সেরকম কিছু তুমি লক্ষ্য করেছিলে নাকি ?

রীতা ॥ নিশ্চয়। ক্রমে ক্রমে। নিজেকে খুশী করার জন্যে নতুন কিছু নিয়ে তুমি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলে। আমার ধারণা, আমি তোমার কাছে যথেষ্ট ছিলাম না।

অলমারস ॥ পরিবর্তনের নিয়মই তাই, রীতা।

রীতা ॥ সেইজন্যেই তুমি হতভাগ্য শিশু ইয়োলফকে একটি আশ্চর্য বালকে পরিণত করতে চেয়েছিলে।

অলমারস ॥ তা আমি চাই নি। আমি তাকে চেয়েছিলাম একটি সুখী মানুষে পরিণত করতে। এ ছাড়া আর কিছু আমি চাই নি।

রীতা ॥ কিন্তু তাকে ভালোবাসার জন্যে নয়। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো। [মুখের ওপরে একটা বিব্রতভাব ফুটিয়ে তুলে]— এবং তার মধ্যে যত মিথ্যাচার রয়েছে সেগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখো—এবং নিচে।

অলমারস ॥ [তার দৃষ্টি এড়িয়ে] একটা জিনিস তুমি স্বীকার করতে চাও নি।

রীতা ॥ তুমিও।

অলমারস ॥ [রীতার দিকে বেশ চিন্তাগ্রস্তের মত তাকিয়ে] তুমি যা অনুমান করছো তাই যদি সত্যি হয় তাহলে, আমরা কেউ আমাদের সন্তানকে সত্যিকার পাইনি।

রীতা ॥ না, পাইনি, ভালোবাসার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পাইনি।

অলমারস ॥ এবং তবু আমরা এখানে বসে বসে তার জন্যে দুঃখে ভেঙে পড়েছি।

রীতা ॥ [তিক্তভাবে] তাইতো! ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগছে না ? একটি অপরিচিত বালকের জন্যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুঃখ করছি।

অলমারস ॥ [প্রতিবাদ ক'রে] না—না। তাকে অপরিচিত বলো না।

রীতা ॥ [দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে] আমরা কোনদিন শিশুকে জয় করতে পারি নি, অ্যালফ্রেড ; আমি পারি নি, তুমিও পার নি।

অলমারস ॥ [হাত মোচড়াতে মোচড়াতে] কিন্তু এখন বড়ই দেরি হয়ে গিয়েছে। বড়ই দেরি হয়ে গিয়েছে।

রীতা ॥ এবং এখন সব মরুভূমি—একেবারে মরুভূমির মত ধু ধু করছে।

অলমারস ॥ [হঠাৎ চটে উঠে] এখানে তুমিই হচ্ছ অপরাধিনী।

রীতা ॥ [দাঁড়িয়ে] আমি !

অলমারস ॥ হ্যাঁ, তুমি। সে যে ঐরকম হয়েছিল তার জন্যে দায়ী তুমি। সে যে জলের মধ্যে নিজেকে বাঁচাতে পারে নি তার জন্যে দোষী তুমি।

রীতা ॥ [প্রতিবাদ করে] অ্যালফ্রেড, আমার ওপরে দোষ চাপানো তোমার উচিত নয়।

অলমারস ॥ [ক্রমশ বেশী উত্তেজিত হয়ে] হ্যাঁ, চাপাবো ; তুমিই সেই ক্ষুদে বাচ্চাটাকে টেবিলের ওপরে অচ্ছেদ্দা করে ফেলে রেখেছিলে। তার কোন যত্ন নাও নি।

রীতা ॥ বালিশে মাথা দিয়ে সে বিছানার ওপরে শুয়ে বেশ আরাম ক'রে ঘুমোচ্ছিল। এবং তাকে দেখাশোনা করার ভার তুমিই নিয়েছিলে।

অলমারস ॥ হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। [স্বর নিচু ক'রে] কিন্তু তারপরে তুমি এসে হাজির হলে—তুমি—তুমি। আর আমাকে টেনে নিলে তোমার কাছে।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে বেশ ক্ষিপ্তভাবে তাকিয়ে] তার চেয়ে বরং বল যে আমাকে দেখে তুমি নিজেই সব ভুলে গিয়েছিলে—শিশু আর অন্য সবকিছু।

অলমারস ॥ [চাপা বিদ্বেষজনিত আক্রোশে] হ্যাঁ। সত্যি কথা। [স্বর নীচু ক'রে] তোমার বাহুর মধ্যে ধরা প'ড়ে শিশুটাকে আমি ভুলে গিয়াছিলাম।

রীতা ॥ [অপমানিতা বোধ ক'রে] অ্যালফ্রেড ! অ্যালফ্রেড ! এইসব কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না ?

অলমারস ॥ [শান্তভাবে, তার সামনে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে] সেই মুহূর্তে, শিশুটির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলে তুমি।

রীতা ॥ [খুব ক্ষেপে উঠে] তুমিও—তুমিও ! যদি তাই হয়।

অলমারস ॥ হ্যাঁ ; ঠিক কথা। ইচ্ছে হ'লে আমাকেও দোষ দিতে পারো তুমি ! আমরা পাপ করেছি—আমরা দুজনেই। ইয়োলফের মৃত্যু সেই পাপেরই শাস্তি।

রীতা ॥ শাস্তি ?

অলমারস ॥ [আরও সংযতভাবে] হ্যাঁ ; এ শাস্তি তোমার আর আমার। আর এইখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি—যেখানে দাঁড়ানো আমাদের উচিত। যতদিন সে বেঁচে ছিল ততদিনই তার কাছ থেকে নিজেদের আমরা সরিয়ে রেখেছিলাম—গোপনে, কাপুরুষের মত অনুশোচনা ক'রে। যেটা তাকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে হতো সেটাকে চোখের সামনে আর দেখতে পাচ্ছি নে—

রীতা ॥ [নীচু স্বরে] ক্রাচ।

অলমারস ॥ হ্যাঁ, ও ক্রাচ ! আর যাকে আমরা দুঃখ আর প্রিয়বিয়োগ ব'লে মনে করছি—এটা তারই বিবেকদংশন, রীতা। আর কিছু নয়।

রীতা ॥ [তার দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থেকে] মনে হচ্ছে, এই চিন্তাই আমাদের হতাশ ক'রে দেবে—উন্মাদ ক'রে দেবে আমাদের—দুজনকেই। কারণ এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমরা কোনদিনই করতে পারবো না—না, কোনদিনই না।

অলমারস ॥ [শান্তভাবে ফিরে এসে] গত রাত্রিতে আমি ইয়োলফকে স্বপ্ন দেখেছিলাম। মনে হলো সে জাহাজঘাট থেকে উঠে আসছে। অন্য ছেলেদের মত সে লাফাতে পারছিল। সুতরাং তার কিছুই হয় নি। সে খোঁড়াও নয়, জলেও ডুবে যায় নি...ভাবলাম, এই হৃদয়বিদারক সত্যটি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

আনন্দে আমি প্রাণভরে ধন্যবাদ দিলাম, আর আশীর্বাদ করলাম—[সামলে নিয়ে] হুম—

রীতা ॥ কাকে ?

অলমারস ॥ [এড়িয়ে গিয়ে] কাকে— ?

রীতা ॥ হ্যাঁ। কাকে তুমি ধন্যবাদ দিলে, আর আশীর্বাদ করলে ?

অলমারস ॥ [প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে] শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম—বুঝেছ—

রীতা ॥ এমন একজনকে যাকে তুমি নিজেই বিশ্বাস করতে না ?

অলমারস ॥ যাই হোক, ব্যাপারটা ওইরকমই ঘটেছিল। অবশ্য আমি ঘুমিয়েছিলাম—

রীতা ॥ [তিরস্কার করার ভঙ্গিতে] আমার বিশ্বাসকে তোমার নষ্ট করা উচিত হয় নি, অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ একটা মোহের ভেতর দিয়ে জীবনপথে তোমাকে হাঁটতে দেওয়াটা কি আমার ঠিক হতো— ?

রীতা ॥ আমার পক্ষে তা ভালো হতো। কারণ, তাহলে জীবনে ধরাতি একটা আমার থাকতো। এখন আমি যে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি তা আমি নিজেই জানি নে।

অলমারস ॥ [রীতার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে] তোমার ইচ্ছামত কাজ এখন যদি তোমাকে করতে দেওয়া হয়—। ইয়োলফ এখন যেখানে রয়েছে সেখানে যদি তুমি যেতে পারতে— ?

রীতা ॥ তারপরে ? তাহলে কী হতো ?

অলমারস ॥ তাকে তুমি আবার খুঁজে পাবে, জানতে পারবে এবং বুঝবে—এ বিষয়ে যদি তুমি নিশ্চিৎ হ'তে পারতে— ?

রীতা ॥ বেশ, বেশ ; তাহ'লে ?

অলমারস ॥ তাহ'লে, স্বেচ্ছায় কি তুমি তার কাছে যাবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ? এখানকার সব জিনিস পরিত্যাগ ক'রে স্বাধীনভাবে তুমি কি চলে যেতে পারতে ? তোমার সমস্ত বাস্তব জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারতে ? তা কি তুমি পারতে রীতা ?

রীতা ॥ [নিচু গলায়] এখন, এখনই ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ ; এখন ; আজকে। এই মুহূর্তে। উত্তর দাও। পারবে ?

রীতা ॥ [ইতস্তত ক'রে] তা আমি জানি নে, অ্যালফ্রেড। না ; আমার বিশ্বাস তোমার সঙ্গে এখানে আমি একটু থাকতে চাই।

অলমারস ॥ আমার জন্যে ?

রীতা ॥ হ্যাঁ, কেবল তোমার জন্যে।

অলমারস ॥ কিন্তু তারপরে ? তুমি কি—? উত্তর দাও !

রীতা ॥ ওরকম প্রশ্নের আমি কী ক'রে উত্তর দেব ? না ; তোমার কাছ থেকে আমি সরে যাই নি—কখনও না, কখনও না !

অলমারস ॥ কিন্তু এখন যদি আমি ইয়োলোফের কাছে চলে যাই ? এবং সেইখানে তার আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে সে বিষয়ে যদি তুমি নিশ্চিৎ হও। তাহ'লে, তুমি কি আমাদের কাছে যাবে ?

রীতা ॥ যেতে চাওয়া উচিত। হ্যাঁ, নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! কিন্তু—

অলমারস ॥ কিন্তু ?

রীতা ॥ [গোঙিয়ে] না পারবো না—মনে হচ্ছে, পারবো না। না, না। সম্ভবত পারবো না। ঈশ্বরের মহিমা সত্ত্বেও না।

অলমারস ॥ আমিও পারবো না।

রীতা ॥ সে কথা সত্যি, অ্যালফ্রেড, তাই নয় ? তুমিও পারবে না। নাকি ?

অলমারস ॥ না ; পারবো না। কারণ, আমরা যারা জীবিত প্রাণী তারা হচ্ছে এই জগতেরই, এইটাই তাদের ঘরোয়া পরিবেশ।

রীতা ॥ হ্যাঁ ; আমরা যাকে সুখ বলি এখানেই তা পাওয়া যায়।

অলমারস ॥ [বিষণ্নভাবে] ও, সুখ—সুখ—রীতা—

রীতা ॥ তুমি বোধ হয় সেই সুখের কথা বলতে চাও—যা আমরা আর কোনদিনই পাবো না। [বিষণ্নদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে] কিন্তু ধর—? [উচ্ছ্বাসের সঙ্গে] না, না। সেকথা বলতে আমার সাহস হচ্ছে না ! ভাবতেও পারছি না।

অলমারস ॥ তবু বল—বল—রীতা।

রীতা ॥ [ইতস্তত ক'রে] চেষ্টা কি একটা করতে পারি নে—? তাকে ভুলে যাওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না ?

অলমারস ॥ ইয়োলফকে ভোলা— ...

রীতা ॥ বলতে চাই এই অনুশোচনা আর দুঃখ।

অলমারস ॥ তুমি কি তাই চাও ?

রীতা ॥ চাই—যদি তা সম্ভব হতো। [ভেঙে প'ড়ে] কারণ, এই যে সব অনুশোচনা আর দুঃখ—এমন একটা সময় আসবে যখন একে আর আমি সহ্য করতে পারবো না ! এমন কিছু কি আমরা খুঁজে পাবো না যে সব কিছু ভুলে যেতে আমাদের সাহায্য করবে ?

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] সেটা কী ?

রীতা ॥ আমরা কি বেড়াতে যেতে পারি নে—অনেক দূরে ?

অলমারস ॥ বাড়ী থেকে ? আর যে কোনদিন বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে ভালো থাকে না—কথাটা বলছো সেই তুমি ?

রীতা ॥ ধর, অনেক লোককে বাড়ীতে নিয়ে আসা ? সকলের জন্যে আমাদের দরজা খুলে দেওয়া। এমন একটা কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া যে মেরে ফেলবে, ভোঁতা করে দেবে—

অলমারস ॥ ওরকম জীবন আমার পক্ষে ভালো নয়। না। তার চেয়ে বরং আমার অসমাপ্ত কাজটা তুলে নেওয়া ভাল হবে।

রীতা ॥ [তিক্তভাবে] তোমার কাজ ! যে কাজ এতদিন তোমার আর আমার মধ্যে বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছিল ?

অলমারস ॥ [ধীরে ধীরে,, এবং বেশ কঠোরভাবে তাকিয়ে] ভবিষ্যতে সব সময় তোমার আর আমার মধ্যে একটা বাধা থাকবে—অবশ্যই।

রীতা ॥ 'অবশ্যই' কেন ?

অলমারস ॥ কে জানে একটি শিশুর বিস্তারিত দুটি চোখ দিন-রাত আমাদের লক্ষ্য করছে কিনা।

রীতা ॥ [নীচু স্বরে, কাঁপতে কাঁপতে] অ্যালফ্রেড,—কী ভয়ঙ্কর চিন্তা !

অলমারস ॥ এতদিন আমাদের ভালোবাসা ছিল আগুনের মত—আমাদের পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছিল। এখন তাকে অবশ্যই নিবিয়ে ফেলতে হবে—

রীতা ॥ [তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে] নিবিয়ে !...

অলমারস ॥ [আরও শান্তভাবে] রীতা, সে ভালোবাসা আজ মৃত। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি বর্তমানে যা মনে করি, আমাদের দুজনের অপরাধ আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার বাসনার মধ্যে—তোমার নবজন্ম হয়েছে—

রীতা ॥ [বেশ রাগের সঙ্গে] না—না ! নবজন্মে আমার এতটুকু আগ্রহ নেই !

অলমারস ॥ রীতা !

রীতা ॥ আমি হচ্ছি মানুষ নামক পশু—নিজে ! আমার শরীরের মধ্যে গরম রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছে। আমার শিরায় ঠাণ্ডা মাছের রক্ত নেই—আমি ঝিমোতে ঝিমোতে পথ হাঁটি নে। [হাত মোচড়াতে মোচড়াতে] সারা জীবন দুঃখ আর অনুশোচনার ঘরে বন্ধ হয়ে বসে থাকার মত মানুষ আমি নই ! যে আমার নয় তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে আমি পারবো না।

অলমারস ॥ একদিন এইভাবেই এর পরিসমাপ্তি হবে, রীতা—না হয়ে পারে না।

রীতা ॥ না হয়ে পারে না ! যে জিনিসটা আমাদের মধ্যে বহুপ্রত্যাশিত আবেগ নিয়ে শুরু হয়েছিল—এবং যার আমরা দুজনেই অংশীদার ছিলাম—তার !

অলমারস ॥ প্রথম থেকে তোমার সেই উচ্ছৃঙ্খলতার অংশীদার আমি হই নি।

রীতা ॥ তাহ'লে, আমার ওপরে প্রথমে তোমার কীরকম অনুভূতি ছিল ?

অলমারস ॥ ভীতির।

রীতা ॥ সেটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তোমাকে আমি জয় করলাম কেমন ক'রে ?

অলমারস ॥ [শান্তভাবে] তুমি খুবই সুন্দরী ছিলে রীতা, তোমার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার।

রীতা ॥ [অনুসন্ধিৎসার চোখ দিয়ে দেখে] মাত্র এই ? অ্যালফ্রেড, বল, বল। কেবল ঐটুকু ?

অলমারস ॥ [সংযত হয়ে] না ; তাছাড়া, আরও কিছু ছিল।

রীত ॥ [চ'টে] সেই আরও কিছুটা কী তা আমি অনুমান করতে পারি। তোমার ভাষায় এটা হচ্ছে 'সোনা আর সবুজ বনানী'। তাই না, অ্যালফ্রেড ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ।

রীতা ॥ [তিরস্কারের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] তুমি—কী ক'রে তুমি !

অলমারস ॥ আস্তার কথাটা আমাকে ভাবতে হয়েছিল।

রীতা ॥ [চটে] আস্তা, বুঝেছি ! [তিক্তভাবে] তাহলে, আসলে আস্তাই আমাদের একসঙ্গে নিয়ে এসেছিল ?

অলমারস ॥ সে এ বিষয়ে কিছুই জানতো না। এমনকি সে কিছু সন্দেহও করতে পারে নি—আজ পর্যন্ত।

রীতা ॥ [কথাটাকে আমল না দিয়ে] যাই বল—আস্তাই। [পাশের দিকে একটা ঘৃণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] অথবা, না,—আসল অপরাধী হচ্ছে শিশু ইয়োলফ—বুঝেছ—শিশু ইয়োলফ।

অলমারস ॥ ইয়োলফ —?

রীতা ॥ হ্যাঁ। আস্তাকে তুমি ইয়োলফ বলে ডাকতে না ? মনে হচ্ছে, কোন একটি গোপন মুহূর্তে তুমি একবার বলেছিলে। [কাছে গিয়ে] সেই দুর্নিবার সুন্দর মুহূর্তটির কথা তোমার মনে আছে অ্যালফ্রেড ?

অলমারস ॥ [পিছিয়ে, মনে হলো আতংকে] আমার কিছুই মনে নেই।

রীতা ॥ [পিছু পিছু নিয়ে] ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমার সেই আর একটি শিশু ইয়োলফ খোঁড়া হয়ে গেল।

অলমারস ॥ [বিকৃত স্বর, টেবিলটাকে চেপে ধরে] প্রায়শ্চিত্ত।

রীতা ॥ [ভয় দেখানো ভঙ্গিতে] হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত।

[বোট হাউসের পাশ দিয়ে আস্তা আর বরঘেম বেরিয়ে এলো। আস্তার হাতে কয়েকটি জলে ফোটা লিলি ফুল]

রীতা ॥ [সংযতভাবে] কী খবর আস্তা ? মিঃ বরঘেম আর তোমার মধ্যে সব বিষয়ে বেশ ভালোভাবে আলাপ হয়েছে তো ?

আস্তা ॥ হ্যাঁ ; মোটামুটি একরকম [সে তার ছাতাটা নামিয়ে রাখে, এবং ফুলগুলি নামিয়ে রাখে টেবিলের ওপরে]

বরঘেম ॥ বেড়ানোর সময় মিস অলমারস খুব একটা কথা বলেন নি।

রীতা ॥ তাই নাকি ? বলে নি ? অ্যালফ্রেড আর আমি দুজনে অনেক কথা—

আস্তা ॥ [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের দুজনের দিকেই তাকিয়ে] ব্যাপারটা কী ?

রীতা ॥ —জীবনের বাকি কটা দিন আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে··· [ভেঙে পড়ে] কিন্তু এস, আমরা সবাই এগিয়ে যাই—চারজনেই, ভবিষ্যতে চারপাশে মানুষদের মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। অ্যালফ্রেড আর আমি—দুজনে একা আর চলতে পারবো না।

অলমারস ॥ হ্যাঁ। তোমরা দুজনে এগোও। [ঘুরে] কিন্তু আস্তা, তোমার সঙ্গে প্রথমে আমার একটা জরুরী কথা রয়েছে।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে চেয়ে] বলতেই হবে? ঠিক আছে। মিঃ বরঘেম, চলুন আমরা এগোই।

[রীতা আর বরঘেম বনপথ ধরে এগিয়ে যায়]

আস্তা ॥ [উদ্বেগভরে] কী ব্যাপার, অ্যালফ্রেড?

অলমারস ॥ [বিষণ্ণভাবে] ব্যাপারটা হচ্ছে রীতার সঙ্গে এখানে আর আমি থাকতে পারছি নে।

আস্তা ॥ এখানে! রীতার সঙ্গে? কী বলতে চাইছো তুমি?

অলমারস ॥ হ্যাঁ। রীতার সঙ্গে আমি আর থাকতে পারছি নে।

আস্তা ॥ [তাঁর হাতে ঝাঁকানি দিয়ে] কিন্তু অ্যালফ্রেড, ওকথা বলো না। কী ভয়ঙ্কর কথা!

অলমারস ॥ যা বলছি, তা সত্যি। আমরা দুজনেই দুজনের মধ্যে অমঙ্গল করার শক্তিকে জাগিয়ে তুলছি, করে তুলছি নিজেদের কুৎসিৎ।

আস্তা ॥ [খুবই মর্মাহত হয়ে] হায় ভগবান, তোমাদের মধ্যে এরকম ব্যাপার একটা যে ঘটবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

অলমারস ॥ আজকের আগে একথাটা আমার মনে হয় নি।

আস্তা ॥ এবং এখন তোমরা চাও—! ঠিক কী তুমি চাইছো, অ্যালফ্রেড?

অলমারস ॥ এখানকার সবকিছু থেকে আমি দূরে চলে যেতে চাই—অনেক দূরে—এখানকার সবকিছু থেকে।

আস্তা ॥ এবং বিশ্বে তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে চাও একা?

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ; যেমন তোমার সামনে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আস্তা ॥ সামনে—হ্যাঁ; বুঝেছি। তাহলে, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

অলমারস ॥ [তার হাত ধরার চেষ্টা ক'রে] ঠিক বলেছো। বাড়ীতে আমি ফিরে আসতে চাই কেবলই তোমার কাছে, আস্তা।

আস্তা ॥ [নাগাল এড়িয়ে] আমার কাছে! না, না—অ্যালফ্রেড। সে একেবারে অসম্ভব।

অলমারস ॥ [বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] তাহলে, বরঘেমই সেই পথে অন্তরায় হচ্ছে?

আস্তা ॥ [আন্তরিকভাবে] না, না। সে নয়! ভুল করছো তুমি।

অলমারস ॥ ভাল কথা। তাহলে, হে প্রিয় বোন আমার, তোমার কাছেই আমি আসবো। অবশ্যই আসবো। তোমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবো—জীবনের পথে যাতে আমি বিশুদ্ধ হ'তে পারি, ফিরে যেতে পারি আমার পূর্বাবস্থায়—

আস্তা ॥ [মর্মাহত হয়ে] অ্যালফ্রেড, সেক্ষেত্রে রীতার কাছে অপরাধ করবে তুমি।

অলমারস ॥ তার কাছে আমি অপরাধ করেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে নয়! একবার

ভেবে দেখো আস্‌তা! আমাদের জীবনটা কী ছিল—তোমার আর আমার? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা পবিত্র—নির্ভেজাল।

আসৃতা ॥ হ্যাঁ, তা ছিল অ্যালফ্রেড। কিন্তু সে-জীবন আর যাপন করা যাবে না—যায় না।

অলমারস ॥ [তিক্তভাবে] তোমার কি ধারণা, বিয়েটাই আমাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছে?

আস্‌তা ॥ [মিটিয়ে ফেলার স্বরে] না। আমি তা বলতে চাই নি।

অলমারস ॥ তাহলে, আমরা দুজনে আমাদের সেই পুরানো জীবনেই ফিরে যাব।

আস্‌তা ॥ [স্থির সিদ্ধান্তে এসে] অ্যালফ্রেড, তা আমরা পারবো না।

অলমারস ॥ পারবো। ভাই আর বোনের ভালোবাসা—

আস্‌তা ॥ [রুদ্ধনিঃশ্বাসে] হ্যাঁ, বল?

অলমারস ॥ এ সম্বন্ধ কোনদিন পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যায় না।

আস্‌তা ॥ [নিচু স্বরে, কাঁপতে কাঁপতে] কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা যদি তা না—

অলমারস ॥ না?

আস্‌তা ॥ —আমাদের সম্পর্ক?

অলমারস ॥ [অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে] আমাদের—তা নয়? কী বলছো তুমি?

আস্‌তা ॥ তোমাকে সব কথা বলাটাই ভাল হবে, অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ বল—বল।

আস্‌তা ॥ আমার মায়ের নামে যেসব চিঠিপত্র ছিল। সেগুলি ব্যাগে রয়েছে।

অলমারস ॥ বলে যাও।

আস্‌তা ॥ আমি চলে যাওয়ার পরে সেগুলি নিয়ে তুমি পড়ো। অবশ্যই।

অলমারস ॥ 'অবশ্যই' কেন?

আস্‌তা ॥ [নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে] কারণ, তাহ'লে তুমি দেখবে—

অলমারস ॥ কী দেখবো?

আস্‌তা ॥ তোমার বাবার পদবী নেওয়ার কোন অধিকার আমার নেই।

অলমারস ॥ [ধাক্কা খেয়ে] তুমি কী বলছো, আস্‌তা?

আসৃতা ॥ চিঠিগুলি পড়ো। তাহলেই তুমি সবকিছু বুঝতে পারবে; এবং সম্ভবত ক্ষমা করতে পারবে—আমার মাকেও!

অলমারস ॥ [হাত মুঠো করে] এ আমি মেনে নিতে পারি নে। তুমি কী বলছো তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। তুমি আসৃতা—তারপরে তুমি তা নও—

আসৃতা ॥ তুমি আমার ভাই নও, অ্যালফ্রেড।

অলমারস ॥ [তার দিকে চকিতে চেয়ে দেখে, অর্ধেকটা বেপরোয়াভাবে] কিন্তু তাতে আমাদের সম্পর্কের পরিবর্তন হলো কেমন করে? কিছুই হয় নি।

আস্‌তা ॥ [মাথা নেড়ে] সবকিছুই পরিবর্তন হয়েছে, অ্যালফ্রেড। আমাদের সম্পর্ক আর ভাইবোনের নয়।

অলমারস ॥ না হলো। কিন্তু সেটা এখনও তেমনি পবিত্র। সব সময় তা থাকবে।

আস্‌তা ॥ ভুলে যেয়ো না—পরিবর্তনের নীতি এ-ও মেনে চলবে—একটু আগেই তুমি যা বললে।

অলমারস ॥ [অনুসন্ধিৎসুভাবে তার দিকে তাকিয়ে] তুমি কি বলতে চাইছো···

আস্‌তা ॥ [শান্তভাবে, ব্যথা পেয়ে] আর একটা কথাও না, অ্যালফ্রেড। [চেয়ারের ওপর থেকে ফুলগুলি তুলে] এই ফুলগুলিকে দেখছো—জলজ ফুল।

অলমারস ॥ [ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে] ওই ফুলগুলি ওই সমুদ্রের তলায় একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বিছানো রয়েছে।

আস্‌তা ॥ পাহাড়ের ভেতরে একটি হ্রদ থেকে এগুলি আমি তুলে নিয়ে এসেছি—অন্তরীপের মুখ থেকে। [সামনে তুলে] এগুলি নেবে অ্যালফ্রেড ?

অলমারস ॥ [নিয়ে] ধন্যবাদ।

আস্‌তা ॥ [জলভরা চোখে] এগুলি হচ্ছে তোমার কাছে শেষ অভিনন্দন—তোমার শিশু ইয়োলফের কাছ থেকে।

অলমারস ॥ [তার দিক তাকিয়ে] —যে ইয়োলফ ওখানে শুয়ে রয়েছে তার কাছ থেকে ? অথবা, তোমার কাছ থেকে ?

আস্‌তা ॥ [শান্তভাবে] আমাদের দুজনের কাছ থেকে। [ছাতা তুলে নিয়ে] এখন এস, রীতার কাছে যাই। [বনপথের দিকে চলে যায়]

অলমারস ॥ [টেবিল থেকে তার টুপীটা তুলে নিয়ে, বিষণ্ণভাবে ফিসফিস করে] আস্‌তা। ইয়োলফ। শিশু ইয়োলফ—। [তার পিছু পিছু বেরিয়ে যান]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

অলমারসের জমিদারীতে ঝোপজঙ্গলে বোঝাই একটি উঁচু পাহাড়ী অংশ। একটি খাড়া উৎরাই, পেছনের দিকে একটা রেলিঙ দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি সিঁড়ি বাঁদিকে নেমে গিয়েছে। নীচে অন্তরীপের একটি বিস্তৃত অংশ দেখা যাচ্ছে। পাতাকা উত্তোলন করার একটা মাস্তুল দেখা যাচ্ছে; কিন্তু রেলিঙের ধারে কোন পতাকা নেই। সামনের দিকে ডানপাশে গ্রীষ্মকালে বাস করার জন্যে একটি বাড়ী 'সামার হাউস', লতাপাতা আর বুনো আঙুরলতায় বাড়ীর চারপাশ আকীর্ন হয়ে উঠেছে। আর সামনে একটা বেঞ্চ। গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ নেমে এসেছে, আকাশ পরিষ্কার, গোধূলি এগিয়ে আসছে, কোলের ওপরে হাত রেখে আস্‌তা বেঞ্চের ওপরে বসে রয়েছে। গায়ে চাপানো রয়েছে কোট; মাথায় টুপী; পাশে তার ছাতা, কাঁধের ওপর থেকে ঝোলানো একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। বাঁদিকে তার পেছন দিয়ে এগিয়ে আসে বরঘেম, তার কাঁধ থেকেও একটা ক্যানভাগের ব্যাগ ঝুলছে। তার বগলের নিচে জড়ানো একটা পতাকা]

বরঘেম ॥ [আস্‌তাকে দেখে] কী ব্যাপার ? আপনি এখানে ?

আস্‌তা ॥ শেষবারের মত আমি ওইদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

বরঘেম ॥ সেইজন্যেই তো আমিও এখানে এলাম।

আস্‌তা ॥ আপনি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নাকি ?

বরঘেম ॥ হ্যাঁ, তাই, আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার খুবই বাসনা আমার হয়েছিল—অবশ্য এখনকার মত। আশা করি, চিরকালের জন্যে নয়।

আস্‌তা ॥ [মৃদু হাসিটাকে চেপে] আপনি অক্লান্ত পরিশ্রমী, তাই নয় ?

বরঘেম ॥ যে রাস্তা তৈরি করে তাকে অক্লান্ত পরিশ্রমী হতেই হয়।

আস্‌তা ॥ অ্যালফ্রেড বা রীতার সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার ?

বরঘেম ॥ হয়েছে।

আস্‌তা ॥ একসঙ্গে ?

বরঘেম ॥ না। পৃথক পৃথক স্থানে।

আস্‌তা ॥ ঐ পতাকাটা নিয়ে কী করতে যাচ্ছেন ?

বরঘেম ॥ মিসেস অলমারস আমাকে বললেন এখানে এসে পতাকাটা টাঙিয়ে দিতে।

আস্‌তা ॥ পতাকা ? এখন ?

বরঘেম ॥ অর্ধনমিত অবস্থায়, তিনি বললেন ওইভাবে পতাকাটা দিনরাত্রি উড়বে।

আস্‌তা ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] হতভাগ্য রীতা, হতভাগ্য অ্যালফ্রেড।

বরঘেম ॥ [পতাকা নিয়ে ব্যস্ত থেকে]. তাঁদের ছেড়ে চলে যেতে কি আপনি পারবেন ? আপনি দূরে কোথাও যাবার পোশাক পরেছেন বলেই এই কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি।

আস্‌তা ॥ [নিচু গলায়] আমাকে যেতেই হবে।

বরঘেম ॥ আপনাকে যদি যেতেই হয়, তাহলে—

আস্‌তা ॥ অবশ্য আপনিও তো আজ রাত্রিতেই যাচ্ছেন।

বরঘেম ॥ অবশ্যই। আমি যাচ্ছি ট্রেনে। আপনিও কি তাই ?

আস্‌তা ॥ না, আমি যাচ্ছি স্টীমারে।

বরঘেম ॥ [তার দিকে চেয়ে] যে যার পথে—তাই নয় ?

আস্‌তা ॥ [বসে বসে তাকে পতাকাটা অর্ধনমিত অবস্থায় টাঙাতে দেখে, পতাকা টাঙানো শেষ করে সে আস্‌তার কাছে এসে দাঁড়ালো]

বরঘেম ॥ মিস আস্‌তা—শিশু ইয়োলফের জন্যে আমি কত দুঃখ পেয়েছি তা আর আপনাকে কী বলবো।

আস্‌তা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ।

বরঘেম ॥ আর এ ব্যাপারটা সহ্য করাও আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কারণ, দুঃখ করাটা আমার স্বভাব নয়।

আস্‌তা ॥ [পতাকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে] সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে—আমাদের সব দুঃখ।

বরঘেম ॥ সব ? আপনি কি তাই বিশ্বাস করেন ?

আস্‌তা ॥ ঝড়ো আবহাওয়ার মত। একবার যদি আপনি অনেক দূরে চলে যেতে পারেন তাহলে—

বরঘেম ॥ হ্যাঁ ; অনেক—অনেক দূরে তো বটেই।

আস্‌তা ॥ তাছাড়া, আপনার এই বিরাট, নতুন রাস্তা করার কাজটাও রয়েছে।

বরঘেম ॥ কিন্তু এই কাজে সাহায্য করার মত আমার কেউ নেই।

আস্‌তা ॥ আছে, আছে—অবশ্যই আছে।

বরঘেম ॥ [মাথা নেড়ে] না, কেউ নেই। আমার আনন্দের অংশীদার হবার মত কেউ নেই। কারণ, আনন্দটাই সব। তার চেয়ে বেশী কিছু নেই।

আস্‌তা ॥ কাজ করার চেষ্টা আর পরিশ্রমটা কিছু নয় ?

বরঘেম ॥ কিছু না, কিছু না ! ওসব কাজ মানুষে একাই করতে পারে।

আস্‌তা ॥ কিন্তু আনন্দ—আনন্দকে আর কারও সঙ্গে ভাগ করে না নিলে চলবে না—এই তো ?

বরঘেম ॥ তাই। তা না হলে আনন্দের মধ্যে আর মজাটা কী রইলো ?

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—তা বটে।

বরঘেম ॥ অবশ্য মাঝে মাঝে মানুষ নিজেকে নিয়ে খুশী হ'তে পারে ; কিন্তু আনন্দ—সে অন্য জিনিস। তার জন্যে দুজন চাই—নিশ্চয়।

আস্‌তা ॥ সব সময়েই মাত্র দুজন ? বেশী নয় ? অনেক নয় ?

বরঘেম ॥ তা—তা হ'তে পারে—কিন্তু সে হচ্ছে অন্যরকম আনন্দ। মিস আস্‌তা,

কেবলমাত্র একটি মানুষের স   ·একটিমাত্র মানুষের কথাই আমি বলছি—আপনি কি সুখ আর আনন্দ ভাগ ক'রে নিতে পারেন না ?

আস্‌তা ॥ সে-চেষ্টা একবার আমি করেছিলাম !

বরঘেম ॥ করেছিলেন !

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ ; সেই সময় আমার ভাই অ্যালফ্রেড আর আমি দুজনে একসঙ্গে থাকতাম ।

বরঘেম ॥ আপনার ভাইয়ের সঙ্গে ? বুঝেছি—বুঝেছি । কিন্তু সে অন্য জিনিস । সেই জিনিসটাকে সুখ না ব'লে শান্তি বললেই বোধ হয় ভাল করে বোঝানো যাবে ।

আস্‌তা ॥ তাকে যে-নামেই ডাকুন না কেন, জিনিসটা খুবই সুন্দর ছিল ।

বরঘেম ॥ শুনুন, শুনুন—সেটা আপনার কথামত সুন্দর হলেও—ব্যাপারটা কিন্তু···। ভেবে দেখুন—তিনি যদি আপনার ভাই না হ'তেন !

আস্‌তা ॥ [মনে হলো এবারে সে উঠে পড়বে ; কিন্তু সে উঠলো না, বসেই রইলো] তাহলে অবশ্য আমরা কোনদিনই একসঙ্গে থাকতে পারতাম না । কারণ, আমি তখন ছিলাম শিশু ; আর সেও আমার চেয়ে খুব একটা বড় ছিল না ।

বরঘেম ॥ [একটু থেমে] সেই সময়টা সত্যিই কি এত সুন্দর ছিল—মানে রমণীয় ?

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন—সত্যিই বড় রমণীয় ছিল ।

বরঘেম ॥ সত্যিকার আনন্দ আর সুখের বলতে যা বোঝা যায় সেই দিনগুলিতে আপনি কি তা পেয়েছিলেন ?

আস্‌তা ॥ হ্যাঁ, অনেক—অনেক—প্রচুর ।

বরঘেম ॥ কী জাতীয় জিনিস পেয়েছিলেন একটু বলুন না, মিস আস্‌তা ।

আস্‌তা ॥ মাত্র ছোট-ছোট জিনিস—তেমন বিরাট কিছু নয়···

বরঘেম ॥ যেমন—? কি ! চুপ ক'রে রইলেন যে ?

আস্‌তা ॥ এই ধরুন, অ্যালফ্রেড যখন পরীক্ষা দিচ্ছিল ; এবং সেই পরীক্ষায় যখন সে ভাল করছিল । তারপরে, মাঝে মাঝে কোন স্কুল বা অন্য কোন জায়গায় যখন সে অস্থায়ী চাকরি পাচ্ছিল । অথবা, বসে বসে যে যখন কোন লেখা লিখতো, আর সেটা আমাকে পড়িয়ে শোনাতো ; এবং তারপরে, কোন পত্রিকায় সেটা ছাপাতো ।

বরঘেম ॥ জীবনটা আপনাদের যে ভালই—সুখের আর শান্তির ছিল—সেটা আমি বুঝতে পারছি । ভাই আর বোন হিসাবে দুজনেই দুজনের আনন্দকে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন । [মাথা নেড়ে] তোমাকে তোমার দাদা যে কী ক'রে ছেড়ে দিলেন তা আমার মাথায় ঢুকছে না, আস্‌তা !

আস্‌তা ॥ [নিজের উত্তেজনাকে চেপে] বুঝতেই পারছেন—অ্যালফ্রেড বিয়ে করলো ।

বরঘেম ॥ এর ফলে, তুমি খুব কষ্ট পাও নি ?

আস্‌তা ॥ প্রথমটায় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি—একেবারে—মুহূর্তের মধ্যে।

বরঘেম ॥ তোমার ভাগ্য ভাল যে তা তুমি হারাও নি।

আস্‌তা ॥ না, হারাই নি।

বরঘেম ॥ কিন্তু সে যাই হোক—তিনি এ কাজ করতে পারলেন কী ক'রে! অর্থাৎ, বিয়ের কথা বলছি। তোমাকেই তো তিনি নিজের ক'রে পেতে পারতেন।

আস্‌তা ॥ [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকে] আমার ধারণা, পরিবর্তনের নীতিকে সে এড়াতে পারে নি।

বরঘেম ॥ পরিবর্তনের নিয়ম ?

আস্‌তা ॥ অ্যালফ্রেড তাই বলে।

বরঘেম ॥ দুত্তোর! এই নীতি নিশ্চয় বোকাদের জন্যে—একেবারে অর্থহীন। ওই নিয়মকে আমি আদৌ আমল দিই নে।

আস্‌তা ॥ [উঠে] সময়ে আপনিও আমল দেবেন।

বরঘেম ॥ কক্ষনো না, কক্ষনো না! [আগ্রহের সঙ্গে] কিন্তু আমার কথাটা শুনুন, মিস আস্‌তা; অন্তত, একবারের জন্যে ভালভাবে বিবেচনা ক'রে দেখো। এই ব্যাপারে—মানে—

আস্‌তা ॥ [বাধা দিয়ে] না—না। ও নিয়ে আবার আলোচনা ক'রে লাভ নেই।

বরঘেম ॥ [না থেমে, আগের কথার জের টানে] হ্যাঁ, আস্‌তা—আমি তোমাকে সম্ভবত অত সহজে ছেড়ে দিতে পারব না। নিজের ইচ্ছামত তোমার দাদা সবকিছুই ব্যবস্থা করেছেন। তোমাকে বাদ দিয়েই তিনি তাঁর জীবন বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই কাটাচ্ছেন। তোমার অভাব তিনি আদৌ অনুভব করেন না। এবং তারপরে সেই জিনিসটা—যেটা এক আঘাতে তোমার এখানে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে কেটে টুক্‌রো টুকরো ক'রে ফেলেছে—

আস্‌তা ॥ [চমকে] কী বলতে চাইছেন আপনি ?

বরঘেম ॥ ছেলেটি মারা গিয়েছে। আর কী বন্ধন তোমার এখানে রয়েছে ?

আস্‌তা ॥ [নিজেকে সামলে নিয়ে] শিশু ইয়োলফ মারা গিয়েছে; হ্যাঁ, সেকথা সত্যি।

বরঘেম ॥ সুতরাং তোমার এখানে আর কী করার থাকতে পারে? সেই হতভাগ্য শিশুটিকে দেখাশোনা করার আর দরকার হবে না তোমার। এখানে তোমার আর কোন কর্তব্য নেই—করার মত অন্য কোন কাজও এখানে নেই তোমার—

আস্‌তা ॥ থামুন, থামুন মিঃ বরঘেম—ওইসব কথা ব'লে আমাকে অত কষ্ট দেবেন না।

বরঘেম ॥ আমি যদি আমার কথাটা তোমাকে বোঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা না করি তাহলে আমাকেই বোকা ব'নে যেতে হবে। দু'চার দিনের মধ্যেই আমাকে এই

শহরে ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। হয়তো অনেক অনেকদিন আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। ইতিমধ্যে কী যে ঘটে যাবে কে বলতে পারে ?

আস্তা ॥ [গম্ভীরভাবে হেসে] আপনিও কি শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনের নীতিকে ভয় পেলেন নাকি ?

বরঘেম ॥ না, ভয় পাইনি। [তিক্তভাবে হাসে] আর তা ছাড়া, পরিবর্তন হবার মতনও কিছু নেই, অর্থাৎ, তোমার ক্ষেত্রে। কারণ, আমার জন্যে তুমি যে খুব একটা চিন্তাভাবনা কর না তা আমি দেখতে পাচ্ছি।

আস্তা ॥ চিন্তা-ভাবনা যে আমি করি তা আপনি ভালই জানেন।

বরঘেম ॥ কর ; তবে বেশী নয়। বেশী ক'রে নয়। যেভাবে আমি চাই সেভাবে নয়। [বেশ উত্তেজিতভাবে] হায় ভগবান, আস্তা—মিস আস্তা—তুমি নিশ্চয় প্রকৃতিস্থ নও—মানে একেবারে অপ্রকৃতিস্থ ! পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ত আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে। আর আমরা তাকে বৃথাই সরিয়ে রাখবো ! তার জন্যে, আস্তা, আমাদের কি অনুতাপ হবে না ?

আস্তা ॥ [শান্তভাবে] তা আমি জানি নে। কিন্তু তবু তাকে আমাদের ফেলে রাখতেই হবে—সমস্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে।

বরঘেম ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে, তার দিকে ভ্রূকুটি ক'রে] রাস্তা তৈরির কাজ তাহলে আমাকে একাই করতে হবে ?

আস্তা ॥ [দরদ দিয়ে] তোমার সঙ্গে আমি যদি তা ভাগ ক'রে নিতে পারতাম ! তোমাকে যদি এই কাজে সাহায্য করতে পারতাম—তোমার সঙ্গে যদি ভাগ ক'রে নিতে পারতাম এই আনন্দ—

বরঘেম ॥ পারলে, করতে ?

আস্তা ॥ হ্যাঁ, করতাম।

বরঘেম ॥ কিন্তু তুমি পারবে না ?

আস্তা ॥ [মুখ নিচু করে] আমার অর্ধেকটা নিয়ে কি তুমি খুশী হবে ?

বরঘেম ॥ না ; আমি চাই তোমার সমস্তটাকে—পরিপূর্ণভাবে তোমাকে।

আস্তা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে এবং শান্তভাবে] তা আমি পারবো না।

বরঘেম ॥ তাহলে, বিদায়, মিস আস্তা [সে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। দেখা গেল, বাঁদিক থেকে পেছনের উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে অলমারস নেমে আসছেন। এই দেখে বরঘেম থেমে যায়]

অলমারস ॥ [সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে, শান্ত এবং আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে] 'সামার হাউসে' রীতা আছে কি ?

বরঘেম ॥ না। মিস আস্তা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। [অলমারস এগিয়ে আসতে থাকেন]

আস্তা ॥ [তাঁর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে] আমি কি নেমে গিয়ে দেখবো সে কোথায় রয়েছে ? ডেকে আনবো তাকে ?

অলমারস ॥ [এই প্রস্তাবকে আমল না দিয়ে] না—না—না। ও যেখানে আছে থাক। [বরঘেমকে] আপনিই কি ওই পতাকাটাকে টাঙিয়েছেন ?

বরঘেম ॥ হ্যাঁ ; মিসেস অলমারস আমাকে টাঙাতে বলেছেন। সেইজন্যেই আমি এখানে এসেছি।

অলমারস ॥ এবং আজ আপনি চলে যাচ্ছেন, তাই না ?

বরঘেম ॥ হ্যাঁ ; নিশ্চয়।

অলমারস ॥ [আস্তার দিকে চট ক'রে একবার তাকিয়ে] এবং যাত্রাপথে ভালো একজন সঙ্গিনীও সংগ্রহ করেছেন, তাই না ?

বরঘেম ॥ [মাথা নেড়ে] আমি একাই যাচ্ছি।

অলমারস ॥ [আশ্চর্য হয়ে] একা !

বরঘেম ॥ একেবারে একা।

অলমারস ॥ [অন্যমনস্কভাবে] সত্যি ?

বরঘেম ॥ কেবল তাই নয় ; থাকবোও একাই।

অলমারস ॥ একা থাকার বিপদ বড় ভয়ঙ্কর। মনে হয়, এই নিঃসঙ্গতা আমার হৃদয়কে জমিয়ে বরফ—

আসতা ॥ কিন্তু···কিন্তু অ্যালফ্রেড, তুমি তো নিঃসঙ্গ নও !

অলমারস ॥ এই নিঃসঙ্গ না হওয়ার মধ্যেও ভয়ঙ্কর কিছু থাকতে পারে, আস্তা।

আস্তা ॥ [ব্যথিত হয়ে] না, না—ওকথা বলো না ; ওভাবে চিন্তা করো না।

অলমারস ॥ [তার কথা না শুনে] কিন্তু যেহেতু তুমি ওঁর সঙ্গে চলে যাচ্ছ না—এবং এখানে এমন কিছু নেই যা তোমাকে বেঁধে রাখতে পারে—তুমি এখানে আমার সঙ্গে—আর রীতার সঙ্গে থাকছো না কেন ?

আস্তা ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] না। তা আমি পারিনে। আমাকে এখনই শহরে যেতে হবে।

অলমারস ॥ কিন্তু কেবল শহরেই, আস্তা। শোন !

আস্তা ॥ শুনছি ! বল।

অলমারস ॥ কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি শীঘ্রিই ফিরে আসবে।

আস্তা ॥ [দ্রুতভাবে] না—না। সেরকম কথা তোমাকে আমি দিতে পারি নে—এখনও পর্যন্ত।

অলমারস ॥ ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছা। তাহলে, শহরেই আমাদের দেখা হবে—কেমন !

আস্তা ॥ [মিনতি ক'রে] কিন্তু অ্যালফ্রেড, এখন রীতার সঙ্গে তোমাকে বাড়ীতেই থাকতে হবে !

অলমারস ॥ [সেকথার উত্তর না দিয়ে বরঘেমের দিকে ঘুরে] যাই হোক, সঙ্গে কোন সঙ্গিনীকে নিয়ে না যাওয়াই আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে।

বরঘেম ॥ [প্রতিবাদ ক'রে] আপনি এরকম কথা বলছেন কী ক'রে।

অলমারস ॥ কারণ, পরে আর কার সঙ্গে যে আপনার দেখা হতে পারে সে কথা আপনি জানেন না—পথে যেতে যেতে।

আস্তা ॥ [নিজের অজ্ঞাতসারেই] অ্যালফ্রেড!

অলমাবস ॥ তিনিই হবেন যাত্রাপথের উপযুক্ত সঙ্গী। তখন খুবই দেরী হয়ে যাবে—খুবই দেরী হয়ে যাবে।

আস্তা ॥ [আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে] অ্যালফ্রেড! অ্যালফ্রেড!

বরঘেম ॥ [দুজনের দিকে পর পর তাকিয়ে] এসবের অর্থ কী? আমি বুঝতে পারছি নে—

[বাঁদিক থেকে পেছনে এসে দাঁড়ালো রীতা

রীতা ॥ [আর্তনাদ ক'রে] তোমরা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।

আস্তা ॥ [তার কাছে এগিয়ে গিয়ে] তুমিই তো বলেছিলে তুমি বরং একটু একলা থাকতে—

রীতা ॥ বলেছিলাম বটে; কিন্তু সাহস হচ্ছে না। চারপাশ অন্ধকার আর বিশ্রী হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, যেন দুটো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আস্তা ॥ [মিষ্টি ক'রে, সহানুভূতির সঙ্গে] তাকিয়েই যদি থাকে রীতা, তাহলেই বা কী? তাদের দেখে তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়।

রীতা ॥ একথা তুমি বলছো কী করে! ভয় পাব না!

অলমারস ॥ [কথায় আবেগ মিশিয়ে] আস্তা, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—বিশ্বে যা কিছু রয়েছে তাদের নাম নিয়ে অনুরোধ করছি—এখানে তুমি থেকে যাও—রীতার সঙ্গে।

রীতা ॥ হ্যাঁ; আর অ্যালফ্রেডের সঙ্গেও! থাকো, থাকো, আস্তা!

আস্তা ॥ [নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে] আমি তাই চাই—কতটা চাই তা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই।

রীতা ॥ বেশ তো; তাহলে, থেকে যাও। কারণ অ্যালফ্রেড আর আমি এই দুঃখ আর ক্ষতির ধাক্কা একলা সহ্য করতে পারবো না।

অলমারস ॥ [বিষণ্ণভাবে] তার চেয়ে বরং বল—এই অনুশোচনা আর যন্ত্রণার।

রীতা ॥ যা ইচ্ছে তুমি একে বলতে চাও, বল; কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা একে আর একা সহ্য করতে পারছি না—আমরা দুজনে। আস্তা, আস্তা—আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি, অনুরোধ করছি—! তুমি এখানে থাকো, আমাদের সাহায্য করো! আমাদের কাছে ইয়োলফের শূন্যস্থান পূরণ করো।

আস্তা ॥ [পিছু হ'টে] ইয়োলফের—!

রীতা ॥ হ্যাঁ।

অলমারস ॥ ও যদি আসে এবং চায় ।

রীতা ॥ আমরা আগে ওকে তোমার শিশু ইয়োলফ বলে ডাকতাম । [আস্‌তার হাত ধ'রে] ভবিষ্যতে তুমি হবে আমাদের শিশু ইয়োলফ, আস্‌তা । ইয়োলফ, ঠিক যেমন তুমি আগে ছিলে ।

অলমারস ॥ [মনের উত্তেজনাকে সংযত ক'রে] থাকো. আস্‌তা—আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হও । রীতার—আমার । আমার—তোমার ভাইয়ের !

আস্‌তা ॥ [মনোস্থির ক'রে হাতটা টেনে নিয়ে] না ; তা আমি পারবো না । [বরঘেমের দিকে ঘুরে] মিঃ বরঘেম, স্টীমার ছাড়বে কখন ?

বরঘেম ॥ এখনই ।

আস্‌তা ॥ তাহলে, এখনই আমার স্টীমারে ওঠা উচিত । আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন ?

বরঘেম ॥ [আনন্দের উচ্ছ্বাসকে চেপে] আসব কি না ? হ্যাঁ, নিশ্চয়—নিশ্চয় !

আস্‌তা ॥ তাহলে, আসুন ।

রীতা ॥ [ধীরে ধীরে] তাহলে, এই শেষ কথা । তুমি আর আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না !

আস্‌তা ॥ [রীতার কাঁধে মুখ লুকিয়ে] রীতা, তুমি যা করেছ তার জন্যে ধন্যবাদ । [এগিয়ে গিয়ে অ্যালফ্রেডের হাত ধরে] অ্যালফ্রেড, চললাম ! বিদায়—বিদায় !

অলমারস ॥ [আস্তে আর আগ্রহের সঙ্গে] ব্যাপারটা কী, আস্‌তা ? মনে হচ্ছে, তুমি যেন পালিয়ে যাচ্ছ !

আস্‌তা ॥ [শান্ত অথচ আর্তভাবে] ঠিকই বলেছ, অ্যালফ্রেড ! পালিয়েই যাচ্ছি ।

অলমারস ॥ পালিয়ে যাচ্ছ—আমার কাছ থেকে !

আস্‌তা ॥ [ফিসফিস ক'রে] তোমার কাছ থেকে—আমার কাছ থেকে ।

অলমারস ॥ [পিছিয়ে] বল কী !—

[আস্‌তা তাড়াতাড়ি রাস্তা দিয়ে পেছনদিকে নেমে যায় । বিদায়চিহ্ন হিসাবে টুপীটা নাড়িয়ে তার পিছু পিছু নেমে যায় বরঘেম । 'সামার হাউসের' দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রীতা । প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনায় অলমারস রেলিঙের ধারে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন । নেমে আসে বিরতি]

অলমারস ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে, এবং বিশেষ কষ্ট ক'রে সংযত হয়ে] ওই যে স্টীমার আসছে । ওই দেখ, রীতা ।

রীতা ॥ দেখতে সাহস হচ্ছে না ।

অলমারস ॥ হচ্ছে না ?

রীতা ॥ না । কারণ, ওর চোখটা লাল ; আর সেই সঙ্গে সবুজও । বড়—বড় জ্বলজ্বলে চোখ ।

অলমারস ।। ওগুলো তো স্টীমারের আলো ।

রীতা ।। ভবিষ্যতে আমার কাছে ওগুলিই হবে চোখ । বিষণ্ণতার মধ্যে থেকে ওরা আমার দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকবে ; থাকিয়ে থাকবে আমার অন্ধকার জীবনের মধ্যে ।

অলমারস ।। এখন স্টীমারটা এগিয়ে এসেছে ।

রীতা ।। আজ রাত্রিতে ওটা তাহলে কোথায় নোঙর ফেলবে ?

অলমারস ।। [কাছে এগিয়ে এসে] যেমন ফেলে—জেটিতে ।

রীতা ।। [সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে] কী ক'রে ওখানে ফেলবে ?

অলমারস ।। ফেলতেই হবে ।

রীতা ।। কিন্তু ওইখানেই তো ইয়োলফ — ! লোকগুলো ওখানে জাহাজ বাঁধবে কী ক'রে ।

অলমারস ।। হ্যাঁ রীতা, বাঁধবে । জীবনটা বড়ই নিষ্ঠুর ।

রীতা ।। মানুষরা হৃদয়হীন । জীবন্ত অথবা মৃত—কোন মানুষের জন্যেই তারা কোন চিন্তা করে না ।

অলমারস ।। তুমি ঠিকই বলেছ । জীবন চলে তার নিজের পথে—মনে হয়, জগতে কোথাও যেন কিছু ঘটে নি ।

রীতা ।। [সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] মনে হচ্ছে, কারও যেন কিছু ঘটে নি । ঘটেছে কেবল আমাদের দুজনের ।

অলমারস ।। [দুঃখটা আবার জেগে ওঠে] হ্যাঁ, রীতা,—তাকে যে তুমি যন্ত্রণা আর চোখের জলের ভেতর দিয়ে গর্ভে ধারণ করেছিলে—সে সবই অর্থহীন । কারণ, এখন সে আবার চলে গিয়েছে—পেছনে কোন চিহ্নও রেখে যায় নি ।

রীতা ।। একমাত্র ক্রাচটুকু ছাড়া ।

অলমারস ।। [রেগে] চুপ কর । ওই শব্দটা আর আমার কাছে তুমি উচ্চারণ করো না ।

রীতা ।। [বিলাপ ক'রে] উঃ ! সে যে আমাদের কাছে আর নেই সে কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে ।

অলমারস ।। [কথায় কোন তাপ নেই, কিন্তু তিক্ততা আছে এইভাবে] সে যতদিন তোমার কাছে ছিল ততদিন তাকে ছাড়াই তোমার সময় বেশ ভালোভাবেই কাটতো । দিনের মধ্যে অর্ধেক সময় তার দিকে তুমি ফিরে তাকাতে না ।

রীতা ।। না । কারণ তখন জানতাম ইচ্ছে হলে যে-কোন সময়েই তাকে আমি দেখতে পাব ।

অলমারস ।। হ্যাঁ ; সেইজন্যে শিশু ইয়োলফের সঙ্গে যে সামান্য একটু সময় আমরা কাটাতাম সেটুকুরও আমরা সদ্ব্যবহার করি নি । এইভাবেই আমরা জীবন কাটিয়েছি ।

রীতা ॥ [এইকথা শুনে, বেশ দুঃখের সঙ্গে] অ্যালফ্রেডও শুনছো ! আবার সেই ঘণ্টা বাজছে !

অলমারস ॥ [বাইরের দিকে তাকিয়ে] ওটা স্টীমারের শব্দ। ওরা স্টীমার বাঁধার তোড়জোড় করছে।

রীতা ॥ না—না ; আমি ওই ঘণ্টার কথা বলছি না। আমার কানের কাছে সারা-দিনই এই ঘণ্টা বাজছে !

অলমারস ॥ [রীতার কাছে গিয়ে] তুমি ভুল করছো, রীতা।

রীতা ॥ উঁহু ! আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে কে যেন ঘণ্টা বাজিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। ধীরে, ধীরে। আর সব সময়ে সে-ই একই কথা বলছে।

অলমারস ॥ কথা ! কী কথা ?

রীতা ॥ [ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে তাল দিয়ে মাথা নেড়ে] 'ক্রাচটা—ভাস—ছে। ক্রাচটা—ভাস—ছে'। তুমিও নিশ্চয় তা শুনতে পাচ্ছ।

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] কই না তো ! তা ছাড়া, কোথাও কোনো শব্দ নেই।

রীতা ॥ আছে, আছে ! তুমি যাই বল না কেন আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

অলমারস ॥ [রেলিঙ, অর্থাৎ বেড়ার ওপর দিয়ে তাকিয়ে] তারা এখন স্টীমারের ওপরে, রীতা। স্টীমারটা এখন শহরের দিকে চলেছে।

রীতা ॥ অবাক কাণ্ড ! তুমি শুনতে পাচ্ছ না ! 'ক্রাচটা—ভাস—ছে ; ক্রাচটা—ভাস—ছে !'

অলমারস ॥ [কাছে গিয়ে] যার কোন অস্তিত্ব নেই সেই শব্দ শোনার জন্যে তোমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। আমি বলছি, আস্‌তা আর বরঘেম এখন স্টীমারের ওপরে। তাদের যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে। আস্‌তা চলে গিয়েছে।

রীতা ॥ [ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে] অ্যালফ্রেড, আমার ধারণা, তুমিও শীঘ্র চলে যাবে ?

অলমারস ॥ এ কথার অর্থ ?

রীতা ॥ তুমিও তোমার বোনের পিছু পিছু যাবে।

অলমারস ॥ আস্‌তা কি তোমাকে কিছু বলেছে ?

রীতা ॥ না ; কিন্তু তুমি নিজেই বলেছিলে যে আস্‌তার জন্যেই—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

অলমারস। সে কথা সত্যি ; কিন্তু তুমি নিজেই আমাকে আটকে রেখেছিলে—আমাদের দুজনের জীবন দিয়ে একসঙ্গে।

রীতা ॥ কিন্তু এখন ! আমার যে রূপের আকর্ষণ তোমার কাছে একদিন দুর্নিবার ছিল এখন তা তো ঠিক সেইরকম নেই।

অলমারস ॥ তা সত্ত্বেও, পরিবর্তনের নীতি হয়ত আমাদের একসঙ্গে বেঁধে রাখতে পারবে।

রীতা ॥ [ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে] আমার মধ্যে এখন একটা পরিবর্তন চলছে। আমার মনে হচ্ছে সেটা সহ্য করা বড়ই কষ্টকর।

অলমারস ॥ কষ্টকর ?

রীতা ॥ হ্যাঁ, কারণ, এর মধ্যেও যে যন্ত্রণা রয়েছে তাকে গর্ভযন্ত্রণারই সামিল বলা যায়।

অলমারস ॥ ঠিক তাই ; অথবা, একে পুনরুজ্জীবন বলা যেতে পারে। মহত্তর জীবনের দিকে এর অগ্রগতি।

রীতা ॥ [সামনের দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে] হ্যাঁ—সবকিছু হারিয়ে, সারা জীবনের সুখকে নষ্ট করে।

অলমারস ॥ সেই ক্ষতি—সেটাই তো আমাদের লাভ।

রীতা ॥ [চটে] উঃ! কেবল কথা, আর কথা! হায় ভগবান! কিন্তু যাই বল, আমরা তো এই পৃথিবীরই মানুষ।

অলমারস ॥ কিন্তু তাহ'লেও, এই সমুদ্র আর আকাশের সঙ্গেও আমাদের কিছুটা আত্মীয়তা রয়েছে, রীতা।

রীতা ॥ তোমার থাকতে পারে ; আমার নেই।

অলমারস ॥ না—না ; তোমারও রয়েছে—যতটা রয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে তার তার চেয়েও বেশী।

রীতা ॥ [এক পা এগিয়ে এসে] অ্যালফ্রেড, শোনো, তোমার সেই কাজটাকে আবার তুমি তুলে নিতে পারো না ?

অলমারস ॥ যে কাজটাকে তুমি ঘৃণা করতে ?

রীতা ॥ এখন আমি অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারি। এই লেখার কাজে তোমাকে আমি সাহায্য করতে রাজি।

অলমারস ॥ কেন ?

রীতা ॥ তোমাকে কেবল আমার কাছে রাখার জন্যে—আমার হাতের কাছে।

অলমারস ॥ কিন্তু আমাকে দিয়ে তোমার তো কোনো কাজ হবে না, রীতা।

রীতা ॥ সম্ভবত, আমি তোমার কাজে আসতে পারি।

অলমারস ॥ আমার কাজে এই বলতে চাও তুমি ?

রীতা ॥ না। তুমি যাতে নিজের মত করে বেঁচে থাকতে পারো সেই উদ্দেশ্যে।

অলমারস ॥ [মাথা নেড়ে] বাঁচিয়ে রাখার মত আমার যে কোন জীবন রয়েছে তা আমার মনে হয় না।

রীতা ॥ বেশ তো। তাহলে, তোমার এই জীবনের বোঝা যাতে বইতে পার সেইজন্যে।

অলমারস ॥ [বিষণ্ণ দৃষ্টিতে] আমার বিশ্বাস, আমরা যদি পরস্পরের কাছ থেকে সরে যেতে পারতাম তাহলেই আমাদের সবচেয়ে ভালো হতো।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] তাহলে তুমি কোথায় যাবে ? আস্তার কাছে ?

অলমারস ॥ না ; আর আস্তার কাছে নয়—কোনদিন না ।

রীতা ॥ তাহলে, কোথায় ?

অলমারস ॥ সেই পাহাড়ের চূড়ায়—নিঃসঙ্গতার মাঝখানে ।

রীতা ॥ পাহাড়ে ওপরে ? এই কথাই বলছো ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ ।

রীতা ॥ কিন্তু এটা তো তোমার কল্পনা, অ্যালফ্রেড । সেখানে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না ।

অলমারস ॥ তা সত্ত্বেও, তার আকর্ষণ আমার কাছে দুর্নিবার ।

রীতা ॥ কেন ? আমাকে বল—কেন ?

অলমারস ॥ এখানে বসো ; তোমাকে আমি কিছু বলবো ।

রীতা ॥ সেই পাহাড়ের চূড়ায় ঘটেছিল এমন কিছু ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ ।

রীতা ॥ এবং যেকথা তুমি আস্তা আর আমাকে বলো নি ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ ; সেই কথা ।

রীতা ॥ হায়রে, সব বিষয়েই তুমি বড় চুপচাপ । এতটা চুপচাপ থাকাটা উচিত নয় তোমার ।

অলমারস ॥ বসো ; সেই কথাটা তোমাকে আমি বলবো ।

রীতা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; বলো ! [সামার হাউসের ধারে যে বেঞ্চটা পাতা ছিল তার ওপরে বসলো]

অলমারস ॥ সেখানে সেই পাহাড়ের ওপরে আমি তখন একা—সেইসব উঁচু উঁচু পর্বতমালার মধ্যে । এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি এসে পড়লাম একটা বিরাট, নির্জন পাহাড়ী হ্রদের ধারে, সেই হ্রদটাকে পেরিয়ে যেতে হবে আমাকে । কিন্তু তা পারলাম না ; কারণ, সেখানে কোন নৌকো বা লোক ছিল না ।

রীতা ॥ তারপরে—তারপরে ?

অলমারস ॥ সেইজন্যে নিজেই পথ হাতড়াতে হাতড়াতে আমি একটা পাশের উপত্যকায় গিয়ে পৌছলাম । কারণ ভেবেছিলাম ওইখান দিয়েই আমি পাহাড়ের অরণ্য ভেদ ক'রে চূড়াগুলিকে টপকে আসতে পারবো, আর তারই ফলে, হ্রদের অন্য ধারে গিয়ে পৌছবো ।

রীতা ॥ হায়, হায়—অ্যালফ্রেড, তাহলে তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলে ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ । আমি পথের নিশানাটাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম । কারণ সেদিকে কোন রাস্তা বা পাহাড়ী পথ ছিল না । সারাদিনই আমি হাঁটলাম, এবং পরের সারা রাত্রিও । শেষকালে মনে হলো, আমি হয়তো আর কোনদিন মনুষ্যজগতে ফিরে আসতে পারবো না ।

রীতা ॥ বাড়ীতে আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবে না ? তাহলে, নিশ্চয় তখন তুমি এখানে আমাদের কথাই ভাবছিলে !

অলমারস ॥ না ; তাও ভাবি নি ।

রীতা ॥ ভাবো নি ?

অলমারস ॥ না । কী আশ্চর্য ! মনে হলো, তোমরা, তুমি আর ইয়োলফ আমার কাছ থেকে যেন অনেক অনেক দূরে চলে গিয়েছ ; অনেক দূরে সরে গিয়েছে আস্তাও ।

রীতা ॥ কিন্তু তখন তুমি তাহলে কার কথা ভাবছিলে ?

অলমারস ॥ কারও কথাই না, আমি এগিয়ে চলেছিলাম—সেই উঁচু খাড়াই পাহাড়ের ওপর নিয়ে নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম ; উপভোগ করছিলাম শান্তি আর মৃত্যুর সান্নিধ্যকে, তার মঙ্গলকামনাকে ।

রীতা ॥ [লাফিয়ে উঠে] ওঃ । মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর ! তার সম্বন্ধে ওরকম কথা ব্যবহার করো না !

অলমারস ॥ আমার অনুভূতিটা তখন ওইরকম হয়েছিল । কোনরকম ভয় আমাকে অভিভূত করতে পারে নি, মনে হয়েছিল দুটি পরম বন্ধু পথিকের মত মৃত্যু আর আমি পাশাপাশি এগিয়ে চলেছি । এর মধ্যে অযৌক্তিকতা বলে কিছু ছিল না ; সেই সময়, সমস্ত জিনিসটা আমার কাছে খুবই সহজ ব'লে মনে হয়েছিল । আমাদের পরিবারের পুরুষেরা সাধারণতঃ খুব একটা বেশীদিন বেঁচে থাকেন নি—

রীতা ॥ অ্যালফ্রেড, দয়া করে ওসব কথা বলো না । কারণ, শেষ পর্যন্ত অক্ষত দেহেই ফিরে এসেছিলে তুমি ।

অলমারস ॥ হ্যাঁ ; হঠাৎ দেখলাম হ্রদের অন্য পাশে আমি পৌঁছে গিয়েছি ।

রীতা ॥ অ্যালফ্রেড, ওই সময়টাই তোমার কাছে ছিল আতঙ্কের রাত্রির মত । কিন্তু এখন সেই রাত্রির অবসান হয়েছে । এখন আর সে-সব কথা তুমি স্বীকার করবে না ।

অলমারস ॥ সেই রাত্রিটি সংকল্পে আমাকে সুদৃঢ় ক'রে তুলেছিল ; আর সেই সংকল্প নিয়েই আমি সোজা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম—ইয়োলফের কাছে ।

রীতা ॥ [আস্তে] বড় দেরী ক'রে ফেলেছিলে !

অলমারস ॥ হ্যাঁ । এবং তারপরে আমার সঙ্গীটি এলো, নিয়ে গেল তাকে ; তখন সেই সঙ্গীটির রূপ ছিল ভয়ংকর । কেবল সে-ই নয়, প্রতিটি জিনিসের—সব-কিছুর মধ্যেই আমরা সেই ভয়ংকর রূপটা দেখতে পাচ্ছি ; তবু আমরা ছেড়ে যেতে সাহস পাচ্ছি নে । আমরা কতই না মোহাচ্ছন্ন, রীতা—আমরা দুজনেই ।

রীতা ॥ [আনন্দের সামান্য একটু ঝিলিক দেখা গেল মুখের ওপরে] হ্যাঁ ; তাই নয় ? তুমিও ! [আরও কাছে এসে] এস, এস ; যতদিন পারি আমরা দুজনে একসঙ্গে আমাদের জীবন যাপন ক'রে যাই ।

অলমারস ॥ [কাঁধটা কঁচকে] আমাদের জীবন যাপন । তাই বটে । আর

সেই জীবন পূর্ণ করার কত কিছুই না পেয়ে ! আমাদের জীবন তো মরুভূমি—শূন্য খাঁ খাঁ করছে !—যতদূর দেখতে পাচ্ছি ।

রীতা ॥ [দুঃখের সঙ্গে] ; বুঝতে পারছি, আজই হোক, আর দুদিন পরেই হোক, আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে, অ্যালফ্রেড ! আমি তা বুঝতে পারছি ! এবং তোমার মধ্যেও সেইরকম একটা বাসনা ফুটে উঠেছে—বেশ স্পষ্ট ক'রে । তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে ।

অলমারস ॥ আমার সেই ভ্রমণসঙ্গীর সঙ্গে ?—এই কথাই বলছো ?

রীতা ॥ না ; আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে তার চেয়েও খারাপ । স্বেচ্ছায় তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে । কারণ, তুমি মনে কর কেবল এইখানেই, আমার কাছে, বেঁচে থাকার মত কোন রসদ তুমি পাবে না । উত্তর দাও । এই কথাই তুমি ভাবছো না ?

অলমারস ॥ [স্থিরভাবে তার দিকে তাকিয়ে] ধর, সেইরকমই কিছু আমি যদি ভেবে থাকি— ?

[একটা গোলমাল শুরু হলো, মনে হলো তর্জন-গর্জন চলেছে । উন্মত্ত চিৎকার ভেসে এলো সেইসঙ্গে অনেক নিচে থেকে । অলমারস রেলিঙের দিকে এগিয়ে গেলেন ।

রীতা ॥ কী হচ্ছে ওখানে ? [চিৎকার ক'রে] তারা নিশ্চয় তাকে খুঁজে পেয়েছে—দেখবে তুমি !

অলমারস ॥ তাকে কোনদিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ।

রীতা ॥ কিন্তু তাহলে, এই হল্লা কেন ?

অলমারস ॥ [ফিরে এসে] যুদ্ধ, মারামারি—চিরাচরিত ।

রীতা ॥ সমুদ্রের তীরে ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ, উপকূলে যে-সব বসতি গ'ড়ে উঠেছে তাদের সব কটিকে তুলে দেওয়া উচিত । পুরুষেরা ঘরে ফিরে এসেছে—এখন তারা মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে ;—এইরকমই তারা থাকে । বাচ্চাদের চারপাশে ছুঁড়ে ফেলছে । ওই শোনো, বাচ্চারা চিৎকার করছে । তাদের মায়েরা কাঁদছে ছেলেদের বাঁচানোর জন্যে—

রীতা ॥ তাদের সাহায্য করার জন্যে কাউকে আমাদের ওখানে পাঠানো উচিত নয়—কী বল ?

অলমারস ॥ [কঠিন এবং ক্রুদ্ধ] তাদের সাহায্য করতে—যারা ইয়োলফকে সাহায্য করে নি ? না ; তারা জাহান্নামে যাক—ইয়োলফ যেমন গিয়েছে ।

রীতা ॥ না, না ; অ্যালফ্রেড, ওকথা বলো না তুমি, ওভাবে চিন্তা করো না—অবশ্যই না !

অলমারস ॥ এছাড়া, অন্য কিছুই আমি চিন্তা করতে পারছি না । ওইসব বস্তীগুলি নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া উচিত !

রীতা ॥ তাহলে, ওই গরীব লোকগুলি কোথায় যাবে ?

অলমারস ॥ অন্য যে-কোন জায়গায় ।

রীতা ॥ আর বাচ্চারা ?

অলমারস ॥ জাহান্নামে !

রীতা ॥ [শান্তভাবে এবং তিরস্কার করার ভঙ্গীতে] অ্যালফ্রেড, জোর ক'রে কঠোর হচ্ছো তুমি ।

অলমারস ॥ [উত্তেজিতভাবে] ভবিষ্যতে কঠোর হবার অধিকার আমার রয়েছে । এটা আমার কর্তব্যও ।

রীতা ॥ তোমার কর্তব্য !

অলমারস ॥ হ্যাঁ, ইয়োলফের ওপরে কর্তব্য । তার মৃত্যুর বদলা না নিলে চলবে না । এটাই হচ্ছে আসল কথা, রীতা !--এই কথাটাই তোমাকে আমি বলছি । জিনিসটা ভালোভাবে ভেবে দেখো । আমি চলে যাবার পরে—ওই বস্তীগুলোকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ো ।

রীতা ॥ [তাঁর ভেতরটা যেন দেখছে এইভাবে] তুমি চলে যাবার পরে ?

অলমারস ॥ হ্যাঁ । কারণ, তখন জীবনটাকে ভরিয়ে রাখার মত একটা কাজ অন্তত তুমি পাবে । আর এটা হচ্ছে সেই কাজ ।

রীতা ॥ [বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আর পরিষ্কার ক'রে] তুমি ঠিকই বলেছো । আমাকে নিশ্চয় কিছু করতে হবে । কিন্তু তুমি চলে যাবার পরে আমি কী করবো ভাবতে পারো ?

অলমারস ॥ মানে ? কী করবে ?

রীতা ॥ [ধীরে ধীরে, ঠিক ক'রে ফেলেছে এইভাবে] তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাওয়া মাত্র, আমি ওই উপকূলে নেমে যাবো : তারপর, ওই সব দরিদ্র, পরিত্যক্ত শিশুদের নিয়ে আসবো আমার বাড়ীতে--ওখানে যত হতভাগ্য শিশু রয়েছে সবাইকে—

অলমারস ॥ তাদের এখানে নিয়ে এসে কী করবে তুমি ?

রীতা ॥ আমার নিজের ক'রে নেবো ।

অলমারস ॥ নিজের ক'রে নেবে ?

রীতা ॥ হ্যাঁ ; নেবোই নেবো । যেদিন থেকে তুমি চলে যাবে সেইদিন থেকে তারা এখানে আসবে—সবাই—আমার নিজের সন্তানের মত ।

অলমারস ॥ [মর্মাহত হয়ে] আমাদের সেই ক্ষুদে ইয়োলফের জায়গায় !

রীতা ॥ হ্যাঁ, আমাদের ক্ষুদে ইয়োলফের জায়গায় । শোবার জন্যে তারা পাবে ইয়োলফের ঘর । পড়ার জন্যে তারা পাবে ইয়োলফের বই । তার খেলনা দিয়ে খেলবে তারা । টেবিলের পাশে তার যে চেয়ার পাতা রয়েছে তার ওপরে এক একবার ক'রে বসবে সবাই ।

অলমারস ॥ তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ! বিশ্বের মধ্যে এমন কেউ নেই এই-রকম কাজে তোমার চেয়ে যার যোগ্যতা কম রয়েছে।

রীতা ॥ তাহলে, নিজেকে আমি যোগ্য ক'রে নেবো ; নিজেকে শেখাবো, প্রশিক্ষণ দেবো নিজেকে।

অলমারস ॥ তুমি যা বলেছো তা যদি সত্যি হয়—তাহলে বুঝতে হবে তোমার মধ্যে নিশ্চয় একটা পরিবর্তন এসেছে।

রীতা ॥ হ্যাঁ, অ্যালফ্রেড, এসেছে। তুমি তা দেখেছ। তুমি আমাকে শূন্য করে দিয়েছ ; এবং একটা কিছু দিয়ে সেই শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলতে হবে আমাকে। এমন একটা কিছু যেটা হবে ভালোবাসার সামিল।

অলমারস ॥ [এক মুহূর্ত চিন্তাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে থেকে, তারপরে তার দিকে তাকিয়ে] সত্যি বলতে কি, ওইসব দরিদ্রদের জন্যে আমরা বেশী কিছু করি নি।

রীতা ॥ আমরা কিছুই করি নি।

অলমারস ॥ তাদের সম্বন্ধে খুব একটা চিন্তা করি নি।

রীতা ॥ সহানুভূতির সঙ্গে আদৌ চিন্তা করি নি।

অলমারস ॥ আমরা, যাদের 'সোনা আর সবুজ বনানী' রয়েছে।

রীতা ॥ তাদের কাছে আমাদের হাত রেখেছিলাম উপুড় ক'রে, রুদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম আমাদের হৃদয় দুয়ার।

অলমারস ॥ [ঘাড় নেড়ে] সেইজন্যে আমাদের ইয়োলফকে বাঁচাতে তারা যে কোন ঝুঁকি নিতে চাইবে না এইটাই সম্ভবত খুবই স্বাভাবিক ছিল তাদের কাছে।

রীতা ॥ [মিষ্টি ক'রে] ভেবে দ্যাখো অ্যালফ্রেড, ওইরকম একটা ঝুঁকি কি আমরা নিজেরাই নিতে পারতাম ? সেদিক থেকে কি তুমি নিশ্চিত ?

অলমারস ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে, ওরকম একটা সম্ভাবনার কথা অস্বীকার ক'রে] সে-সন্দেহ করো না রীতা—কোনদিন না !

রীতা ॥ হায় ! আমরা যে রক্তমাংসের মানুষ।

অলমারস ॥ এইসব পরিত্যক্ত শিশুদের নিয়ে তুমি কী করবে—ঠিক কী ভাবছো ?

রীতা ॥ তাদের জীবন পথটাকে যদি আরও ভালো—আরও মহৎ করতে পারি—সেদিকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

অলমারস ॥ তা যদি করতে পারো, তাহলে বুঝতে হবে ইয়োলফের জন্ম বৃথা হয় নি।

রীতা ॥ এবং তাকে যে আমাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তাও বৃথা নয়।

অলমারস ॥ [স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] একটা বিষয়ে পরিষ্কার থেকো রীতা। এই কাজে ভালোবাসা তোমাকে প্ররোচনা দিচ্ছে না।

রীতা ॥ না ; অন্তত এখনও তা নয়।

অলমারস ॥ তাহলে সেটা ঠিক কী ?

রীতা ॥ [প্রশ্নটাকে কিছুটা এড়িয়ে দেবার চেষ্টায়] তুমি প্রায় আস্‌তার কাছে মানবিক দায়িত্বের কথা বলতে না—

অলমারস ॥ যে বইটিকে তুমি ঘৃণা করতে।

রীতা ॥ সেই বইটিকে আমি এখনও ঘৃণা করি। কিন্তু যখন তুমি এই বইটি নিয়ে আলোচনা করতে তখন বসে-বসে আমি তোমার কথাবার্তা শুনতাম। এবং এখন আমি নিজের মনোমত পথে চলতে চেষ্টা করবো—আমার নিজের পথে।

অলমারস ॥ [মাথা নেড়ে] সেই অসমাপ্ত বইটির জন্যে নয়—

রীতা ॥ না। আমার অন্য কারণও রয়েছে।

অলমারস ॥ তাহলে ?

রীতা ॥ [মোলায়েমভাবে, করুণভাবে হেসে] খোলা চোখে সব বুঝে আমি শান্তি পেতে চাই, বুঝছো ?

অলমারস ॥ [গভীরভাবে অভিভূত হয়ে, রীতার ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে] সম্ভবত আমি তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারি ? এবং তোমাকে সাহায্য করতে পারি, রীতা ?

রীতা ॥ করবে ?

অলমারস ॥ করবো—যদি জানতাম এ কাজ করার মত শক্তি আমার রয়েছে।

রীতা ॥ [ইতস্তত করে] কিন্তু তাহ'লে, এখানে তোমাকে থাকতে হবে।

অলমারস ॥ দেখা যাক, একাজ করা যায় কিনা।

রীতা ॥ [একেবারে, অস্পষ্টভাবে] দেখা যাক অ্যালফ্রেড।

[দুজনেই চুপ ক'রে থাকে। তারপরে, অলমারস ধ্বজদণ্ডের কাছে যান, পতাকাটা তুলে দেন ধ্বজদণ্ডের মাথার ওপরে। সামার হাউসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে রীতা ; তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ]

অলমারস ॥ [ফিরে এসে] আমাদের কঠোর কাজের দিন আসছে, রীতা।

রীতা ॥ তুমি দেখবে—'স্যাবাথ ডে'-র শান্তি মাঝে মাঝে আমাদের ওপরে নেমে আসবে।

অলমারস ॥ [শান্তভাবে, রীতার কথায় বিচলিত হয়ে] তাহ'লে আমরা বুঝতে পারবো যে আত্মারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

রীতা ॥ [ফিসফিস ক'রে] আত্মারা ?

অলমারস ॥ [আগের মত] হ্যাঁ। যাঁদের আমরা হারিয়েছে তাঁরা সম্ভবত আমাদের পাশে থাকবেন।

রীতা ॥ [ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে] আমাদের শিশু ইয়োলফ আর তোমার বড় ইয়োলফও।

অলমারস ॥ [সামনের দিকে তাকিয়ে] এমনও হতে পারে যে আমাদের চলার পথে তাদের আমরা ক্ষণিকের জন্যে মাঝে মাঝে দু'একবার দেখতে পাবো।

রীতা ॥ কোথায় আমরা খুঁজবো অ্যালফ্রেড— ?

অলমারস ॥ [তার ওপরে চোখ রেখে] ওপরে।

রীতা ॥ [সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওপর।

অলমারস ॥ ওপরে—পাহাড়ের ওপরে। নক্ষত্রদের কাছে—এবং মহান নিস্তব্ধতার মধ্যে।

রীতা ॥ [তাঁর দিকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে] ধন্যবাদ।